প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৬৩ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬

ভূমিকা

আঠার শতকের ফরাসী ভাষায় 'ফিলজফ' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। কথাটির অর্থ হলো : একজন লোক যে প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের রীতিনীতিগুলিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ সুখ ও সমৃদ্ধির রাস্তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। দিদরো ছিলেন একজন 'ফিলজফ'। আঠার শতকের অপর দুই বিখ্যাত ফিলজফের নাম হলো ভলত্যার ও রুশো। বাংলাদেশে ভলত্যার ও রুশোর নাম সবাই জানেন কিন্তু দিদরো অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত ; তাই এই ভূমিকা।

বাংলাদেশে তথা পৃথিবীতে ভলত্যার ও রুশোর তুলনায় দিদরোর এই অনাদরের প্রধান কারণ হলো যে দিদরো ফ্রান্সেও অনেকদিন অনাদৃত ছিলেন। এই অনাদরের প্রধান কারণ ছিলো পাদ্রীদের বিরোধিতা—দিদরো ছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়ের চিরশত্রু। তাঁর খুব কমই রচনা আছে যেখানে তিনি পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একবারও কোনো কটাক্ষ করেন নি। তাঁর মতে পুরোহিত সম্প্রদায় ; তা সে পৃথিবীর যে কোনোও ধর্মেরই হোক না কেন ; ঈশ্বরের নামে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম করে, তারা ভণ্ড, উচ্ছৃংখল ও লম্পট। এই যাজক বিদ্বেষের ফলে জীবৎকালে দিদরোকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর, গত বিশ্ব-যুদ্ধ পর্যন্ত, তাঁর রচনা ইস্কুল-কলেজে পড়ানো হতো না। ইস্কুল-কলেজে তাঁর রচনা পড়ানো না হলেও আঠার শতকের ফরাসী সভ্যতার পাঠে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের কোনোদিনই হয় নি। দিদরো পৃথিবীর প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ এবং রূপকার—এটি তাঁর সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই সম্পাদক মণ্ডলীতে তৎকালীন ফ্রান্সের সমস্ত জ্ঞানীদের জড়ো করেছিলেন দিদরো—এমন কি রুশো ও ভলত্যারকেও কিছুদিনের জন্য এই বিশ্বকোষের সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকতে বাধ্য করেছিলেন।

উপন্যাস ও নাটক দিদরো খুবই কম লিখেছিলেন। তিনি দুটি নাটক লেখেন, সে দুটির নাম যথাক্রমে "ল্য প্যার দ্য লা ফামিং ; দিসকুর সুর লা পোয়েজি দ্রামাতিক" (প্রকাশ ১৭৫৮)। অন্যটির নাম "এত ইল বোঁ এত ইল মেশ" রচনা ১৭৭১ কিন্তু প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৩৪ সালে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা তিন এবং কোনো-টিই তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয় নি। উপন্যাসগুলির নাম যথাক্রমে "লা রলিজিওস" (রচনা ১৭৬০—প্রকাশিত ১৭৯৬), 'ল্য নভোদ রামো' (রচনা ১৭৬২, প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর একশ বছরেরও পরে) ও অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব (রচনা ১৭৭৩—প্রকাশিত হয় ১৭৯৬)। উপন্যাস ও নাটক রচনা দিদরোর পেশা না হলেও এই দুটি নাটক এবং তিনটি উপন্যাস বাদ দিয়ে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর নাটক দুটি হলো ফরাসী ভাষায় প্রথম গদ্যে লেখা নাটক এবং তাঁর উপন্যাসগুলি হলো ফরাসী ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস যেখানে নায়ক অভিজাত বংশ উদ্ভূত নয়।

'অদৃষ্টবাদী'কে বলা যেতে পারে 'ডন কিহোতে'র মতো পিকারোর উপন্যাস—একটা যাত্রাপথের বিভিন্ন ঘটনা। কিন্তু 'ডন কিহোতে'র সঙ্গে 'অদৃষ্টবাদী'-এর প্রথম পার্থক্য হলো যে তার নায়ক কিন্তু মনিব নয়, তার চাকর জাক এবং জাক হলো একজন 'ফিলজফ'। অন্য পার্থক্যটি হলো যে 'ডন কিহোতে' ও তার চাকর সাঙ্গোপাঙ্গোর মধ্যে কথোপকথন প্রায় নেই বললেই চলে এবং উপন্যাসটি প্রধানত ঘটনাধর্মী। 'অদৃষ্টবাদী' প্রধানত হলো চাকর ও মনিবের কথোপকথন, এখানে যাত্রাপথের ঘটনা যে নেই তা নয় কিন্তু মুখ্য হলো এই কথোপকথন। তা ছাড়া অদৃষ্টবাদী জাক ও মনিবের অন্যান্য ঔৎকর্ষ ছাড়া একটি বস্তু পাঠকের নজর এড়ানো সম্ভব নয় তা হলো উপন্যাসটির আগাগোড়া আড্ডার মেজাজ। দিদরোর প্রত্যেকটি উপন্যাসই হলো দিদরোর দর্শনের ও মতামতের সাহিত্য রূপ। তার মানে এই নয় যে তা দর্শন ভারাক্রান্ত এক বিস্বাদ রূপক। মোটেই তা নয় বরং উল্টো, অদৃষ্টবাদী জাককে দিদরো পাঠকের সঙ্গে প্রায় মস্করা করতে করতে জীবনের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে অত্যন্ত চটুল ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন যার ফলে পাঠকের কোনো ক্লান্তি আসে না। অদৃষ্টবাদী জাককে পুরোহিতদের বিভিন্ন বদামীর ঘটনা বলে যাজকসম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছেন দিদরো। পুরোহিতদের ওপর খড়্গ হস্ত থাকা সত্ত্বেও দিদরো জানতেন যে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করবার জন্য সাধারণ মানুষের একটা অলৌকিক খুঁটির প্রয়োজন—অদৃষ্টবাদী জাকের কাছে তা ছিল: "ঐ ওপরের কাগজের বাণ্ডিলটা যাতে সব লেখা আছে"—কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাক সুখে আনন্দিত হয় এবং দুঃখে কাঁদে। আগেই বলেছি যে উপন্যাসগুলি দিদরোর দর্শনের সাহিত্য রূপ তাই তাঁর দর্শন নিয়ে কোনো কথা বলছি না কারণ তা হবে অতিকথন। উপন্যাসের শেষে দিদরোর জীবনী-পঞ্জী দিয়েছি।

অনুবাদক হিসাবে একটা কথা শুধু যোগ করতে চাই তা হলো এই যে মূল উপন্যাসটির কোনো কাটা-ছেঁড়া করি নি এবং 'গালীমার' ১৯৫৯ সালের 'লিভ্র দ পশ' সংস্করণটি ব্যবহার করেছি।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কি ভাবে তাদের দেখা হলো ? —হঠাৎ, সবায়ের যেমন হয় । —তাদের নাম কি ?—তাতে আপনার কি ?—তারা কোথা থেকে আসছে ?—সবচেয়ে কাছের জায়গাটা থেকে । তারা যাচ্ছে কোথায় ?—কে কোথায় যাচ্ছে তাকি কেউ জানে ?—তারা কি বলছিল ?—মনিব কিছুই বলছিল না, আর জাক বলছিল যে তার কাপ্তেন বলত, এই মর্তে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে, তা সবই অদৃষ্টে লেখা থাকে ।

মনিব : এটা তো খুবই বড় কথা ।

জাক : আমার কাপ্তেন আরও বলত, বন্দুক থেকে যে ছিটে গুলিটা ছুটে বেরোয় তার একটা আস্তানাও থাকে ।

মনিব : তা সে ঠিক কথাই বলত…

একটু চুপ করে থেকে জাক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ শুঁড়ী ব্যাটা আর তার শুঁড়ী-খানাটাকে শয়তানে ধরুক ।"

মনিব : কেন বাপু তাকে শয়তানের হাতে তুলে দিচ্ছ। এ তো খৃষ্টানের কাজ হলো না ।

জাক : কারণ ওর বাজে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়লাম, আমাদের ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতে ভুললাম । বাবা দেখে রাগ করলেন । আমি মাথা নাড়লাম বাবা আমার পিঠটা লাঠি দিয়ে বেশ ভালো করে রগড়ে দিলেন । একদল সেপাই ফঁতেনীর সামনে তাঁবু গাড়তে যাচ্ছিল, মনের দুঃখে তাদের দলে নাম লেখা-লাম । আমরা পেঁছিলাম । যুদ্ধ হলো ।

মনিব : আর অমনি তুই গুলি খেলি ।

জাক : আপনি ঠিক ধরেছেন । হাঁটুতে একটা গুলি খেলাম । আর ভগবান এই গুলি খাওয়ার জন্য ভালোমন্দ কত কি হলো । হয়ত বা এই গুলি না খেলে আমি জীবনে প্রেমেও পড়তাম না আবার খোঁড়াও হতাম না ।

মনিব : তুই তাহলে প্রেমে পড়েছিলি ?

জাক : আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়েছিলাম ।

মনিব : আর তা গুলি খাওয়ার জন্য ?

জাক : গুলি খাওয়ার জন্য ।

মনিব : তুই এ ব্যাপারে আমাকে একটা কথাও বলিস নি তো ।

জাক : আমার মনে হয় তাই ।

মনিব : কেন ?

জাক : কারণ হলো, এর আগে বা পরে আমি বলতেই পারতাম না ।

মনিব : এই সব প্রেমের কথা শোনবার সময় এসেছে কি ?

জাক : কে জানে ?

মনিব : যাই হোক শুরু কর…

খাওয়া দাওয়ার পর জাক তার প্রেমের গল্প শুরু করল । বেশ গরম পড়েছিল তার মনিব

ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মধ্যে কখন রাত হয়ে গেল তারা টেরও পেল না। দেখুন মনিব ভীষণ রেগে তার চাকরের ওপর চাবুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, চাবুকের প্রতিটা চোট লাগছে আর বেচারা বলছে "এটাও অদৃষ্টে লেখা ছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

দেখুন পাঠক! আমি খুব ভালো রাস্তা ধরেছি। এখন আমার মর্জি হলে এক, দুই বা তিন বছর ধরে জাকের প্রেমের গল্পটা আপনাদের শোনাতে পারি। তাকে তার মনিবের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার ইচ্ছে মতো দুজনকেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াতে পারি। জাকের মনিবের বিয়ে দিয়ে তাকে ল্যাং-খাওয়া স্বামীতে পরিণত করলেই বা আমাকে কে ঠেকায়? বা জাককে জাহাজে চড়িয়ে কোনোও দ্বীপে পাঠাতে? সেখানে তার মনিবকে নিয়ে যেতে? একই জাহাজে দুজনকে চড়িয়ে ফ্রান্সে ফেরত আনতে? গল্প তৈরী অতি সহজ কাজ। এখন কিন্তু তারা একে অপরকে এবং আপনাদের শুধু একটি মাত্র রাতের জন্য ছেড়ে যাবে।

দিনের আলো ফুটল। ঐ দেখুন তারা বাহনে চড়ে নিজেদের পথে চলেছে। —তারা কোথায় যাচ্ছে? —এই দেখুন আপনারা দ্বিতীয় বার আমাকে প্রশ্নটি করছেন, এবং দ্বিতীয় বারেও আমি উত্তর দিচ্ছি; তাতে আপনাদের কি? আমি যদি এখন তাদের দেশ ভ্রমণের গল্পটি ফেঁদে বসি তাহলে বিদায় জাকের প্রেম······কিছুক্ষণ তারা নীরবে চলল। দুজনেই নিজেদের দুঃখ একটু ভুললে মনিব তার চাকরকে বলল, "ভালো কথা জাক, আমরা তোর প্রেমের কথার কোথায় ছিলাম?"

জাক : আমার মনে হয় শত্রুপক্ষের সৈন্যদের রণে ভঙ্গ দেওয়ার জায়গাটায়। যে যেমন করে পারে নিজেকে বাঁচায়, তাড়া খায়, প্রত্যেকে শুধু নিজের কথা ভাবে। আমি প্রচুর মৃত ও আহতদের নিচে কবরস্থ হয়ে পড়ে রইলাম। পরের দিন আর প্রায় ডজন খানেক আহতদের সঙ্গে কোনাও এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছ্যাকরা গাড়িতে আমাকে তোলা হলো। উঃ! কর্তা হাঁটুর জখমের চেয়ে কষ্টকর আর কিছুই নেই।

মনিব : যা যা জাক ঠাট্টা করিস না।

জাক : না না কর্তা দিব্যি গেলে বলছি ঠাট্টা করছি না ওখানে কত কি সব হাড় শিরা আরও কত কি সব আছে আমি নামও জানি না······

চাষার মতো একটা লোক ঘোড়ার ওপর নিজের পেছনে একটি মেয়েকে বসিয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে তাদের কথা শুনে বলল, "মশাই ঠিকই বলেছেন।"

তারা বোঝে নি কাকে কথাটা বলা হলো, কিন্তু জাক ও তার মনিবের কথাটা পছন্দ হলো না এবং জাক এই আপনি-মোড়ল লোকটিকে বলল, "তুমি কিসে নাক গলাচ্ছ?"

—"আমি আমার কাজেই নাক গলাচ্ছি; আমি ডাক্তার আপনাদের সামনে হাজির এবং আপনাদের কাছে আমি প্রমাণ করব···" যে মেয়েটি ঘোড়ার ওপর তার পেছনে বসে ছিল সে তাকে বলল, "ডাক্তারবাবু চলুন, এঁদের বাদ দিয়ে আমরা নিজেদের পথে যাই, এঁরা চান না যে এঁদের কাছে আপনি কিছু প্রমাণ করেন।"

ডাক্তার বলল, "না, আমি এঁদের কাছে প্রমাণ করতে চাই, প্রমাণ আমি করবই।"

প্রমাণ করবার জন্য ফিরতে গিয়ে সে তার সঙ্গিনীকে ধাক্কা দিল, ফলে সঙ্গিনী ভূপাতিতা

হলো, একটা পা পোশাকে জড়িয়ে গেল আর সায়াটা উঠে গেল তার মাথায়। জাক ঘোড়া থেকে নেমে বেচারার পা-টাকে মুক্ত করল আর তার সায়াটাকে যথাস্থানে নামিয়ে দিল। আমি জানি না, জাক গোড়ায় তার পা-টিকেই মুক্ত করেছিল না তার সায়াটি নামিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু মেয়েটির কাতরানি থেকে বুঝি যে সে বেশ ভালো রকমই চোট পেয়েছিল। আর জাকের মনিব ডাক্তারকে বলছিল, "দেখলেন তো প্রমাণ করতে গেলে কি হয়?" আর ডাক্তার বলছিল, "দেখলেন তো প্রমাণ করা দেখতে না চাইলে কি হয়।"

আর জাক পড়ে যাওয়া বা ওঠানো মেয়েটিকে বলছিল "ও মেয়ে দুঃখ করো না। এতে না তোমার, না ডাক্তারবাবুর, না আমার, না আমার মনিবের কারোরই দোষ নেই, অদৃষ্টে লেখা ছিল যে আজ এই রাস্তায় এই সময়ে ডাক্তারবাবু বক্তার হবেন, আমরা অভদ্র হব, সায়া তোমার মাথায় উঠবে আর তোমার পোঁদটি লোকে দেখবে।" আপনাদের হতাশ করবার ইচ্ছে থাকলে এই ঘটনাটি আমার হাতে কি না হয়ে উঠতে পারে। আমি মেয়েটিকে বড় ঘরের করব, পাশের গ্রামের এক বিশপের ভাইঝি বানাব, গ্রামের চাষীদের ক্ষেপিয়ে দেব, মারামারি আর প্রেম লাগিয়ে দেব; —কারণ কাপড়ের তলায় মেয়েটি দিব্যি সুন্দরী ছিল। জাক ও তার মনিব তা দেখেছিল; প্রেমে পড়বার এমন একটা চুম্বক চট করে মেলে না। জাক আর একবারই বা প্রেমে পড়বে না কেন? কেন সে আর একবার তার মনিবের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীই প্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না? —এ রকম কি ইতিমধ্যেই হয়েছে নাকি? —খালি প্রশ্ন। তার মানে আপনারা কি চান না যে, জাক তার প্রেমের গল্প-গুলো বলুক? এই শেষ বার সোজা বলে দিল—তাতে আপনারা মজা পাবেন কি না? তাতে যদি আপনারা মজা পান তাহলে মেয়েটিকে তার চালকের পেছনে তুলে দিয়ে তাদের চলে যেতে দেওয়া হোক এবং আমাদের দুই পথিকের কাছে আবার ফিরে আসা যাক। এবার জাক প্রথম মুখ খুলল। তার মনিবকে বলল :—

"এই দেখুন ঘটনাটা, আপনি কখনও আহত হন নি, হাঁটুতে গুলি খাওয়া কাকে বলে তা আপনি জানেন না, যার হাঁটু ভাঙা আর যে বিশ বছর ধরে খোঁড়াচ্ছে তার কথাটা মানুন।"

মনিব : তুই হয়ত ঠিকই বলেছিস, কিন্তু ঐ হতভাগা ডাক্তারটার জন্য তুই এখনও তোর সাথীদের সঙ্গে হাসপাতাল, সেরে ওঠা আর প্রেমে পড়া থেকে অনেক দূরে ছ্যাকরা গাড়িতে পড়ে আছিস।

জাক : তা আপনার যাই মনে হোক, হাঁটুতে অসহ্য বেদনা হচ্ছিল, কেটো গাড়ির কাঠের খোঁচা আর রাস্তার উঁচু নীচুর জন্য বেদনা বাড়ছিল, খোঁদলে গাড়ি পড়লেই আমি ককিয়ে উঠছিলাম।

মনিব : অদৃষ্টে লেখা ছিল যে তুই ককিয়ে উঠবি।

জাক : নিশ্চয়ই! আমার রক্ত ক্ষয় হচ্ছিল আর আমি মরেই যেতাম যদি না আমাদের ছ্যাকরা গাড়িটা, যেটা লাইনের শেষে ছিল, সেটা একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়াত। সেখানে আমি নামতে চাইলাম আমাকে নামিয়ে দেওয়া হলো। একটি যুবতী মেয়ে কুঁড়ে ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে ভেতরে চলে গেল আর প্রায় তক্ষুনি একটা গেলাস আর এক বোতল মদ নিয়ে বেরিয়ে এলো। আমি

তাড়াতাড়ি তার থেকে দু এক ঢোঁক খেলাম। আমাদের আগের ছ্যাকড়া গাড়ি-গুলো চলতে শুরু করল। যখন আবার আমার স্যাঙ্গাৎদের গাদায় ফেলে দেবার উদ্যোগ করল তখন আমি এই মেয়েটির কাপড় আর হাতের কাছে যা ছিল সব কিছু আঁকড়ে ধরে গাড়িতে উঠতে আপত্তি করে বললাম যে যদি মরতেই হয় তো আমি এখানেই মরব। আরও দু মাইল গিয়ে নয়। এই কথাগুলো শেষ করেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান হয়ে দেখি, আমার জামা কাপড় ছাড়ানো হয়েছে আর আমি কুঁড়ে ঘরটার একটা খাটে শুয়ে আছি, আমার পাশে একজন চাষা, এই বাড়ির কর্তা, তার বউ যে আমাকে উদ্ধার করেছে আর কয়েকটা বাচ্চা। বউটি তার এ্যাপ্রনের খুঁট ভিনিগারে ভিজিয়ে আমার নাক ও রগে ঘষছিল।

মনিব : ওরে হতভাগা ! ওরে পাজী, বদমাইস, আমি দেখতে পাচ্ছি তুই কি করতে যাচ্ছিস।

জাক : আজ্ঞে হুজুর আমার মনে হয় যে আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

মনিব : তুই এই মেয়েটার প্রেমে পড়বি না ?

জাক : আর আমি যখন তার প্রেমে পড়ব, তখন আর বলবার কি থাকবে ? কেউ কি ইচ্ছে মতো প্রেমে পড়তে বা না পড়তে পারে ? আর যখন কেউ পড়ে, তখন কি কেউ না প্রেমে পড়ার মতো ব্যবহার করতে পারে ? এটা অদৃষ্টে লেখা থাকলে আপনি আমায় যা বলছেন আমি নিজেকেই তাই বলতাম, আমি নিজেকে চাব-কাতাম ; দেওয়ালে মাথা খুঁড়তাম, নিজের চুল ছিঁড়তাম, তাতে কিছুই কম বা বেশী হতো না আর আমার উপকারী চাষাটি আয়ান ঘোষ হয়ে থাকত।

মনিব : তোর বিচার অনুযায়ী বিচার করলে তো কেউই অনুতপ্ত না হয়ে দোষ করে না।

জাক : এই আপত্তিটা আবার একবার আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিল ; কিন্তু এইসব নিয়ে আমি যেখানেই যাই, সর্বক্ষণই আমার-কাপ্তেনের কথাটিতেই ফিরে আসি, এখানে ভালোমন্দ যা কিছু হয় সবই অদৃষ্টে লেখা থাকে। ঐ লেখাটা মুছে দেবার কোনো উপায় কি আপনার জানা আছে ? আমি কি আমি না হয়ে থাকতে পারি ? আমি হয়ে আমি কি আমার মতো কাজ না করতে পারি ? এবং যেদিন থেকে আমি পৃথিবীতে এসেছি সেদিন থেকে কি এমন একটা মুহূর্তও গেছে যখন তা সত্যি হয় নি ? আপনি যত খুশি যুক্তি দেখান, হয়ত সেগুলি ঠিকই ; কিন্তু অদৃষ্টে যদি লেখা থাকে যে আমার সেগুলিকে ভুল বলে মনে হবে, তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন ?

মনিব : একটা কথা ভাবছি—তা হলো যে লোকটা তোর উপকার করল, তুই তার বউ-এর সঙ্গে পীরিত করবি, এটা তোর অদৃষ্টে লেখা ছিল, না তার অদৃষ্টে লেখা ছিল যে সে ল্যাং-খাওয়া-স্বামী হবে ?

জাক : দুটোই পাশাপাশি লেখা ছিল। গোটা ব্যাপারটাই এক সঙ্গে লেখা ছিল। ওটা একটা কাগজের লাটাই যা আস্তে আস্তে খোলে।

পাঠক বুঝতেই পারছেন, বারবার কপচান এমন একটা বিষয়ের বিতর্ককে আমি কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারি ; এত লেখালেখি সত্ত্বেও দুহাজার বছর ধরে এর কোনোও

ফয়সালা হয় নি।

এদিকে আমাদের দুই পণ্ডিত একমত হতে না পেরে তর্ক করেই চলেছেন, যেমন পণ্ডিতদের তর্কে হয় আর ওদিকে রাতও বেড়েই চলেছে। তারা এমন একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেটা এমনিতেই ভালো নয় তার ওপর আবার সরকারী গাফিলতি আর অন্নকষ্ট খারাপ লোকের সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা সবচেয়ে খারাপ সরাইখানায় উঠতে বাধ্য হলো। শতছিদ্র কাঠের দেওয়াল দিয়ে তৈরী একটা ঘরে দুটো ক্যাম্প খাটে তাদের বিছানা করে দেওয়া হলো। তারা খাবার চাইল। এনে দিল ডোবার জল কালো রুটি আর টকে যাওয়া মদ। সরাইয়ের মালিক, তার স্ত্রী, বাচ্চারা ও চাকরগুলো সবাই-কেই কেমন যেন গুণ্ডার মতো দেখতে। জনা বারো ডাকাত, তাদের আগেই সেখানে এসেছিল আর সমস্ত খাবার সাবড় করে দিয়েছিল। পাশের ঘরে হুল্লোড় শোনা যাচ্ছিল। জাক বেশ শান্ত ছিল; কিন্তু তার মনিবকে অনেক চেষ্টায় অশান্তি চেপে রাখতে হচ্ছিল। মনিব ঘরে পায়চারী করে নিজেকে সামলে রাখছিল আর তার চাকর ততক্ষণে কয়েক টুকরো কালো রুটি আর কয়েক গেলাস বাজে মদ মুখ বেঁকিয়ে গিলে যাচ্ছিল। এমনি যখন অবস্থা তখন তারা শুনলো যে কেউ তাদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, লোকটা হলো চোয়াড়গুলোর চাকর সে তার কর্তাদের হুকুম মতো প্লেটে করে তাদের খাওয়া পাখীর হাড়গুলো নিয়ে এসেছিল। জাক অপমানিত হয়ে তার মনিবের পিস্তল দুটি নিল।

"যাস কোথায় ?"

—আমাকে যেতে দিন

—যাস কোথায়, আমি জানতে চাই

—ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে ভদ্রতা শেখাতে।

—তুই জানিস যে ওরা প্রায় জনা বারো ?

—হোক না একশ তাতেই বা কী, অদৃষ্টে যদি লেখা থাকে তাহলে ওরা নস্যি

—শয়তান তোর ঐ বিশ্বাসের গোঁয়ার্তুমি আর তোকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ?···

জাক তার মনিবের হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। দু হাতে দুটো গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঠ্যাঙাড়েদের ঘরে ঢুকে বলল, "এক্ষুনি সব শুয়ে পড়, যে এক পা নড়বে আমি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।" জাকের গলার স্বর ও ভাবভঙ্গি এমনই জবরদস্ত ছিল যে ঐ বদমায়েশগুলো, যারা কিনা এত ভালো লোকের জীবন নিয়েছে তারা টুঁ শব্দটি না করে টেবিল থেকে উঠে জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। এই অভিযান কোথায় গড়ায় তার কথা ভেবে জাকের মনিব কাঁপতে কাঁপতে জাকের জন্য অপেক্ষা করছিল। জাক লোকগুলোর জামাকাপড় নিয়ে ফিরল। যাতে ওরা ওঠবার চেষ্টা না করে তার জন্য ও এটা করল, তা ছাড়া জাক ওদের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় ভালো করে তালা এঁটে একহাতে পিস্তলের সংগে চাবিটাও নিয়ে এলো। সে তার মনিবকে বলল, "আজ্ঞে কর্তা এখন শুধু দরজায় খাট চেপে বেশ করে বন্ধ করে শান্তিতে ঘুম দেওয়া যাক।" আর সে দরজায় খাট লাগাতে লাগাতে খুব শান্ত ভাবে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তেমনি ভাবে অভিযানটির বর্ণনা দিল।

মনিব : জাক তুই কি শয়তান, তুই তাহলে মনে করিস…
জাক : আমি কিছু মনে করি না আবার কিছুই না-মনে করি না।
মনিব : তারা যদি শুয়ে পড়তে আপত্তি করত ?
জাক : সেটা সম্ভব ছিল না
মনিব : কেন ?
জাক : কারণ তারা তা করে নি।
মনিব : ওরা যদি উঠে পড়ে ?
জাক : হয় খুব খারাপ হবে না হয় খুব ভালো হবে।
মনিব : যদি…যদি…যদি…এবং
জাক : যদি সমুদ্র টগবগ করে ফুটত, লোকে যেমন বলে, তাহলে অনেক সিদ্ধ মাছ পাওয়া যেত। কী অদ্ভুত মশাই, একটু আগে আপনি ভেবেছিলেন যে আমি বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছি, আর তার চেয়ে ভুল বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। এই বাড়িটার সবাই একে অন্যকে ভয় পাচ্ছি তার মানে এই যে আমরা সবাই গাধা।

আর এই দেখুন এমনি ভাবে কথা বলতে বলতে সে জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনিব এবার নিজের ভাগের কালো রুটির একটা টুকরো আর একপাত্র বাজে মদ খেতে খেতে চারিদিকে কান পেতে রইল আর জাক, যে ততক্ষণে নাক ডাকাচ্ছিল তার দিকে চেয়ে বলল, "কি অদ্ভুত লোক রে বাবা… ।" একটু বাদে ভৃত্যের অনুকরণে সেও তার ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়ল, কিন্তু এক ফোঁটাও ঘুমাল না। ভোরের আলো ফুটতেই জাক অনুভব করল যে একটা হাত তাকে ঠেলছে, ওটা তার মনিবের হাত আর মনিব নিচু গলায় ডাকছে,—জাক! জাক!

জাক : কি হয়েছে
মনিব : ভোর হয়েছে।
জাক : হোক না।
মনিব : ওঠ তাহলে।
জাক : কেন
মনিব : যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব বলে।
জাক : কে বলতে পারে যে আমরা অন্য জায়গায় আরও সুখ পাব ?
মনিব : জাক!
জাক : আঃ, জাক! জাক! কি অদ্ভুত লোক আপনি ?
মনিব : তুই কি শয়তান। জাক, বাপ আমার, আমি তোর কাছে হাত জোড় করছি।

জাক চোখ কচলাল, বার কয়েক হাই তুলল, আড়ামোড়া ভেঙে উঠল, তাড়াহুড়ো না করে জামা কাপড় পরল, খাট দুটো সরিয়ে দিল, ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে আস্তাবলে গেল, ঘোড়ায় জিন দিল, লাগাম আঁটল, ঘুমন্ত মালিকাকে তুলে পয়সা চুকিয়ে দিল, ঘর দুটোর চাবি সঙ্গে নিল ; এবার দেখুন, তারা বেরিয়ে পড়েছে।

মনিব জোর কদমে দূরে চলে যেতে চাইছিল ; জাক তার অভ্যাস ধীরে সুস্থে চলতে

চাইছিল। তাদের রাত্রিবাসের জীর্ণ সরাইটা থেকে যখন অনেক দূরে চলে গেছে তখন জাকের পকেটে ঝনঝন শব্দ শুনে মনিব জিজ্ঞাসা করল :— পকেটে কি আছে ?

জাক বলল, "ঐ দুটো ঘরের চাবি।"

মনিব : ফিরৎ দিস নি কেন ?

জাক : কারণ দু দুটো দরজা ভাঙতে হবে বলে ; আমাদের পড়শীদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রথমে তাদের ঘরের দরজাটা, তারপর তাদের জামা কাপড়ের জন্য আবার আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ ; তাতে আমরা সময় পাব।

মনিব : খুব ভালো, কিন্তু সময় রেখে কী হবে ?

জাক : হায় ভগবান, আমি তার কিছুই জানি না।

মনিব : আর তুই যদি সময় বাঁচাতেই চাস তো এখন আস্তে আস্তে চলছিস কেন ?

জাক : এটাই হলো অদৃষ্টে কি লেখা আছে তা না জানার ফল কেউ জানে না যে সে কি চায় বা সে কি করে। লোকে একটা অলীক কল্পনার পেছনে ছোটে যাকে তারা সাবধানতা বলে। কল্পনাটা বিলক্ষণ বিপদজনকও বটে ? তাতে কখনও ভালোও হয় আবার মন্দও হয়

মনিব : আচ্ছা বলতে পারিস, কাকে জ্ঞানী আর কাকে পাগল বলে ?

জাক : না কেন ? একটা পাগল···দাঁড়ান পাগল হলো একজন হতভাগা তার মানে একজন কপালে পুরুষই হলো জ্ঞানী।

মনিব : আর ঐ অদৃষ্টে ভাগ্য আর দুর্ভাগ্য কে লিখেছে ?

জাক : আর কেই বা ঐ বিরাট কাগজের বাণ্ডিলটা বানিয়েছে যাতে সব লেখা আছে ? আমার কাপ্তেনের এক কাপ্তেন বন্ধু তা জানবার জন্য স্বচ্ছন্দে একটা গিনি দিতে পারত কিন্তু আমার কাপ্তেন একটা পয়সা, একটা ফুটো আধলাও ঠেকাত না, আমিও দেব না, কারণ তাতে কি লাভ ? তাতে কি আমি সেই গর্তটা এড়াতে পারব যাতে পড়ে আমার ঘাড়টা ভাঙবে ?

মনিব : আমার মনে হয় পারবি।

জাক : আমার মনে হয় না ; কারণ তার মানে ঐ বাণ্ডিলটায় যাতে সত্যি কথা লেখা আছে, যাতে সত্যি ছাড়া আর কিছুই নেই, যাতে সব সত্যি আছে, তাতে শুধু ঐ একটা লাইনই মিথ্যে থাকবে, তাতে লেখা থাকবে "অমুক দিন জাকের ঘাড়টা ভাঙবে"—অথচ জাকের ঘাড় ভাঙবে না ? আপনি কি ভাবেন তা হতে পারে ? তা যেই ঐ বাণ্ডিলটা লিখে থাকুক না কেন ?

মনিব : এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলবার আছে।

জাক : আমার কাপ্তেন মনে করতেন, সতর্কতা হলো একটা ধারণা, সেটা হলো, যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলোকে কার্যকারণ হিসেবে ধরে নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার অনুমোদন অনুযায়ী সেগুলোকে এড়িয়ে চলা।

মনিব : তুই এর মানে কিছু বুঝিস ?

জাক : নিশ্চয়ই আমি তাঁর কথাগুলো আস্তে আস্তে মুখস্ত করেছি। তিনি বলতেন অভিজ্ঞতার বাহুল্য নিয়ে কে বড়াই করতে পারে ? নিজের দূরদৃষ্টি নিয়ে যে

সবচেয়ে বেশী অহঙ্কার করতে পারে সে কি কখনও বোকা বনে নি? তা ছাড়া এমন কি কেউ আছে যে অবস্থার ঠিক ঠিক বিচার করতে পারে? আমাদের মাথার ভিতরের হিসেব আর ঐ বাণ্ডিলের হিসেব একেবারে আলাদা। আমরাই নিয়তিকে চালাই না নিয়তি আমাদের চালায়? জ্ঞানীর মতো হিসেব কষা কত কাজ ফেল মেরেছে আরও কত ফেল মারবে। আবার কত আলটপকা কাজ সফল হয়েছে, আরও কত হবে।

'পরমাহো' আর 'বের্গ অপজুম' দখলের পর আমার কাপ্তেন বার বার বলতেন, সাবধান থাকলে সাফল্য যে আসবেই একথা বলা যায় না তবে ব্যর্থতায় তা সান্ত্বনা যোগায়, মার্জনাও পাওয়া যায়। যুদ্ধের ঠিক আগের রাতে তিনি ব্যারাকে নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছেন এমন ভাবে তাঁবুতে ঘুমোতেন আর লড়তে যাওয়া দেখে মনে হতো যেন তিনি নাচতে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আপনি চ্যাঁচাতেন "কি অদ্ভুত লোক রে বাবা… ।"

তারা এইসব বলাবলি করছিল এমন সময় পেছনে একটু দূরে শব্দ আর চেঁচামেচি শুনতে পেল, ফিরে তাকিয়ে দেখল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভয়ানক একদল লোক তাদের দিকে ছুটে আসছে। আপনারা ভাবছেন এরা হচ্ছে সেই সরাইখানার ডাকাতের দল ও তাদের সাগরেদরা, যাদের কথা আমরা বলেছি। আপনারা ভাবছেন যে চাবির অভাবে সকালে কেউ তাদের দরজাটা ভেঙে দিয়েছিল আর ঐ ডাকাতেরা বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের এই দুজন পথিক তাদের জামা কাপড় নিয়ে ভেগেছে। জাকও তাই ভেবেছিল আর মনে মনে বলছিল—'অলুক্ষুণে' চাবি আর কল্পনা বা যুক্তি যা আমাকে চাবিগুলো সঙ্গে নিতে ফুসলে ছিল, আর ঐ অলুক্ষুণে সাবধানতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আপনারা ভাবছেন যে ঐ ছোটখাট সৈন্যদল জাক ও তার মনিবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আর একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। লাঠির ঘা পড়বে, পিস্তল ছোঁড়া হবে; আর শুধু আমারই কিছু হবে না; কিন্তু বিদায় গল্পের সত্য, বিদায় জাকের প্রেমের গল্প। মোটেই কেউ আমাদের দুই পথিককে অনুসরণ করছিল না। তাদের যাত্রার পর সরাইখানায় কি হয়েছিল তার কোনোও খবর আমি রাখি না। তারা চলছিল—কোথায় যাচ্ছে কখনোই জানে না, যদিও তারা মোটামুটি জানত যে কোথায় তারা পেঁছিতে চায়। একঘেঁয়েমি এড়াচ্ছে কখনও বকবক করে কখনও বা চুপ করে থেকে। যারা হাঁটে একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য তারা তাই করে, আবার যারা বসে থাকে তারাও তাই করে।

এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে গল্প লিখছি না, কারণ গল্পকার যে সব কাজে লাগাতে ছাড়বেন না, আমি সেগুলিকে পাত্তা দিচ্ছি না যাঁরা এটাকে গল্প বলে ধরবেন তাদের চেয়ে যাঁরা ভাববেন যে আমি সত্য কথা লিখছি তাঁরা হয়ত বা একটু কম ভুল করবেন।

এইবার মনিব তাঁর স্বাভাবিক ধুয়োটি দিয়ে কথা শুরু করলেন: ভালো কথা। জাক তোর প্রেমের গল্প?

জাক : মনে নেই কোথায় ছিলাম। এতবার আমাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আবার গোড়া থেকে শুরু করলেই ভালো হয়।

মনিব : না, না। কুঁড়ে ঘরের দরজায় অজ্ঞান হবার পর জ্ঞান হলে তুই দেখলি যে তুই

একটা খাটে শুয়ে আছিস আর বাড়িটার বাসিন্দারা তোর খাট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

জাক : ঠিক আছে। তখন সবচেয়ে দরকারী ব্যাপার ছিল একজন বদ্যিকে পাওয়া, আর এক মাইলের মধ্যে কোথাও কোনোও বদ্যি ছিল না। ভালো মানুষের পো তার একটি ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সবচেয়ে কাছের বদ্যিটাকে ডাকতে পাঠিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ভালো মেয়েটি বাজে মদ গরম করে হাঁটুর ক্ষতটা ধুয়ে দিল, স্বামীর একটা পুরনো কামিজ ছিঁড়ে তাতে পটি বেঁধে দিল, বাকি মদটায় পিঁপড়ে তাড়িয়ে কয়েকটা চিনির ডেলা ফেলে দিল আমি তা গিললাম; তারপরে আমায় ধৈর্য ধরতে বলা হলো। দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই তারা টেবিলে খেতে বসে গেল। খাওয়া শেষ হলো তখনও ছেলে ফিরল না, বদ্যিও এলো না। লোকটা ছিল খিটখিটে ধরনের; সে স্ত্রীকে কথা শোনাতে লাগল তার সবকিছুই কাজে লাগতে লাগল। সে গালাগাল করে বাচ্চাদের শুতে পাঠাল। তার বউ তকলি নিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসল। সে পায়চারী করতে লাগল আর পায়চারী করতে করতে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করতে লাগল, "তুই যদি পানচাক্কিতে যেতিস যেমন আমি তোকে বলেছিলাম···" বাকিটা শেষ করল আমার খাটের দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে।

—কাল যাব।

—আজকেই যাওয়া উচিত ছিল, আমি যেমন তোকে বলেছিলাম···আর খড়গুলো, যেগুলো এখনও মরাইয়ের মাথায় পড়ে আছে সেগুলো তুলিস নি কেন?

—কাল তুলব।

—আমাদের তো ঐটুকুই আছে, তুই আমার কথামতো তুলে ফেললে অনেক ভালো করতিস···আর ঐ সবগুলো যেগুলো মরাইয়ের ভেতরে পচছে, আমি বাজী রাখতে পারি, তুই ওগুলো আউটানোর কথা ভাবিস নি।

—বাচ্চারা আউটেছে।

—তোর করা উচিত ছিল, তুই ঘরাইয়ে থাকলে তো আর দরজায় যেতিস না··· এতক্ষণে একজন বদ্যি এলো, তারপর আর একজন তারপর ছেলেটার সংগে আরও একজন।

মনিব : আরেব্বাস টুপি পরিবৃত স্যাঁ-রশের মতো বদ্যিদের মধ্যে তুই।

জাক : প্রথম বদ্যি বাড়ি ছিল না; কিন্তু তার বউ দু নম্বরকে খবর দিয়েছিল আর তিন নম্বর ছেলেটার সংগে এসেছে। প্রথম জন বলল, "ভালো। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুগণ।" তারা সবাই ভীষণ তাড়াহুড়ো করে এসেছিল তাই তাদের গরম লাগছিল আর তেষ্টাও পেয়েছিল। তখনও টেবিলটা ঢাকাই ছিল, তারা টেবিলের চারপাশে বসল। চাষী-বউ একটা বোতল নিয়ে এলো। চাষা নীচু গলায় গজগজ করতে করতে বলল, "আঃ মাগী কেন যে মরতে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।" বদ্যিরা মদ খেতে খেতে ঐ তল্লাটের রোগ-ব্যাধি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালালো, নিজেদের পশারের কথাও বলতে লাগল। আমি কাতরাতে লাগলাম, তারা বলল, "একটু বাদেই তোমাকে দেখছি।" এক বোতল শেষ হলে 'ফি' বাবদ

তারা আর এক বোতল মদ চাইল ; তারপর আরও এক বোতল, তারপর আরও এক, সবই ফি বাবদে ; আর প্রতি বোতলের সংগে চাষা একবার বলল, "মাগী কি মরতে যে দরজায় গেছিল ?"

চতুর্থ বোতলের পর এই তিন বদ্যির কথাবার্তা, তাদের সব আশ্চর্যজনক চিকিৎসার বিবরণ জাকের ধৈর্যের অভাব, বাড়ির কর্তার গজগজানি, গ্রামের এই ইস্কুলাপদের জাকের হাঁটু নিয়ে আলোচনা, তাদের মতানৈক্য···এই সব থেকে একজন তৃতীয় ব্যক্তি বেশ মজা পেতেন। একজন বললে যদি তাড়াতাড়ি জাকের পা কেটে বাদ দেওয়া না হয় তাহলে জাক মরে যাবে, অন্যজন বলল গুলিটা আর তার সংগে কাপড়ের যে টুকরোটা ভেতরে গেছে সেটাকে বার করে দিয়ে হতভাগার পা-টা রক্ষা করা উচিত। ইতিমধ্যে দেখা যেত জাক খাটে বসে তার পা-টা দেখছে, তার মলিন মুখে সেটিকে শেষ বিদায় জানাচ্ছে। 'দ্যফর' আর 'লুই' এই দুই জবরদস্ত ডাক্তারের মাঝে বসে আমাদের এক সেনাপতিকে যেমন করতে দেখা গেছিল। যতক্ষণ না প্রথম দুজনের বাদানুবাদ ঝগড়ায় পর্যবসিত হয়ে বিতর্ক হাতাহাতিতে না পেঁছিল ততক্ষণ তৃতীয় ডাক্তার হাঁ করে বসে রইল। যা আপনারা গল্পে প্রাচীন কমেডিতে আর সমাজে পাবেন, সেসব থেকে আমি আপনাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছি। 'মলিয়ের'-এর 'আরপাগোঁ'র পুত্র সম্পর্কে সেই উক্তিটা "এসবের মধ্যে ও কি করতে গেছিল" আমার মনে পড়ছিল যখনই বাড়ির কর্তা "মাগী কি করতে দরজায় গেছিল" বলে চ্যাচাচ্ছিল। আমি বুঝেছি শুধু সত্য হলেই চলবে না, তাছাড়া সেটা মজারও হতে হবে ; আর তারই ফলে "এসবের মধ্যে ও কি করতে গেছিল" কথাটা চির-কালের প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমার চাষার "মাগী কি করতে যে দরজায় গেছিল" —কোনোদিনই প্রবাদ হয়ে উঠবে না।

আপনাদের কাছে আমি যতটা সংযম দেখাচ্ছি জাক কিন্তু তার মনিবের কাছে ততটা দেখায় নি। দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত সে কোনো খুঁটিনাটিও বাদ দেয় নি। বদ্যিদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো সে না হলেও অন্তত যে সবচেয়ে ডাকাবুকো সেই রোগীর দখল পেল। আপনারা বলবেন, তুমি কি এখন ডাক্তারী ছুরি, দেহের মাংস কাটা, রক্তপাত এইসব নিয়ে ডাক্তারী-অপারেশন দেখাবে নাকি ? আপনাদের মত এটা রুচিসম্মত নয়, তাই না ? আচ্ছা ডাক্তারী-অপারেশন বাদ দেওয়া যাক ; কিন্তু এটুকু অন্তত জাককে বলতে দিন, "উঃ কর্তা জখম হাঁটু ঠিক করা যে কি ব্যাপার।" আর তার মনিবকে আগের মতো বলতে দিন, "যা যা জাক ঠাট্টা করিস না।" কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সোনা আমাকে দিলেও একটা ব্যাপার আমি আপনাদের উপেক্ষা করতে দেব না, তা হলো জাকের মনিব যেই বেঠিক জবাবটি দিয়েছে অমনি তার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে তাকে ফেলে দিল। তার হাঁটুটা গিয়ে পড়ল একটা ছুঁচলো পাথরের উপর আর মনিব আকাশ ফাটানো চীৎকার ছেড়ে বলে উঠল, "উঃ মরে গেলাম ! আমার হাঁটু ভেঙে গেছে।"

যদিও যতদূর ভালো লোক হওয়া যায় জাক তাই, সে তার মনিবকে ভালোওবাসত তবুও জাক যখন বুঝতে পারল, তার মনিবের পতনের ফল গুরুতর হবে না, আমি জানতে চাই যে তখন তার মনের গভীরে কি হয়েছিল, হাঁটুর জখম যে কী তার মনিব অন্তত এই

জ্ঞানটা যে পেল এর জন্য একটা গোপন আনন্দকে সে কি অস্বীকার করতে পেরেছিল ? পাঠক, আর একটা ব্যাপার আমি জানতে চাই, যেটা আপনারা আমাকে বলবেন, তা হলো এই যে মনিব হাঁটু ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় চোট খেতে কি বেশী পছন্দ করত না, কিংবা সে যন্ত্রণার চেয়ে লজ্জায় কি বেশী কষ্ট পায় নি ?

পতন ও তার যন্ত্রণা কমলে মনিব আবার ঘোড়ায় চড়ে রাগের মাথায় ঘোড়াকে পাঁচ ছ ঘা চাবুক কষাল। চাবুক খেয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটল আর জাকের ঘোড়াও তার অনুসরণ করল কারণ তাদের চড়নদারদের মতোই এই দুই ঘোড়ার মধ্যেও গভীর প্রণয় ছিল, ওরা ছিল এক জোড়া বন্ধু। হাঁপিয়ে গিয়ে ঘোড়া দুটো যখন আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করল তখন জাক তার মনিবকে বলল, "ভালো কথা, এ ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় ?"

মনিব : কি ব্যাপারে

জাক : হাঁটুর জখমের ব্যাপারে।

মনিব : আমি তোর সঙ্গে একমত ; অন্য সব বড় যন্ত্রণার মধ্যে এটাও একটা।

জাক : আপনারটা ?

মনিব : তোরটা আমারটা পৃথিবীর সব হাঁটুর চোটই।

জাক : না না কর্তা আপনি ঠিক ভাবে ভেবে দেখেন নি ; বিশ্বাস করুন নিজেদের ব্যাপারে ছাড়া আমরা আর কিছুতেই কাতরাই না।

মনিব : এ কি পাগলামী।

জাক : আমি যা ভাবি তা যদি বলতে পারতাম ? কিন্তু অদৃষ্টে লেখা ছিল ব্যাপারগুলো মাথায় আসবে কিন্তু কথা যোগাবে না।

এখানে জাক অতি সূক্ষ্ম এবং হয়ত বা খুবই সত্য এবং দার্শনিক তত্ত্বে জড়িয়ে পড়ল। সে তার মনিবকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যে যন্ত্রণা কথাটির এমনি কোনো মানে হয় না এবং যখন তা আমাদের কোনো বিগত যন্ত্রণার অনুভূতিটাকে মনে করিয়ে দেয় তখনই তার মানে হয়। তার মনিব প্রশ্ন করল, সে কখনও প্রসব করেছে কি না।

—না, জাক উত্তর দিল।

—তুই কি জানিস যে প্রসব করতে খুব কষ্ট হয় ?

—নিশ্চয়ই।

—প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে এমন মেয়ের জন্য দুঃখ পাস ?

—খুব।

—তুই তা হলে অন্য একজনের কষ্টে কষ্ট পাস ?

—আমি তাদের জন্য কষ্ট পাই যাদের বা যার হাত পা বেঁকে যায় যারা চুল ছেঁড়ে, যারা চেঁচায়, —কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে যন্ত্রণা ছাড়া কেউ এসব করে না। কিন্তু পোয়াতির যে প্রসব বেদনা তার জন্য কষ্ট পাই না। ভগবানের দয়ায় তা যে কি তা আমি জানি না। কিন্তু সে কথা থাক, একটা যন্ত্রণা যেটা আমাদের দুজনেরই জানা তার কথাতেই ফিরে আসি। আমার হাঁটুর গল্প শুনতে না শুনতেই পড়ে গিয়ে আপনিও তার ভাগী হলেন।

মনিব : না জাক পুরনো দাগাটা থাকার জন্য তোর প্রেমের গল্পটা আমার নিজের হয়ে গেছে।

জ.ক দেখুন আমার পা বাঁধা হয়ে গেছে, একটু যন্ত্রণা কমেছে, ডাক্তার চলে গেছে আর গেরস্তরা শুয়ে পড়েছে। তাদের ঘর আর আমার ঘরটা ফাঁক ফাঁক কাঠের তক্তা দিয়ে ভাগ করা ছিল। ফাঁকগুলোর ওপর ছাই রংয়ের কাগজ মারা ছিল আর ঐ কাগজের ওপর কিছু ছবি মারা ছিল। আমি ঘুমোচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম বউটা স্বামীকে বলছে, "ছেড়ে দাও আমার মজা করতে ভালো লাগছে না, একটা দুঃখী গরীব লোক দরজার কাছে মরতে বসেছে।

—বউ এসব কথা পরে বলিস

—না হবে না তুমি যদি না ছাড় তো আমি উঠে পড়ছি। আমার মন ভারী, এতে আমার সুখ হবে না।

—এই যদি আমায় এত হাত জোড় করিস তো বোকামি করবি।

—আমি হাত জোড় করাতে চাইছি না কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে বড্ড লাগিয়ে দাও। মানে···মানে······মানে

একটুখানি চুপচাপের পর স্বামী কথা শুরু করল, "দেখ বউ তুই-ই কথাটা বুঝে দেখ, ফালতু দয়া দেখিয়ে তুই আমাদের এমন প্যাঁচে ফেললি যে তার থেকে বেরোনোর আর উপায় নেই। বছরটা খারাপ, আমাদের নিজেদের আর ছেলেপুলেদেরই অতি কষ্টে দিন চলছে। গম আক্রা। মদ নেই। তাও যদি কাজ মিলত ; কিন্তু বড়লোকেরা ছাঁটাই করছে, গরীবদের কিছু করবার নেই। একদিন যদি কাজ হয় তো চারদিন নেই। পাওনা কেউই মেটায় না, মহাজনের মেজাজ দেখলে বুক শুকোয়। আর দেখ তুই কিনা ঠিক এই সময়েই একটা উটকো লোককে ঢোকালি, একটা বিদেশী। কে জানে ও কতদিন থাকবে। যত দিন ভগবানের আর বদ্যির ইচ্ছা ততদিন। বদ্যি তো ওকে তাড়াতাড়ি সরাবার চেষ্টাই করবে না। এইসব বদ্যি যতদিন পারে ততদিন রোগ জিইয়ে রাখে। লোকটার টাকা নেই ও আমাদের খরচা দুগুণ তিনগুণ বাড়িয়ে দেবে। বল বউ, কেমন করে তুই এই লোকটাকে তাড়াবি, বল, কিছু মতলব দে।

—তোমার সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে নাকি ?

—তুই বলিস আমার বড্ড রাগ, আমি খিটখিট করি। কেই বা না রাগ করত শুনি ? কে না খিটখিট করবে ? এখনও ঘরে একটু মদ আছে—ভগবান জানেন তা কোথায় যাবে। আমরা সবাই মিলে এক হপ্তায় যতটা খাই বদ্যি ব্যাটারা এক সন্ধ্যায় ততটা মদ গিলেছে, আর বদ্যি তো বিনা পয়সায় আসবে না, তুই সে সব ভাবিস। কে টাকা দেবে ?

—নিশ্চয়ই তা তো ঠিকই বলেছ আর কষ্টে আছ বলেই আর একটা বাচ্চা তৈরী করলে যেন বাচ্চা আমাদের কমই আছে।

—অ্যাঁ! আরে না!

—হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি আমি পোয়াতি হব।

—তুই তো প্রত্যেকবারই তাই বলিস।

—পরে কান কটকট করলে কখনও ভুল হয় নি, আর এবারের মতো কান কটকট আর

কখনও করে নি।

—তোর কান ভুল বলছে।

—না না ছুঁস না। কান ছেড়ে দে। ছেড়ে দে মিনসে; তুই পাগল হলি নাকি? ওতে তোর ক্ষতি হবে।

—না না সেই সেন্ট জনের পরবের রাতের পর আর তো করি নি।

—তুই আরও ভালো করতিস যদি…আর এক মাস পর থেকেই তো আমাকে গাল দিবি, যেন আমিই দুষী।

—না না।

—আর ন'মাস বাদে আরও খাসা হবে।

—না না।

—তুই-ই চেয়েছিলি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ

—তুই মনে রাখবি তো? আর আগের মতো বলবি না তো?

—আচ্ছা আচ্ছা।

তার পর শুধুই না না হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ। লোকটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে বউএর ওপর রেগে গেল।

মনিব : আমি তাই ভাবছিলাম।

জাক : এটা ঠিকই যে স্বামীটা মোটেই বুঝে চলে না। কিন্তু তার বয়স কম আর বউটাও ডবকা। দুঃখ কষ্টের সময় ছাড়া লোকে কখনই এত ছেলেপুলের জন্ম দেয় না।

মনিব : হাভাতেদেরই বাচ্চা হয় সবচেয়ে বেশী।

জাক : একটা বেশী বাচ্চাতে ওদের কিছু আসে যায় না। তারা লোকের দয়ায় খায়। তা ছাড়া এটা হলো একমাত্র সুখ যাতে পয়সা লাগে না। দিনের কষ্টের শোধ রাতে বিনা পয়সায় তোলে…অথচ ঐ লোকটার কথাগুলোও কিছু কম সত্যি নয়। যখন নিজেকেই এসব কথা বলছি তখন হঠাৎ হাঁটু কনকনিয়ে উঠল। উঃ হাঁটু, আমি চেঁচালাম। আঃ বউ! স্বামী চেঁচাল। ওঃ মিনসে! কিন্তু…ওই লোকটা যে ওখানে—বউ চেঁচাল

—ঐ লোকটা তো কি?

—ও হয়তো শুনেছে।

—তো শুনেছে?

—কাল ওর মুখের দিকে তাকাতে পারব না।

—কেন? তুই আমার বউ নোস? আমি তোর স্বোয়ামী নই? স্বোয়ামীর বউ আর বউ-এর স্বোয়ামী হয় কেন?

—উঃ উঃ।

—কি হলো?

—কান

—কান কি?

—কোনোও বার এত বেশী হয় নি।

—ঘুমো ঠিক হয়ে যাবে।

—কে জানে, উঃ কান। আঃ কান।

—কান, কান বলতে খুব ভালো লাগছে না। তাদের মধ্যে কি হচ্ছিল তা আর বলতে চাই না ; তবে বউটা নীচুগলায় তাড়াতাড়ি বার কয়েক উঃ কান উঃ কান বলবার পর বার কয়েক জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে টেনে উঃ কা…ন বলবার পর কা…আ…ন দু একবার বলল তারপর একেবারে চুপ করে গেল। ফলে আমি বুঝলাম, যে কোনোও ভাবেই হোক তার কান কটকটানী সেরে গেছে, তাতে আমার ভালোই লাগল, তারও নিশ্চয়ই তাই।

মনিব : জাক বুকে হাত দিয়ে বল তো তুই মেয়েটার প্রেমে পড়িস নি ?

জাক : দিব্যি করছি।

মনিব : তোর কপাল।

জাক : মন্দ কিংবা ভালো আপনি কি ভাবেন যে অমন কান সোহাগী চট করে কান দেবে ?

মনিব : মনে হয় অদৃষ্টে এটাই লেখা ছিল।

জাক : আমার মনে হয় তারপর লেখা আছে যে তারা বেশীদিন ধরে একজনকে কান দেয় না আর খুব কম ব্যাপারেই তারা কান দিয়ে থাকে।

মনিব : তা হতে পারে।

এই দেখুন, মেয়েদের নিয়ে তারা এক নিরন্তর তর্কে মেতে গেল; একজন বলে ভালো তো অন্যে বলে মন্দ, অথচ তারা দুজনেই ঠিক। একজন বলে বোকা তো অন্যে বলে চালাক, অথচ, দুজনেই ঠিক ; একজন বলে সতী, অন্যে বলে অসতী, অথচ তারা দুজনেই ঠিক ; একজন বলে সুন্দরী অন্যজন কুচ্ছিত, অথচ তারা দুজনেই ঠিক ; একজন বলে পেট আলগা অন্যজন বলে চাপা ; একজন সরল অন্যজন প্যাঁচালো ; মুখ্যু, জ্ঞানী ; ভদ্র, অভদ্র ; পাগল, মাথাঠাণ্ডা ; লম্বা, বেঁটে ; অথচ তারা দুজনেই ঠিক।

একবারও চুপ না করে এবং কখনও একমত না হয়ে এই তর্ক করতে করতেই তারা পৃথিবী পর্যটন করতে পারত কিন্তু ঝড় এলো, ফলে তারা চুপ করে তাড়াতাড়ি গন্তব্যের পথে পাড়ি দিল।—গন্তব্যটি কোথায় ?—কোথায় ? পাঠক আপনাদের কৌতূহল বেশ অস্বস্তিকর। তা জেনে আপনাদের লাভ কি 'পেঁতিওয়াজ' বা 'স্যাঁ জেরস্যাঁ' বা 'নোর্তে দাম দ্যলরেত' বা 'স্যাঁ জাক' যদি বলি তাতে আপনাদের কি লাভ হবে ? কতটুকুই বা এগোবেন ? আপনারা যদি জোর করেন তো বলব তারা যাচ্ছিল…হ্যাঁ না কেন ? যাচ্ছিল একটা বিরাট দুর্গে যার দরজায় লেখা আছে "আমি কারোরই নয় আবার সবায়ের। ঢোকার আগে থেকে আপনি আমার মধ্যে ছিলেন বেরোবার পরেও আপনি আমার মধ্যে থাকবেন।"—তারা এই দুর্গে কি ঢুকলো ?—না, কারণ লেখাটা মিথ্যা, বা ঢোকবার আগেই তারা সেখানে ছিল।—অন্তত তারা সেখান থেকে বেরোবে তো ?—না কারণ লেখাটা মিথ্যা অথবা তারা বেরোবার পরও সেখানে ছিল। —আর তারা সেখানে কি করছিল ?—জাক বলছিল যে এটা অদৃষ্টে লেখা ছিল। মনিব, মুখে যা আসছিল তাই বলে যাচ্ছিল। আর তারা দুজনেই ঠিক বলছিল।—সেখানে কি ধরনের লোকেদের সঙ্গে

দেখা হলো ?—নানা ধরনের।—সেখানে কি বলা-বলি হচ্ছিল ?—কিছু সত্যি আর প্রচুর মিথ্যা।—সেখানে কি বুদ্ধিমান লোক ছিল ?—তা কোথায় না থাকে ? আর যারা অনর্গল প্রশ্ন করে সেইসব পাপিষ্ঠদের সামনে থেকে লোকে প্রাণের দায়ে পালাচ্ছিল। সেখানে ঘুরে বেড়ানোর সময় সারাক্ষণ এটাই জাক ও তার মনিবের চোখে সবচেয়ে অদ্ভুত ঠেকেছিল।—তারা তাহলে সেখানে বেড়াচ্ছিল ?—যখন লোকে শুয়ে বা বসে না থাকে তখন তারা তাই করে। জাকের ও তার মনিবের যা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল তা হলো : সেখানে জনাকুড়ি পাজী লোক সব থেকে সুন্দর বাড়িগুলি দখল করে বেশ গেড়ে বসেছে, তারা সাধারণ নিয়ম দুর্গের তোরণে খোদাই করা লেখাটা অমান্য করে দাবি করছে যে দুর্গের স্বত্বটা তাদেরই দেওয়া হয়েছে, জনাকত বজ্জাৎ লোককে হাত করে তাদের সাহায্যে কিছু ঠ্যাঙাড়েকে দলে টেনেছে, যে সব লোক ঐ জনাকুড়ি লোকের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করে, অল্প টাকার বিনিময়ে ঐ ঠ্যাঙাড়েরা তাদের বন্দী বা হত্যা করতে সদাই প্রস্তুত। জাক ও তার মনিবের কালে কেউ কেউ কখন-সখন তা করতে সাহস করত।—সাজা পেত না ? —যাকগে।

আপনারা বলবেন যে মজা করছি এবং আমার পথিকদের নিয়ে কি করব ভেবে না পেয়ে মোটা বুদ্ধির যা সাধারণ আশ্রয় সেই রূপকে ঝাঁপ দিয়েছি। রূপক ও তার থেকে যা কিছু সৌন্দর্য আমি বার করতে পারি তার সব কিছু আমি আপনাদের কাছে বলি দিচ্ছি, যা আপনাদের ভালো লাগবে তাই বলব ; কিন্তু একটা কথা, জাক ও তার মনিবের আগের রাত্রিবাসের জায়গাটি নিয়ে আমাকে আর খোঁচাবেন না ; আমি যদি বলি যে তারা বড় শহরে, বেশ্যালয়ে বা পুরনো বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় পেয়েছে যে প্রাণপণে তাদের যত্ন-আত্তি করেছে ; কিংবা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের আশায় ভিখিরী-সন্ন্যাসীদের মঠে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তারা আজে বাজে খাবার খেয়েছে ও আজে-বাজে জায়গায় থেকেছে, অথবা তারা এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি অতিথি হয়ে অনাবশ্যক বস্তুর প্রাচুর্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবে কষ্ট পেয়েছে ; বা সকালে তারা এক জমকালো সরাইখানা থেকে বেরিয়েছে যেখানে বাজে খাবার রুপোর বাসনে খেয়ে এবং সার্টিনের পর্দা লাগানো ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে, নোংরা বিছানায় শুয়ে গলাকাটা দাম দিয়েছে ; বা কোনোও বিশপ গ্রামের সমস্ত চাষাদের মুরগীর-ঘর থেকে চাঁদা আদায় করে তাদের ওমলেট আর মুরগীর রোস্ট খাইয়েছে, কিংবা তারা 'বারনাদ্যাঁ' সন্ন্যাসীদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে ভালো মাংস ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বেশ ভালো রকমের পেটের-অসুখে ভুগেছে, এর সমস্তই আপনাদের কাছে সম্ভব বলে মনে হবে ; তাই বলছি, শুধু শুধু খোঁচাবেন না। জাক কিন্তু এ কথা মানে না, তার কাছে অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা ছাড়া বাস্তবিক ভাবে অন্য কিছু সম্ভব নয়। আসল কথা হলো, আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনোও জায়গা থেকেই তারা রাস্তায় নামুক না কেন বিশ পা যাবার আগেই জাকের মনিব অভ্যাস মতো একটিপ নস্যি নিয়ে বলল, "জাক তোর প্রেমের গল্পটা ?"

উত্তর দেওয়ার বদলে জাক চেঁচিয়ে উঠল,—"আমার প্রেমের গল্পের নিকুচি করেছে। দেখছেন না, আমি কি ফেলে এসেছি..."

মনিব : তুই কি ফেলে এসেছিস ?

উত্তর না দিয়ে জাক পকেট উল্টে ফেলে সর্বত্র অহেতুক হাঁটকাতে লাগল। সে রাহা খরচের টাকার থলিটা খাটের বাজুতে ফেলে এসেছে। সে এই কথাটা বলতে না বলতেই মনিব চেঁচিয়ে উঠল, "তোর প্রেমের গল্পের নিকুচি করেছে, দেখছিস না আমি ট্যাক ঘড়িটা চিমনিতে টাঙ্গিয়ে রেখে এসেছি।"

জাক হুকুমের অপেক্ষা করল না, ঘোড়ার মুখ ফেরাল এবং মন্থর গতিতে ফিরে চলল, কারণ কখনই তার তাড়া নেই···সেই বিরাট দুর্গ ?—না না, যে সমস্ত সম্ভাব্য রাত্রি-বাসের জায়গার কথা বলেছি তার মধ্যে এই অবস্থা অনুযায়ী যেটা সবচেয়ে যোগ্য জায়গা বলে আপনাদের মনে হয় সেটাই ধরে নিন।

এখন মনিব এগিয়ে চলল। দেখুন মনিব ও চাকর আলাদা হয়ে পড়ল, আমি বুঝতে পারছি না যে কার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত। আপনারা যদি জাককে অনুসরণ করতে চান তাহলে সাবধান ; টাকার থলি ও ট্যাক ঘড়ির অনুসন্ধান এত দীর্ঘ ও জটিল হতে পারে যে তার প্রেমের গল্পের একমাত্র শ্রোতা, তার মনিবের সঙ্গে অনেক দেরীতে দেখা হতে পারে, ফলে বিদায় জাকের প্রেম।

তাকে একলা ছেড়ে তার মনিবের সঙ্গে গেলে আপনারা যথেষ্ট ভদ্রতা করবেন বটে কিন্তু আপনাদের একঘেঁয়ে লাগবে, আপনারা এখনও জানেন না যে মনিবটি কি চীজ। মাথায় চিন্তা খুবই কম, কখনও সখনও যদি কিছু যুক্তিযুক্ত কথা বলে ফেলে তাহলে হয় তা মুখস্ত বিদ্যে না হয় সেটা মুহূর্তের উদ্দীপনা। আপনার আমার মতোই তার চোখ খোলা আছে কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই সে দেখছে কিনা বোঝা যায় না। সে ঘুমোয় না, জেগেও থাকে না, সে জ্যান্ত—এটাই তার অভ্যস্ত কর্ম। মাঝে মাঝে জাক আসছে কি না দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে এই যান্ত্রিক লোকটি এগিয়ে চলল ; একটু পরে, সে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলল ; আবার ঘোড়ায় চড়ল, পোয়াটাক পথ গিয়ে আবার নেমে ঘোড়ার লাগামটা হাতে গলিয়ে নিয়ে হাতের তেলোয় মাথা রেখে রাস্তার ধারে বসল। এই ভাবে বসে থেকে যখন ক্লান্ত হয়ে গেল তখন সে উঠে, দূরে চেয়ে দেখল জাককে দেখা যায় কি না, এবার সে ক্ষেপে গেল এবং আপন মনে সে বকে চলেছে সে খেয়াল না করেই বলতে লাগল : "কষাই ! কুত্তা ! বদমাইশ ! কোথায় গেল ? কি করছে ? একটা ঘড়ি আর একটা টাকার থলি নিয়ে আসতে এত সময় লাগে ? চাবকে ব্যাটার ছাল ছাড়িয়ে নেব ; উঃ ! আমি ঠিক বলছি, চাবকে ব্যাটার ছাল ছাড়াবই।" তার পর, ঘড়ির জন্য সে ঘড়ির পকেট হাতড়াল আর ঘড়ি না পেয়ে হতাশ হলো ; কারণ ঘড়ি, নস্যির ডিবে আর জাক ছাড়া তার যে কি হবে তা সে ভাবতেও পারে না ; এগুলো তার জীবনের তিনটি প্রধান অঙ্গ ; নস্যি নেওয়া, ঘড়ি দেখা ও জাককে প্রশ্ন করা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই করেই তার দিন কাটে। ঘড়ির বিহনে সে তার নস্যির ডিবেটি খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল, একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য আমি যেমন করি। দিনের শেষে আমার ডিবেতে নস্যির পরিমাণ নির্ভর করে দিনটা কতটা মজায় কাটল তার ওপরে বা অন্য-ভাবে বলতে হলে দিনটার একঘেঁয়েমির ওপরে। পাঠক 'জ্যামিতি থেকে ধার করা আমার এই বাচনভঙ্গিটির সঙ্গে দয়া করে মানিয়ে নিন, তার কারণ তা যথাযথ এবং প্রায়শই

আমি এটিকে ব্যবহার করব।
যাক! মনিবকে নিয়ে যথেষ্ট তো হলো; তার চাকরের কথা কি আপনাদের মনে হচ্ছে না; তার কাছে যাব নাকি? আমাদের এই গালগপ্পের অবসরে হতভাগা জাক মনের দুঃখে চেঁচিয়ে বলেছিল, "অদৃষ্টে তাহলে এই লেখা ছিল: একই দিনে বড় রাস্তায় চোর অপবাদে প্রায় জেলে যাওয়া আর একটা মেয়েকে ফুসলানোর অপবাদ পাওয়া।"
যখন সে দুগা···না না তাদের গত রাত কাটানোর জায়গাটার দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলো তখন তার পাশ দিয়ে একজন ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ি যাচ্ছিলো, লোকে যাদের ফিরীওয়ালা বলে, ফিরীওয়ালা জাককে হেঁকে বলল, "রাজাবাবু মোজার গাডার, বেল্ট, ঘড়ির কার, নতুন ডিজাইনের নস্যির ডিবে, আসল চুনী, আংটি, ঘড়ির বাক্স। বাবু ডবল ঢাকাওয়ালা ছিলের কাজ করা একটা সুন্দর সোনার ঘড়ি আছে, একেবারে নতুনের মতো···" জাক উত্তর দিলো, "ঐ রকম একটা ঘড়ি খুঁজছি বটে কিন্তু তোমারটা চলবে না", সে অভ্যাস মতো পায়ে পায়ে এগোল। যেতে যেতে তার মনে হলো যে সে দেখতে পাচ্ছে যে, অদৃষ্টে লেখা আছে, ফিরীওয়ালা তাকে যে ঘড়িটা বেচতে চাইছিলো সেটাই তার মনিবের ঘড়ি। সে ফিরে এসে ফিরীওয়ালাকে বলল, "ওহে, দেখি তোমার সোনার ঢাকাওয়ালা ঘড়ি, মনে হচ্ছে ওটা আমার পছন্দ হবে।"
—ফিরীওয়ালা বলল, "মা কালির দিব্যি—তাতে আমি আশ্চর্য হবো না, ঘড়িটা সুন্দর জুঁলিয়্যাঁ ল্য রোয়ার তৈরী, খুবই সুন্দর, দেখুন।" এই একটু আগে পাঁউরুটির বদলে ওটা যোগাড় করেছি, খুব সস্তায় দেবো। বার বার কম লাভই আমার ভালো লাগে, কিন্তু যে আকাল পড়েছে: আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এত সস্তায় আর পাবেন না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভালো লোক, তাই আপনাকে সস্তায় ভালো জিনিস বেচতে পারলেই খুশী হব।"
বকবক করতে করতে ফিরীওয়ালা তার ঝাঁকা নামিয়ে তার থেকে ঘড়িটা বার করল, জাক একেবারেই আশ্চর্য না হয়ে সেটা চিনলো কারণ সে কখনোই তাড়াহুড়ো করে না এবং কদাচিৎ আশ্চর্য হয়। জাক ঘড়িটা ভালো করে দেখে মনে মনে বলল, "হ্যাঁ ঠিক! এটাই সেটা···", তারপর ফিরীওয়ালাকে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা সুন্দর, খুবই সুন্দর আর এটাও জানি যে এটা খুব ভালো ঘড়ি···" তারপর সেটা পকেটে রেখে ফিরী-ওয়ালাকে বলল, "বন্ধু অশেষ ধন্যবাদ!"
—অশেষ ধন্যবাদ মানে!
—হ্যাঁ এটা আমার মনিবের ঘড়ি।
—আপনার মনিবকে আমি চিনি না, ঘড়িটা আমার, আমি বেশ ভালো দামে কিনেছি···' সে লাফিয়ে জাকের কলার ধরে ঘড়িটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। জাক ঘোড়া থেকে নেমে তার বুকে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে বলল: "চলে যা না হলে তোর লাশ পড়ে যাবে।" ফিরীওয়ালা ভয়ে কলার ছেড়ে দিলো। জাক আবার ঘোড়ায় চড়ে পায়ে পায়ে শহরের দিকে চলল, মনে মনে বললো, "যাক ঘড়িটা উদ্ধার হলো, এখন দেখা যাক টাকার থলিটার কি হয়।" ফিরীওয়ালা ঝাঁকা গুছিয়ে সেটাকে কাঁধে নিয়ে জাকের পেছনে পেছনে "চোর চোর" বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটলো। তখন ছিলো ফসল কাটার সময়।

মাঠে প্রচুর লোক কাজ করছিলো। সবাই কাস্তে ফেলে ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে লাগলো, ডাকাতটা কোথায়।

—ঐ যে, ঐ তো ওখানে।

—কি ! ঐ যে লোকটা পায়ে পায়ে শহরের গেটের দিকে চলেছে ?

—ঐ লোকটাই…

—আরে তোমার মাথা খারাপ, ওর চলন মোটেই চোরের নয়।

—হ্যাঁ ও চোর আমি বলছি, ও আমার কাছ থেকে একটা সোনার ঘড়ি ছিনতাই করেছে… লোকেরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, তারা বুঝতে পারছিলো না যে কোন্‌টা বিশ্বাস করবে : ফিরীওয়ালার কথা না জাকের শান্ত চলন। তার মধ্যে ফিরীওয়ালা বলেই চলল, "আপনারা যদি আমাকে উদ্ধার না করেন তাহলে আমার সর্বনাশ হবে ; ঘড়িটার দাম, এক কথায় অন্তত তিরিশ লুই। আমায় বাঁচান, ও আমার ঘড়ি নিয়ে পালাচ্ছে, ও যদি টগবগিয়ে চলতে শুরু করে তাহলে আমার ঘড়ি আর পাওয়া যাবে না।"

তাদের কথাবার্তা জাক শুনতে না পেলেও লোক জড়ো হওয়াটা সহজেই দেখতে পাচ্ছিলো, কিন্তু তাও জোরে ঘোড়া ছোটাল না, যেমন চলছিলো তেমনই চলতে থাকল। ফিরী-ওয়ালা শেষে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে চাষাদের জাকের পেছনে ধাওয়া করাতে পারল। ঐ দেখুন একদল পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বাচ্চা তার পেছনে চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত বলে ছুটছে আর ফিরীওয়ালা কাঁধে মাল নিয়ে যত জোরে পারে তত জোরে ছুটছে আর চোর, ডাকাত, খুনে বলে চেঁচাচ্ছে।

তারা শহরে ঢুকলো, কারণ আগের রাতে জাক ও তার মনিব একটা শহরে রাত কাটিয়েছে, কথাটা অবিশ্যি এক্ষুণি মনে পড়ল। শহরের বাসিন্দারাও চাষাদের ও ফিরীওয়ালার সংগে যোগ দিয়ে চোর চোর বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তার পেছনে ছুটলো। সবাই মিলে জাককে ধরে ফেলল। ফিরীওয়ালা জাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, জাকের বুটের একটি লাথি খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিলো কিন্তু তাও তার চ্যাঁচানি থামল না—"হারামজাদা পেজো চোর, দে আমার ঘড়ি দে, তাহলে অন্তত ফাঁসী-কাঠ থেকে তুই নিস্তার পাবি…।" জাক মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক্রমবর্ধমান ভীড়ের দিকে চেয়ে বলল, "এখানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি কি আছে, যদি থাকে তাহলে সেখানে আমায় নিয়ে যাওয়া হোক : সেখানেই আমি প্রমাণ করব যে আমি বদমাইশ নয়, এই লোকটা বদমাইশ হলেও হতে পারে। ওর কাছ থেকে ঘড়ি নিয়েছি, সেটা ঠিক, কিন্তু ঘড়িটা আমার মনিবের ঘড়ি। এ শহরে আমি একেবারে অপরিচিত নই ; গত পরশু রাত্রে আমার মনিব আর আমি এখানে পেঁছে আমার মনিবের পুরোনো বন্ধু লেফটানেণ্ট জেনারেল সাহেবের বাড়ি রাত কাটিয়েছি।" —জাক ও তার মনিব আগের রাত্রে যে কোঁশ শহরে ছিলো এবং তারা সেখানকার লেফটানেণ্ট জেনারেলের বাড়ি রাত কাটিয়েছিলো এই কথাটি আপনাদের না বলবার কারণ হলো যে আগে তা আমার মাথায় আসে নি। ঘোড়া থেকে নেমেই জাক বলল, "আমাকে লেফটানেণ্ট জেনারেলের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হোক।" দেখা গেল জাক, তার ঘোড়া ও ফিরীওয়ালা ভিড়ের মাঝখানে, তারা হেঁটে লেফটানেণ্ট জেনারেলের বাড়ি গেল। জাকের ঘোড়া নিয়েই জাক ও ফিরীওয়ালা ভেতরে গেল, জনতা বাইরে রইল।

ইতিমধ্যে, জাকের মনিব কি করছিলো ? —সে হাতের মধ্যে ঘোড়ার লাগামটা গলিয়ে নিয়ে রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আর যতদূর তার লাগামটা যায় তার মধ্যেই ঘোড়াটা ঐ ঘুমন্ত লোকটির চার পাশের ঘাসগুলো খাচ্ছিলো।

জাককে দেখেই ফেলটানেণ্ট জেনারেল বলে উঠলেন, "আরে জাক কি ব্যাপার ! একা ফিরে এলি যে।"

—কর্তাবাবুর ঘড়ি ; তিনি চিমনীর কোণে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, ঘড়িটা আমি এই লোকটার মালের মধ্যে পেলাম ; আর আমাদের টাকার থলিটাও ভুলে খাটের বাজুতে রেখে গিয়েছিলাম, আপনি হুকুম দিলে সেটাও ফেরৎ পাওয়া যাবে।

—আর সবই অদৃষ্টে লেখা ছি।···লেফটান্যণ্টে জেনারেল যোগ করলেন।

তক্ষুণি তিনি চাকর বাকরদের ডেকে পাঠালেন : তাদের ডাকতেই ফেরীওয়ালার মুখ ভেটকে গেল, আর নতুন বহাল হওয়া একজনকে দেখিয়ে বলল, "এ আমার কাছে ঘড়িটা বেচেছে।"

লেফটানেণ্ট জেনারেল গম্ভীর হয়ে তাঁর চাকর ও ফিরীওয়ালাকে বললেন, "তোমাদের দুজনেরই ফাঁসী হওয়া উচিত। তুমি ঘড়িটা বেচেছ বলে আর তুমি তা কিনেছ বলে", তারপর চাকরকে বললেন, "এই লোকটাকে টাকা ফেরৎ দিয়ে এক্ষুণি এখান থেকে বিদায় হও···"। ফিরীওয়ালাকে বললেন, "চিরকালের মতো যদি মশানে ঝুলে না থাকতে চাও তো এক্ষুণি এই শহর থেকে ভাগো। তোমরা দুজনেই কু-কাজ করো···আর জাক এবার তোর টাকার থলিটার খোঁজ করা যাক।" যে সেটা নিয়েছিলো সে বুঝল যে হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই ; একজন বেশ ভালো গতরওয়ালা লম্বা ঝি বলল, "আজ্ঞে কর্তা আমার কাছে টাকার থলিটা আছে কিন্তু আমি তো সেটা চুরি করি নি ; ও-ই আমায় দিয়েছে।"

—আমিই তোমায় দিয়েছি ?

—হ্যাঁ।

—হায় ভগা, তা কেমন করে হয়, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। লেফটানেণ্ট জেনারেল জাককে বললেন, "যাকগে জাক, আর কথা বাড়াস না।"

—কিন্তু···

—একে দেখতে খাসা, এর মনটিও নরম, ঠিক আছে।

—আমি আপনাকে দিব্যি করে বলছি···

—থলিতে কত ছিল ?

—প্রায় ন'শ' সতের ফ্রাঁর মতো।

—আচ্ছা। যাই হোক। এক রাতের জন্য ন'শ' সতেরো ফ্রাঁ, এটা তোমার পক্ষে বড্ডো বেশী, ওর পক্ষেও বটে। দাও থলিটা আমায় দাও। মেয়েটি থলিটা দিয়ে দিলো, তিনি তার থেকে দশ ফ্রাঁ মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, তোমার সেবার দাম ; জাকের বদলে অন্য কেউ হলে তুমি আর একটু বেশী পেতে। আশীর্বাদ করি, যেন রোজ তুমি এর ডবল রোজগার কর, কিন্তু আমার বাড়িতে নয়, বুঝেছ ? আর নে জাক চট্‌পট্‌ ঘোড়ায় উঠে তোর মনিবের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যা।"

জাক লেফটানেণ্ট জেনারেলকে সেলাম করে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল, কিন্তু মনে মনে

বলতে লাগল, "বজ্জাত মাগী! তার মানে অদৃষ্টে লেখা ছিলো যে ওর সঙ্গে আর একজন শোবে আর জাক তুই গুণগার দিবি।…যাকগে, জাক তুই যে এত কমের ওপর দিয়ে কর্তার ঘড়ি আর তোর টাকার থলি ফেরৎ পেয়েছিস এই ভেবেই শান্ত হ', দুঃখ করিস না…"

জাক ঘোড়ায় চড়ে লেফটানেণ্ট জেনারেলের বাড়ির সামনে জমা ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ভাবল, এতগুলো লোক তাকে চোর ভাবছে, তাই সে চোর নয় এটা প্রতিপন্ন করবার জন্য ঘড়ি দেখার ছলে পকেট থেকে ঘড়িটা বার করল, তারপর ঘোড়াকে চাবুক মারল, ঘোড়াটার চাবুক খাওয়া অভ্যাস ছিল না, ফলে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটল। ঘোড়াটাকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে দেওয়াই ছিল জাকের অভ্যাস, কারণ ঘোড়াটা ছুটলে তাকে সামলানো বা আস্তে চললে তাকে ছোটানো এই দুটোই জাকের কাছে শুধু শুধু হাঙ্গামা বাড়ানো বলে মনে হতো। আমরা ভাবি যে নিয়তিকে আমরা চালাচ্ছি কিন্তু সর্বদাই নিয়তি আমাদের চালায় : জাকের কাছে নিয়তি হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক বা যা কিছুর সংস্পর্শে সে আসে ; তার ঘোড়া, মনিব, একজন সন্ন্যাসী, একটা কুকুর, একজন মেয়েমানুষ, একটা খচ্চর, একটা কাক। অথঃ, তার ঘোড়া তাকে তার মনিবের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, আর তার মনিব হাতের মধ্যে ঘোড়ার লাগামটা গলিয়ে নিয়ে রাস্তার ধারে ঘুমোচ্ছিল, যা আপনাদের আমি আগেই বলেছি।

তখন কিন্তু ঘোড়াটা লাগামে ছিল ; জাক যখন পেঁছিল তখন শুধু লাগামটাই ছিল, ঘোড়াটা ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে একটা চোর এসে লাগামটা কেটে ঘোড়াটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। জাকের ঘোড়ার পায়ের শব্দে মনিব জেগে উঠেই বলল "বজ্জাতটার এতক্ষণে আসা হলো, দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে…" এতদূর বলেই বিরাট হাই তুলল।

জাক বলল, "কর্তা মনের সুখে হাই তুলুন, কিন্তু আপনার ঘোড়া কই ?"

—আমার ঘোড়া।

—হ্যাঁ আপনার ঘোড়া…

মনিব তক্ষুণি বুঝল যে তার ঘোড়া চুরি গেছে, তারপর যেই সে লাগামটা নিয়ে জাকের ওপর মারমুখো হয়েছে অমনি জাক বলে উঠল, "কর্তা আস্তে, আমার আজ একেবারেই মার খাওয়ার ইচ্ছে নেই, এক ঘা সহ্য করব কিন্তু দিব্যি কেটে বলছি দু ঘা পড়লেই আপনাকে এখানে ফেলে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো।"

জাকের এই ভয় দেখানোতে মনিবের রাগ পড়ল, তারপর সে জাককে নরম গলায় বলল : আমার ঘড়ি ?

—এই যে।

—তোর টাকার থলি ?

—এই যে।

—তুই বড্ড দেরী করলি।

যা করতে হয়েছে তার তুলনায় সময় বেশী লাগে নি। ভালো করে শুনুন। গেছি—পথে মারামারি করেছি, গ্রামের চাষা আর শহরের বাসিন্দাদের ক্ষেপিয়েছি, বড় রাস্তায় চোর বলে লোকে আমার পেছনে ধাওয়া করেছে, লেফটানেণ্ট জেনারেল সাহেবের বাড়ি নিয়ে

গেছে, দু'বার জেরার উত্তর দিয়েছি, আর একটু হলেই দুটো লোককে ফাঁসীতে প্রায় লটকেই দিয়েছিলাম, একটা চাকর একটা ঝির চাকরী খেয়েছি, যে মেয়েকে জীবনেও দেখিনি তার সঙ্গে শোবার জন্য গুণগার দিয়েছি ; তার পরে ফিরেছি।

—আর তোর অপেক্ষায় আমি···

—আপনি আমার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে পড়বেন আর আপনার ঘোড়া চুরি যাবে। যাকগে কর্তা, ভেবে আর কি হবে! ঘোড়াটা গেছে। অদৃষ্টে লেখা থাকলে হয়ত বা ফিরে পাওয়াও যাবে।

—আমার ঘোড়া হায় আমার ঘোড়া।

—আপনি পুরো একটা দিন ধরে কপাল চাপড়ালেও কোনো লাভ হবে না।

—আমরা কি করব ?

—আপনাকে আমার পেছনে বসিয়ে নিচ্ছি বা আপনার যদি ইচ্ছে করে তাহলে বুট খুলে জীনে ঝুলিয়ে রেখে হাঁটাও যায়।

—আমার ঘোড়া! হায় হায় কোথায় গেল।"

তারা হাঁটাই সাব্যস্ত করল, মাঝে মাঝে মনিব "আমার ঘোড়া হায় হায় কোথায় গেল" বলে চ্যাঁচাতে থাকল আর জাক ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে ঘড়ি আর টাকার থলি উদ্ধারের ঘটনাটি বলতে লাগল। সে যখন ঐ মেয়েটির কথা বলল তখন মনিব তাকে বলল, জাক, সত্যি তুই ওর সঙ্গে শুষনি ?

জাক : শুইনি কর্তা।

মনিব : আর তুই ওকে টাকা দিলি ?

জাক : নিশ্চয়ই!

মনিব : জীবনে একটি বার আমি তোর চেয়ে দুঃখ পেয়েছি।

জাক : শোবার পর আপনি টাকা দিয়েছেন।

মনিব : ঠিক বলেছিস।

জাক : সে গল্পটা আমায় বলবেন না ?

মনিব : আমার প্রেমের গল্পটা শুরু করবার আগে তোরটা শেষ করতে হবে। তোর প্রেমের গল্পটা তোর জীবনের প্রথম আর একমাত্র প্রেমের গল্প বলে ধরব, কোঁশের লেফটানেন্ট জেনারেলের ঝির সঙ্গে ঘটনাটা ধরব না, কারণ পেয়ারের মেয়েছেলের সঙ্গে কেউই শুতে পায় না অথচ যাকে ভালোবাসে না তার সঙ্গেই লোকে শুতে পায়। কিন্তু···

জাক : কিন্তু কি ?

মনিব : আমার ঘোড়া···বন্ধু জাক কিছু মনে করিস না, নিজেকে ঘোড়াটার জায়গায় বসা আর মনে কর আমি তোকে হারিয়েছি, আর তুই-ই বল যদি তুই শুনিস যে আমি জাক, হায় হায় জাক কোথায় গেল বলে হাহুতাশ করছি তাহলে কি আমার ওপর তোর ভক্তি বাড়বে না ?"

জাক মুচকি হেসে বলল, "বোধহয় প্রথম বার ব্যান্ডেজ বাঁধার রাতে আমার আশ্রয়দাতা ও তার স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তায় পেঁাছেছিলাম। আমি একটু বিশ্রাম করছিলাম। আশ্রয়দাতা

আর তার স্ত্রী রোজের চেয়ে একটু দেরীতেই উঠেছিল।

মনিব : তা তো হবেই।

জাক : ঘুম ভেঙে পর্দা ফাঁক করে দেখি দরজার কাছে আমার আশ্রয়দাতা, তার স্ত্রী ও ডাক্তারবাবু গোপনে পরামর্শ করছে। গত রাতে যা শুনেছিলাম তাতে তারা কি নিয়ে কথা বলছে তা বুঝতে কষ্ট হলো না। আমি কাশলাম। ডাক্তার চাষাকে বলল, "ও উঠেছে, যাও বন্ধু একটা বোতল নিয়ে এসো, এক ঢোঁক না খেলে হাতটা ঠিক চলে না ; তার পর বাড়টা খুলব, তারপর বাকি কথাটা শেষ করব।"

বোতল এলো খালিও হলো, কারণ, ডাক্তারদের ভাষায় এক ঢোঁক খাওয়া মানে অন্তত একটা বোতল খালি করা ; ডাক্তার আমার খাটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "রাতটা কেমন কেটেছে ?"

—মন্দ নয়।

—হাতটা···বাঁ, বাঃ···নাড়ীটা খারাপ নয়, জ্বর প্রায় নেই বললেই হয়। এবার হাঁটুটা দেখতে হবে, আমার পায়ের কাছে পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো চাষী-বউকে সে বলল, "আসুন দিদি, আমায় সাহায্য করতে হবে"—চাষী-বউ একটা ছেলেকে ডাকল···"না না বাচ্চাকে দিয়ে এসব হবে না, আপনাকেই আসতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে আরও একটি মাসের ধাক্কা, আসুন"। চাষী-বউ মাথা নীচু করে এলো। "এই ভালো পা-টা ধরুন, অন্য পা-টা আমি দেখছি। আস্তে আস্তে···আমার দিকে, আর একটু আমার দিকে···ভাই কোমরটা একটু ডানদিকে···আরে বলছি ডানদিকে, এই হয়ে গেল···"

আমি দাঁত চেপে তোষক ধরে পড়ে ছিলাম, আমার মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছিল। "ভাই একটু লাগবেই।"

—টের পাচ্ছি।

—এই শেষ। দিদি পাটা ছেড়ে দিন, বালিশটা নিয়ে ঐ চেয়ারটার ওপর রাখুন, বড্ড কাছে হলো···আর একটু পিছিয়ে···হাতটা দিন ভাই, চেপে ধরুন। দিদি ফাঁকটায় ঢুকে ওর হাতের ওপর দিয়ে ওকে চেপে ধরুন···বাঃ···দাদা বোতলে আর কিছু নেই ?

—না।

—আপনি আপনার স্ত্রীর জায়গাটা নিন আর আপনি একটা বোতল নিয়ে আসুন··· ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো করে ঢালুন। আচ্ছা আপনার স্বামী যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, আপনি এদিকে আসুন"—চাষী-বউ আবার একটা বাচ্চাকে ডাকল, "আরে দূর বাবা, বলছি এসব কাজ বাচ্চাদের নয়···। হাঁটু গেড়ে বসুন ; পায়ের গোছা-টার নীচে হাতটা দিন···কোনো ভয় নেই, ঠিক ধরেছেন···বাঁ হাতটা ঊরুর তলায়, ঐখানে ব্যাণ্ডেজের তলায়···খুব ভালো।" এইভাবে কাপড় কেটে, ব্যাণ্ডেজ খুলে, বাড় খুলে কাটাটা বার করা হলো। ডাক্তার ওপর নীচ পাশ সব জায়গাটাই হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগল আর যতবার আমার পা-টা ছুঁচ্ছে ততবারই বলছে কিচ্ছু জানে না। গাধা! হাতুড়ে! এঁরা সব ডাক্তারী করেন। এই পা নাকি কাটতে হবে ? এটা অন্যটার মতোই চলবে, হুঁ আমি বলছি।

—আমি সেরে যাব ?
—আমি অন্যদের সারিয়েছি।
—হাঁটতে পারব।
—পারবে।
—খুঁড়িয়ে ?
—সেটা আলাদা কথা, ধ্যার বাবা, যখন জানতেই চাও তো শোন। আমি যে তোমার পা-টা রেখেছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয় ? তাতে যদি তুমি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটো তো হয়েছে কি ? তুমি নাচতে ভালোবাস ?
—খুব।
—তুমি ওটার জন্য একটু খারাপ হাঁটবে এটা ঠিক কিন্তু নাচবে ভালো…দিদি গরম মদ …না না আগে ওটা ; আর এক চুমুক, ভয় নেই তাতে তোমার ব্যাণ্ডেজটা খারাপ বাঁধা হবে না। ডাক্তার মদ খেল। গরম মদ এলো, আমার ক্ষতটা পরিষ্কার করা হলো, আবার বাড় বাঁধা হলো, খাটে আমাকে ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে ঘুমোতে বলা হলো, পর্দা টেনে দেওয়া হলো, খোলা বোতলটা শেষ করে আর একটা বোতল নিয়ে ডাক্তার, চাষা আর তার বউয়ের মধ্যে পরামর্শ শুরু হলো।

চাষা : দাদা, অনেক দিন লাগবে নাকি ?

ডাক্তার : অনেক দিন…আপনার স্বাস্থ্য কামনা করে।

চাষা : মানে কতদিন ? এক মাস ?

ডাক্তার : এক মাস। ধরে নিন, দু, তিন, চার ঠিক করে কি কিছু বলা যায় ? মালাই-চাকী ভেঙেছে, পীকচঞ্চু, টিবিয়া…দিদি আপনার স্বাস্থ্যের কামনায়।

চাষা : চার মা…স, উঃ। ওকে ঢোকাবার দরকার কি ছিল। মাগী দরজায় সে কি মরতে গিয়েছিল ?

ডাক্তার : নিজের স্বাস্থ্য কামনায় ; আমি ভালো কাজ করেছি বলে।

চাষা-বউ : তুমি আবার শুরু করলে। এটা ছাড়াও গত রাতে তুমি অনেক দিব্যি কেটেছ, একটু বাদেই তা আবার শুরু হবে।

চাষা : কিন্তু তুই-ই বল, লোকটাকে নিয়ে কি করব ? বছরটা যদি এত খারাপ হতো…

চাষা-বউ : তুমি মত দিলে আমি বিশপের বাড়ি যেতে পারি।

চাষা : খবরদার। ওখানে গেলে আমি তোর ছাল ছাড়িয়ে নেব।

ডাক্তার : কেন দাদা, আমার বউ তো ওখানে যায়।

চাষা : সেটা আপনার ব্যাপার।

ডাক্তার : আমার ধর্ম মেয়ের স্বাস্থ্য কামনায় ; সে কেমন আছে ?

চাষা-বউ : খুব ভালো।

ডাক্তার : আচ্ছা দাদা, আপনার আর আমার বউয়ের স্বাস্থ্য কামনা করে, দুটোই ভালো বউ।

চাষা : আপনার বউ বুদ্ধিমতী, সে বোকামীটা করবে না।

চাষা-বউ : কিন্তু দাদা সন্ন্যাসিনীরা আছে।

ডাক্তার : দিদি। একটা বেটাছেলে। একটা বেটাছেলে সন্ন্যাসিনীদের বাড়ি। তাছাড়া ঝামেলা আছে; একটা ছোট অশান্তি…সন্ন্যাসিনীদের স্বাস্থ্য কামনা করেই খাওয়া যাক—তারা সব বড্ড ভালো মেয়ে।

চাষা-বউ : ঝামেলাটা কি?

ডাক্তার : আপনার বর চায় না যে আপনি বিশপের বাড়ি যান আর আমার বউ চায় না যে আমি সন্ন্যাসিনীদের বাড়ি যাই…আরে দাঁড়ান দাদা, আর এক পাত্তর খেলে বুদ্ধি খুলবে। আপনার লোকটাকে কিছু জিগেস করেছেন? ও হয়তো একেবারে অসহায় নয়।

চাষা : ও সেপাই।

ডাক্তার : আরে বাবা। সেপাইয়ের মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, কেউ না কেউ তো থাকবে…। আর এক পাত্তর খাওয়া যাক, আপনারা সরে যান আমি দেখছি।

চাষা, তার বউ আর ডাক্তার ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিল : কিন্তু ভালো লোকদের মধ্যে একটা বদমাইশ লোক ঢুকিয়ে দিলে আমি কতো রং চড়াতে পারতাম। জাক বা আপনারা দেখতেন জাককে বিছানা থেকে তুলে বড় রাস্তায় বা কাদাওয়ালা একটা রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে।—খুন করবে নাই বা কেন?—না খুন না, তার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই আমি কাউকে নিয়ে আসতে পারতাম; সে হতো জাকেরই কোম্পানীর কোনো সেপাই, কিন্তু সেটা এত পচা হতো যে তার গন্ধে ক্লেভল্যান্ডের মতো বড় আর স্বাস্থ্যকর জায়গাও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠত।—সত্য! সত্য!—আপনারা বললেন যে সত্য প্রায়শই ঠান্ডা, সাধারণ আর সমতল হয়, আপনার জাকের ব্যান্ডেজ বাঁধার বর্ণনার মতো, তাতে কিই বা আকর্ষণ? কিছুই নয়—ঠিক আছে—সত্যবাদী হতে হলে মলিয়ের, রিচার্ডসন, সেদেনের মতো হতে হবে; সত্যের একটা মুখরোচক দিক আছে, প্রতিভা তা ধরতে পারে। তা না ধরতে পারলে?—তা না ধরতে পারলে লেখা উচিত নয়।—কেউ যদি সেই হতভাগ্য কবিটির মতো হয় যাকে আমি পন্ডিচেরী পাঠিয়েছিলাম, তা হলে?—এই কবিটি কে?—এই কবিটি। কিন্তু পাঠক, আপনারা এবং আমি নিজেও, যদি বার বার এই রকম বাধা দি তাহলে জাকের প্রেমের গল্পের কি হবে? আমার কথা মানুন কবির কথা ছেড়ে দিন।…চাষা আর তার বউ সরে গেল……—না না পন্ডিচেরীর কবি।—ডাক্তার জাকের খাটের কাছে গেল…—পন্ডিচেরীর কবির গল্প, পন্ডিচেরীর কবির গল্প।—রোজই যেমন আসে, তেমনি একদিন এক যুবক কবি আমার কাছে এলেন…। কিন্তু পাঠক, এর সঙ্গে অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিবের কি সম্পর্ক? —পন্ডিচেরীর কবির গল্প—হয়ত বা বিশ্বাস করেই, আমার প্রতিভা, রুচি, পরোপকারিতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ; যে সব কথা গত বিশ বছর ধরে লোকে আমার সম্পর্কে বলছে এবং যার একটা অক্ষরও আমি মানি না সেই সব কথা পুনরাবৃত্তি করবার পর যুবক কবিটি পকেট থেকে এক গোছা কাগজ বার করে বললেন : এতে পদ্য আছে।—পদ্য!—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি দয়া করে যদি আপনার মতামতটি বলেন তো বড় ভালো হয়।—আপনি সত্য কথা পছন্দ করেন?—আজ্ঞে হ্যাঁ আর আপনার কাছে সেটিই আমার জ্ঞাতব্য।—আপনাকে তাই বলব।—কি।—আপনি তো বেশ বোকা লোক মশাই, আপনি কি বিশ্বাস

করেন যে সত্যের জন্য একজন কবি আপনার বাড়ি আসবেন ?—নিশ্চয়ই।—না ঘুরিয়ে, সোজাসুজি ?—নিঃসন্দেহে ; যতই ঘুরিয়ে বলি না কেন তা একটা বিচ্ছিরী অপমান হয়ে দাঁড়াতো ; সাফ বললে তা দাঁড়ায় : আপনি বাজে কবি এবং আপনি নেহাতই একজন সাধারণ লোক বলে, মনে হয় সে সত্য সহ্য করার ক্ষমতা আপনার নেই।—সোজা কথায় সর্বদা আপনার জয় হয়েছে ?—প্রায় সর্বদাই…। আমি তরুণ কবিটির পদ্য পড়ে তাকে বললাম : আপনার পদ্য যে শুধু বাজে তাই নয়, তা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে কখনই আপনি ভালো পদ্য লিখতে পারবেন না।—তা হলে আমায় খারাপ পদ্যই লিখতে হবে, কারণ পদ্য না লিখে আমি থাকতে পারি না।—কি অভিশাপ! ভেবে দেখেছেন, আপনি কি কষ্টে পড়বেন ? ঈশ্বর, মানুষ এমনকি ঔপনিবেশিকরাও কবির সাধারণত্বকে ক্ষমা করে না ; এটা হরেসের কথা।—তা আমি জানি।—আপনি কি বড়লোক ?—না। —আপনি কি গরীব ?—ভীষণ গরীব।—আপনি দারিদ্র্যের সঙ্গে বাজে কবির লাঞ্ছনা যোগ করতে চাইছেন, আপনার সারা জীবনটা নষ্ট হবে, আপনি বুড়ো হয়ে যাবেন। বুড়ো, গরীব তার ওপর বাজে কবি ; হায় মশাই আপনি কি অপূর্ব ভূমিকা নিতে যাচ্ছেন।—বুঝতে পারছি কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই হতে চলেছি…(জাক এখানে বলত : অদৃষ্টে তাই লেখা আছে)—আপনার আত্মীয়-স্বজন আছে ?—আছে।—তাঁরা কি করেন ? তাঁরা স্যাকরা।—তাঁরা আপনার জন্য কিছু করতে রাজী হবেন ?—হয়ত হবে। —বেশ তাদের বলুন, বিদেশে ব্যবসা করবার জন্য আপনাকে গহনা ধার দিতে। পণ্ডিচেরী যাবার জাহাজে চড়ে পড়ুন, পথে বাজে পদ্য রচনা করবেন, পৌঁছে করবেন টাকা। পয়সা করে ফিরে এসে যত খুশী বাজে পদ্য লিখবেন তবে সেগুলো ছাপাবেন না, কারণ কারোর ক্ষতি করা উচিত নয়…এই উপদেশ দেবার প্রায় বারো বছর পরে সে একদিন এলো, আমি তাকে চিনতে পারি নি। সে বলল : আপনি আমাকে পণ্ডিচেরী পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে আমি কয়েক লক্ষ ফ্রাঁ কামিয়েছি, দেশে ফিরে আবার পদ্য লিখছি, এগুলো এনেছি।…এগুলোও কি বাজে ?—হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং আপনাকে বাজে পদ্য লেখবার অনুমতি দিচ্ছি।

—আমি তাই-ই ঠিক করেছি…।

ডাক্তার জাকের বিছানার কাছে এলো, জাক তাকে কথা বলবার কোনো সুযোগই দিল না। আসা মাত্রই জাক বলল, "আমি সব শুনেছি"…তার পর সে তার মনিবকে বলতে গেল …সে বলতে যাচ্ছে, এমন সময় মনিব তাকে থামিয়ে দিল। মনিব হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; একজন পথিক তার ঘোড়ার লাগামটা হাতে গলিয়ে তাদের দিকে আসছিল, মনিব রাস্তার ধারে বসে পথিকটির দিকে চেয়ে রইল। পাঠক আপনি ভাবছেন যে ঘোড়াটা ছিল মনিবের চুরি যাওয়া ঘোড়া : আপনি ভুল ভাবছেন। একটা উপন্যাসে এমনিভাবে বা অন্য কোনো ভাবে তা নিশ্চয় ঘটত ; কিন্তু এটা যে উপন্যাস নয় সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে আপনাদের বলেছি বলেই মনে হয়, আবার তা আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। মনিব জাককে বলল : ঐ লোকটাকে দেখছিস ?

জাক : দেখছি।

মনিব : ওর ঘোড়াটা ভালোই মনে হচ্ছে।

জাক : আমি পদাতিক সৈন্য ছিলাম আমি কিছুই বুঝি না।
মনিব : আমি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অফিসার ছিলাম, আমি বুঝি।
জাক : তাহলে ?
মনিব : তাহলে, আমি বলছি যে তুই ওকে গিয়ে ঘোড়াটা বেচতে বল।
জাক : পাগলের মতো কথা, কিন্তু তাও যাচ্ছি, কত দাম দেবেন ?
মনিব : একশ একুশ পর্যন্ত……

জাক মনিবকে ঘুমিয়ে পড়তে বারণ করে লোকটির কাছে গেল, ঘোড়াটি কিনতে চাইল ও দাম দিয়ে নিয়ে এলো। মনিব বলল, "কিরে, জাক তোর একলারই কি দিব্যদৃষ্টি আছে, দেখ আমারও তা আছে। ঘোড়াটা ভালো ; ব্যাপারীটা দিব্যি গেলে বলবে যে ঘোড়াটা নিখুঁত, অবশ্য ঘোড়ার ব্যাপারে সবাই দালাল।

জাক : লোকে কোনো ব্যাপারে দালালী করে না ?
মনিব : তুই এটায় চড় আর তোরটা আমায় দে।
জাক : ঠিক আছে।

দেখুন তারা দুজনেই ঘোড়ার পিঠে আর জাক বলছে।

"আমি যখন বাড়ি ছাড়লাম তখন আমার বাবা, মা, ধর্মবাপ, ধর্মমা সবাই, নিজের অবস্থা অনুযায়ী কিছু কিছু টাকা আমায় দিয়েছিল ; তা ছাড়া আমার বড় ভাই জঁ ঐ অলুক্ষুণে লিসবনে যাবার সময় আমাকে পাঁচটা গিনি দিয়ে গিয়েছিল…(জাক কাঁদতে লাগল আর তার মনিব বলতে লাগল অদৃষ্টে তাই লেখা ছিল) ঠিকই বলেছেন আমিও হাজার বার তাই বলেই নিজেকে বুঝিয়েছি কিন্তু তাও আমি না কেঁদে পারি না।"

দেখুন, জাক এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর তার মনিব ঘড়ি দেখছে আর নস্যি নিচ্ছে।

তারপর ঘোড়ার লাগামটা দাঁতে ধরে দুহাতে চোখ মুছে জাক শুরু করল : "জঁ-এর দরুন পাঁচটা গিনি আর আত্মীয়-স্বজনের দরুন টাকাগুলো একটা গেঁজেতে রেখেছিলাম আর তার থেকে একটা কানাকড়িও খরচা করি নি। এই গেঁজের টাকাটা সময় মতো কাজে লাগল, কি বলেন কর্তা ?

মনিব : কুঁড়েটাতে এর চেয়ে বেশিদিন থাকা তোর পক্ষে অসম্ভব ছিল।
জাক : টাকা দিয়ে থাকাও অসম্ভব ছিল।
মনিব : তোর ভাই লিসবনে কি করতে গিয়েছিল ?
জাক : মনে হচ্ছে আপনি আমাকে দিয়ে শিবের গীত গাওয়াবার চেষ্টা করছেন। আপনার প্রশ্নের চোটে আমার প্রেমের গল্প শেষ হওয়ার আগে পৃথিবী ঘোরা হয়ে যাবে।
মনিব : কি আসে যায়, তুই কথা বলবি আর আমি তা শুনবো তাই না ? তুই মোদ্দা ব্যাপারটা বুঝছিস না ? তুই রাগ করছিস কিন্তু আসলে আমার কাছে তোর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।
জাক : আমার ভাই জঁ লিসবনে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল। সে খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল ; তাতেই কাল হলো, আমার মতো গাধা হলেই ভালো ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট,

অদৃষ্টে লেখা ছিল যে এক কারমেলাইট সন্ন্যাসী ডিম, পশম, ফল, মদ ইত্যাদি ভিক্ষা করতে প্রায়ই গ্রামে এসে আমার বাবার বাড়িতে থেকে আমার ভাইকে বখিয়ে দেবে আর আমার ভাই জ* সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

মনিব : তোর ভাই কারমেলাইট ছিল ?

জাক : হ্যাঁ, কর্তা, একেবারে খড়মপরা কারমেলাইট। সে ছিল বুদ্ধিমান, খাটিয়ে, তার্কিক ; আমাদের গ্রামের মাথা ছিল। ছোটবেলা থেকেই লিখতে পড়তে পারত, পুরোনো পুঁথি পড়ে নকল করত। দারোয়ানের কাজ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ভাঁড়ারী, সরকার, নায়েবের অ্যাসিস্টেণ্ট শেষে খাজাঞ্চি পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো, যে ভাবে সে উঠেছিলো তাতে আমাদের সবার ব্যবস্থাই করে দিতো। আমার দুই বোনের ভালো বিয়ে দিল, তাছাড়া গ্রামের আরও কয়েকটি মেয়ের ভালো বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। রাস্তায় বেরোলে ছেলে বুড়ো এমন কেউ ছিল না যে বলত না ভ্রাতা জ* প্রাতঃপ্রণাম, শরীর ভালো তো। সে যে বাড়িতে ঢুকতো ভগবানের আশীর্বাদ তার ওপর ঝরে পড়ত, আর বাড়িতে যদি বয়সী মেয়ে থাকত তো দুমাসের মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে যেত। সবই কপাল। লোভই তার সর্বনাশ করল। মঠের নায়েবটি ছিল বৃদ্ধ, জ* ছিল তার অ্যাসিস্টেণ্ট। ব্রহ্ম-চারীরা বলত যে নায়েব মারা যাওয়ার পর যাতে সে নায়েব হতে পারে জ* তার ব্যবস্থাই করছিলো। তার জন্য সে নথীপত্রগুলো ওলটপালট করে ফেলেছিলো, পুরোনো খাতাটা পুড়িয়ে ফেলে নতুন খাতা তৈরী করেছিলো যাতে করে বুড়ো নায়েব মরে গেলে অন্য আর কেউ মঠের কাগজপত্র দেখে কিছুই না বুঝতে পারে। কারোর কোনো নথীর দরকার হলে মাসখানেক লাগত তা খুঁজে পেতে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যেতো না। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মচারী জাকের ফন্দি বুঝে ফেলল : তারা অসন্তুষ্ট হলো, ফলে নায়েব হওয়ার বদলে যতদিন না নতুন চাবি তৈরী হলো ততদিন ব্রহ্মচারী জ* ঘরে বন্দী হয়ে শুধু রুটি আর জল খেয়ে তার জন্য অনুতাপ করতে বাধ্য হলো। সন্ন্যাসীরা মোটেই অল্পে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার পেট থেকে সমস্ত দরকারি কথা বার করে নেবার পর ল্যো দ্য কর্মের মদ চোলাইয়ের কারখানায় কয়লা দেবার কাজ তাকে দেওয়া হলো। ব্রহ্মচারী জ* কোথায় ছিল নায়েবের অ্যাসিসটেণ্ট হয়ে গেল কয়লা ঠেলা কুলী। কিন্তু জ* দাদা খুব শক্ত লোক ছিল, এই অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করে তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

এমন সময় মঠে এক যুবক সন্ন্যাসী এলেন। সবাই বলতে লাগল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপ-স্বীকারে আর উপদেশ দানে তাঁর জুড়ি নেই ; তাঁর নাম 'প্যার অঁজ'। তাঁর চোখ দুটি সুন্দর, সুন্দর মুখ তার মডেল করবার মতো দুটি হাত। তিনি সারাদিন উপদেশ দিচ্ছেন, পাপ-স্বীকার শুনছেন ; বুড়ো সন্ন্যাসীদের ভক্তরা তাদের ছেড়ে যুবক প্যার অঁজের ভক্ত হয়ে পড়ল ; বড় বড় উৎসবের আগের দিন আর প্রতি শনিবার তাঁর কিউবিকলের চতুর্দিকে ভক্ত আর ভক্তিনীর ভীড় আর বুড়ো সন্ন্যাসীরা শুধুই তাদের ফাঁকা কিউবিকলে অপেক্ষা করত ;

বুড়োদের এতে খুবই খারাপ লাগত।...কিন্তু কর্তা, জ' দাদার গল্প বাদ দিয়ে আমার গল্পতেই আপনি হয়ত বেশী মজা পাবেন।

মনিব : মোটেই না ; এক টিপ নস্যি নিয়ে দেখা যাক কটা বেজেছে।

জাক : আপনি জ' দাদার গল্প শুনতে চান, তো ভালো কথা...।

জাকের ঘোড়ার কিন্তু অন্য ইচ্ছা হলো, ঐ দেখুন সে দাঁত দিয়ে রাস কামড়ে ধরে মেঠো রাস্তায় নেমে পড়ল। জাক হাঁটু দিয়ে তার পেট চেপে লাগাম টেনে ধরা সত্ত্বেও গোঁয়ার জন্তুটা খানিকটা ছুটে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, জাক তাকিয়ে দ্যাখ তার চতুর্দিকে ফাঁসি কাঠ।

পাঠক, আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে এই ফাঁসি কাঠগুলোকে সাজিয়ে তুলে জাকের মনে একটা বাজে স্মৃতি ঢুকিয়ে দিতে ছাড়ত না। আমি যদি আপনাদের তা বলতাম, তাহলে আপনারাও হয়তো তা বিশ্বাস করতেন, কারণ মাঝে মাঝে তা ঘটে, কিন্তু তার ফলে ঘটনাটা আরও বিশ্বাস্য হয়ে উঠবে না, ফাঁসী কাঠগুলো ফাঁকাই ছিল।

জাক ঘোড়াটাকে হাঁপ ছাড়তে দিল, ঘোড়াটা নিজে নিজেই সেখান থেকে নেমে মেঠো পথ পার হয়ে জাককে তার মনিবের পাশে নিয়ে এলো, মনিব বলল, "উঃ বাপরে কি ভয় পেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম তুই বুঝি মরেই যাবি...কিন্তু তুই দেখছি অন্যমনস্ক, কি ভাবছিস?"

জাক : ভাবছি ঐ ঢিবিটার ওপর কি দেখলাম।

মনিব কি দেখলি?

জাক কতকগুলো ফাঁসীকাঠ আর একটা হাড়ীকাঠ।

মনিব : উঃ এটা খুব বাজে লক্ষণ ; তোর বিশ্বাসের কথা ভেবে দেখ। অদৃষ্টে যদি তাই লেখা থাকে তাহলে শত চেষ্টা করেও ফাঁসীকাঠ থেকে তোকে বাঁচানো যাবে না, আর যদি তা লেখা না থাকে তাহলে ঘোড়া মিথ্যে কথা বলছে। ঘোড়াটার ওপর যদি কেউ ভর করে না থাকেন তাহলে ঘোড়াটা মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায় ; সাবধান থাকিস।

বাজে চিন্তা ত্যাগ করবার জন্য লোকে যেমন করে তেমনি ভাবে মিনিটখানেক চুপ করে থাকবার পর জাক কপালে হাত বুলোল কানটা নাড়ালো, তারপর হঠাৎ শুরু করল :

"বুড়ো সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল, যেমন করেই হোক এই ছোঁড়া সন্ন্যাসীটা, যে তাদের লজ্জা দিচ্ছে, এর সর্বনাশ করতেই হবে। জানেন, তারা কি করল?...কর্তা আপনি আমার কথা শুনছেন।

মনিব : শুনছি, শুনছি, বলে চল।

জাক : তাদের মতোই পাজী বুড়ো দারোয়ানটাকে তারা দলে টানলো। এই বজ্জাত বুড়ো বাইবেল ছুঁয়ে দিব্যি করে বলল সে এই সন্ন্যাসীকে নিজের কিউবিকলে একজন ভক্তিনীর ওপর ঝাঁপ মারতে দেখেছে। হয়ত সত্যি বা মিথ্যা কে জানে? কিন্তু মজার কথা হলো এই যে এই অপবাদ দেওয়ার পরের দিনই এক ডাক্তার মঠাধক্ষ্যকে জানাল সে এই শুয়োরের বাচ্চা দারোয়ানকে গুপ্ত রোগের জন্য চিকিৎসা করে ফি আর ওষুধ বাবদ সে কিছুই পায় নি।...কর্তা আপনি আমার

কথা শুনছেন না, আর জানি আপনি কিসের কথা ভাবছেন, আপনি ঐসব ফাঁসী কাঠের কথা ভাবছেন।

মনিব : উল্টোটা বললে তুই মানবি না।

জাক : আপনার চোখ আমার মুখে আটকে আছে, আমার মুখের ভাব কি খারাপ ?

মনিব : আরে না না।

জাক : আমার মুখ দেখে আপনার যদি ভয় হয় তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই উচিত।

মনিব : আরে দূর জাক, তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি, তুই কি নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নোস ?

জাক : না কর্তা, আর কেই বা তা হতে পারে ?

মনিব : সব ভালো লোকই পারে। পাপকে কি ভালোমানুষ জাক ঘেন্না করে না ? আরে জাক, এ বাজে ঝগড়া ছেড়ে গল্পটা চালা।

জাক : এই পদস্খলন বা দারোয়ানের বাজে কথার জোরে হতভাগ্য প্যার অঁজের ওপর লক্ষ অত্যাচার, লক্ষ পীড়ন শুরু হলো, ফলে বেচারার মাথায় ছিট দেখা দিল। তারপর তারা দলের এক ডাক্তার আনল, সে বলল যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং হাওয়া বদলানোর প্রয়োজন। প্যার অঁজকে যদি শুধু বন্ধ করে রাখলে বা বিদেশে পাঠালেই গোলমাল মিটে যেত, তাহলে তক্ষুণি তা করা হতো কিন্তু মঠের বড়লোক ভক্তিনীদের ম্যানেজ করতে হবে। কারণ তিনি ছিলেন তাদের চোখের মণি। তারা তাদের কাছে ন্যাকামী করে বলতে শুরু করল, আহা। সত্যিই কি খারাপ লাগে। উনি ছিলেন এ মঠের একটা স্তম্ভ—।

“তাঁর হয়েছেটা কি ?” উত্তরে তারা আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত ; তার পরেও প্রশ্ন করলে মাটিতে চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকত। এই সব ছেনালীর সঙ্গে কেউ কেউ জুড়তো “হা ঈশ্বর। আমরা কি বা করতে পারি। এখনো মাঝে মাঝে তিনি ভালো হয়ে যান···প্রতিভার ঝিলিক দেখা যায়···হয়ত সেরে উঠবেন···যদিও আশা কম···ধর্মের কি অপূরণীয় ক্ষতি হলো।···” ইতিমধ্যে অত্যাচার বেড়েই চলল, তাঁকে পুরোপুরি পাগল করে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলল, আর তারা তা পারতোও যদি না জঁ দাদার তার ওপর দয়া হতো। আর কিই বা বলবার আছে। একদিন রাতে শুয়ে পড়বার পর আমাদের দোরে নাড়া পড়ল : উঠে দরজা খুলে দেখি ছদ্মবেশে জঁ দাদা আর প্যার অঁজ। তারা পরের দিনটা বাড়িতেই লুকিয়ে রইল, পরের ভোর রাতে পালাল। তাদের হাতে ভালো রেস্তও ছিল ; কারণ জঁ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “তোর বোনেদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আর দু বছর যদি আমার পদে মঠে বহাল থাকতে পারতাম তা হলেই তুই এই এলাকার সবচেয়ে বড় চাষী হয়ে যেতিস। কিন্তু, সবই কেমন বদলে গেল ; এই নে তোকে এইটুকুই দিয়ে গেলাম। আসি, যদি সন্ন্যাসী আর আমি কোনো দিনও সুখের মুখ দেখি তো তুই তা টের পাবি···” এই বলে সে আমার হাতে পাঁচটা গিনি দিল, যার কথা আমি আপনাকে বলেছি ; আরও পাঁচটা দিল গ্রামে শেষ যে মেয়েটির বিয়ে ও দিয়ে দিয়েছিল। তার জন্য, মেয়েটি সবে তখন একটা কেঁদো হুলো বিইয়েছে ; তার মুখটা

দেখলে মনে হয় যেন জ দাদার মুখটা কেটে বসানো।

মনিব (নস্যির ডিবে খোলা হাতে ঘড়ি) : তারা লিসবনে কি করতে গিয়েছিল ?

জাক : ভূমিকম্পে চাপা পড়ে থেঁতলে, পুড়ে মারা যাবার জন্য তাদের বাদ দিয়ে তো আর ভূমিকম্প হতো না। অদৃষ্টে যেমনটি লেখা ছিল।

মনিব : উঃ সন্ন্যাসী!

জাক : ভালোরা বেশী টাকা চায় না।

মনিব : তা তোর চেয়ে ভালো জানি।

জাক : তাদের খপ্পরে পড়েছিলেন নাকি ?

মনিব : পরে, একদিন বলব।

জাক : কিন্তু ওরা এত পাজী হয় কেন ?

মনিব : আমার মনে হয় ওরা সন্ন্যাসী তাই…তোর প্রেমের গল্পে ফেরা যাক।

জাক : না কর্তা তা হয় না।

মনিব : তুই কি আমার কাছে সেটা লুকোতে চাস ?

জাক : আমি চাই না কিন্তু নিয়তি তা চায়। দেখছেন না, আমি মুখ খুললেই শয়তানে গল্পটাকে বিপথে নিয়ে যায়, সর্বদা একটা কিছু হয় যাতে আমার কথা বন্ধ হয়ে যায়। আমি ঠিক জানি যে তা শেষ হবে না, অদৃষ্টে তাই লেখা আছে।

মণিব : চেষ্টা করেই দেখ না।

জাক : আপনি যদি আপনারটা শুরু করেন তা হলে সেটা এই বাধাটাকে কাটবে আর আমারটা ভালো চলবে। আমার তাই মনে হয় ; আমি নিশ্চিত, মাঝে মাঝে মনে হয় যে নিয়তি আমার সংগে কথা বলে।

মনিব : আর সব সময় তার কথা শোনা উচিত বলে কি তুই মনে করিস ?

জাক : ঐ দিনটাই তো সাক্ষী, সেদিন সে বলে দিল যে আপনার ঘড়িটা ফেরীওয়ালার কাঁধে আছে……

মনিব : হাই তুলতে শুরু করল ও নস্যির ডিবেয় টোকা মারতে লাগল, টোকা মারতে মারতে দূরে চেয়ে দেখল, দূরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জাককে বলল : "তোর বাঁদিকে কিছু দেখতে পাচ্ছিস না ?"

জাক : আমি বাজী রেখে বলতে পারি অদৃষ্ট চায় না যে আমি আমার গল্পটি চালিয়ে যাই বা আপনি আপনারটা শুরু করুন…

জাক ঠিকই বলেছিলো। তারা যেটিকে দেখছিল সেটি যেমন তাদের দিকে আসছিল, তারাও তেমনি সেটির দিকে যাচ্ছিল। এই বিপরীতমুখী গতি উভয়ের মধ্যে দূরত্বটা কমিয়ে দিচ্ছিল, শীঘ্রই তারা দেখল কালো সাজ পরানো চারটে কালো ঘোড়ায় টানা, কালো কাপড় ঢাকা গাড়ি ; গাড়ির পেছনে কালো পোশাক পরা দুজন চাকর ; তাদের পেছনে কালো ঘোড়ার ওপর কালো পোশাকপরা আরও দুজন চাকর ; কোচবক্সে নিগ্রো গাড়োয়ান, তার টুপী নামানো, টুপীর চারদিকে কালো কাপড় লাগানো তা তার বাঁ কাঁধের ওপরে ঝোলানো ; গাড়োয়ান লাগাম ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে ইচ্ছামতো চলতে

দিয়েছে। দেখুন আমাদের পথিকরা এই শববাহী গাড়ির পাশে পেঁছিল, অমনি জাক ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, না, নেমে পড়ে "আমার কাপ্তেন! আমার কাপ্তেন! যা ভেবেছিলাম তাই, এই তো তাঁর শীলমোহর…" এই বলে কাঁদতে কাঁদতে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। গাড়িটাতে কফিন ঢাকবার চাদরে ঢাকা একটা কফিন তার ওপর একটা তলোয়ার ও মিলিটারি ব্যাজ, কফিনের পাশে একজন পুরুত হাতে স্তবের বই নিয়ে স্তব গান করছে। জাক শোক করতে করতে গাড়ির পেছনে পেছনে চলল; চাকরেরা জাককে জানাল যে এই শবযাত্রাটি তার কাপ্তেনেরই বটে, তিনি পাশের শহরে মারা গেছেন, এখন পিতৃপুরুষের জমিতে কবরস্থ করবার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এঁর রেজিমেণ্টের অন্য একজন কাপ্তেনের মৃত্যুর ফলে সপ্তাহে অন্তত একদিনও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করতে না পেয়ে ইনি এমনই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে কয়েক মাসের মধ্যে ইনিও মারা গেলেন। জাক তার কাপ্তেনের প্রাপ্য অশ্রু, গুণগান ও দুঃখ প্রবণতা সেরে, মনিবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার নিজের ঘোড়ায় চড়ে নীরবে চলল।

ও মশাই, ঈশ্বরের দোহাই, বলুন তারা কোথায় যাচ্ছে? —পাঠক মশাই, ঈশ্বরের দোহাই, কে কোথায় যাচ্ছে তা কি কেউ জানে? ইসপের ঘটনাটি কি মনে করিয়ে দিতে হবে? গ্রীকরা সব ঋতুতেই স্নান করত বলে, একটি শীত বা গ্রীষ্মের বিকেলে তাঁর গুরু জানথিপে ইসপকে বললেন, "ইসপ স্নানের ঘাটে গিয়ে দেখে এসো, লোক কম থাকলে স্নান করতে যাব…" ইসপ গেলেন। পথে আথেনীয় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দেখা হলো, তারা বলল, "কোথায় যাচ্ছ?" —ইসপ উত্তর দিলেন, "কোথায় যাচ্ছি? —তা কি আমি জানি?"—জান না, আচ্ছা জেলে চল।—ইসপ বললেন: "আমি যে কোথায় যাচ্ছি তা জানি না; কথাটা কি ঠিক বলি নি? —যাচ্ছিলাম ঘাটে, পেঁছিলাম জেলে।" আপনাদের মতোই জাক তার মনিবের পেছন পেছন যাচ্ছিল; জাকের মতোই তার মনিবও নিজের মনিবের অনুগমন করছিল।—কিন্তু জাকের মনিবের মনিবটি কে? পৃথিবীতে মনিবের কি অভাব আছে? আপনাদের মতোই জাকের মনিবেরও বহু মনিব ছিল। কিন্তু জাকের মনিবের মনিবদের মধ্যে একজনও ঠিক ঠিক মনিব ছিল না, কারণ সে রোজই মনিব পাল্টাতো।—সে মানুষ ছিল তো?—পাঠক, সে আপনাদের মতোই রীপুর দাস; আপনাদের মতোই কৌতূহলী; আপনাদের মতোই প্রশ্নকারী।—প্রশ্ন করে কেন?—ভালো প্রশ্ন, আপনাদের মতোই জেনে নিয়ে তা বলে বেড়াবার জন্য প্রশ্ন করতো……

মনিব জাককে বলল, মনে হচ্ছে, তার প্রেমের গল্পটা আবার ধরবার ইচ্ছে তোর নেই।

জাক : আমার কাপ্তেন, আহা! আমরা সবাই যেখানে যাচ্ছি তিনিও সেখানেই যাচ্ছেন, খালি এটাই খারাপ লাগে যে তিনি সেখানে একটু অসময়েই পেঁছিবেন। উঃ… আহা…

মনিব : জাক তুই বোধহয় কাঁদছিস…ভালো করে কাঁদ, তাতে লজ্জার কিছু নেই; তাঁর মৃত্যুর ফলে তাঁর যে সব সদগুণ সর্বদা তোকে লজ্জা দিতো তুই তার থেকে বেঁচে গেলি। তোর মজাকে যেমন করে লুকিয়ে রাখতে হতো তোর দুঃখকে তেমন করে ঢেকে রাখতে হবে না; তোর দুঃখ থেকে আর কেউ সেইসব কারণগুলি খুঁজে বার করবার কথা ভাববে না, যেমন লোকে তোর আনন্দে

ভাবত। দুঃখীকে সবাই ক্ষমা করে। তাছাড়া, বেশ ভেবে চিন্তে নিজেকে কোমল বা কঠোর প্রতিপন্ন করবার এইটিই সময়, পাপের সন্দেহভাজন হওয়ার চেয়ে ত্রুটি স্বীকার করা অনেক ভালো। যাতে তোর শোক কম কষ্টকর হয় তার জন্য আমি চাই যে তা অনেক বেশী সোচ্চার হোক; তা অত্যন্ত অস্থির হোক যাতে তা কম স্থায়ী হয়। নিজে নিজেই তার গুণগুলিকে অতিরঞ্জিত করে মনে কর; বিভিন্ন গভীর বিষয়কে একসূত্রে গাঁথবার গভীরতা; সবচেয়ে অমূর্ত ধারণাগুলি নিয়ে বিচার করবার সূক্ষ্মতা, তাঁর রুচির সৌষ্ঠব যার ফলে তিনি মাননীয়দের প্রিয় ছিলেন; সবচেয়ে নির্বোধদের উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষমতা; কি সুন্দর ভাবে তিনি অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতেন: তাঁর প্রশ্রয়ের ফলে দোষী তাঁর প্রতি আরও হাজারগুণ অনুরক্ত হয়ে পড়ত, তিনি কেবল নিজের ক্ষেত্রেই কঠোর ছিলেন। নিজের ক্ষুদ্র দোষগুলির স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজা তো দূরে থাক, শত্রুর নিন্দার মতোই তিনি সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করে শুধরে নিতেন, এবং ঈর্ষান্বিতের মন নিয়ে নিজের গুণগুলিকে ক্ষুদ্র করে নিজের সম্ভাব্য চাতুরীকে যাচাই করতেন। কাল যে সব বিশেষণে অনুমতি দিবি সেগুলি ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ তোর বিলাপে ব্যবহার করিস না। বন্ধুকে হারিয়ে, আমরা যেন জগতের নিয়মকে মেনে নিতে পারি; হতাশ না হয়ে তাকে যিনি চিহ্নিত করলেন তাঁকে আমরা যেন মেনে নিতে পারি এবং নিজেদের ক্ষেত্রে সময় এলে যেন নির্দ্বন্দ্বে তা মেনে নিতে পারি। পারলৌকিক কর্তব্যই আত্মার প্রতি শেষ কর্তব্য নয়। যে মাটি এই মুহূর্তে উত্তোলিত হচ্ছে তা তোর প্রিয়-জনের স্মৃতিসৌধে পুনস্থাপিত হবে কিন্তু তোর হৃদয় তাঁর সদগুণগুলিকে ধরে রাখবে।

জাক : খুবই ভালো বলেছেন কর্তা, কিন্তু এর মানে কি? কাপ্তেন মারা গেছেন, তাতে আমার শোক হয়েছে আর আপনি কিনা নাগর-মরা মেয়েকে কোনো ছেলে বা মেয়ের দেওয়া সান্ত্বনাটা তোতা পাখির মতো আউড়ে গেলেন।

মনিব : বোধহয় মেয়ের দেওয়া সান্ত্বনা।

জাক : আমার মনে হয় ছেলের দেওয়া, কিন্তু যাই হোক, এর মানেটা কি দাঁড়ায়? আপনি কি আমায় আমার কাপ্তেনের পেয়ারী বলে ধরে নিচ্ছেন নাকি? আমার কাপ্তেন খুবই ভালো লোক ছিলেন আর কখনও আমি পুরুষ মানুষের সঙ্গে শুইনি।

মনিব : তা কে বলেছে?

জাক : তাহলে এই মেয়ের বা পুরুষের দেওয়া সান্ত্বনার মানে কি? বললে হয়ত বা বুঝতে পারব।

মনিব : না জাক তোকে নিজে নিজেই বুঝতে হবে।

জাক : সারা জীবন ধরে ভাবলেও তা আমার মাথায় ঢুকবে না; এমন কি শেষ বিচারের দিন পর্যন্তও যদি ভাবি।

মনিব : যখন বলছিলাম তখন তো বেশ মন দিয়েই শুনছিলি বলে মনে হচ্ছিল।

জাক : ঠাট্টা করলে কেউ না শুনে পারে ?

মনিব : ঠিক আছে জাক।

জাক : অবিশ্যি একটা কথা ঠিক যে তাঁর কিছু কিছু কড়া অভ্যাসের জন্য, তাঁর জীবৎকালে কষ্ট পেয়েছি আর তাঁর মৃত্যুতে আমি তা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

মনিব : ঠিক আছে জাক। যা করতে চেয়েছিলাম তা পেরেছি। বল অন্য কোনোও ভাবে কি তোকে শান্ত করা যেতো। তুই কাঁদছিলি আমি যদি তোকে সহানুভূতি দেখাতাম তাহলে কি হতো ? তুই আরও কাঁদতিস, আমি তোর শোকটা বাড়িয়ে দিতাম। শোক-সভার লেক্‌চারের ঠাট্টা আর তারপর কথা কাটাকাটিতে তোর মনটা ঘুরে গেল। এখন বুঝতে পারছিস যে তোর কাপ্তেনকে তার শেষ বাস-স্থানে নিয়ে যাবার মড়ার গাড়িটার মতোই কাপ্তেনের কথা তোর মন থেকে দূরে চলে গেছে ? এখন মনে হয় তুই তোর প্রেমের গপ্পোটা শুরু করতে পারবি।

জাক : আমারও তাই মনে হয়।

বদ্যিকে বললাম : ডাক্তারবাবু, আপনি কি এখান থেকে অনেক দূরে থাকেন ?

—তা প্রায় পোয়াটাক পথ তো হবেই।

—আপনার বাড়িতে অনেক জায়গা, তাই না ? একটা ফাঁকা খাট নেই।

—না, নেই।

—সেকি ! পয়সা দিলে, মানে ভালো পয়সা দিলেও পাওয়া যাবে না ?

—অ্যাঁ মানে, পয়সা দিলে, মানে ভালো পয়সা দিলে, নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাই ভালো পয়সা দেবার কথা তো দূরে থাক, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে আপনি পয়সা দিতে পারবেন।

—সে চিন্তা আমার। আপনার বাড়ি একটু সেবা পাব তো ?

—নিশ্চয়ই, আমার বউ চারকাল রুগীর সেবা করছে ; আমার বড় মেয়ে চুল-দাড়ি কামাতে পারে আর আমার মতোই বাড় বাঁধতে পারে।

—আচ্ছা থাকা খাওয়া আর আপনার ডাক্তারী বাবদ আপনি কত নেবেন ?

মাথা চুলকে বদ্যি বলল :

—থাকা···খাওয়া···আর ফি···কিন্তু জামিন থাকবে কে ?

—আমি রোজেরটা রোজ দিয়ে দেব।

—এই তো বুদ্ধিমানের কথা।···

কিন্তু কর্তা আপনি শুনছেন না।

মনিব : না জাক, অদৃষ্টে লেখা ছিল, এখন এবং হয়ত পরেও তুই বকে যাবি আর কেউ শুনবে না।

জাক : যখন কেউ বক্তার কথা শোনে না তখন হয় সে কিছুই ভাবছে না বা অন্য কিছু ভাবছে : এটা কোন্‌টা।

মনিব : দ্বিতীয়টা। ঐ মড়ার গাড়িটার পেছনে যে নিগ্রো চাকরটা যাচ্ছিল তার কথাটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম—সে বলল যে তার বন্ধু মারা যাওয়ার পর তোর কাপ্তেন সপ্তাহে অন্তত একবারও দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পেতো না—তুই এর কিছু মানে

বুঝলি ?

জাক : নিশ্চয়ই।

মনিব : ধাঁধাটার উত্তর পেতেই হবে।

জাক : আপনার তাতে লাভ কি ?

মনিব : কিছুই না, কিন্তু তুই তো চাস যে কেউ তোর কথা শুনুক ?

জাক : বটেই তো।

মনিব : ঠিক আছে ! তাহলে বলি উত্তরটা যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ আমার মাথাটা ঘুরতেই থাকবে। তুই বাপ এই মাথা ঘোরা থেকে আমায় বাঁচা।

জাক : ভালো কথা। কিন্তু দিব্যি করুন যে আমায় থামিয়ে দেবেন না।

মনিব : আচ্ছা আপাতত দিব্যিই করা গেল।

জাক : তা হলে বলি : ভালো লোক, বীর, সৎ, সবচেয়ে ভালো অফিসারদের একজন, কিন্তু একটু কেমনতরো আমার কাপ্তেনের সংগে একই গ্যারিসনের তারই মতো ভালো লোক, বীর, সৎ, সবচেয়ে ভালো অফিসারদের একজন, কিন্তু একটু কেমনতরো আর এক কাপ্তেনের বন্ধুত্ব হলো।

জাক সবেমাত্র তার কাপ্তেনের গল্প শুরু করেছে এমন সময় দেখা গেল পেছন থেকে এক-দল ঘোড়সওয়ার তাদের দিকে আসছে। দেখা গেল, সেটা হলো একটু আগে পার হয়ে যাওয়া মড়ার গাড়িটা। তার চারদিক ঘিরে···গ্রামের চৌকিদার দল ?—না—মিলিটারি পুলিশ ?—একটা কিছু হবে। তা যাই হোক শবযাত্রীদের, পুরুতের, গাড়ির কোচম্যান আর চাকরদের হাতগুলো শক্ত করে বাঁধা !—এতে সবচেয়ে আশ্চর্য হলো কে ?—জাক। সে চেঁচিয়ে উঠল : "আমার কাপ্তেন। আমার কাপ্তেন তাহলে মরেন নি। জয় ভগবান···" এই বলে জাক তাদের দিকে এগোল। দশ কদম এগোবার আগেই, গ্রামের চৌকিদারেরা বা মিলিটারি পুলিশেরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "হুকুমদার, ভাগো না হলে মরবে···" জাক দাঁড়িয়ে পড়ল, মনে মনে নিয়তির সংগে কথা বলে তার মনে হলো নিয়তি যেন তাকে বলছে 'ফিরে যাও', জাক তাই করল। তার মনিব জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার রে জাক ?"

জাক : কি জানি, কিছুই বুঝলাম না।

মনিব : কেন ?

জাক : কিছুই খোলসা হলো না।

মনিব : আমি ঠিক জানি যে এরা চোরা কারবারী, কফিনটার মধ্যে নিষিদ্ধ মাল লাদাই করে তাড়াতাড়ি চাষীদের কাছে বেচে দেয়।

জাক : কিন্তু আমার কাপ্তেনের চিহ্ন দেওয়া গাড়ি কেন ?

মনিব : ওরা মেয়ে-ধরাও হতে পারে। হয়ত বা ঐ কফিনটার মধ্যে কোনো মেয়ে বা কোনো সন্ন্যাসিনী ভরা আছে কে জানে ; কফিনের মধ্যে যে মড়াই থাকবে এমন কোনো কথা নেই।

জাক : কিন্তু আমার কাপ্তেনের চিহ্ন দেওয়া গাড়ি কেন ?

মনিব : তা তোর খুশী মতো যা ইচ্ছে তাই ভেবে নে; কিন্তু তোর কাপ্তেনের গল্প শেষ কর।

জাক : আপনি এখনও তাঁর কথাই ভাবছেন ? হয়ত বা আমার কাপ্তেন এখনও বেঁচে আছেন।

মনিব : তাতে কি আসে যায় ?

জাক : না জ্যান্তদের কথা বলতে ভালো লাগে না, কারণ নিজের সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কথা শুনলে লোকে লজ্জায় বা রাগে লাল হয়ে যায় ; ভালো শুনলে মাথায় ওঠে ; খারাপ শুনলে শুধরে যায়।

মনিব : জোলো সুখ্যাতি বা তেতো বিচার, কোনোটাই না ক'রে ব্যাপারটা যেমন তেমনিই বল।

জাক : সেটা মোটেই সোজা নয়। নিজের চরিত্র, পছন্দ, উৎসাহ, মনোভাব, এসব তো আছে আর তার জন্যই লোকে কোনো কোনো জিনিসকে বাড়ায় আবার কোনো কোনোটা কমায়। ঠিক যেমনটি তেমনটি বল। কোনো বড় শহরে দিনে মোটে দু বারও তেমন ভাবে কিছু বলা হয় কিনা সন্দেহ। যে শুনছে সেও কি বক্তার চেয়ে ভালো না কি ? যেমন বলা হচ্ছে তেমনি কোনো একটা বড়ো শহরেও দিনে দুবার হয় কিনা সন্দেহ।

মনিব : দূর বাবা, বলা, শোনা আর বিশ্বাস করা নিয়ে তোর লেকচারের নিকুচী করেছে; এগুলো মানতে হলে কিছুই বলা যায় না, কিছুই শোনা যায় না আর কিছুই বিশ্বাসও করা যায় না। তুই তোর মতো বলে যা আমি আমার মতো শুনবো আর যতটা পারব ততটা বিশ্বাস করব।

জাক : কর্তা জীবনটাই ভুল বোঝার মধ্য দিয়ে চলে। প্রেমের ভুল বোঝা, বন্ধুত্বের ভুল বোঝা, রাজনীতির ভুল বোঝা, পয়সার, ধর্মের, বিচারের, ব্যবসার, স্ত্রীর, স্বামীর…

মনিব : উঃ এই সব ভুল বোঝা ছাড়, এটা বোঝ যে একটা ইতিহাসের ঘটনার কথা বলার ছুতোয় এতটা জ্ঞান দেওয়া অসভ্যতা। তোর কাপ্তেনের গল্পের কি হলো ?

জাক : যেমনটি বলা হচ্ছে ঠিক তেমনি শোনা পৃথিবীতে হয়ত হয় না, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ হলো, অতি অল্প কাজেরই সঠিক বিচার হয়।

মনিব : তোর মাথায় যতটা প্যাঁচ আছে পৃথিবীতে অন্য কোনো মাথায় বোধহয় ততটা নেই।

জাক : তাতে কি হলো ? প্যাঁচ তো জচ্চুরী নয়।

মনিব : তা ঠিক।

জাক : আমার কাপ্তেন আর আমি অরলেয়ঁ দিয়ে যাচ্ছিলাম। গরীবদের দুঃখে কাতর হয়ে মসিও পেলেতিয়ে ব'লে এক বড়লোক আমাপা দান করে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়ে, গরীবদের জন্য দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন ; তখন অরলেয়ঁর মতো বড় শহরে এই ছাড়া আর কোনো কথাই ছিল না।

মনিব : তোর কি মনে হয় যে এই লোকটি সম্পর্কে কোনো দ্বিমত ছিলো ?

জাক : গরীবদের ভেতরে ছিল না, কিন্তু বড়লোকদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁকে এক ধরনের পাগল ব'লে ধরে নিয়েছিল আর তার ফলে উড়নচণ্ডি ব'লে তাঁর সামনে

প্রত্যেকের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন, আমরা যখন শুঁড়ীখানায় গলা ভেজাচ্ছিলাম তখন একদল বেকার এক বক্তার চারদিকে ভীড় জমাচ্ছিল, লোকটা ছিল, লোকটা ছিল আড্ডার সবজান্তা ধরনের, তাকে সবাই প্রশ্ন করছিলো : 'আপনি সেখানে ছিলেন, বলুন না ব্যাপারটা কি ঘটেছিল।

—নিশ্চয়ই বলব, উত্তর দিল আড্ডার সবজান্তা, সে তো তাই চায়।—আমার খদ্দের মসিও ওবের্তো ; তাঁর বাড়িটা হলো ক্যাপুসঁ্যাদের গীর্জার সামনে, তিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন এমন সময় মসিয়ো পেলোতিয়ে এসে তাঁকে বললেন, "মসিও ওবের্তো, আমার গরীব বন্ধুদের জন্য আমায় কিছু দেবেন না ?"—আপনারা তো জানেন যে তিনি গরীবদের সম্পর্কে ঐ ভাবেই কথা বলেন।

—না মশায় আজ পারব না।

—মসিও পেলোতিয়ে জোর করলেন, "আপনি যদি জানতেন কার জন্য আমি হাত পাতছি, সে হলো একজন গরীবের বউ, সে সবে প্রসব করেছে, বাচ্ছাটাকে ঢাকবার জন্য একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াও তার নেই।

—আমি পারব না।

—শুনুন, একটি সুন্দর দেখতে গরীবের মেয়ে, তার কেউ নেই, কাজ পাচ্ছে না, আপনার দয়া হলে সে হয়ত পাপ থেকে বাঁচবে।

—আমি পারব না।

—শুনুন একজন মজুর, ভারা থেকে পড়ে তার পা ভেঙে গেছে তার জন্য অন্তত কিছু।

—বলছি তো, পারব না।

—কি বলছেন মসিও ওবের্তো, ব্যাপারগুলো ভেবে একটু নরম হন আর নিশ্চয়ই জানবেন যে এর চেয়ে পুণ্য করবার সুযোগ আপনি বেশী পাবেন না।

—আমি পারব না, পারব না।

—মসিও ওবের্তো, আমি জানি আপনি দয়ালু।…

—মসিও পেলোতিয়ে আমায় শান্তি দিন ; দেবার ইচ্ছা থাকলে আমি দি, আমার কাছে মিনতি করতে হয় না।

এই বলে মসিও ওবের্তো দরজা থেকে দোকানে ঢুকলেন মসিও পেলোতিয়েও গেলেন, সেখান থেকে তিনি গেলেন গুদামে মসিও পেলোতিয়েও পেছনে পেছনে গেলেন, সেখান থেকে মসিও ওবের্তো নিজের বাড়িতে দোতলায় গেলেন। মসিও পেলোতিয়েও নাছোড়, এখন তিনি ক্ষেপে গিয়ে মসিও পেলোতিয়েকে মারলেন একটি চড়…

এবার আমার কাপ্তেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তাকে বললেন, "তিনি লোকটাকে মেরে ফেললেন না ?"

—না মশাই এমন লোক কি কখনো তা করে ?

—এ্যাঁ, একটা চড়, উঃ একটা চড়। তিনি কি করলেন তা হলে ?

—চড় খেয়ে তিনি কি করলেন ? হেসে মসিও ওবের্তোকে বললেন : "এটা তো আমাকে দিলেন, আর আমার গরীবদের ?"

এ কথা শুনে আমার কাপ্তেন ছাড়া বাকি শ্রোতারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আর আমার কাপ্তেন বললেন, "মশায়রা আপনাদের মসিও পেলেতিয়ে একটা উড়নচণ্ডী, হত-ভাগা, ভীতু, বাজে লোক ছাড়া আর কিছুই নয়, এখানে এই তলোয়ার উচিৎ কাজটি করত, সেখানে আমি থাকলে আপনাদের ঐ ওবের্তোর যদি নাক আর কান দুটো খোয়া না যেত তাহলে সে তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিত।"

বক্তা উত্তর দিল "বুঝেছি, মহাশয় সেখানে থাকলে ঐ উদ্ধত লোকটি নিজের ভুলটা বুঝে মসিও পেলেতিয়ের পায়ে পড়ে তাঁকে টাকার থলিটা দান করবার সময় পেত না।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—আপনি মিলিটারি আর মসিও পেলেতিয়ে খৃষ্টান, চড়ের ব্যাপারে আপনাদের মতে মিলবে না।

—মানী লোকেদের গাল একই।

—শিষ্য-চরিত কিন্তু ঠিক সেকথা বলে না।

—শিষ্য-চরিত্ত আমার বুকে আর তলোয়ারের খাপে, তাছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

—কর্তা, আপনারটা কোথায় তা জানি না ; আমারটা ওপরে লেখা আছে ; প্রত্যেকেই নিজের মতো করে অপমান আর সুকর্মকে বোঝে ; হয়ত বা আমরা নিজেরাই জীবনের দুটো ঘটনার একই মীমাংসা করতে পারি না।

মনিব : ভাগ হতভাগা বাচাল…

জাকের মনিব যখন রাগ করতেন জাক তখন চুপ করে মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতো আর মাঝে মাঝে ভাবনার সূত্র ধরে দুএকটা কথা ব'লে নীরবতা ভঙ্গ করতো কিন্তু এই কথাগুলো এতই বিচ্ছিন্ন যে লিখলে তা তেমন লেখা হবে যে লেখা পড়তে পড়তে পাঠক মাঝে মাঝেই দু'তিন পাতা লাফিয়ে পার হয়ে যায়। ঠিক এমনি ভাবে কিন্তু জাক বলেছিল : কর্তা মশায়…

মনিব : আঃ এতক্ষণে তোর মুখে আবার কথা ফুটল। আমি এতে দুজনের জন্যই খুশী, কারণ কথা না শুনতে পেয়ে আমার একঘেয়ে লাগছিল, আর বকতে না পেয়ে তোরও খারাপ লাগছিল। বল…

জাক তার কাপ্তেনের গল্প আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার তার ঘোড়া হঠাৎ রাস্তার ডানদিকে একটা মেঠো পথ ধরে প্রায় পোয়াটাক পথ গিয়ে ফাঁসীকাঠের নীচে জাককে হাজির করল…। একেবারে ফাঁসীকাঠের নীচে! এই দেখুন ঘোড়াটার কি অদ্ভুত গোঁ, তার সওয়ারকে সে ফাঁসী কাঠের নীচে হাজির করবেই।

জাক মনে মনে বলতে লাগল এর মানে কিরে বাবা, একি নিয়তির ইঙ্গিত নাকি?

মনিব : বন্ধু অবিশ্বাস কোরো না। তোমার ঘোড়াটার ভর হয়েছে, আর দুঃখের কথা হলো এই যে ভবিষ্যৎ বাণী, ভর, স্বপ্ন বা অলৌকিক আবির্ভাব দিয়ে ওপরের এইসব সাবধানবাণীতে কোনো লাভই হয় না : যা হবার তা হবেই। দেখ বন্ধু, আমার মতে তোমার উচিৎ কাজ হলো তোমার মনটি ঠিক করে নেওয়া, তোমার ছোটখাট কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়া আর যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে তোমার কাপ্তেনের আর তোমার প্রেমের গল্পটা বলে ফেল। কারণ সেগুলো না শুনে

তোমায় হারাতে আমার খুবই খারাপ লাগবে। এ নিয়ে ভেবে তো কিছু হবে না, শুধু শুধুই মন খারাপ হবে, তাতে লাভ কি। কিছুই না। তোমার ঘোড়া দু-দুবার যা বুঝিয়ে দিয়েছে, নিয়তি যা ঠিক করেছে তা হবেই। তোমার কোনোও ঋণ নেই তো ? তোমার শেষ ইচ্ছাগুলি আমায় বলো, নিশ্চিত জেনো যে তা যথাযথ ভাবে পালিত হবে। তুমি যদি আমার থেকে কিছু নিয়ে থাকো তো তা আমি তোমায় খুশী মনে দান করছি শুধু ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও, আর বাকি যে সময়টুকু একসঙ্গে আছি তার মধ্যে আমার থেকে আর কিছু চুরি কোরো না।

জাক : আমি অতীত ঘেঁটে দেখেছি, মানুষের আইন অনুসারে কোনোও দোষ করি নি। না খুন, না চুরি, না বলাৎকার।

মনিব : যা বাবা ; তা যাই বল, দোষটা ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের হলেই আমার ভালো লাগত।

জাক : কিন্তু কর্তা, এমনও তো হতে পারে যে অন্যের পাপে আমার ফাঁসী হবে।

মনিব : হতেও পারে।

জাক : এমনও হতে পারে যে মরবার পর আমার ফাঁসী হবে।

মনিব : তাও হতে পারে।

জাক : হয়ত বা আমার ফাঁসীই হবে না।

মনিব : সন্দেহ আছে।

জাক : অদৃষ্টে হয়ত বা লেখা আছে যে আমি কারোর ফাঁসী যাওয়ার সাক্ষী থাকব ; আর কেই বা জানে সে কে ? আর কেই বা জানে সে কোথায় আছে, দূরেও থাকতে পারে আবার হয়ত বা পাশেই আছে ?

মনিব : দেখো জাক, ফাঁসী যাবে যাও, কারণ তোমার নিয়তির তাই ইচ্ছা আর তোমার ঘোড়াটা সে কথাই বলছে, কিন্তু ভাই বলে পাকামী কোরো না : এখন কু-চিন্তা ছেড়ে, চট করে তোমার কাপ্তেনের গল্পটা বলো।

জাক : কর্তা রাগ করবেন না কখনো কখনো খুব ভালো লোকেরও ফাঁসী হয় ; এটা হলো বিচারকের ভুল।

মনিব : এইসব ভুলগুলো খুবই ক্ষতিকর, অন্য কথা বলা যাক।

ঘোড়ার ইঙ্গিতের বিভিন্ন মানে করে জাক শান্ত হয়ে বলল :

"আমি যখন রেজিমেন্টে ভরতি হই তখন সেখানে বংশ, কাজ ও গুণে মোটামুটি সমান দু'জন অফিসার ছিলেন। আমার কাপ্তেন ছিলেন ঐ দু'জনের একজন। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটাই তফাৎ ছিলো, একজন ছিলেন বড়লোক আর একজন গরীব। আমার কাপ্তেন ছিলেন বড়লোক। দু'জনের মধ্যে এমন মিল থাকলে হয় শত্রুতা না হয় বন্ধুতা হবে ; এঁদের ব্যাপারে দুটোই হয়েছিল...

এই ব'লে জাক থামল, গল্পটা বলবার সময় যখনই ঘোড়া ডাইনে বা বাঁয়ে তাকিয়েছে তখনই জাক থেমেছে যেন তার উঠছে এমনি ভাব করে, শেষ বাক্যটার পুনরাবৃত্তি করে আবার শুরু করেছে।

…এঁদের ব্যাপারে দুটোই হয়েছিল। কয়েকদিন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকত, আবার কয়েকদিন তাঁদের মধ্যে হিংস্র শত্রুতা থাকত। বন্ধুত্বের সময় এ ওকে খুঁজতো, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান, গলা জড়াজড়ি, সুখ-দুঃখের কথা, অভাব অনটনের কথা ; তখন তারা প্রত্যেকটি কাজে এ ওর পরামর্শ নিত, 'এমনকি সবচেয়ে গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপারেও পরামর্শ চলত, মানে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ, উন্নতি এই সব ব্যাপারে পরামর্শ চলত। আবার সব দিন কি এসব চলত ? এ ওর নজর এড়াত, যখন তাকাত তখন রাগ রাগ চোখে তাকাত, এ ওকে আপনি আজ্ঞে করত আর তলোয়ার নিয়ে লড়াই করত। লড়াইতে একজন আহত হলেই অন্যজন বন্ধুর পাশে বসে কাঁদত, হাহুতাশ করত তার বাড়ি পেঁাছে দিয়ে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সেবা করত। এক সপ্তাহ, পনের দিন বা এক মাস বাদেই আবার শুরু হত, আবার দেখা যেত দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এ ওর জন্য মরতে চলেছে, অথচ এই রকম জীবনযাপন এবং লড়াইয়ের তেমন কোনোই কারণ থাকত না। তাদের এই ব্যবহার নিয়ে লোকে তাদের কত বুঝিয়েছে, আমার কথা কাপ্তেন শুনতেন, আমিও তাঁকে কতোবার বলেছি : "কিন্তু কর্তা আপনি যদি মেরে ফেলেন" এই কথাতেই তিনি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাপুসে নয়নে কাঁদতেন, ঘরে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতেন। দু'ঘণ্টা বাদেই হয় তাঁর বন্ধু তাঁকে আহত অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসতেন না হলে তিনি তাঁর বন্ধুকে একই অবস্থায় তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতেন। না আমার বোঝানো… না আমার বোঝানো, না অন্য লোকেদের বোঝানো কিছুতেই কিছু হতো না ; শেষ পর্যন্ত তাঁদের দূরে দূরে রাখাই ঠিক হলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একজনকে অন্যজনের থেকে অনেক দূরে ক্যাম্প কমাণ্ডার করে বদলী করলেন, আমার কাপ্তেনের ওপর হুকুম হলো, যেন পত্রপাঠ তিনি তাঁর বদলীর জায়গায় হাজিরা দেন আর সারাক্ষণ সেখানেই থাকেন, আর একটা চিঠি দিয়ে তাঁর বন্ধুকে রেজিমেণ্টে আটকে দেওয়া হলো…বাপরে বাপ, এই হতভাগা ঘোড়া আমায় পাগল না করে ছাড়বে না… । যেই মন্ত্রীর হুকুমটা এসে পেঁাছল তক্ষুণি রাজাকে ধন্যবাদ জানানোর ছলে আমার কাপ্তেন দরবারে গেলেন, সেখানে গিয়ে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরজি করলেন যে তাঁর গরীব বন্ধু পদটির জন্য তাঁর মতোই যোগ্য, কাজে কাজেই সে ঐ পদটি পেলে তাঁর আর্থিক সুবিধা হবে এবং তাতে তিনি অত্যন্তই সুখী হবেন। যেহেতু আলাদা করা ছাড়া মন্ত্রীমশায়ের অন্য কোনো মতলব ছিল না এবং যেহেতু মহানুভবতা সবাইকেই স্পর্শ করে তাই হুকুম হলো…হতভাগা জানোয়ার তোর মাথা সোজা রাখবি কি না বল। হুকুম হলো যে আমার কাপ্তেন রেজিমেণ্টেই থাকবেন আর তাঁর বন্ধু তাঁর জায়গায় ক্যাম্প কমাণ্ডার হিসাবে যাবেন।

যেই আলাদা করা হল অমনি তাঁরা একের কাছে অপরের প্রয়োজনীয়তাটি অনুভব করতে লাগলেন ; তাঁরা দুজনেই গভীর বিষাদে ভুগতে লাগলেন। আমার কাপ্তেন হাওয়া বদলের জন্য নিজের দেশে যাবার ছুটি নিলেন, কিন্তু রেজিমেণ্ট থেকে মাইল দুয়েক গিয়েই ঘোড়া বেচে দিয়ে চাষা সেজে তার বন্ধু যেখানকার ক্যাম্প কমাণ্ডার ছিল সেই পথে রওনা দিলেন। শোনা যায় যে এটা আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে ঠিক করা ছিল ।…যা তবে, যে চুলোয় তোর যাবার ইচ্ছা সেখানেই যা। আরও কোনো ফাঁসীকাঠ দেখতে যাবার ইচ্ছে নাকি? কর্তা যত ইচ্ছে হাসুন, এটা তো বেশ মজার ব্যাপার…। তিনি পেঁাছলেন ;

কিন্তু অদৃষ্টে লেখা ছিল যে যেখানে তাঁদের প্রথম দেখা হবে সেখানে যে ক'জন সেপাই আর অফিসার থাকবে তাদের মনে সন্দেহ হবে আর তারা সেখানকার মেজরকে তা জানাবে ; তা দেখা হওয়ার আনন্দটা তাঁরা যত সাবধানেই চেপে রাখুন আর একটা চাষার একজন ক্যাম্প কমাণ্ডারের সামনে যতটা নম্র হওয়া উচিত বাইরে ততটা নম্র হলেও, তা ঘটবেই।

এই সাবধানী লোকটি তাদের কথায় হেসে ফেললেন বটে, কিন্তু তাও ব্যাপারটিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততটাই দিলেন। তিনি কমাণ্ডারের চারদিকে চর লাগালেন। গোড়ার খবর হলো যে কমাণ্ডার বাড়ি থেকে খুব কম বেরোন আর চাষা মোটেই বেরোয় না। এটা অসম্ভব যে এই দু'জন লোক এক নাগাড়ে একসঙ্গে আটদিন থাকবে অথচ তাদের অদ্ভুত রোগটি মাথা চাড়া দেবে না ; আর তা হতেও বেশী দেরী হলো না।

পাঠক, দেখুন আমি কি ভালো লোক ; কালো গাড়িটার ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে, জাক তার মনিব, গ্রামের পুলিশ বা মিলিটারি পুলিশ ও শবযাত্রীর পুরো দলটাকে পরের রাত্রিবাসের জায়গাটায় একত্রে জড়ো করে মরজিমতো জাকের কাপ্তেনের গল্পটাকে আধাখেঁচড়া রেখে আপনাদের অধৈর্য করে তুলতে আমায় ঠেকায় কে ; কিন্তু তার জন্য মিথ্যা কথা বলতে হয় কিন্তু লাভ না হলে বা বাধ্য না হলে আমি মিথ্যাটা পছন্দ করি না। ঘটনাটা হলো, জাক ও তার মনিব কালো গাড়িটাকে আর দেখতে পায় নি এবং জাক তার ঘোড়ার চলন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থেকে তার গল্প বলে চলেছে :

একদিন চরেরা মেজরকে খবর দিল যে ক্যাম্প কমাণ্ডার আর চাষার মধ্যে ভীষণ কথা কাটাকাটি হয়েছে, তার পর তারা বেরিয়েছে, চাষা আগে আগে যাচ্ছে আর কমাণ্ডার, যেন বাধ্য হয়ে, তাকে অনুসরণ করছে। এমনিভাবে তারা শহরের এক ব্যাংকে গেছে এবং এখনও সেখানেই আছে।

পরে জানা গেল যে ভবিষ্যতে আর দেখা হবার আশা নেই বলে তারা ঠিক করেছে যে এবার তারা মরণপণ করে লড়বে এবং আমার বড়লোক কাপ্তেন চরম শত্রুতার মুহূর্তেও বন্ধুত্বের কর্তব্যটি না ভুলে চব্বিশ হাজার পাউণ্ডের হ্যাণ্ডনোট নিতে বন্ধুকে রাজী করিয়েছে, কারণ যদি লড়ায়ে সে মরে যায় তা হলে এই টাকা নিয়ে তার বন্ধু বিদেশে বাস করতে পারবে এবং একমাত্র এই শর্তেই সে লড়বে নয়ত নয় ; উত্তরে বন্ধু বলেছে "তুই কি ভাবিস যে তোকে মেরে ফেলবার পর আমি বেঁচে থাকব ?...।" কর্তা এই অদ্ভুত জানোয়ারের পিঠের ওপর গল্পটা শেষ করতে বলবেন না...

তারা ব্যাংক থেকে বেরিয়ে শহরের দরজার দিকে যাচ্ছে এমন সময় মেজর আর কিছু অফিসার তাদের ঘেরাও করল। ঘটনাটা আপনার কাছে ভয়ানক বলে মনে হতে পারে কিন্তু দুই বন্ধু বা দুই শত্রু এতে বিশেষ বাধা দিল না। চাষা নিজের পরিচয় গোপন করল না। ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে তারা রাত কাটাল। পরের দিন ভোর না হতেই আমার কাপ্তেন বন্ধুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার কোলাকুলি করে তাঁর কাছ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিলেন। দেশে ফিরেই তিনি মারা গেলেন।

মনিব : তোকে তার মৃত্যুসংবাদটা কে দিল ?

জাক : ঐ কফিন ! তাঁর চিহ্ন দেওয়া গাড়ি ? আমার কাপ্তেন মারা গেছেন, তাতে কোনো

সন্দেহ নেই।

মনিব : আর ঐ যে পুরুতের হাত বাঁধা, ঐ লোকগুলো বন্দী আর গ্রামের পুলিশ বা মিলিটারি পুলিশ, আর শবযাত্রীদের শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া ? তোর কাপ্তেন যে বেঁচে আছেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ; কিন্তু তাঁর বন্ধুর কথা কিছু জানিস না ?

জাক : তাঁর বন্ধুর গল্পটা ওপরের কাগজের বান্ডিলটার একটা সুন্দর লাইন, তাতে সব লেখা আছে !

মনিব : মনে হয়……

জাকের ঘোড়া মনিবের কথা শেষ না করতে দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে না গিয়ে বড় রাস্তা ধরে বিদ্যুৎবেগে সোজা ছুট দিল। জাককে আর দেখাই গেল না, আর নিশ্চয়ই রাস্তাটা একটা ফাঁসীকাঠে শেষ হয়েছে এই ভেবে জাকের মনিব দমফাটা হাসি হাসতে লাগল।

জাক আর তার মনিব দুজনে একত্রে থাকলেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, ফলে একে অপরের থেকে নিযুক্ত হলেই সাংকো ছাড়া ডন কুইকজোট বা ফ্রেগুস বিনা রিশার্দের মতো পানসে হয়ে যায় যেটা এ্যারিস্টটলের অনুকারী এবং সেরভান্তেসের পথের অনুসরণকারী ফোর্তি-গুয়েরারা ঠিক বোঝেন নি, অতএব যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের পুনর্মিলন হয় ততক্ষণ হে সুধীর পাঠক আসুন আড্ডা মারা যাক।

জাকোর কাপ্তেনের কাহিনীকে গল্প বলে ধরলে আপনারা ভুল করবেন। আমি জোর গলায় বলছি যে যেমনটি জাক তার মনিবকে বলেছিল ঠিক তেমনটি শুনেছিলাম এ্যাঁভালিদে সেণ্ট লুইয়ের পরবের দিন, সালটা অবশ্য ঠিক মনে পড়ছে না, তা শুনেছিলাম স্যাঁত এতিয়েনবাসী এক মেজরের মুখ থেকে, শ্রোতাদের ভেতরে অনেকেই ব্যাপারটা জানতেন এবং বক্তা মেজরটি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক, না জেনে কথা বলার লোকই নন। আর একবার আপনাদের বলছি যে এখন থেকে সাবধান থাকবেন যাতে করে জাক ও তার মনিবের এইসব কথোপকথনের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে আপনারা না ধরে নেন। এই জানিয়ে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ।—এই দেখুন, আপনারা বলছেন, এরা তো বেশ অস্বাভাবিক লোক।—আর তার জন্যই তো আপনারা সন্দেহ করছেন ? প্রথমত, প্রকৃতিতে এত বৈসাদৃশ্য, তা ছাড়া বিশেষ ভাবে মানুষের ক্ষেত্রে সেটা এতই অসম যে কবির কল্পনায় এমন কোনো উদ্ভট বস্তু আসে না, যার নমুনা অভিজ্ঞতায় ও প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে মিলবে না। আমার নিজের কথাই ধরুন, যতদিন মেদস্যাঁ মালগ্রে লুই-এর ঘাতকটিকে বাস্তবিক জীবনে দেখতে পাই নি ততদিন নাটকটির ঐ চরিত্রটিকে সবচেয়ে উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত বলেই ধরত সে।—কি সেই ঘাতক স্বামী, যাকে তার স্ত্রী বলছে : আমার কোলে তিনটি বাচ্চা। তার উত্তরে সে বলে : মাটিতে নামিয়ে দাও…ওরা আমার কছে রুটি চাইছে…ওদের চাবুক মারো।

—ঠিক ধরেছেন। তার সংগে আমার স্ত্রীর কথোপকথনটি হলো এমনি—

"আরে মঁসিঁও গুস না ?

—ঠিক ধরেছেন, আমিই গুস।

—কোথা থেকে আসছেন ?

—যেখানে গিয়েছিলাম।
—সেখানে কি কাজ ছিলো?
—একটা উইন্ড মিল সারানো।
—সেটার মালিক কে?
—তা তো জানি না; আমি তো মালিককে সারাতে যাই নি।
—হঠাৎ আপনি যে এত ভালো স্যুট পরেছেন? কিন্তু এমন একটা ঝকঝকে স্যুটের তলায় এমন একটা নোংরা শার্ট পরেছেন কেন?
—কারণ, একটাই শার্ট আছে।
—কিন্তু মাত্র একটা শার্টই বা কেন?
—কারণ আমার মাত্র একটাই দেহ।
—আমার স্বামী বাড়ি নেই, কিন্তু তাও এখানে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে?
—না, কারণ আমিও তো তাঁর কাছে আমার পেটটা আর ক্ষিদেটা জমা রাখি নি।
—আপনার স্ত্রীর কি খবর?
—তা সেই জানে, ওটা তার নিজস্ব ব্যাপার।
—আর বাচ্চারা?
—দারুণ!
—আর সেইটি, যার চামড়াটি চক্‌চকে, চোখদুটি ভাসা ভাসা, সুন্দর স্বাস্থ্য সে কেমন আছে?
—বাকিগুলোর চেয়ে অনেক ভালো; সে মরে গেছে।
—তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তো?
—আজ্ঞে না।
—সেকি? লেখা-পড়া, সন্ত জীবনী, কিছুই শেখাচ্ছেন না?
—না, সে লেখা-পড়া, না সন্ত জীবনী, কিছুই না।
—কেন?
—কারণ কেউই আমায় ওসব শেখায় নি এবং তাতে আমার কোনো ক্ষতিই হয় নি। তাদের মাথায় কিছু থাকলে তারা আমার মতোই হবে; যদি তারা গাধা হয় তা হলে কিছু শেখাবার চেষ্টা করলে তাদের মাথা আরো মোটা হয়ে যাবে।

আপনার সঙ্গে এই অদ্ভুত লোকটির যদি আলাপ না হয়ে থাকে তাহলে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার দরকার নেই। তাকে ধরে একটা শুঁড়ীখানায় ঢুকে পড়ে তাকে আপনার কাজের কথাটি বলে বলুন যে আপনার সঙ্গে কুড়ি মাইল যেতে হবে, সে যাবে; কাজটা করিয়ে নিয়ে একটি পয়সাও না দিয়ে তাকে বিদায় করুন, সে খুশী মনে ফিরে আসবে।

আপনারা কি প্রেমোঁতভাল নামে কোনো লোকের কথা শুনেছেন? সে পারীতে একটা অঙ্কের টিউটোরিয়ালে পড়াত। উপরোক্ত লোকটি ছিল তার বন্ধু...... । কিন্তু জাক ও তার মনিব হয়ত বা আবার মিলিত হয়েছে: তাদের কাছে যেতে চান না আমার সঙ্গে থাকতে চান?...গুস আর প্রেমোঁতভাল, দুজনে মিলে টিউটোরিয়ালটা চালাত। ছাত্র-

ছাত্রীদের ভীড়ের মধ্যে মাদমোয়াজেল পিঞ্জিয়ো বলে একটি ছাত্রী ছিল, সে হলো সেই বিখ্যাত শিল্পীর মেয়ে যার তৈরী প্লানিস্ফিয়ার দুটো রাজার বাগান থেকে তুলে নিয়ে বিজ্ঞান আকাদেমীতে রাখা হয়েছে। প্রেমোঁতভাল ছাত্রীর প্রেমে পড়ল, এবং ব্যোমে লিখিত সেই সমস্ত স্বতসিদ্ধগুলির সমান্তরাল রেখাটি ধরে একটি সন্তানের সম্ভাবনা দেখা দিল। পিতা পিঞ্জিও এই সমান্তরালটির যুক্তি মেনে নেওয়ার পাত্র নয়। প্রেমিক প্রেমিকার অবস্থাটি বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল, তারা দুজনে মিলে অনেক পরামর্শ করল, কিন্তু খালি ট্যাঁকে, মানে গড়ের মাঠের মতো খালি ট্যাঁক নিয়ে পরামর্শে কিই বা লাভ হবে? বন্ধু গুসের কাছে সাহায্য চাইল। বন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের যথাসর্বস্ব বিক্রী করল, মায় জামা কাপড় পর্যন্ত, তারপর প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে মেল গাড়িতে উঠে সীমান্ত পার হয়ে আল্পস পর্যন্ত গেল, সেখানে বাকি টাকাটা তাদের হাতে তুলে দিয়ে ভিক্ষা করে লিয়ঁতে এলো সেখানে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে চুনকামের কাজ করে যে টাকাটা পেল তাই নিয়ে ভিক্ষা না করে কায়ক্লেশে পারীতে ফিরতে পারল। —সত্যিই সুন্দর।

—নিশ্চয়ই। ঘটনাটি শুনে আপনারা ভাবছেন যে গুসের মানবিক মূল্যবোধ অপরিসীম। ভুল করছেন, সে শেয়ালের চেয়ে ভালো নয়। —অসম্ভব। —তাহলে বলি শুনুন; সে আমার কাছ থেকে আশি ফ্রাঁ পেত, তো আমি তাকে আশি ফ্রাঁর একটা চেক দিয়েছি, তাতে আশিটা শুধু সংখ্যায় লেখা ছিল। সে কি করল জানেন? আশির পেছনে একটা শূন্য বসিয়ে নিয়ে আটশ ফ্রাঁ তুলে নিল। —কি সাংঘাতিক। —আসলে বন্ধুর জন্য সর্বস্বান্ত হওয়া আর বন্ধুকে ঠকিয়ে বেশী টাকা নিয়ে নেওয়া, দুটোই তার চোখে সমান; সে হলো নীতিবোধ বিরহিত অসাধারণ লোক। আশি ফ্রাঁতে তার কুলোবে না, ফলে কলমের একটা আঁচড়ে সে দরকার মতো আটশ ফাঁ নিয়ে নিল। আর যে সব দামী বই সে আমায় দিয়েছে? —বইয়ের ঘটনাটা কি? —কিন্তু জাক আর তার মনিব? জাকের প্রেম? —আহা পাঠক আপনি যেরকম মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন তাই দেখেই বুঝেছি যে ঐ দুজনকে নিয়ে আপনাদের মাথাব্যথা কতটা, ফলে তারা যেখানে আছে সেখানেই তাদের ফেলে রাখতে লোভ হচ্ছে···। আমার একটা দামী বইয়ের দরকার ছিলো, গুস আমাকে সেটা এনে দিল। কিছুদিন বাদে আর একটা দামী বইয়ের দরকার হলো, সেটাও সে এনে দিল; দাম দিতে গেলাম, সে দাম নিল না। কিছুদিন বাদে আরও একটা দামী বইয়ের দরকার হলো। সে বলল: এটা এনে দিতে পারব না, তুমি দেরী করে ফেলেছ আমার সরবোনের ডক্টরেটটি মারা গেছেন।

—সরবোনের ডক্টরেটটির মৃত্যু আর আমার বইটার মধ্যে কি সম্পর্ক? তুমি কি আগের বই দুটো তাঁর লাইব্রেরী থেকে এনেছ?

—নিশ্চয়ই।

—তাঁর অজ্ঞাতে?

—আরে বন্টনের সুবিচার করবার জন্য তাঁর মতের কি দরকার? যেখানে বইগুলো কোনো কাজেই লাগছিল না সেখান থেকে যেখানে ওগুলো কাজে লাগবে সেখানে পৌঁছে দিয়েছি মাত্র। এর পরেও কি মানুষের আচরণ নিয়ে কথা বলবেন নাকি। কিন্তু গুস আর তার বউয়ের ঘটনাটার জবাব নেই···। আপনাদের মনের ভাব বুঝতে পারছি;

আপনাদের কাছে গুস চরিত যথেষ্ট হয়েছে এবং আপনারা চান যে আমাদের দুই পথিকের কাছে আমরা ফিরে যাই। দেখুন পাঠক, আপনারা এমন ভাব করছেন যে যেন আমি একটা যন্ত্র, এটা কি ভদ্রতা হচ্ছে; জাকের প্রেমের গল্প বলুন, জাকের প্রেমের গল্প বলবেন না; ...গুসের গল্প শুনতে চাই; অনেক হয়েছে...। এটা সত্যি যে আমি আপনাদের কথামতো চলব; কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকেও নিজের ইচ্ছেমতো চলতে দিতে হবে, তাছাড়া যাদের কাছে গল্পটা বলতে শুরু করেছি তাদেরই যে গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনতে হবে এমন তো কোনো মাথার দিব্যি নেই।

আমি প্রথমত বলেছি; অথবা প্রথমেই বলেছি, অর্থাৎ অন্তত দু বার বলেছি। তাহলে দ্বিতীয়ত..., শুনুন বা নাই শুনুন আমি একা একাই বকে যাব...। এও হতে পারে যে কাপ্তেন ও তার বন্ধু এক গুপ্ত ও হিংস্র ঈর্ষার দ্বারা পীড়িত হতো: এ হলো এমন এক রিপু, যাকে বন্ধুত্ব খতম করতে পারে না। গুণের কদর করার চেয়ে শক্ত আর কিছুই নেই। হয়ত বা তারা এমন এক অবিচারের আশঙ্কায় ছিল যার ফলে তাদের দুজনেরই ক্ষতি হতে পারত? হয়ত বা নিজেদের অজ্ঞাতেই শংকাজনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেবার সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল? —কিন্তু ক্যাম্প কমান্ডারের পদটি বদান্যতা করে যে তার বন্ধুকে দিয়ে দিল সে? —দিয়েছিল ঠিকই. কিন্তু সেটা না পেলে হয়ত বা সে তলোয়ার হাতে তা দাবি করত। সৈন্যদের মধ্যে অমার্জিত পদোন্নতি প্রত্যাখ্যানের অর্থই হলো প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমান করা। যাকগে, এসব কথা বাদ দেওয়া যাক, ধরা যাক ওটা ওদের পাগলামী। পাগলামী কার নেই? ঐ দুই বন্ধুর পাগলামীটা কয়েক শতাব্দী ধরে সারা ইউরোপের ছিল; তাকে বলা হতো বীরত্বের মনোভাব। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্ম পরা প্রেমিকাদের চিহ্নে সজ্জিত, ঘোড়ায় চড়ে নৃত্যরত এইসব বীরদের দল হাতে বর্শা নিয়ে মুখের লৌহাবরণ উঠিয়ে বা নামিয়ে একে অপরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চোখের আড়াল হতে না দিয়ে এ ওকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্য টুর্নামেন্টের বিরাট মাঠটাকে ভাঙা অস্ত্রের ঝলকানি দিয়ে সাজিয়ে দিত, আসলে এরা কিন্তু তৎকালীন সম্মানীয় গুণটির লোভে লুব্ধ বন্ধুবর্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব বন্ধুরা জীবনের শেষে যখন অস্ত্র ত্যাগ করে লড়ায়ের ঘোড়াগুলোর গায়ে দাগ মেরে পিঁজরা-পোলে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হতো তখন তারা একে অপরের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠত, যে রাগ নিয়ে তারা এককালে একত্রে শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেই একই রাগ নিয়ে তারা একে অপরের ক্ষতি করবার চেষ্টা করত। তা হলে! আমাদের এই দুই অফিসার হলো সেই নাইটদের দলের লোক যারা আজকের দিনে সেই প্রাচীন মূল্যবোধ নিয়ে জন্মেছে। বিভিন্ন দোষ ও গুণ এক এক সময়ে বিশেষ ভাবে প্রকট হয় ও আবার স্তিমিত হয়ে যায়। গায়ের জোরের ও কায়িক পরিশ্রমের দিনও একদিন ছিল। সাহস কখনো বা বেশী কখনো বা কম প্রশংসিত হয়, তা যত বেশী সাধারণ হয় তত কম তা নিয়ে লোকে গর্ব করে; এবং হাততালিও সেই অনুপাতে কমে যায়। এই অফিসারদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি লক্ষ্য করলেই আপনারা বুঝবেন যে তারা বড্ড দেরীতে পৃথিবীতে এসেছে: তারা অন্য শতকের লোক। আমাদের এই দুই কাপ্তেনের দুঃসাহসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার একটি মাত্র কারণ হলো যে একে অপরের দুর্বল দিকটি

খ‍ুঁজে বার করে অপরের ওপর আধিপত্য করতে চাওয়া, এমন কথা ভাবতেই বা আমাকে ঠেকায় কে? বিভিন্ন র‍ূপে সমাজে সর্বদাই দ্বন্দ্বয‍ুদ্ধ হচ্ছে, পাদরী, ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্যিক, দার্শনিক সবার মধ্যেই হচ্ছে ; প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্ব অস্ত্র ও বীরমণ্ডলী আছে এবং আমাদের সবচেয়ে অভিজাত ও সবচেয়ে আনন্দদায়ক সভাগ‍ুলি এক একটি ছোটখাট ট‍ুর্নামেণ্ট ছাড়া আর কিছ‍ুই নয়। সেখানে লোকে কাঁধের ওপরে প্রেমিকার চিহ্নটি ধারণ না করলেও সেটিকে হৃদয়ের নিভৃত কোণে ধারণ করা হয়। তারপর সেখানে তল্পিদারও আছে এবং লড়াইটাও হয় বেশ জমাটি ; মহিলাদের উপস্থিতি তার উত্তাপ-টিকে বাড়িয়ে দিয়ে সেটিকে আরও ঘোরালো করে তোলে এবং মহিলাদের সামনে পরা-জয়ের গ্লানিটি অতি অল্পই বিস্মরণ হয়।

আর জাক?…জাক শহরের দরজা পার হয়ে, বাচ্চাদের চীৎকার আর হাততালির মধ্য দিয়ে শহরের দরজার উল্টোদিকে পেঁছিল ; সেখানে তার ঘোড়া একটা নীচু দরজার মধ্য দিয়ে ঢ‍ুকে পড়ল ; দরজার মাথা আর জাকের মাথার মধ্যে এমন জোরে সংঘর্ষ হলো যাতে হয় দরজার মাথাটা ভাঙবে না হয় জাক উল্টে পড়বে ; যেমন হওয়া উচিত তাই হলো, শেষেরটাই ঘটল। জাক পড়ল, মাথা ফাটা অজ্ঞান, তাকে তোলা হলো, তারপর মদ দিয়ে তার জ্ঞান ফেরান হলো ; মনে হয় যেন বাড়ির মালিক তার রক্তমোক্ষণও করেছিলেন।

—লোকটি তাহলে ডাক্তার। —না, ইতিমধ্যে তার মনিব শহরে পেঁছে যাকে দেখে তাকেই জিগেস করে, "মশাই সাদা-কালো পোশাক পরানো ঘোড়ার ওপর একজন লম্বা শ‍ুকনো লোককে কি দেখেছেন?"

—এই তো এক্ষ‍ুণি গেল, এত জোরে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাকে ভ‍ূতে তাড়া করেছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তার মনিবের বাড়ি পেঁছে গেছে।

—তার মনিব কে?

—শহরের ঘাতক।

—শহরের ঘাতক!

—হ্যাঁ, কারণ ঘোড়াটা তো তারই।

—সে কোথায় থাকে?

—বেশ দ‍ূরে, কিন্তু আপনার যাবার দরকার নেই, ঐ দেখ‍ুন সবাই ঐ শ‍ুকনো লোকটাকে বয়ে নিয়ে আসছে। ওকেই তো আপনি খ‍ুঁজছেন? ঐ লোকটাকেই আমরা ঘাতকের চাকর ব'লে ধরে নিয়েছিলাম।

জাকের মনিবের সংগে এইসব কথা কে বলছিল? লোকটা হলো সেই সরাইখানার মালিক, যার দরজায় মনিব থেমেছিল, লোকটা ভুল করে নি ; সে ছিল পিপের মতো বেঁটে আর গোল, জামার হাতাটা কন‍ুই পর্যন্ত গোটানো ; মাথায় কাপড়ের ট‍ুপি, রাঁধ‍ুনির এ্যাপ্রন পরা আর কোমরে একটা ছ‍ুরি গোঁজা। তাকে জাকের মনিব বলল, "বেচারার জন্য শীগগিরী একটা খাট, একজন সার্জেন, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার চাই…।" ইতিমধ্যে তারা জাককে নামিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তার মাথায় এক বিরাট মোটা ব্যাণ্ডেজ, চোখ বোজা।—

"জাক, জাক"

—কর্তা আপনি?

—হ্যাঁ আমি চেয়ে দেখ।

—পারব না।

—কেমন করে হলো ?

—উঃ। ঘোড়া। শালা ঘোড়া। রাতে না মরে গেলে কাল সকালে সব বলব।

যখন তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার মনিব সিঁড়িতে তদারক করছিল আর চ্যাঁচাচ্ছিল, "সাবধান, আস্তে চল, আস্তে, বুদ্ধু। ওকে জখম করবে। তুই, যে ওর পা-টা ধরেছিস, ডাইনে ঘোর ; তুই, যে ওর মাথাটা ধরেছিস, বাঁয়ে যা।" আর যাক বলছিল, "তাহলে কপালে এটাও লেখা ছিল।..."

শুয়েই জাক ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনিব জাকের নাড়ী দেখে আর ব্যান্ডেজটা ওষুধ মেশান জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে দিতে রাত জাগল। জাক ভোরে হঠাৎ জেগে উঠে বলল, "আপনি কি করছেন ?"

মনিব : আমি তোর সেবা করছি। আমি যখন ভালো বা খারাপ থাকি তখন তুই আমার চাকর ; কিন্তু তোর অসুখ করলে আমি তোর চাকর।

জাক : আপনার যে মনুষ্যত্ব আছে সেটা জেনে শান্তি পেলাম ; মনিবদের মধ্যে চাকরের প্রতি এই ব্যবহারকে গুণ বলে ধরা হয় না।

মনিব : মাথা কেমন আছে ?

জাক : যে দরজাটার মাথার সঙ্গে ওটা ঠুকেছিল সেটার মতোই অটুট।

মনিব : এই কাপড়টা দাঁত দিয়ে ধরে ভালো করে নাড়া...কি মনে হলো ?

জাক : কিচ্ছু না, মনে হয় খোবড়িটায় কোনো ফাট নেই।

মনিব : বাঃ। তুই উঠতে চাস, না ?

জাক : এভাবে থেকে কি হবে ?

মনিব : আমি চাই যে তুই বিশ্রাম নিস।

জাক : আমার নিজের হলো, খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।

মনিব : আর ঘোড়াটা ?

জাক : ওটাকে তার মনিবের কাছে ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা খুব ভালো, আমরা যে দামে কিনেছি সেই দামেই ওটা নিয়েছে।

মনিব : ঐ ভালো লোকটা যে কে তা কি তুই জানিস ?

জাক : না।

মনিব : রাস্তায় বেরিয়ে বলব।

জাক : এখনই বা নয় কেন ? রহস্যটা কি ?

মনিব : রহস্য থাক বা না থাক এখন বা পরে জানলে তোর কি কিছু আসবে যাবে ?

জাক : কিছুই না। আমাদের একটা ঘোড়া বেচতে পারলে এই সরাইয়ের মালিক হয়ত বা বর্তে যাবে।

মনিব : তুই আর একটু ঘুমো আমি দেখছি।

জাকের মনিব নীচে গিয়ে, প্রাতরাশের হুকুম দিয়ে, ঘোড়া কিনে উপরে এসে দেখে যে ইতিমধ্যেই জাকের জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে। তারা খেল ; ঐ দেখুন তারা বেরিয়ে

পড়েছে। যার দরজায় তার মাথা ঠুকে সে মরমর হয়েছিল, যে তাকে দয়া করে উদ্ধার করেছে তার সঙ্গে দেখা না করে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে চলে যাওয়াটা জাকের খারাপ লাগছিল আর তার মনিব বলছিল যে তার খারাপ লাগার কোনো হেতু নেই কারণ যারা তাকে সরাইয়ে নিয়ে এসেছে তাদের সে হাত ভরে বকশিশ দিয়েছে ; তার উত্তরে জাক বলছিল যে চাকরদের বকশিশ দেওয়াতে সে ঐ ভদ্রলোকের কৃতজ্ঞতা পাশ থেকে মুক্ত হতে পারছে না, এবং এমনি ভাবেই লোকে সাহায্যকারীর বিরাগভাজন হয় এবং নিজেদের অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন করে। "কর্তাবাবু তার জায়গায় আমি হলে তার সম্পর্কে আমি যা বলতাম তাই দিয়েই আমি বুঝতে পারছি যে সে আমার সম্পর্কে কি বলছে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি…"

শহর থেকে বেরিয়ে, বেঁকিয়ে টুপি পরা, জমকালো কাজ করা জামাকাপড় পরা লম্বা-চওড়া একজন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হলো, দুটো বিরাট কুকুর ছাড়া লোকটার সঙ্গে আর কেউই ছিল না। জাক তাকে দেখা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে "এই সে" বলে চেঁচিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। লোকটা জাকের আদরে যেন বেশ লজ্জিত হচ্ছে এমনভাবে জাককে আলতোভাবে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে তাকে বলছিল ; মহাশয় আমাকে বড্ড বেশী সম্মান দিচ্ছেন।

—আরে না! আপনি আমার জীবন দিয়েছেন, আপনাকে আমি যে কি ভাবে ধন্যবাদ দেব তা জানি না।

—আপনি কি সেই ভালো লোকটি নন যিনি আমাকে উদ্ধার করে রক্তমোক্ষণ করে পট্টি বেঁধেছেন, যখন আমার ঘোড়া……

—তা সত্যি।

—আপনি কি সেই ভালো লোকটি নন, যিনি আমার কেনা দামে ঘোড়াটা কিনেছেন ?

—আমিই সে। আর অমনি জাক আবার তার দুগালে বারবার চুমু খেতে লাগল, তার মনিব মৃদু মৃদু হাসতে লাগল আর কুকুর দুটো নাক উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল যেন প্রথম বার এমন দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে গেছে। জাক তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সঙ্গে প্রচুর সাধুবাদ যোগ করল। তার উপকারী লোকটি প্রত্যুত্তর দিল না এবং জাকের আশীর্বাদ সে ঠান্ডাভাবে গ্রহণ করল, এসবের পর জাক তার ঘোড়ায় চড়ে মনিবকে বলল, এই লোকটির প্রতি আমার সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধা, আপনার উচিত ছিল এঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া।

মনিব : তোর চোখে লোকটি এত শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল কেন ?

জাক : কারণ উপকার করে খুব বড় কিছু করেছেন ব'লে উনি মনে করেন না, উনি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ভাবেই পরোপকারী আর পরোপকার করা ও'র অনেক দিনের অভ্যাস।

মনিব : তুই বুঝলি কি করে ?

জাক : যে অন্যমনস্ক আর ঠান্ডাভাবে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলেন ; মোটেই প্রতি-নমস্কার করলেন না, যেন আমায় চিনতেই পারলেন না, এবং এখন হয়ত মনে মনে ঘৃণাভরে বলছেন : নিশ্চয়ই উপকার পাওয়াটা এই পথিকের কাছে খুব

অস্বাভাবিক বলে মনে হয় এবং উচিত কাজটা এর কাছে খুবই কষ্টকর নয়ত ও এত মুগ্ধ হতো না···আমি কি এমন অদ্ভুত কথা বললাম যে আপনি হাসছেন ···যাই হোক এঁর নামটা আমায় বলুন, ডায়রীতে লিখে রাখি।

মনিব : নিশ্চই বলব, লেখ!

জাক : বলুন।

মনিব : লেখ : যে লোকটি সম্পর্কে আমার সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধা···

জাক : সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধা···

মনিব : সে হলো···

জাক : সে হলো···

মনিব : ···ঘাতক!

জাক : ঘাতক!

মনিব : হ্যাঁ ঘাতক!

জাক : কোন্খানে হাসতে হবে সেটা দয়া করে কি বলবেন?

মনিব : মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোর বিশ্বাসের ধারাটা অনুসরণ কর। তোর একটা ঘোড়ার দরকার ছিল, ভাগ্য তোকে এক পথচারীর কাছে পাঠাল, এই পথচারী হলো একজন ঘাতক, ঘোড়াটা দু'বার তোকে ফাঁসী কাঠের নীচে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে গেল, তৃতীয় বার সে তোকে এক ঘাতকের বাড়ি পৌঁছে দিল; সেখানে তুই অজ্ঞান হলি, তোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? একটা সরাইখানায়, জনসাধারণের রাত্রিবাসের জায়গায়। জাক তুই সোক্রেটিসের মৃত্যুর গল্পটা জানিস?

জাক : না।

মনিব : তিনি ছিলেন আথেন্সের একজন জ্ঞানী। অনেককাল ধরেই পাগলদের মধ্যে জ্ঞানীর অবস্থান বিপদজনক। তাঁর সহ-নাগরিকরা তাঁকে বিষপানের দণ্ড দিল। তারপর! সোক্রেটিস তোর মতোই আচরণ করেছিলেন; যে ঘাতক তাঁকে ভদ্রভাবে বিষটা দিয়েছিল তার সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছিলেন। জাক, তুই এক ধরনের দার্শনিক, ব্যাপারটা স্বীকার কর। খুব ভালো ভাবেই জানি যে তারা হলো সেই জাতের মানুষ যারা বড়লোকদের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে; ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে নতজানু হয় না; যে প্রত্যয়ের পেছনে তারা ছোটে তার দ্বারা চালিত হয়ে তারা পুরোহিতদের রক্ষা করে যে পুরোহিতদের সঙ্গে বেদীর কাছে তারা প্রায় দেখাই করে না; রক্ষক হয় কবিদের, যারা কোনোও নীতির ধার ধারে না এবং বোকার মতো দর্শনকে কলার অঙ্গ বলে ধরে, এদের মধ্যে আবার যারা সেই উদ্ধত ব্যঙ্গ রচনাগুলি লেখে ও যারা আসলে খোশামুদে ছাড়া আর কিছুই নয়, দার্শনিক তাদেরও আশ্রয় দেয়; চিরকালের জন্য রাজাদের শোষিত দাস এই দার্শনিকেরা, সেইসব জোচ্চোর যারা জনসাধারণকে ঠকায় আর ভাঁড়, যারা জনসাধারণকে আমোদ বিতরণ করে; এদের উভয়কেই রক্ষা করে। এমনি ভাবে তোর বৃত্তির বিপদটা দেখতে পাচ্ছিস আর আমার প্রশ্নের তুই যে সব উত্তর দিস সেগুলোর গুরুত্বটাও আমি জানি; কিন্তু তোর গোপন কথাটা

কাউকে বলব না। বন্ধু জাক, তুই দার্শনিক ; তাই তোর জন্য আমার দুঃখ হয় ; যদি বর্তমান ঘটনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে একদিন কি ঘটবে তা যদি পড়বার অধিকার থাকে, এবং অদৃষ্টে কি লেখা আছে তা যদি কখনো কখনো ঘটনার অনেক দিন আগে মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় তাহলে বুঝতে পারছি যে তোর মৃত্যুটা দার্শনিকের মৃত্যু হবে এবং সোক্রেটিস যেমন হাসিমুখে বিষের পাত্রটা গ্রহণ করেছিলেন তুইও তেমনি ভাবে ঘাতকের খাঁড়াটা গ্রহণ করবি।

জাক : কর্তা, একজন জ্ঞানী লোকও এর চেয়ে ভালো বলতে পারবে না, কিন্তু ভাগ্যিস—

মনিব : তুই বিশেষ বিশ্বাস করছিস না ; এতেই আমার আশঙ্কাটা বদ্ধমূল হচ্ছে।

জাক : কর্তা, আপনি ওটা বিশ্বাস করেন ?

মনিব : বিশ্বাস করি ; কিন্তু বিশ্বাস করি না যে তা অকারণ ঘটে।

জাক : কেন ?

মনিব : যারা বকবক করে শুধু তাদেরই বিপদের সম্ভাবনা। আমি তো চুপ করে থাকি।

জাক : আর আশঙ্কার ব্যাপারে ?

মনিব : তা নিয়ে হাসা-হাসি করি ; কিন্তু স্বীকার করি যে তাতে বুক কাঁপে। কতকগুলোর এমন আশ্চর্য গড়ন থাকে ! ছোটবেলা থেকে এসব ঘটনা এত কানে আসে। তোর পাঁচ ছটা স্বপ্ন সত্যি হয়ে যাবার পর যদি স্বপ্ন দেখিস যে তোর বন্ধু মারা গেছে তাহলে বন্ধুকে দেখতে তুই তার বাড়ি ছুটবি। কিন্তু সজ্ঞানে প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই ; বিশেষ ভাবে সেগুলো যেগুলো অনেক দূরের আর যেগুলো আমাদের কাছে সঙ্কেতে আসে।

জাক : কর্তা মাঝে মাঝে আপনি এত গম্ভীর ও বিমূর্ত কথাবার্তা বলেন যে আমি তা ঠিক বুঝতে পারি না। উদাহরণ দিয়ে কি বুঝিয়ে দিতে পারবেন না ?

মনিব : অতি সহজে ! এক গ্রামে এক অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতেন, তাঁর পেটে পাথর হলো, স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি অস্তর করাতে শহরে এলেন। অস্তর করাবার আগের দিন স্বামী স্ত্রীকে লিখলেন : যখন তুমি চিঠিটা পাবে তখন আমি ডাক্তারের ছুরির নীচে থাকব। তুই সেই বিয়ের আংটিগুলো দেখেছিস, যেগুলোর দুটো ভাগ থাকে যার একটাতে স্বামীর আর অন্যটাতে স্ত্রীর নাম লেখা থাকে। এই রকম একটা আংটি স্ত্রীর হাতে ছিল, তিনি যখন স্বামীর চিঠিটা খুলছেন এমন সময় আংটির দুটো ভাগ আলাদা হয়ে গেল, যেটায় তাঁর নাম লেখা ছিল সেই ভাগটা হাতেই রইল আর স্বামীর নাম লেখা ভাগটা চিঠিটার ওপর পড়ল···এখন বল, এমন নার্ভ, এমন শক্ত মন কি কারোর আছে যে এমন সময় এমনি ঘটনা ঘটলে স্থির থাকতে পারে ? এই মহিলাও ভাবলেন যে তাঁর স্বামী মারা যাবেন। পরের ডাক আসবার দিনটা পর্যন্ত এই ধারণাটা তাঁর বদ্ধমূল হয়ে রইল, সেই ডাকে স্বামীর নিজের হাতে লেখা চিঠি পেলেন যাতে স্বামী লিখেছেন যে অস্তর করা ভালোয়-ভালোয় হয়ে গেছে, তিনি বিপদমুক্ত এবং আশা করছেন যে মাস শেষ হবার আগেই তিনি ফিরতে পারবেন।

জাক : তিনি কি ফিরলেন ?

মনিব : হ্যাঁ।

জাক : আমি এ প্রশ্নটা করলাম, কারণ অনেকবার দেখেছি যে ভাগ্য ঠকায়। প্রথমে মনে হয় মিথ্যা, আবার পরমুহূর্তেই দেখা যায় সত্যি। তা হলে এমনি ভাবেই আপনার মনে হয় যে আমি ঐ ইঙ্গিতময় সজ্জানের দলে, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মনে হয় যে আমার দার্শনিকের মৃত্যুর ভয় আছে ?

মনিব : তোকে ঠকাতে পারব না ; কিন্তু তুই কি এই বাজে চিন্তাটা তাড়াতে পারবি না ?

জাক : আমার প্রেমের গল্প আবার শুরু করব ?

জাক তার প্রেমের গল্প আবার শুরু করল। মনে হয় আমরা তাকে বদ্যির সংগে ফেলে এসেছিলাম।

বদ্যি : মনে হচ্ছে, যে আপনার হাঁটু হয়ত বা দু-একদিনে সারবে না।

জাক : অদৃষ্টে যতদিন আছে ঠিক ততদিনই লাগবে, কি আসে যায়।

বদ্যি : এতদিন ধরে থাকা খাওয়া আর আমার চিকিৎসা এসবে বেশ খরচ হবে।

জাক : কত হবে তার কথা নয়, দিনে কত ?

বদ্যি : পঁচিশ সু, এটা কি বেশী হবে ?

জাক : বড্ড বেশী ; দেখুন ডাক্তারবাবু আমি গরীব মানুষ : অতএব ওটার অর্ধেক কমান, আর ভালো করে ভেবে দেখুন যে আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

বদ্যি : সাড়ে বারো সু, খুবই কম ; তেরো সু দিন।

জাক : সাড়ে বারো সু…তেরো সু…ব্যাস !

বদ্যি : আপনি রোজ দেবেন ?

জাক : চুক্তিটা তাই।

বদ্যি : আমার খান্ডার বউ মোটেই মস্করা পছন্দ করে না।

জাক : ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আপনার খান্ডার বউয়ের কাছে আমায় নিয়ে চলুন।

বদ্যি : দিনে তেরো সু হলে, মাসে হয় উনিশ ফ্রাঁ দশ সু। পুরো কুড়ি ফ্রাঁ দেবেন তো ?

জাক : কুড়ি ফ্রাঁ, ঠিক আছে।

বদ্যি : আপনি ভালো খেতে চান, ঠিক মতো সেবা চান, ঠিক মতো সেরে উঠতে চান। খাওয়া, থাকা. সেবা ছাড়া হয়ত বা ওষুধও লাগবে, বিছানার চাদর-টাদর লাগবে…

জাক : তারপর ?

বদ্যি : মানে সব নিয়ে খরচা হবে চব্বিশ ফ্রাঁ।

জাক : চব্বিশ ফ্রাঁই ঠিক হলো ; কিন্তু আর বাড়াবেন না।

বদ্যি : মাসে চব্বিশ ফ্রাঁ, দু মাসে হবে আটচল্লিশ ফ্রাঁ ; তিন মাসে বাহাত্তর ফ্রাঁ। আহা বউ কি খুশিই না হবে যদি আপনি ঢোকবার সময় এই বাহাত্তর ফ্রাঁর অর্ধেক আগাম দেন।

জাক : রাজি।

বদ্যি : সে আরও খুশি হবে যদি…

জাক : আমি তিন ভাগ দিয়ে দি ? তাই দেবো।

জাক যোগ করল বদ্যি আমার আশ্রয়দাতাদের কাছে আমাদের ব্যবস্থার কথা বলতে গেল, একটু বাদেই কর্তা, গিন্নী আর বাচ্চারা আমার খাট ঘিরে গম্ভীর মুখে দাঁড়াল। তারপর আমার স্বাস্থ্য আর আমার হাঁটু সম্পর্কে অনন্ত প্রশ্ন চলল, বদ্যির গুণপনা ব্যাখ্যা, অনেক শুভেচ্ছা, সর্বোৎকৃষ্ট বিনয়, আমার কাজে লাগবার জন্য হুড়োহুড়ি ! যদিও তাদের বলি নি যে আমার কাছে টাকা আছে তাও তারা তা আন্দাজ করতে পেরেছিল, কারণ তারা লোকটাকে চিনত ; আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মানেটা তারা বুঝেছিল। তাদের প্রাপ্য টাকাটা তাদের মিটিয়ে দিলাম, বাচ্চাদের হাত একটু দরাজ হাতেই ভরলাম, তাদের বাপ মা অবশ্য তাদের হাতে সেটা বেশীক্ষণ থাকতে দিল না। তখন সকাল, কর্তা মাঠে চলে গেল, গিন্নী তার ফল তোলার ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল ; বাচ্চারা সম্পত্তি খুইয়ে মন খারাপ করে হাওয়া হয়ে গেল, আর যখন আমাকে খাট থেকে নামিয়ে, জামা কাপড় পরিয়ে স্ট্রেচারে তুলে দেবার জন্য লোকের দরকার হলো, তখন বদ্যি ছাড়া আর কেউই সেখানে ছিল না, বদ্যি গলা ফেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগল কিন্তু কেউই শুনল না।

মনিব : আর জাক, যে নিজের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে, সে নিশ্চয়ই নিজেকে বলছিল, যদি না খারাপ সেবা চাও তাহলে আগে টাকা দিও না।

জাক : না কর্তা তখন মোটেই বোঝবার সময় নয় বরং মেজাজ তিরীক্ষি ক'রে দিব্যি গালবার সময়। আমি অস্থির হয়ে দিব্যি গালছিলাম, পরে নীতিটা বুঝলাম : নীতিটা তখন বুঝলাম, যখন ডাক্তার আমায় একলা ফেলে চলে গিয়েছিল, আমাকে আমার খরচায় বহে নিয়ে যাবার জন্য সে দুটো চাষাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো ; খরচটা যে আমার সেটা বদ্যি আমায় ভুলতে দেয় নি। দুটো বাঁশে একটা তোষক বেঁধে তৈরী স্ট্রেচারে সাবধানে তুলে বদ্যির বাড়ি আমায় নিয়ে যাওয়া হলো।

মনিব : ভগবানের দয়ায় তুই বদ্যি বাড়ি পেঁৗছলি আর তার বউ বা মেয়ের প্রেমে পড়লি।

জাক : কর্তা, আপনি ভুল ভাবছেন।

মনিব : তুই কি মনে করিস যে তোর প্রেমের শুরুটা শোনবার আগে আমি তিন মাস তোর বদ্যির বাড়ি কাটাব ? না জাক, তা চলবে না। হাত জোড় করছি দয়া কর। ডাক্তারের বাড়ির বর্ণনা, তার চরিত্র, ডাক্তারনীর মেজাজ, তোর আস্তে আস্তে ওঠা এসব বাদ দে। আসল ঘটনায় আয়। মানে, তোর হাঁটু মোটামুটি সেরে উঠেছে, তুই ভালো আছিস, আর তুই প্রেম করছিস।

জাক : আপনার যখন এতই তাড়া তো ঠিক আছে আমি প্রেম করছি।

মনিব : কার সঙ্গে ?

জাক : কালো চুল একটি লম্বা মেয়ের সঙ্গে, সুন্দর গড়ন, বড় বড় কালো চোখ, লাল সুন্দর ঠোঁট, ছোট্ট হাঁমুখ, সুন্দর হাত, সুন্দর হাতের তেলো।…মানে এই হাত…

মনিব : এখনও সেটা ধরে আছিস বলে মনে হচ্ছে।

জাক : আপনি ছুতো করে সে হাত অনেক বারই ধরেছেন, আর তার ইচ্ছে ছিল না বলেই আপনি যা চেয়েছিলেন তা করতে পারেন নি।

মনিব : যা বাব্বা, এটা তো আশা করি নি।

জাক : আমিও না।

মনিব : অনেক ভেবেও তো কোনো কালো চুলের লম্বা মেয়ে বা সুন্দর হাতের কথা মনে পড়ছে না, খুলে বল।

জাক : রাজি। কিন্তু এক শর্তে। বদ্যির বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

মনিব : তোর কি মনে হয় যে তা ওপরে লেখা আছে ?

জাক : সেটা আপনি বলবেন কিন্তু এই নীচে লেখা আছে যে আস্তে গেলে ঠিক পেঁছিন যায়।

মনিব : আর ঠিক যেতে হলে আস্তে যেতে হয় ; আর আমি পেঁছিতে চাই।

জাক : আপনি কি ঠিক করলেন ?

মনিব : তুই যা ঠিক করবি।

জাক : তা হলে, এখন আমরা বদ্যির বাড়ি ফিরে এলাম ; এবং কপালে লেখা ছিল যে আমরা সেখানে ফিরে আসব। যদি, তার বউ আর তার ছেলেমেয়েরা নানারকম তাল ক'রে আমার টাকার থলে খালি করবার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে আর একটু হলেই তারা তা করে ফেলত। পুরোপুরি না হলেও হাঁটুটা মোটা-মুটি সেরে উঠছিল, ক্ষতটা প্রায় ভরে এসেছিল, ঠিকানা নিয়ে বেরোতেও পার-তাম, তখন আমার কাছে আঠেরো ফ্রাঁ ছিল। তোতলাদের চেয়ে বেশী কেউ কথা বলতে ভালোবাসে না আর খোঁড়াদের চেয়ে বেশী কেউ হাঁটতে ভালোবাসে না। শরৎকালে একদিন খাওয়া দাওয়ার পর দেখলাম দিনটা খুব ভালো, আমি অনেক দূর হাঁটব বলে বেরিয়ে পড়লাম, আমার গ্রাম থেকে পাশের গ্রাম পর্যন্ত, প্রায় দুক্রোশ পথ।

মনিব : গ্রামটার নাম ?

জাক : নাম বললে সব বুঝে ফেলবেন। সেখানে পেঁছে, একটা শুঁড়ীখানায় গিয়ে বিশ্রাম করলাম, তেষ্টা মেটালাম। বেলা পড়ে আসছিল ফেরবার জন্য উঠলাম, শুঁড়ীখানায় বসেই একটা মেয়ের মড়াকান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। বেরিয়ে দেখি সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা একটা ভাঙ্গা কলসী দেখিয়ে বলছিল "আমার সর্বনাশ হয়েছে, এক মাসের যা কিছু টাকা সব গেল ; জানি না ছেলে-পুলেদের একমাস কি খাওয়াব ? ঐ পাষাণ নায়েব একটা পয়সাও ছেড়ে দেবে না। আমার কি কপাল, আমার সর্বনাশ হলো..." সবাই তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছিল ; তার চারিদিক থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম "আহারে বেচারা" কিন্তু কেউই নিজের পকেটে হাত দিচ্ছিল না। আমি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : "মেয়ে তোমার হয়েছে কি ?" —"আমার কি হয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না ? আমাকে এক কলসী তেল আনতে পাঠান হয়েছিল: হোঁচট খেয়ে পড়ে

গিয়ে তেল ভর্তি কলসীটা ভাঙলাম…"। এমন সময় ঐ মেয়েটির ছোট ছোট ছেলেপুলেরা এলো, তারা প্রায় ন্যাংটো, তাদের মার জামাকাপড় দেখেও তাদের সংসারের অভাবটা বোঝা যাচ্ছিল ; মায়ের অবস্থা দেখে বাচ্চারাও মায়ের সঙ্গে কাঁদতে শুরু করল। এখন আমায় যেমন দেখছেন তখন আমি এর দশগুণ কঠোর ছিলাম ; আমার বুক মুচড়ে উঠল, চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কলসীতে কত টাকার তেল ছিল।" "কত টাকার ?" কপাল চাপড়ে সে বলল : "নয় ফ্রাঁর, আমার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশী…।" মুহূর্তের মধ্যে থলি খুলে তাকে দুটো এফু দিয়ে বললাম : "এই নাও মেয়ে বারো ফ্রাঁ"। তার পর আশীর্বাদ শোনবার জন্য না দাঁড়িয়েই গ্রামের রাস্তা ধরলাম।

মনিব : অতি উত্তম কর্ম করেছ।

জাক : বিরাট গাধার মতো কাজ করেছি। গ্রাম ছেড়ে একশ গজ না যেতেই কথাটা নিজেকে বলেছি, অর্ধেক রাস্তা পার হতে না হতেই আরও ভালো ভাবে নিজেকে বলেছি ; খালি ট্যাকে বদ্যির বাড়ি পেঁছে সেটা অন্য ভাবে বুঝেছি।

মনিব : হয়তো তুই ঠিকই বলেছিস, আর আমার সাধুবাদ হয়তো বা তোর দয়ার মতোই অনুচিত…কিন্তু না জাক আমার প্রথম কথাটাই ঠিক এবং নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তোর মহত্ত্ব। পরের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি : তুই তোর বদ্যি আর তার বউয়ের অমানবিকতার বলি হবি ; তারা তোকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে ; কিন্তু তুই যখন তাদের বাড়ির দোর গোড়ায় পচা গোবরের ওপর মরবি তখন কিন্তু তুই শান্তিতে মরবি।

জাক : কর্তা আমার কিন্তু এত জোর নেই ; কষ্টে-সৃষ্টে পথ চলছিলাম, আর সত্যি বলতে কি, দান করা ঐ দু একুর জন্য মন খারাপ করে আমার পুণ্যটাকে ক্ষয় করছিলাম। দুটো গ্রামের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পেঁছতে রাত হয়ে গেল। পথের ধারের ঝোপ থেকে দুটো ডাকাত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি পড়ে গেলাম। আমার জামা-কাপড় খুঁজে অত্যন্ত কম টাকা পেয়ে ডাকাতরা আশ্চর্য হলো। আমাকে অনেক ভালো শিকার বলে তারা আশা করেছিল ; গ্রামে যে ভাবে আমি আধ লুই দিয়ে দিয়েছিলাম তা দেখে ওরা ভেবেছিল যে আমার কাছে অন্তত আরও বিশ লুই আছে। এত কম লাভে নিরাশ হয়ে এবং ধরা পড়লে যদি আমি তাদের চিনতে পারি এই ভয়ে তারা ক্ষেপে গিয়ে আমায় খুন করবে কিনা ভাবছে এমন সময় কপালগুণে আওয়াজ এল, তারা পালাল আর আমি কেবল মারধোর খেয়ে প্রাণে বেঁচে গেলাম। ডাকাতরা চলে গেল আমি উঠে কোনোরকমে গ্রামে পেঁছলাম ; হাঁটুর বেড়ে যাওয়া যন্ত্রণা আর যে যে জায়গায় আঘাত লেগেছে তার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ফ্যাকাশে, ক্লান্ত অবস্থায় রাত দুটোয় গ্রামে পেঁছলাম। বদ্যি…। কর্তা, হলো কি ? আপনি দাঁত কিড়মিড় করছেন, এমন ভাব করছেন যে যেন আপনি শত্রুর মুখোমুখি।

মনিব : এখন আমি সেখানে, হাতে তলোয়ার নিয়ে ঐ ডাকাতগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নিচ্ছি। আচ্ছা বল তো, ঐ বিরাট পাততাড়িটা সে লিখেছে, সে কি

করে লিখল যে একটা সৎকর্মের পুরস্কার এমনি হবে ? দোষে ভরা এই যে আমি সেও তোর পক্ষ নিচ্ছে অথচ সে যে সর্বগুণের আধার সে কেন তোর বিপদে পড়া আর মার খেয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল।...

জাক : কর্তা চুপ করুন আপনার কথা নাস্তিকের মতো।

মনিব : চারদিকে তাকিয়ে কি দেখছিস ?

জাক : কেউ আমাদের কথা শুনলো কি না দেখছি...। ডাক্তার আমার নাড়ি টিপে দেখল যে আমার জ্বর হয়েছে। পথের দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি কথাও না বলে দুটো দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম...উঃ কি দুশ্চিন্তা! ট্যাঁকে কড়ি নেই আর পরের দিন চোখ খুলতে না খুলতেই ওরা টাকা চাইবে। এবার মনিব তার চাকরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল "বেচারা জাক, তুই কি করবি ? তোর কি হবে ? তোর অবস্থার কথা ভেবে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।"

জাক : কর্তা শান্ত হন, আমার অবস্থা এমনি।

মনিব : আমি সে কথা ভাবছিলাম না, আমি তার পরের দিন তোর পাশে চলে গেছিলাম, যখন ডাক্তার এসে তোর কাছে টাকা চাইছে।

জাক : কর্তা জীবনে কি নিয়ে দুঃখ করা উচিৎ আর কি নিয়ে আনন্দ করা উচিৎ তা বলা যায় না। ভালো থেকে মন্দ আসে আবার মন্দ থেকে ভালো আসে। ওপরে যা লেখা আছে তার নীচ দিয়ে আমরা অন্ধকারে হাঁটছি ; সে লেখা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন। যখন কাঁদি তখন প্রায়ই দেখি যে বোকার মতো কাঁদছি।

মনিব : আর যখন হাসিস ?

জাক : তখনও দেখি যে আমি বোকা ; অথচ কাঁদা বা হাসা কোনোটাই বন্ধ করতে পারি না, তাতেই আমার রাগ হয়। অনেক চেষ্টা করেছি...রাতে চোখ বুজতে পারলাম না।

মনিব : না না বল কি করতে চেষ্টা করেছিস ?

জাক : সব কিছুকেই ঠাট্টা করতে। যদি তা করতে পারতাম !

মনিব : তাতে কি লাভ হতো ?

জাক : দুশ্চিন্তামুক্ত হতাম, কিছুরই প্রয়োজন হতো না, পুরোপুরি আত্মস্থ হতে পারতাম, রাস্তার ধারের পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যে সুখ পেতাম, বালিশে মাথা রেখে ভালো ঘরে ঘুমিয়েও সেই সুখই পেতাম। মাঝে মাঝে তা করতে পারি ; কিন্তু আমার পোড়া কপাল যে তা সবসময়ে করতে পারি না, আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সামনে পাথরের মতো শক্ত থাকতে পারলেও প্রায়ই ছোট ছোট ঘটনা আমাকে চঞ্চল করে তখন নিজের গালে চড় মারি। এখন চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছি ; ঠিক করেছি আমি যেমন তেমনই থাকব ; একটু ভেবে দেখলাম : কে কেমন তাতে কি আসে যায় ; এইটুকু যোগ করে নিলেই ব্যাপারটা বেশ দাঁড়িয়ে যায়। এটা এক ধরনের বশ্যতা স্বীকার যেটা অনেক সহজ ও অনেক বেশী সুবিধার।

মানিব : এটা যে অনেক বেশী সুবিধার তা নিশ্চিৎ।
জাক : সকালবেলা ডাক্তার পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধু তোমার হাঁটু কেমন?
—আমায় অনেক দূর যেতে হবে।"
—কাতর কণ্ঠে বললাম, আমি ঘুমোবো।
—ভালো! সুলক্ষণ!
—আমায় ঘুমোতে দিন। আমাকে নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই।
—তাতে অসুবিধা নেই, ঘুমোন…
এইসব কথাবার্তার পর ডাক্তার পর্দা টেনে দিল ; আমার ঘুমও পেল। ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার গিন্নী পর্দা সরিয়ে বলল, "বন্ধু, আপনার চিনি-কাবাব।"
কাতর কণ্ঠে বললাম, ক্ষিদে নেই।
—পয়সা যখন দিতেই হবে, তখন খেয়েই নিন।
—আমি খাব না।
—বেশ, তাহলে ছেলেপুলেরা আর আমি, সবাই মিলে খেয়ে নিচ্ছি। এই বলে তিনি আবার পর্দা টেনে দিয়ে, ছেলেপুলেদের ডেকে আমার চিনি-কাবাব নিয়ে বসলেন।
পাঠক, এখানে একটু থেমে যদি সেই যে লোকটার যার একটা মাত্র কামিজ আছে কারণ তার একটার বেশী দেহ নেই তার গল্পটা আবার শুরু করি তাহলে কেমন হয়? আমি ভলত্যেয়ের মতো একটা কানা গলিতে ঢুকে পড়েছি বা চলতি কথায়, থলির মধ্যে আটকে গিয়ে মনের সুখে আর একটা গল্প বলে একটু সময় করে নিচ্ছি যাতে ঐ কানা গলিটা থেকে বেরোবার পথটা খুঁজে পাই। —এ কথা মোটেই ভাববেন না। আমি ভালো করেই জানি কেমন ভাবে জাকের দুঃখমোচন হলো এবং এখন মঁসিও গুস নামক সেই লোকটির কথা বলব যার একটার বেশী দেহ নেই বলে একটার বেশী কামিজও নেই। এটা কিন্তু মোটেই গল্প নয়, এটা ঘটনা।
পঁতকতের একদিন, গুসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তাতে সে একটা জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছে। জামাকাপড় পরতে পরতে ভাবছিলাম যে নিশ্চয়ই তার দর্জী, রুটিওয়ালা, শুঁড়ী বা বাড়িওয়ালা তাকে ফাটকে দিয়েছে। গেলাম, গিয়ে দেখি যে আরও কয়েকজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে সে বন্দী আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা সব কে।
"ঐ যে নাকে চশমাওয়ালা বুড়ো, উনি খুব ভালো লোক আর ভীষণ ভালো অঙ্ক জানেন। উনি যে রেজিস্টারগুলো নকল করেন সেগুলোকে উনি নিজের খরচায় বাঁধাতে চান। কাজটা ভালো, আমি উৎসাহ দিয়েছি, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে উনি ওটা করতে পারবেন।
—আর উনি?
—ওটা একটা গাধা।
—তাও?
—একটা গাধা, নোট জাল করবার এমন বাজে যন্ত্র তৈরী করেছে যে তাতে কম করে কুড়িটা খুঁত।

—আর ঐ তৃতীয় লোকটি, যে লাইভারী পরে আছে আর কন্ট্রাবাস বাজাচ্ছে ?
—ওর দোষ প্রায় নেই বললেই হয়, ও এখানে অপেক্ষা করছে, আজ বিকেলে বা কাল সকালে ওকে পাগলা গারদে পাঠান হবে।
—আর তুমি ?
—আমি ? আমার ব্যাপারটা আরও তুচ্ছ।
এই উত্তরের পর সে উঠে খাটের ওপর তার টুপিটা রাখল আর তখনই তার তিন সঙ্গী সরে গেল। ঢুকে দেখেছিলাম যে গুস ড্রেসিং গাউন পরে একটা ছোট টেবিলে বসে এত শান্তভাবে জ্যামিতি কষছে যেন সে নিজের বাড়িতেই। এবার একলা হয়ে বললাম, এখানে আপনি কি করছেন ?
—দেখতেই পাচ্ছেন কাজ করছি।
—আপনাকে এখানে কে পুরল ?
—আমি।
—আপনি, মানে ?
—হ্যাঁ আমি নিজে।
—কি করে নিজেকে ধরালেন ?
—যেমন করে অন্য কেউ আমাকে ধরাত। আমি আমার বিরুদ্ধে মামলা করে জিতলাম, রায় বেরোল এবং ফলত যে ডিক্রি হলো তার ফলে আমাকে ধরে এখানে নিয়ে আসা হলো।
—আপনি কি পাগল ?
—আজ্ঞে না, যা হয়েছে তাই বললাম।
—আপনি কি আবার মামলা করে জিতে অন্য এক রায় ও অন্য এক ডিক্রির জোরে নিজেকে ছাড়াতে পারেন না ?
—আজ্ঞে না।
গুসের একটি সুন্দরী ঝি ছিল যে তার অর্ধাঙ্গিনীর বেশী সময় তার শয্যাসঙ্গিনী হতো। এই অসম বণ্টনের ফলে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হলো। এই লোকটিকে কষ্ট দেওয়া যদিও খুবই কঠিন তাও হট্টগোলে তার বড় ভয় ছিল, তাই স্ত্রীকে বাতিল করে সে ঝির সঙ্গে থাকাই ঠিক করল। তার যথাসর্বস্ব বলতে ছিল তার আসবাব, যন্ত্রপাতি, ছবি ও সাংসারিক তেজসপত্র ; কিন্তু যেহেতু শূন্য হাতে চলে যাওয়ার চেয়ে স্ত্রীকে একেবারে উলঙ্গ করে ত্যাগ করতেই তার বেশী ইচ্ছে হলো ফলে ব্যবস্থাটি যা করল তা হলো এই যে সে তার ঝিকে হাতচিটা দিল, সে সেগুলো নিয়ে মামলা করলেই আদালত থেকে গুসের জিনিসপত্র ক্রোক করে নিলামে তোলবার অনুমতি পাবে, তখন ঝি তার পোঁ স্যাঁ মিশেলের বাড়ি থেকে সেগুলো নিয়ে তাদের নতুন বাসস্থানে যাবে। মতলবটা মাথায় খেলতেই গুস মহা খুশী হয়ে হাতচিটা করে তাতে সই করল, তার দুই উকিল হলো, তখন বিশাল উদ্যম নিয়ে এই দুই উকিলের বাড়ি ছোটাছুটি আরম্ভ করল যাতে যে বাদী সে যেন ভালো করে আক্রমণ করে আর বিবাদী যেন উচিৎ মতো আত্মরক্ষা না করে ; ফলে জজ টাকা দিয়ে দিতে হুকুম করলেন, দেখা যাচ্ছে গুসের প্ল্যানটা ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে ; কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ঝিটা পাজী আর ভীষণ প্যাঁচালো, সে আসবাবপত্র-

গ্লোকে একেবারেই না ছ‍ুঁয়ে গ্সকেই জেলে পাঠালো। সে যে সব অদ্ভ‍ুত হেঁয়ালী ভরা উত্তর দিল তার ল্যাজা-ম‍ুড়ো বাদ দিলে এই দাঁড়ায়।
সত্য ঘটনাটি যতক্ষণ ধরে বলছি তার মধ্যে···—আর যে লোকটা কন্ট্রাবাসে পিড়ীং-পিড়ীং করছিল তার কথাটা?—পাঠক দিব্যি কেটে বলছি যে ওটা বলব কিন্তু এখন আমায় জাক ও তার মনিবের কথায় ফিরে আসবার অন‍ুমতি দেওয়া হোক। যেখানে তাদের রাত কাটাবার কথা সেখানে জাক ও মনিব পেঁছেছে। দেরী হয়ে গিয়েছিল; শহরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফলে শহরতলীতে তারা থাকতে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে একটা গোলমাল শ‍ুনছি···।—আপনি শ‍ুনেছেন! আপনি তো সেখানে ছিলেন না।—তা সত্যি। ঠিক আছে! জাক···তার মনিব···বিকট গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। দেখলাম দ‍ুটো লোক···।—আপনি কিছ‍ু দেখেন নি; আপনি সেখানে ছিলেন না।—তা ঠিক। নিজেদের ঘরের দরজার কাছে টেবিলে বসে দ‍ুজন লোক শান্ত ভাবে গালগল্প করছিল আর কোমরে হাত দিয়ে একজন মেয়েমান‍ুষ তাদের ওপর গালাগালের বন্যা বমি করছিল এবং জাকের শান্ত করবার চেষ্টায় যেমন এই মেয়েমান‍ুষটি কান দিচ্ছিল না তেমনি যাদের ওপর এই সব কু-কথা বর্ষিত হচ্ছিল তারাও তাতে কান দিচ্ছিল না। ঠিক আছে গো মেয়ে, জাক তাকে বলছিল, শান্ত হও, অনেক হয়েছে, ব্যাপারটা কি? এঁদের তো ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে।

—ওরা ভদ্রলোক? এরা হচ্ছে গোঁয়ার, নির্দয়, রসকষহীন। আহা! বেচারা নিকোল ওদের কি ক্ষতি করেছিল যার জন্য তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করল? হয়তো বা এর জন্য বেচারা সারা জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে যাবে। ···

—আপনি যতটা ভাবছেন ততটা হয়তো নয়।

—আমি বলছি, গ‍ুঁতোটা সাংঘাতিক; বেচারার হাড়গোড় ভেঙে গেছে।

—দেখা উচিৎ; ডাক্তার ডাকতে পাঠান উচিৎ।

—গেছে।

—বিছানায় শ‍ুইয়ে দেওয়া উচিৎ।

—তা করা হয়েছে, বেচারার কাতরানিতে ব‍ুক ফেটে যায়। আহা আমার নিকোল রে। এই শোকের মধ্যে একদিকে কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, "মালকিন্ মদ।" সে উত্তর দিচ্ছিল, "যাই," আবার অন্য দিকে কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে চেঁচাচ্ছিল, "মালকিন্। বিছানার চাদর।" সে উত্তর দিচ্ছিল, "যাই—কাটলেট আর হাঁস—যাই—মদের গেলাস, পায়খানার পাত্তর—যাই, যাই" আর হোটেলের অন্য একদিক থেকে একজন চেঁচাচ্ছিল, "হতভাগা আড্ডাবাজ। আড্ডাবাজের ধাড়ী! কিসে নাক গলাচ্ছিস? কাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করাবি বলে ঠিক করেছিস নাকি? জাক! জাক।"
মালকিনের রাগ ও শোক কমলে সে জাককে বলল, "মহাশয় আমি যাই আপনি খ‍ুব ভালো লোক।"

—জাক! জাক!

—তাড়াতাড়ি যান। আহা আপনি যদি বেচারার দ‍ুঃখের কথা জানতেন।···

—জাক! জাক!

—তাহলে আসুন, আপনার মনিব বোধহয় আপনাকে ডাকছেন।

—জাক! জাক!

জাকের মনিবই বটে সে নিজে নিজেই জামাকাপড় ছেড়েছে, ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছে আর খাবার না পেয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। জাক তাঁর কাছে গেল আর একটু বাদেই শুকনো মুখে মালকিন এলো: জাকের মনিবকে সে বলল, "মহাশয় লক্ষ বার ক্ষমা চাইছি, এমন সব জিনিস ঘটে যে মাথা ঠিক থাকে না। কি আর করা যাবে? মুরগী পাবেন, পায়রা পাবেন, খুব ভালো বুনো খরগোশের ঝোল পাবেন, সাদা খরগোশ পাবেন: এটা খরগোশের দেশ। পাখী খেতে ভালোবাসেন?" জাক, তার নিয়মমাফিক, তার মনিব আর নিজের জন্য একই রকম খাবার অর্ডার দিল। খাবার এলো, খেতে খেতে মনিব জাককে বলছিল, "মরতে ওখানে কি করছিলি?"

জাক : ভালো বা খারাপ, কে বলতে পারে?

মনিব : ভালো বা খারাপ কি কাজ করছিলি?

জাক : যাতে ঐ নিচের লোক দুটোর হাতে পেটানি না খায় তার জন্য ঐ মেয়েছেলে-টাকে আটকে রাখছিলাম ঐ লোক দুটো ওর ঝির অন্তত একটা হাত ভেঙে দিয়েছে।

মনিব : হয়তো বা পেটানী খেয়ে ওর লাভ হতেও পারত…

জাক : এটা বা ওটা হতে পারার আরও দশটা ভালো কারণ থাকতে পারে। এই আমি, আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এসেছিল…

মনিব : পেটানী খেয়ে? …মাল দে।

জাক : আজ্ঞে হ্যাঁ পেটানী খেয়ে রাতে বড় রাস্তায়, ঐ গ্রামটা থেকে ফেরবার পথে, ঐ যে আপনাকে বলেছিলাম যেটা আমার মতে গাধামো আর আপনার মতে আমার টাকাটা দিয়ে দেওয়া ছিল সৎ কর্ম।

মনিব : মনে পড়েছে…মাল দে…আর যে ঝগড়াটা তুই মেটাচ্ছিলি, ঐ যে মালকিনের মেয়ে না ঝির প্রতি দুর্ব্যবহার, তার কারণটা কি?

জাক : জানি না।

মনিব : তুই কিছু না জেনে গোলমালে নাক গলাস। জাক এটা সাবধানতা, বিচার, যুক্তি কোনো কিছুরই…মাল দে…।

জাক : যুক্তি কাকে বলে জানি না আর নিয়ম হলো, লোকে নিজের সুবিধার জন্য যেটা পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আমি এক ভাবে ভাবি, ফলে অন্য ভাবে ভাবতে আমি জানি না। সমস্ত ভালো ভালো কথাই রাজার আইনের খসড়ার মতো লাগে; প্রত্যেক প্রচারকই চান যে লোকে তাঁদের কথামতো চলুক, তাতে হয়তো বা ভালো হলেও হতে পারে কিন্তু তাঁদের লাভ হবেই হবে…সদগুণ…

মনিব : জাক সদগুণ বড়ো ভালো জিনিস; পাজীরা আর ভালোরা সবাই তার গুণকীর্তন করে…মাল দে…

জাক : কারণ দু দলেরই তা কাজে লাগে।

মনিব : আর পিটুনী খেয়ে তোর সেই বিরাট সৌভাগ্যের উদয় কেমন করে হলো?

জাক : দেরী হয়ে গেছে, আপনি আর আমি দুজনেই চারিচাপটে খেয়েছি ; আমরা দু জনেই ক্লান্ত, শুয়ে পড়া যাক।

মনিব : তা হয় না, মালকিনের থেকে এখনও কিছু প্রাপ্য আছে। ইতিমধ্যে তোর প্রেমের গল্পটা নিয়ে এগিয়ে যা।

জাক : আমি কোথায় ছিলাম ? দয়া করে অন্যান্য বারের মতো এবারেও সুতোটা ধরিয়ে দিন কর্তা।

মনিব : তুই ট্যাঁক খালি অবস্থায় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলি আর ডাক্তার গিন্নী ও তার বাচ্চারা তোর চিনিকাবাব খাচ্ছিল।

জাক : এমন সময় বাড়ির দরজায় একটা ঘোড়ার গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। একজন উর্দীপরা চাকর এসে জিজ্ঞাসা করল : এখানে একজন অসুস্থ সৈন্য থাকে যে ঠেকনো নিয়ে হাঁটে আর গত রাতে পাশের গ্রাম থেকে ফিরেছে ?

ডাক্তার গিন্নী বলল হ্যাঁ, তাকে খুঁজছ কেন ?

—তাকে এই গাড়িতে তুলে নিয়ে যাব।

—ও বিছানায় শুয়ে আছে পর্দা সরিয়ে বল।

জাক তার প্রেমের গল্পের এই জায়গায় ছিল যখন মালকিন এসে তাদের বলল, "ডেসার্ট হিসাবে কি চান ?"

মনিব : আপনার যা আছে।

মালকিন নীচে না গিয়ে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "নানোঁ ফল, বিস্কুট আর জ্যাম নিয়ে এসো।"

এই নাচনাঁ নামটা শুনে জাক চাপা গলায় বলল, "এই সেই মেয়ে একটু আগে যার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, এ ব্যাপারে একটু সহানুভূতি দেখানো উচিৎ…" আর মনিব মালকিনকে বলল, একটু আগে আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন ?

মালকিন : কার না রাগ হয় ? বেচারা তাদের কিছুই করে নি ; সে তাদের ঘরে ঢুকেছে কি ঢোকে নি অমনি আমি তার চিৎকার শুনতে পেলাম, সেকি কান্না…যাক ভগবানের দয়ায় এখন আমি নিশ্চিন্ত ; ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই যদিও তার দু দুটো জায়গা ফুলে আছে, মাথা আর কাঁধ।

মনিব : ও আপনার কাছে অনেক দিন আছে ?

মালকিন : খুব বেশী দিন হলো দিন পনেরো হবে। ঐ পাশের পোস্ট অফিসে ও পরিত্যক্ত হয়।

মনিব : কি পরিত্যক্ত !

মালকিন : হ্যাঁ তাই ! এমন সব লোক আছে যারা পাথরের চেয়েও কঠোর। ঐ কাছের নদীটায় ও ডুবে মরতে যাচ্ছিল ; কপাল গুণে এখানে এসে পড়েছিল, আমি দয়া করে ওকে ঠাঁই দিয়েছি।

মনিব : ওর বয়েস কত ?

মালকিন : মনে হয় বছর দেড়েকেরও বেশী।

এই উত্তর শুনে জাক হাসিতে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল : "ওটা একটা কুত্তী !"

মালকিন : দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর জন্তু ; দশ লুই পেলেও নিকোলকে বেচবে না। বেচারা নিকোল।

মনিব : মালকিনের মনটা বড় নরম।

মালকিন : ঠিক বলেছেন, আমি আমার লোকজন আর আমার পশু-পাখীদের বড় ভালোবাসি।

মনিব : যারা আপনার নিকোলের সংগে দুর্ব্যবহার করেছে তারা কারা ?

মালকিন : ঐ পাশের গ্রামের দুটো গেরস্ত। সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে ; ভাবছে যে ওদের কথা কেউ জানে না। ঘণ্টা তিনেকও হয় নি, ওরা এখানে এসেছে কিন্তু ওদের হাড়-হদ্দ আমি জানি। তা বেশ মজার, আমার চেয়ে বেশী যদি আপনাদের শুয়ে পড়ার তাগিদ না থাকে তাহলে ওদের চাকরটা আমার ঝিকে ঠিক যেমনটি বলেছে ঠিক তেমনটি বলব। আমার ঝি ওদের চাকরের দেশের লোক। আমার ঝি আমার স্বামীকে বলেছে আর ও আমায় বলেছে। ঐ কমবয়সী লোকটার শাশুড়ী অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাস তিনেক আগে এ পথ দিয়েই আশ্রমে গেছিল ; সেখানে সে বেশীদিন বাঁচে নি, আর তাই ওদের অশৌচ···দেখলেন তো ওদের সংগে কথা না বলেই আমি সব কথা জেনে ফেলেছি। আচ্ছা ভালো করে ঘুমোন। মদটা ভালো লেগেছে তো।

মনিব : হ্যাঁ

মালকিন : খাওয়া পছন্দ হয়েছে ?

মনিব : হ্যাঁ, তবে পালং শাকে নুনটা একটু বেশী লেগেছে।

মালকিন : মাঝে মাঝে নুনটা হাতে একটু বেশী ওঠে। কাচা পরিষ্কার চাদরে আপনারা আরামে ঘুমোবেন, এখানে একটা চাদর দুবার ব্যবহার করা হয় না।

এই কথা বলে মালকিন চলে গেল আর একটা কুকুরকে বাড়ির মেয়ে বা ঝি ধরে নেবার জন্য এবং একটা হারিয়ে যাওয়া কুকুর, যেটা মাত্র পনেরো দিন তার কাছে আছে সেটার জন্য মালকিনের দরদ নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে জাক ও তার মনিব লেপের তলায় ঢুকলো। তার রাতের টুপিটার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে জাক বলল : "বাজি রেখে বলতে পারি যে এই সরাইখানার সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মালকিন কেবলমাত্র তার নিকোলকেই ভালোবাসে।" মনিব বলল, "তা হতে পারে, এখন ঘুমোনো যাক।"

যতক্ষণ জাক ও তার মনিব বিশ্রাম করবে তার মধ্যে জেলে শ্রীগুসের তৃতীয় সংগীটি, অর্থাৎ যে কট্রোবাস বাজাচ্ছিল তার ঘটনাটি বলে আমি আমার কথা রাখব।

গুস বলল : এই তৃতীয় লোকটি ছিল এক বড়োলোকের গোমস্তা। সে রু দ্য ল্যুনিভারসিতের এক ময়রানীর প্রেমে পড়ে। ময়রা ছিল ভালোমানুষ সে তার বউয়ের চালচলনের চেয়ে নিজের উনুনের দিকেই বেশী নজর দিত। স্বামীর ঈর্ষার চেয়ে বোধহয় তার কর্মতৎপরতাই আমাদের প্রেমিক প্রেমিকার বেশী অসহ্য হলো। এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা কি করল ? গোমস্তা তার মনিবের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করল তাতে ময়রাকে বাজে লোক, শুঁড়ীখানায় পড়ে থাকা মাতাল, গোঁয়ার এবং সে তার সতী-লক্ষ্মী বউকে নির্দয় প্রহার করে এমনি ভাবে আঁকা হলো। এই আবেদনপত্রের

জোরে ময়রাকে জেলে আটক করবার ফরমান সে বার করল এবং যাতে অবিলম্বে তা কার্যে পরিণত হয় তার জন্য সেটা একজন পেয়াদার হাতে দেওয়া হলো। কপালগুণে পেয়াদাটা ছিল ময়রার বন্ধু। মাঝে মাঝে তারা দুজনে মদ খেতে বসত, পেয়াদা দিত বোতলের দাম আর ময়রা দিত চাট। পেয়াদা ফরমান নিয়ে ময়রার দোকানের সামনে গিয়ে বাঁধা ইশারাটি করল। দেখা গেল দুই বন্ধুতে ভালো চাট দিয়ে জমিয়ে মদ খেতে শুরু করল; পেয়াদা জিজ্ঞাসা করল: তার ব্যবসা কেমন চলছে।

—খুব ভালো।

—তুই কি কোনো ঝামেলায় পড়েছিস?

—মোটেই নয়।

—তোর কোনো শত্রু নেই?

—তা তো জানি না।

—তুই তোর বাপ মা, পড়শী আর বউয়ের সংগে কেমন থাকিস?

—সুখে শান্তিতে থাকি।

—তাহলে কোথা থেকে তোকে গ্রেপ্তার করবার ফরমানটা এলো? আমার কর্তব্য যদি করতাম তাহলে তোর কলার ধরতাম, একটা গাড়ি তৈরী থাকত, তাতে তোকে তুলে এই ফরমানে যে জায়গাটার নাম লেখা আছে সেখানে নিয়ে যেতাম। নে পড়—

ফরমানটা পড়ে ময়রার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পেয়াদা তাকে বলল: "শান্ত হ,' একটা ফন্দি ভেবে বার করা যাক, যেটা করলে তোর আর আমার দুজনেরই ভালো হয়। কে কে তোর বাড়ি যায়?

—কেউ নয়।

—তোর বউ ঠসকী আর সুন্দরী।

—তাকে সাজগোজ করতে দি।

—তার সংগে কেউ দেখা করতে আসে না?

—না, তবে মাঝে মাঝে একটা গোমস্তা তার সংগে একটু আড্ডা মারতে আসে, কিন্তু তা তো দোকানেই, আমার আর চাকরদের সামনে; মনে তো হয় না যে এমন কিছু করে যাতে কিছু বলা যায়।

—তুই নেহাৎই ভালোমানুষ।

—হতে পারে; কিন্তু স্ত্রীকে সতী ভাবাই উচিৎ আর আমি তাই ভাবি।

—এই গোমস্তাটি কার গোমস্তা?

—শ্রী দ্য সঁ্যা ফেলার্‌ঁ্যাতঁ্যার।

—আর কোথা থেকে এই ফরমান আসছে বলে মনে হয়?

—কে জানে শ্রী দ্য সঁ্যা ফেলার্‌ঁ্যাতঁ্যার অফিস থেকেও আসতে পারে।

—ঠিক বলেছিস।

—উঃ আমার হাতের মিষ্টি খাবে, আমার বউয়ের সংগে শোবে আর আমাকেই ফাটকে দেবে, না না এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, এতটা বিশ্বাস করতে পারব না।

—তুই বড্ডই ভালোমানুষ। গত কয়েকদিন বউকে কেমন দেখছিস?

—একটু যেন ব্যাজার।
—আর ঐ গোমস্তাকে শেষ কবে দেখেছিস ?
—বোধহয় কাল, হ্যাঁ হ্যাঁ কালই তো।
—কিছু নজরে পড়ে নি ?
—আমার হুঁশটা একটু কমই ; কিন্তু মনে হয় যেন একটু দূরে গিয়ে ওরা মাথা নেড়ে কি যেন বলাবলি করছিল, একজন বলছিল হ্যাঁ আর অন্যজন বলছিল না।
—মাথা নেড়ে হ্যাঁ কে বলছিল ?
—ঐ গোমস্তা।
—স্যাঙাৎ ওরা নিরপরাধ কি না কে জানে। শোন, বাড়ি ফিরিস না ; কোনো মন্দির বা আশ্রম এমনি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে কেটে যা, যে চুলোয় ইচ্ছে যা শুধু একটা কথা মনে রাখিস...
—আমাকে যেন দেখা না যায় আর আমার মুখ যেন বন্ধ থাকে...
—ঠিক।

তারপর টিকটিকিরা ময়রার বাড়ি ঘিরে ফেলল। বিভিন্ন বেশধারী খোঁচড়েরা ময়রানীকে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল ; সে কাউকে বলে সে অসুস্থ, কাউকে বলে সে উৎসবে গেছে, আবার কাউকে বলে বিয়েতে গেছে। কবে ফিরবে ? সে জানে না।

তৃতীয় দিন, রাত দুটোর সময়, প্যায়দার কাছে খবর গেল যে নাক পর্যন্ত ওভারকোটে ঢাকা একটা লোককে ময়রার সদর দরজা চুপি চুপি খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে। তক্ষুণি প্যায়দা পুলিশের দারোগা, চাবিওয়ালা, একটা ছ্যাকড়া গাড়ি আর কয়েকজন সেপাই নিয়ে ময়রার বাড়ি হাজির হলো। সদর দরজাটা আঁকশি দিয়ে খোলানো হলো, আর প্যায়দা এবং দারোগা পা টিপে টিপে ওপরে উঠল। ময়রানীর দরজায় ধাক্কা দেওয়া হলো : উত্তর নেই, আবার ধাক্কা দেওয়া হলো : উত্তর নেই ; তৃতীয় বারে ভেতর থেকে সাড়া এলো "কে ?"
—খুলুন।
—কে ?
—খুলুন, রাজার ফরমান আছে।

ময়রানীর সঙ্গে লম্বমান গোমস্তা ময়রানীকে বলল: ঠিক আছে কোনো ভয় নেই, প্যায়দা ফরমান নিয়ে এসেছে। খোল, আমি পরিচয় দিলেই ও চলে যাবে, হাঙ্গামা একেবারে মিটে যাবে।

সেমিজ পরা ময়রানী দরজা খুলে দিয়ে বিছানায় ঢুকলো।

প্যায়দা : আপনার স্বামী কোথায় ?
ময়রানী : সে নেই।
প্যায়দা পর্দা সরিয়ে : তা হলে ওখানে ও কে ?
গোমস্তা : আমি শ্রীদ্য স্যাঁ ফেন্নার'য়্যাতাঁর গোমস্তা।
প্যায়দা : আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আপনিই ময়রা, কারণ সেই হলো ময়রা যে ময়রারানীর সঙ্গে শোয়। উঠে জামা কাপড় পরে আমার সঙ্গে চলুন।

গোমস্তা কথা শুনতে বাধ্য হলো ; তাকে এখানে নিয়ে আসা হলো। মন্ত্রীমহাশয় তাঁর গোমস্তার বদমাইশির কথা শুনে প্যায়দার কাজটা অনুমোদন করেছেন, আজ দিনের শেষে তিনি এসে ওকে 'বিকেত্রের' জেলে পাঠাবেন যেখানে কর্মচারীদের কিপটেমির দয়ায় একটুকরো বাজে রুটি আর একটু পনীর খেয়ে সকাল বিকেল কন্ট্রাবাস বাজাবে…" আর যতক্ষণ না জাক ও তার মনিব না উঠছে ততক্ষণ আমি একটু গড়িয়ে নি, কি বলেন ?

পরের দিন সকালবেলা জাক উঠে আবহাওয়া কেমন তা দেখবার জন্য জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখল, আবহাওয়াটা ভীষণ খারাপ দেখে আবার শুয়ে পড়ল আর আমাকে ও তার মনিবকে মনের সুখে ঘুমোতে দিল।

জাক তার মনিব আর অন্যান্য যেসব পথিক একই জায়গায় রাত্রিবাস করেছিল তারা সবাই ভেবেছিল যে বেলা হলেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু মোটেই তা হলো না, বরং ঝড়বৃষ্টির ফলে শহরতলি আর শহরের মধ্যে যে নদীটা ছিল সেটা এত ফুলে উঠল যে পার হওয়া বিপজ্জনক হয়ে পড়ল, ফলে যাদের সেই পথে যাবার ছিল তারা ঠিক করল যে একটা দিন নষ্ট করে অপেক্ষা করাই ভালো। কেউ কেউ আড্ডা মারতে লাগল ; কেউ বা পায়চারী করতে করতে দরজায় গিয়ে বাইরেটা দেখে মুখ খারাপ করতে করতে পা ঠুকতে লাগল ; অনেকেই মদ নিয়ে বসে রাজনীতি করতে লাগল ; বাকীরা ধূমপান করতে করতে ঝিমোতে লাগল। মনিব জাককে বলল আশা করি জাক তার প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করবে, আর আকাশ চায় যে আমি একটানা শেষ পর্যন্ত শুনব, সেই জন্যই সে খারাপ আবাহাওয়া দিয়ে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে।

জাক : আকাশ কি চায়! কেউ কখনও জানতে পারে না যে আকাশ কি চায় বা চায় না, হয়তো আকাশ নিজেও তা জানে না। আহা, আমার কাপ্তেন, যিনি আর নেই, তিনি এই কথাটা আমায় লক্ষ বার বলতেন ; আর যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি যে তিনি ঠিক কথাই বলতেন…এবার আপনার পালা।

মনিব : বলছি, ডাক্তার গিন্নী যে বেয়ারাকে পর্দা সরিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিল তুই তার সঙ্গে ছ্যাকড়া গাড়িতে।

জাক : বেয়ারা আমার খাটের কাছে এসে বলল : বন্ধু ওঠো, উঠে জামাকাপড় পরে চলো। মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে অদৃশ্য থেকে এবং তাকেও না দেখেই বললাম : বন্ধু আমায় ঘুমোতে দিয়ে কেটে পড়ো। বেয়ারা বলল যে মনিবের হুকুম তাকে তামিল করতেই হবে।

আর তোমার মনিব যে একজন অপরিচিতকে হুকুম দেয় সে কি হুকুম দিয়েছে যে এখানে আমায় দেয় টাকাটা দিয়ে দিতে ?

—তা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কর, দুর্গে সবাই তোমাকে দেখবার জন্য বসে আছে, আর তোমাকে দেখবার জন্য যে কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে তুমি যদি তার যোগ্য হও তাহলে নিশ্চয়ই করে বলছি যে এখানকার চেয়ে ওখানে তুমি অনেক বেশী সুখে থাকবে।

অগত্যা উঠে জামাকাপড় পরলাম, আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। যখন ডাক্তার গিন্নীর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি তখন ডাক্তার গিন্নী আমার জামার হাতা

ধরে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল : বন্ধু, আশা করি আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ নেই। ডাক্তারবাবু আপনার পা-টা বাঁচিয়েছেন, আমি আপনাকে ভালো করে শুশ্রূষা করেছি, আশা করি দুর্গে গিয়ে আপনি আমাদের কথা ভুলবেন না।

—সেখানে আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?

—আপনি চাইবেন যে আমার স্বামী আপনার ব্যান্ডেজ বাঁধতে ওখানে যাবে। ওখানে অনেক লোক, এই তল্লাটে ওটা সবচেয়ে ভালো প্র্যাকটিসের জায়গা, জমিদারমশায়ের দরাজ হাত, ভালো টাকা দেন। আপনি ইচ্ছে করলেই আমরা বড়লোক হতে পারি। আমার স্বামী বেশ কয়েকবার ওখানে ঢুকতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেন নি।

—আচ্ছা দুর্গের কি কোনো ডাক্তার নেই ?

—আছে।

—আপনার স্বামী যদি সেই ডাক্তারটি হতেন তাহলে কি আপনি চাইতেন যে তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হন ?

—এই ডাক্তারের কাছে আপনার কোনো ঋণ নেই, আর মনে হয় যে আমার স্বামীর কাছে আপনার ঋণ আছে ; এখন যে আপনি দু-পা হাঁটতে পারছেন তা তাঁরই জন্য সম্ভব হয়েছে।

—আপনার স্বামী আমার ভালো করেছেন বলে আমাকে আর একজনের ক্ষতি করতে হবে নাকি ? তাও যদি কাজটা খালি থাকত…"

জাক গল্পটা চালিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় মালকিন কোলে ওষুধে ছোপান নিকোলকে চুমু খেতে খেতে, নিজের সন্তানের মতো তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ও তার সংগে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন : আহা বাছারে রাতে একটি বার মাত্র চেঁচিয়েছে। আপনাদের ভালো ঘুম হয়েছিল তো ?

মনিব : খুব ভালো।

মালকিন : চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে।

জাক : আমাদের মেজাজ বিগড়ে গেছে।

মালকিন : মহাশয়রা অনেক দূরে যাচ্ছেন ?

জাক : জানি না।

মালকিন : মহাশয়রা কি কারোর পেছনে ধাওয়া করছেন ?

জাক : কারোর পেছনেই ধাওয়া করছি না।

মালকিন : কাজের খাতিরে কি কোথাও যাচ্ছেন ?

জাক : আমাদের কোনো কাজ নেই।

মালকিন : মহাশয়রা কি আনন্দের জন্য বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

জাক : বা কষ্টের জন্য।

মালকিন : যেন প্রথমটার জন্যই হয়।

জাক : আপনার শুভেচ্ছায় কিছুই যাবে আসবে না ; ওপরে যা লেখা আছে তাই হবে।

মালকিন : ওঃ বিয়ে!

জাক : হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

মালকিন : মহাশয়রা সাবধান। ঐ নিচের লোক দুটো, যারা নিকোলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ওরা মোটেই সুবিধার নয়…আয় বাছারে, আয় তোকে চুমু খাই ; কথা দিচ্ছি যে আর এমনটি হবে না, দেখছেন ওর পা কিরকম কাঁপছে।

মনিব : ঐ লোকটার বিয়েতে অস্বাভাবিকটা কি আছে ?

জাকের মনিবের এই প্রশ্নের উত্তরে মালকিন বলল : নীচে গোলমাল শুনতে পাচ্ছি যাই গিয়ে হুকুম দিয়ে এসে আপনাদের গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছি…। গিন্নী, গিন্নী বলে ডেকে ক্লান্ত হয়ে মালিক ঘরে ঢুকলো, তার পেছনে পেছনে এক পড়শী যাকে সে দেখতে পায় নি। মালিক তার বউকে বলল : এখানে মরতে কি করছ…। তারপর ঘুরে পড়শীকে দেখে বলল : টাকা এনেছ ?

পড়শী : না মালিক তুমি ভালো করেই জানো যে আমার নেই।

মালিক : নেই ? তোর লাঙ্গল, বলদ, ঘোড়া আর তোর শোবার খাট দিয়ে কেমন করে তা করতে হয় তা আমি বেশ ভালো করেই জানি। বেটা ভিখিরী।

পড়শী : আমি মোটেই ভিখিরী নয়।

মালিক : নয় তো কি ? তুই গরীব, কোথা থেকে টাকা নিয়ে যে মাঠে চাষ দিবি তার ঠিক নেই, তোর মহাজন তোকে টাকা দিয়ে এলে গিয়ে আর একটা পয়সাও দেয় না। তুই আমার কাছে এলি আর এই মাগী হামড়ে পড়ল, এই বকুন্তুড়ে মাগী আমার জীবনের সমস্ত বোকামীর জন্য দায়ি, ওই আমাকে দিয়ে তোকে টাকা দেওয়ালে ; তোকে ধার দিলাম, তুই কথা দিলি যে ফেরৎ দিবি ; দশ দশবার তুই দিতে পারলি না। দিব্যি করে বলছি এবার তোকে ছাড়ব না। দূর হ' এখান থেকে।

জাক আর তার মনিব এই গরীব দুর্ভাগার জন্য মুখ খুলতে যাবে এমন সময় মালকিন মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করল।

মালিক : দূর হ।

পড়শী : মালিক তুমি যা বললে তা সত্যি ; আর এও সত্যি যে আমার বাড়ি প্যায়দা এসেছে আর একটু বাদেই আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথের ভিখিরী হব।

মালিক : তোর তাই হওয়া উচিত। আজ সকালে কি করতে এসেছিলি ? জালায় মদ ভরা ছেড়ে উঠে এসে তোর কোনো পাত্তাই পেলাম না। দূর হ' বলছি।

পড়শী : আমি এসেছিলাম, তোমার ব্যবহার আন্দাজ করে চলে গিয়েছিলাম, তারপর ফিরে এসেছি ; এখন একেবারেই চলে যাচ্ছি।

মালিক : তাই উচিৎ।

পড়শী : বেশ, তাহলে আমার সুন্দরী, ভালো মার্গুরিতকে পারীতে গিয়ে বেশ্যা হতে হবে।

মালিক : পারীতে গিয়ে বেশ্যা হতে হবে। তুই তাহলে মেয়েটাকে দুঃখী করতে চাস ?

পড়শী : মোটেই চাই না কিন্তু যে পাষাণের দোরে এসেছি সে চায়।

মালিক : আমি পাষাণ। এটা সত্যি নয়, কখনও তা ছিলাম না, তুই তা ভালো করেই জানিস।

পড়শী : ছেলেমেয়েকে খাওয়ানোর অবস্থা আর আমার নেই। আমার মেয়ে খাটবে, ছেলে সেপাই হবে।

মালিক : আমি তার কারণ হব ! তা হবে না। তুই নির্মম ; কিন্তু যতদিন আমি বাঁচব ততদিন তোকে দেখব। দেখা যাক তোর কি কি লাগবে।

পড়শী : কিচ্ছু দরকার নেই। তোমার কাছে ধার করার অনেক খেসারত দিয়েছি আর ধার বাড়াব না। তোমার বাক্যির যন্ত্রণা তোমার সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশী। হাতে টাকা থাকলে তা তোমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতাম, কিন্তু তা আমার নেই। ভগবান যা করাবেন আমার মেয়ে তাই করবে, প্রয়োজন হলে আমার ছেলে মরবে ; আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করব কিন্তু তোমার দরজায় আসব না। আমার ঘোড়া, গরু আর জিনিসপত্র বেচে টাকাটা, পকেটস্থ কর যেন তোমার অনেক লাভ হয়। অকৃতজ্ঞ তৈরী করবার জন্য তুমি জন্মেছ আমি তা হতে চাই না। চললাম।

মালিক : বউ ও চলে যাচ্ছে ওকে আটকাও।

মালকিন : বন্ধু দাঁড়ান, আপনাকে বাঁচাবার পথের কথা ভাবা যাক।

পড়শী : আমি বাঁচতে চাই না, তার দাম দিতে হয় বড্ড বেশী…।

মালিক নীচু গলায় তার বউকে আবার বলল, "ওকে যেতে দিও না, আটকাও। ওর মেয়ে পারীতে ! ওর ছেলে সৈন্যদলে। আর ও গির্জের দরজায় ভিক্ষে করছে। মোটেই তা আমার সহ্য হবে না।"

ইতিমধ্যেই তার বউ নিষ্ফল চেষ্টা করছিল ; চাষাটা গোঁয়ার সে কিছুই নিতে চাইছিল না আর গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালিক চোখভর্তি জল নিয়ে জাক ও তার মনিবকে বলছিল, "মশাইরা ওর মত করান।" জাক আর তার মনিব নাক গলাল ; সবাই মিলে এক সংগে চাষাকে বোঝাচ্ছিল। এমনটি কখনও দেখি নি…।—এমনটি কখনও দেখি নি। আপনি তো সেখানে ছিলেন না। বলুন এমনটি কেউ দেখে নি !—ঠিক আছে। তাই হোক, এমনটি কেউ দেখে নি যে প্রত্যাখ্যান করবার পর কেউ সাহায্য নিতে রাজী হলে এই মালিকের মতো এত সুখী কেউ হতে পারে, সে তার বউ, পড়শী, জাক ও তার মনিবকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল আর চ্যাঁচাতে লাগল, "এক্ষুণি ওর বাড়ি থেকে ঐ বদমাইশ প্যায়দাগুলোকে বিদেয় কর।"

পড়শী : এটা মেনে নাও…

মালিক : মেনে নিচ্ছি যে আমি সব নষ্ট করি কিন্তু স্যাঙাৎ কি করবি বল ? আমি এই রকম। ভগবান আমায় সবচেয়ে পাষাণ আর সবচেয়ে কোমল করে তৈরী করেছেন ; আমি দিতেও পারি না আবার তাড়াতেও পারি না।

পড়শী : তুমি অন্য রকম হতে পারো না ?

মালিক : এই বয়সে প্রায় কেউই পাল্টায় না, যারা গোড়ায় আমার কাছে এসেছে তারা যদি তোর মতো হতো তা হলে হয়তো বা আমি ভালো হয়ে যেতাম। বন্ধু তোর শিক্ষার জন্য তোকে ধন্যবাদ, হয়তো বা এর থেকে আমার লাভ হবে…। ও বউ তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর যা দরকার তা দিয়ে দাও। উঃ আস্তে যাচ্ছ কেন, আ মোলো যা

আস্তে যাচ্ছ কেন ; কই গেলে !··· বউ, হাত জোড় করে বলছি একটু তাড়া কর ওকে আর দাঁড় করিয়ে রেখো না ; পরে মহাশয়দের কাছে ফিরে এসো, বুঝতে পেরেছি যে এঁদের তোমার পছন্দ হয়েছে···"

মালকিন আর পড়শী নেমে গেল ; মালিক কিছুক্ষণ তাদের সংগে থেকে যখন চলে গেল তখন জাক তার মনিবকে বলল : "এই দেখুন একটা অদ্ভুত লোক । আমাদের এখানে আটকে রাখবার জন্য আকাশ যে বদ আবহাওয়া পাঠিয়েছে তার কারণ সে চায় যে আপনি আমার প্রেমের গল্প শুনুন । কি মনে হয় ?

মনিব চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নস্যির ডিবে ঠুকতে ঠুকতে হাই তুলে বলল : একটা দিনেরও বেশী আমাদের একঘরে থাকতে হবে, অবশ্য যদি···

জাক : তার মানে আকাশ আজ চায় যে আমি চুপ করে থাকি বা মালকিন কথা বলুক, ওর মতো বকন্তুড়ে এ সুযোগ ছাড়বে না ; ওই কথা বলুক তাহলে ।

মনিব : তুই রাগ করছিস ।

জাক : কারণ আমি বকতে ভালোবাসি ।

মনিব : তোর দান আসবে ।

জাক : না, আসবে না ।

পাঠক আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, আপনারা বলছেন, এই হলো "মুখফোঁড় ভালো লোকের পরিণতি ।" আমিও তাই মনে করি । যদি তার লেখক হতাম তাহলে এই নাটকে এমন এক চরিত্রকে নিয়ে আসতাম যাকে মনে হতো যেন ঘটনাচক্রে এসেছে কিন্তু মোটেই তা নয় । প্রথমবার সে দয়া চাইতে আসত : কিন্তু দুর্ব্যবহারের ভয়, জেরোঁত আসবার আগেই তাকে বাড়াত । বাড়িতে প্যায়দার আবির্ভাব পীড়িত হয়ে দ্বিতীয় বারে জেরোঁতের গালমন্দ শোনবার সাহস তার হতো কিন্তু জেরোঁত তার সংগে দেখা করতে চাইত না । শেষে নাটকের পরিণতিতে তাকে নিয়ে আসতাম, সেখানে সরাইওয়ালার কাছে ঐ চাষাটি যে ভূমিকা নিয়েছিল সেই ভূমিকাটি সে নিত । চাষাটির মতো তারও একটি মেয়ে থাকত যাকে ফ্যাশানের দোকানদারের কাছে পাঠানো ছাড়া উপায় থাকত না ; ছেলে থাকত, যাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনত সৈন্যদলে পাঠাবার জন্য ; সে নিজে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে যতদিন না জীবনে অরুচি হতো ততদিন তাই করবে বলে ঠিক করত । দেখা যেত ঐ ট্যাঁকখোয়া ভালোলোক তার পায়ে পড়ছে ; তার সমুচিৎ বকুনী খাওয়া শোনা যেত ; তার পরিবারের প্রত্যেকের কাছে সে হাত জোড় করতে বাধ্য যাতে ঐ অধমর্ণ সাহায্য গ্রহণ করে তার জন্য তাকে রাজী করাবার জন্য । মুখফোঁড় ভালো লোকটি উচিৎ শাস্তি পেত, নিজেকে ঠিক করবার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করত, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজের চরিত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতো। মঞ্চের চরিত্রগুলি যখন ভদ্রতা বিনিময় করতে করতে বাড়িতে ঢুকতে দেরি করত তক্ষুণি সে তাদের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে বলত : শয়তানে ধরুক এইসব ভদ্র···। কিন্তু বাক্যটি শেষ হবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার ভাইঝিদের নরম গলায় বলত : চলো আমরা হাত ধরাধরি করে চলে যাই ।—আর যাতে ঐ লোকটি অন্তরে অন্তরে একজনের সংগে যুক্ত থাকে তার জন্য আপনি জেরোঁতের ভাইপোকে তার পেয়ারের লোক করতেন?—ভালো কথা!—আর ঐ ভাইপোর কথাতেই খুড়ো টাকা দিত ?

—ঠিক ধরেছেন।—আরএই সুখপ্রদ নাটকটির পরিণতিটি হতো: পুরো পরিবারটি হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবে, ঠিক যেমনটি আগে ছিল ?—ঠিক বলেছেন,—কখনও যদি শ্রীগোন্দিনীর সংগে দেখা হয় ও তাঁকে সরাইখানারঐ দৃশ্যটি বর্ণনা করব,—আপনি ঠিক কাজটিই করবেন ; যাঁরা এর থেকে লাভ করতে পারবেন তাঁদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে যোগ্য লোক।

মালকিন উপরে উঠে এলেন, নিকোল কিন্তু তাঁর কোলেই আছেন, তিনি বললেন : মনে হয় আপনাদের খাওয়া দাওয়া ভালোই হবে ; জেলে এই এলো, জমিদারের বনের পাহারাদারও দেরী করবে না···, এমনি ভাবে কথা বলতে বলতে সে চেয়ার টেনে নিল। এই বসল, আর তার গল্প শুরু হলো।

মালকিন : চাকরদের থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ ; মনিবদের এত বড় শত্রু আর নেই।

জাক : মাদাম আপনি কি বলছেন তা জানেন না ; ভালো আর মন্দ দু'রকম চাকরই আছে ; গুণে দেখলে হয়ত বা দেখা যাবে যে ভালো চাকরের চেয়ে ভালো মনিবের সংখ্যা কম।

মনিব : জাক তুমি ভেবে কথা বলছ না ; তুমি ঠিক সেই ভুলটাই করছ যার জন্য তুমি নিজেই অসন্তুষ্ট হয়েছ।

জাক : মানে মনিবেরা···

মনিব : মানে চাকরেরা···

পাঠক এদের মধ্যে ঝগড়ার ঝড় তুলে কি লাভ ? জাক যদি মালকিনকে ঘাড় ধরে ঘরের থেকে বার করে দেয় ; মনিব যদি জাককে গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে ; যদি যে যার পথ ধরে, আর যদি আপনারা মালকিনের গল্প না শুনতে পান এবং জাকের প্রেমের বাকিটা ? শান্ত হন, কিছুই করব না, মালকিন আবার শুরু করল।

মালকিন : এটা মানতেই হবে যে বদ পুরুষ আর বদ মেয়ে দুই-ই আছে।

জাক : তাদের দেখা পাবার জন্য বেশীদূরে যাবারও দরকার নেই।

মালকিন : আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন ? আমি নিজে মেয়ে, মেয়েদের সম্পর্কে যা খুশী তাই বলা আমার শোভা পায়, আপনার সম্মতির দরকার নেই।

জাক : আমায় সায় দেওয়ার অন্য মানে আছে।

মালকিন : মহাশয় আপনার চাকরটা নিজেকে বড্ড বড়ো মনে করে আর আপনাকে পাত্তা দেয় না, আমারও চাকর আছে, কিন্তু তাদের আমি বাড়তে দিই না।

মনিব : জাক চুপ করো, মাদামকে কথা বলতে দাও।

মালকিন মনিবের কথায় সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জাককে আক্রমণ করলেন, দু হাতে জাকের দুগালে চড় মারবার জন্য দুহাত তুললেন, ভুলে গেলেন যে তাঁর কোলে নিকোল। ঐ দেখুন নিকোল মেঝের ওপর, আহত হয়ে ব্যাণ্ডেজের নাগপাশে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে আকাশ ফাটিয়ে কেঁউ-কেঁউ রব তুলেছে, মালকিন সেই কেঁউ-কেঁউয়ের সংগে গলা মিলিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, জাক নিকোলের কেঁউ-কেঁউ আর মালকিনের চীৎকারের সংগে অট্টহাস্যের ঢেউ মেশাচ্ছে, তার মনিব তার নস্যির ডিবে খুলে নস্যি নিচ্ছে কিন্তু হাসি চাপতে পারছে না। এখন সারা হোটেল তালগোল হচ্ছে। "নানোঁ শিগগিরী লো-দ্যা-ভির

বোতলটা আনো···বেচারা নিকোল মারা যাচ্ছে···ব্যান্ডেজটা খোল···উঃ কি ঠ্যালারে বাবা।”

—যত ভালো করে পারি করছি।

—এ কি চ্যাঁচায় রে বাবা। ওঠো আমায় করতে দাও···মরে গেছে···হ্যাঁ হ্যাঁগো ধুমসো গাধা, এই তো হাসবার সময়···বেচারা নিকোল মারা গেছে।

—না মাদাম, মনে হয় বেঁচে যাবে, ঐ দেখুন নড়ছে।

নানোঁ কুত্তিটার নাকে লো-দ্য-ভি ঘষছে, তাকে একটু লো-দ্য-ভি গিলিয়ে দিচ্ছে; মালকিন কপাল চাপড়াচ্ছে আর চাকরদের আস্পদ্দার বিরুদ্ধে বকে যাচ্ছে; অবশেষে নানোঁ বলল: দেখুন মাদাম ও চোখ খুলেছে; দেখুন আপনার দিকে তাকাচ্ছে।

—বেচারা অমনি করে কথা বললে, কার মন গলবে না?

—মাদাম ওর গায়ে হাত বোলাল; উত্তর দিন।

—আয় রে নিকোল, কাঁদ, বাছা কাঁদ তাতে যদি তোর যন্ত্রণা কমে, মানুষের মতোই জন্তুদেরও ভাগ্য আছে, তা কুঁড়ে, ঝগড়াটে, রাগী আর লোভীদের দেয় সুখ আর যে অত্যন্ত ভালো তাকে দেয় দুঃখ।

—মাদাম ঠিকই বলেছেন এ সংসারে ন্যায় বিচার নেই।

—চুপ করো, আবার ওর ব্যান্ডেজটা বেঁধে আমার বালিশের তলায় ওকে শুইয়ে দাও, মনে রেখো ও যদি একবার একটুও কাঁদে তাহলে তোমাদের মজা দেখাব। আয় তোকে নিয়ে যাওয়ার আগে আর একবার চুমু খাই। একে ধরো, উঃ কি গাধারে বাবা···কুকুর এত ভালো, এর তুলনায়···

জাক : বাবা, মা, ভাই, বোন, সন্তান, স্বামী, চাকর···

মালকিন : আজ্ঞে হ্যাঁ, হাসির কিছু নেই, এরা সরল, ঠকায় না, কখনো কোনো ক্ষতি করে না, আর যাদের কথা বললেন···

জাক : কুকুরদের জয় হোক। পৃথিবীতে এদের চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই।

মালকিন : এদের চেয়ে যদি কিছু ভালো থাকে তা আর যাই হোক মানুষ নয়। ঐ চাকিওয়ালার কুকুরটাকে চেনেন, ও হলো আমার নিকোলের প্রেমিক, আপনাদের মধ্যে একজনও নেই, তা সে যাই হোক না কেন, যাকে ও লজ্জিত করতে পারে না। ভোরবেলা এক মাইলেরও বেশী দূর থেকে ও আসে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, দয়া উদ্রেক করবার জন্য। আবহাওয়া যেমনই হোক, ও দাঁড়িয়ে থাকে, বৃষ্টিতে ভেজে, গা মাটিতে বসে যায় শুধু কান দুটো আর নাকের ডগাটা দেখা যায়। যাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন তার জন্য আপনারা এতটা করবেন?

মনিব : সত্যিই প্রশংসনীয়।

জাক : আর নিকোলের মতো মেয়ে, যার জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করা যায় তেমন মেয়েই বা কোথায়?

জানোয়ারদের প্রতি মালকিনের যতটা প্রেম বলে মনে হচ্ছে আসলে তা ততটা নয়। তার আসল প্রেমটা হলো বকবক করার প্রতি। তার কথা শোনবার ধৈর্য ও তাতে মজা পাওয়ার

ক্ষমতা যার যত বেশী সে তত গুণবান ; সেই আশ্চর্যকর বিবাহের শেষ না হওয়া গল্পটা আবার শুরু করবার জন্য তাদের দিয়ে মালকিন নিজেকে অনুরোধ করাল এবং জাককে চুপ করে থাকতে হবে এই কড়ারে আবার শুরু করল। মনিব কথা দিল যে জাক চুপ করে থাকবে। জাক ভাবলেশহীন মুখে ঘরের কোণে গা এলিয়ে দিল, তার চোখ বন্ধ, টুপিটা কানের ওপর টানা আর পিঠটা মালকিনের দিকে আধখানা ফেরানো। মনিব কাশলেন, থুথু ফেললেন, নাক ঝাড়লেন, ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন, নস্যির ডিবে বার করে তার মাথায় টোকা দিয়ে এক টিপ নস্যি নিলেন ; আর মালকিন বকবক করবার অপূর্ব আনন্দে গা ভাসালেন।

মালকিন শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কুকুরের কান্না শুনলেন।

—নানোঁ দেখ বেচারার কি হলো···আমার অসুবিধা হচ্ছে কতদূর বলেছিলাম মনে পড়ছে না।

জাক : এখনও পর্যন্ত আপনি কিছুই বলেন নি।

মালকিন : মহাশয়, আপনারা যখন এলেন তখন বেচারা নিকোলের জন্য যাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম···

জাক : বলুন মহাশয়রা।

মালকিন : কেন ?

জাক : এখনও পর্যন্ত লোকে ভদ্রভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলে আর তাতেই আমি অভ্যস্ত। মনিব আমায় জাক বলে ডাকেন আর অন্যেরা ডাকে মহাশয় জাক বলে।

মালকিন : আমি আপনাকে না জাক না মহাশয় জাক কিছু বলেই ডাকি নি, আমি আপনাকে বলছি না···(মাদাম। কি ? পাঁচ নম্বর ঘরের চাবিটা চিমনীর কোণে দেখ) ঐ দুজন লোক হলো আসল বড়লোক ; ওরা পারী থেকে আসছে আর যাচ্ছে ঐ দুজনের মধ্যে যে বড় তার জমিদারীতে।

জাক : কে বলল ?

মালকিন : ওরাই বলল।

জাক : ভালো কথা !

মনিব মালকিনকে ইশারা করল, তাতে মালকিন বুঝলো যে জাকের মাথার গোলমাল আছে। মালকিন তার উত্তরে, বুঝতে পেরেছে এমন ভাব করে কাঁধ ঝাঁকাল ও উত্তর দিল : এই বয়সে এটা খুব খারাপ ! খুবই খারাপ !

জাক : কোথায় কে যাচ্ছে, সেটা না জানা সত্যিই খুব খারাপ।

মালকিন : ঐ বয়সী লোকটার নাম মার্কী দেসার্সি। ও ছিলো ভোগী লোক, খুবই ভদ্র, মেয়ের সতীত্বে প্রায় বিশ্বাসই করত না।

জাক : ঠিকই করত।

মালকিন : মহাশয় জাক আপনি আমার কথার মাঝখানে কথা বলছেন।

জাক : গ্রঁ-স্যার-এর মহাশয়া মালকিন, আমি আপনাকে বলছি না।

মালকিন : মার্কী মহাশয় এমন অদ্ভুত একজন মহিলাকে দেখলেন যাকে শ্রদ্ধা না করে

পারলেন না। তাঁর মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে। এই বিধবার প্রয়োজনীয় ভব্যতা, বংশ-মর্যাদা, পয়সা এবং গর্ব ছিল। শ্রী দেসারসি তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে একমাত্র মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের অনুরক্ত হলেন। অক্লান্ত ভাবে তাঁকে প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন এবং সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের স্বার্থত্যাগ করে তাঁর কাছে প্রমাণ করতে লাগলেন যে তিনি তাঁকে ভালোবাসেন। এমন কি বিবাহের প্রস্তাবও করলেন ; কিন্তু ভদ্রমহিলা প্রথম বিবাহে এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে …(মাদাম !-কি ?-ছোলার সিন্দুকের চাবি।—পেরেকে দেখ, যদি না পাও, সিন্দুকের তালায় দেখ) দ্বিতীয় বার বিয়ে করবার চেয়ে সে কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে পছন্দ করতেন।

জাক : ওটা ওপরে লেখা ছিল।

মার্লাকন : মহিলা একা একা থাকতেন, কারোর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। মার্কী ছিলেন তাঁর স্বামীর বন্ধু, ভদ্রমহিলা তাঁকে বাড়িতে আসতে দিতেন। মার্কীর ন্যাকা ন্যাকা মেয়েলী হাবভাবটাকে প্রেমের লক্ষণ হিসাবে ক্ষমা করাই উচিৎ কারণ তিনি ছিলেন ভদ্রলোক। মার্কীর অক্লান্ত চেষ্টা, তাঁর ব্যক্তিগত গুণ, যৌবন, খাঁটি অনুরাগের লক্ষণ, একাকিত্ব, স্নেহের প্রতি আকর্ষণ, মানে এক কথায় আমাদের পটাবার জন্য পুরুষদের যা কিছু আছে তার সমস্ত… (মাদাম !—কি হলো ?—পোস্টম্যান এসেছে। —ওকে সবুজ ঘরে বসাও আর যে মদটা ওকে খেতে দেওয়া হয় সেটা দাও) আশানুরূপ ফল দিল। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে অনেকদিন মার্কীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে, নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবেশেষে মার্কীকে সুখী করলেন, মার্কী যদি তাঁর প্রেমিকার প্রতি তাঁর পূর্বোচ্চারিত মনোভাব বজায় রাখতে পারতেন তাহলে তিনি সৌভাগ্যের চরম আনন্দ পেতে পারতেন। মহাশয়রা আসলে মেয়েরাই শুধু ভালোবাসতে জানে ; পুরুষরা তা বোঝেই না…(মাদাম !—কি ?—আশ্রমের ভিক্ষা। —ওঁকে এই ভদ্রলোকদের তরফ থেকে বারো সু আর আমার তরফ থেকে ছ সু দাও। আর অন্যান্য ঘরগুলোয় ওঁকে নিজে যেতে বল)। কয়েক বছর বাদেই মার্কীর মনে হতে লাগল যে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের জীবন বড় একঘেয়ে। তিনি তাঁকে সমাজে মেলামেশা করবার কথা বললেন : মাদাম রাজী হলেন ; সান্ধ্য ভোজ-সভার আয়োজন করতে বললেন, তিনি রাজী হলেন ; কয়েকজন পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করতে বললেন, তিনি রাজী হলেন। ক্রমশ মার্কী দুচারদিন মাদামের সঙ্গে দেখা না করে কাটাতে লাগলেন, তাঁরই আয়োজিত ভোজসভায় অনুপস্থিত থাকতে আরম্ভ করলেন ; মাদামের বাড়িতে থাকার সময় কমতে লাগল ; কাজে ছুতো দেখা দিল : এসেই সোফায় শুয়ে পড়বেন, একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন সেটা ফেলে দিয়ে কুকুরের সঙ্গে কথা বলতেন বা ঘুমিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যের খাতিরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল : বলতেন এটা হলো এঁশ্যাঁর মতো (এঁশ্যাঁ বিরাট লোক, অন্যেরা যে সব ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে পড়ে এমন সব

রুগীদের এ'শ্যা সারিয়ে দেয়) এই রকম সব কথা বলতে বলতে ছড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে মাদামকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে যেতেন। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে …(মাদাম !—কি ?—পিপের মিস্ত্রী—মাটির নীচের ঘরে, যেখানে মদের পিপেগুলো আছে সেখানে নিয়ে যাও)। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বুঝতে পারলেন যে মার্কীর ভালোবাসায় ভাঁটা পড়েছে, সেটার ব্যাপারে নিশ্চিৎ হতে হবে। এখন শুনুন যে তা তিনি কি ভাবে হলেন…(মাদাম !—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি)

এইসব বাধায় অতিষ্ঠ হয়ে মালকিন নীচে নেমে গেলেন এবং আর যেন বাধা না পড়ে তার ব্যবস্থা করে উঠে এলেন।

মালকিন : একদিন সান্ধ্যভোজের পর মাদাম মার্কীকে বললেন : তুমি অন্যমনস্ক।

—মার্কীস তুমিও অন্যমনস্ক।

—তা সত্যি, আর তার জন্য আমি দুঃখিত।

—তোমার কি হয়েছে ?

—কিচ্ছু না।

—এটা ঠিক বলছ না। মার্কী হাই তুলে বললেন : আমায় বল তাতে তোমার আর আমার দুজনেরই একঘেয়েমি কাটবে।

—তোমার কি একঘেয়ে লাগছে ?

—না, তবে মাঝে মাঝে…

—একঘেয়ে লাগে।

—তুমি ভুল করছ, সত্যি বলছি যে তুমি ভুল করছ : আসলে কি জানো, কোনো কোনো দিন…কেন যে এমন লাগে, তা বোঝা যায় না।

—বন্ধু অনেক দিন ধরেই তোমায় একটা কথা বলতে ইচ্ছে করেছে ; কিন্তু পাছে তুমি দুঃখ পাও তাই বলতে সাহস হচ্ছে না।

—তোমার কথায় আমি দুঃখ পাব ?

—হয়ত সত্যি, কিন্তু ভগবান সাক্ষী, আমার কোনো দোষ নেই…(মাদাম ! মাদাম !

—যার জন্যেই হোক আমাকে ডাকতে বারণ করেছি না, আমার বরকে বলো।

—তিনি নেই) এই দেখুন মালকিন নেমে গিয়ে, উঠে এসে আবার গল্পটা শুরু করল :

"…আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা হয়েছে, মনে হয় এটা এক ধরনের অভিশাপ যার দ্বারা মানুষ মাত্রেই কষ্ট পায়, কারণ আমি, এমন কি আমিও এর থেকে নিস্তার পেলাম না।

—ওঃ এটা তোমার নিজের…আর ভয় পাচ্ছ। …ব্যাপারটা কি ?

—মার্কী ব্যাপারটা হলো…। আমি দুঃখ পাচ্ছি, তোমাকেও দুঃখ দেব আর সব দিক ভেবে দেখলে আমার চুপ করে থাকাই ভালো।

—না না বন্ধু বলো, আমার কাছেও কি তুমি কিছু গোপন করবে ? আমাদের প্রথম চুক্তি ছিল যে আমরা আমাদের হৃদয় একে অপরের কাছে পুরোপুরি মেলে দেব তাই না ?

—তা সত্যি। আমি নিজেকে যতটা ধিক্কার দিই তার চেয়েও অনেক বড় দোষ আমায় কষ্ট

দিচ্ছে। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে আমি আর আগের মতো হাসি-খুসি নেই? আমার শখ চলে গেছে; প্রয়োজন না হলে আমি পান-আহার করি না; আমি ঘুমোতে পারি না। রাতে নিজেকে প্রশ্ন করি: ও কি আগের চেয়ে কম অমায়িক? না। আমার প্রতি ওর মমতা কি কমে গেছে? না। কোনো গোপন প্রেমের জন্য কি ওকে দোষ দেওয়া যায়? না। তাহলে তোমার বন্ধু যখন পাল্টায় নি তখন কি তুমি পাল্টেছ? তা পাল্টেছ: তুমি নিজের কাছে তা লুকোতে পারবে না; আগের মতো অস্থির হয়ে তুমি তার জন্য অপেক্ষা কর না; ওকে দেখে তোমার আগের মতো আনন্দ হয় না; ওর দেরী হলে আগের মতো উৎকণ্ঠা; ওর গাড়ির শব্দে, ওর আসবার খবরে, ওকে দেখে আগের মতো মিষ্টি সুখানুভূতি আর তোমার হয় না।

—মাদাম তুমি কি বলছ!

মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে দু হাতে চোখ ঢেকে একটু ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আর বললেন: "মার্কী তোমার বিস্ময় ও যেসব কটু কথা তুমি আমায় বলবে তা বুঝতে পারছি। মার্কী! ওগুলো থেকে আমায় মুক্তি দাও··· । না না বলো; বিনা প্রতিবাদে তা শুনবো কারণ তা আমার প্রাপ্য। হ্যাঁ প্রিয় মার্কী···হা আমি···কিন্তু তার সংগে লজ্জা ও তোমার কাছে গোপন করবার জন্য ঘৃণার পাত্র না হয়ে যা ঘটল তাকি ভালো হলো না? তুমি বদলাওনি কিন্তু তোমার বান্ধবী বদলে গেছে; তোমার বান্ধবী তোমায় শ্রদ্ধা করে কিন্তু···আমার মতো নারী যে তার হৃদয়ের সবচেয়ে গোপন কোণে যা ঘটেছে এবং যার ওপর কোনো কারণ সে আরোপ করে না, তা স্বীকার করে তার দ্বারা তার প্রেমকেই সে ব্যক্ত করল। আবিষ্কারটা অত্যন্তই ঘৃণ্য কিন্তু তা সত্য। মার্কীস দ্য লা পমেরাইয়ে, এই আমি, আমি হালকা, একাগ্র নয়। ···মার্কী আমার ওপর রেগে যাও, সবচেয়ে অকথ্য গালিগালাজ আমাকে করো, সেগুলো আমি নিজেই নিজেকে বলেছি সমস্ত মেনে নেবো, শুধু আমায় মিথ্যাচারিণী বোলো না কারণ তা আমি নই ··· (বউ! —কি? —কিছু না। —উঃ এ বাড়িতে এক মিনিটও সুস্থির থাকতে পারব না, এমন কি যেসব দিন একজন লোকও থাকে না। এমন মাথা মোটা স্বামী নিয়ে আমার যে কি জ্বলন তা যদি কেউ বুঝত।) এই কথা বলে মাদাম সোফায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। মার্কী তাঁর পায়ে পড়ে বললেন: "তুমি সুন্দরী, তুমি আদরণীয়া, তোমার মতো মহিলা আর নেই। তোমার সত্যকথন, তোমার অকপটতা আমায় হতবাক করে দিয়েছে এবং আমার লজ্জায় মরে যাওয়া উচিৎ। আহা! এই মুহূর্তে তোমায় আমার চেয়ে কত বেশী মহান করে তুলেছে। নিজেকে তোমার কাছে কত ছোট লাগছে। তুমিই প্রথম বললে অথচ আমিই প্রথম দোষ করেছি। তোমার সততা আমায় শিক্ষা দিয়েছে এবং নিজের কাছে আমি জঘন্য দানব বলে প্রতীয়মান হবো যদি তা আমাকে শিক্ষা না দেয় এবং আমি স্বীকার করছি তোমার হৃদয়ের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে আমারও হৃদয়ের কথা। তুমি যা যা বলেছ আমিও নিজেকে তাই বলছি; কিন্তু আমি চুপ করে থেকে কষ্ট পাচ্ছিলাম আর আমি জানি না করে তা বলবার সাহস আমার হতো।

—বন্ধু সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ সত্যি; আর এখনো যে ভঙ্গুর ও প্রতারক মোহ আমাদের যুক্ত করে রেখেছিল তার

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একে অপরকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।
—সত্যি বলতে কি আমার প্রেম কি প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেত যদি আমার প্রেম জ্বলতে থাকা-কালীন তোমার প্রেম নিভে যেত।
—বা আমার মধ্যে তা প্রথমে নিভত।
—ঠিকই বলেছ, আমি তা বুঝতে পারছি।
—এই মুহূর্তের মতো কখনই তুমি আমার কাছে এত মিষ্টি, এত সুন্দর হয়ে ওঠো নি, এবং অতীতের অভিজ্ঞতা যদি আমায় শিক্ষা দিয়ে থাকে তো মনে হয় কখনই তোমায় এত ভালো লাগে নি।" এই কথা বলতে বলতে মার্কী তাঁর হাতে চুমু খাচ্ছিল··· (বউ! —কি ? —খড়ওয়ালা। —খাতায় দেখ না। —খাতাটা কই ? ···ঠিক আছে, পেয়েছি) মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে এই হৃদয়বিদারী আঘাতকে ভেতরে চেপে রেখে মার্কীকে বললেন : "কিন্তু মার্কী আমাদের কি কর্তব্য ?
—আমরা একে অপরের কাছে দোষী নয় ; আমার শ্রদ্ধায় তোমার দাবি আছে এবং মনে হয় না যে তোমার শ্রদ্ধায় আমার যে দাবি তা পুরোপুরি হারিয়েছি ; আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করব। আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবো। যে প্রেম নিভে যায় তার সঙ্গে সাধারণত যেসব অশান্তি, প্রতারণা, বাদানুবাদ, রাগ ইত্যাদি যুক্ত থাকে তার থেকে মুক্ত হয়ে আমরা অনন্য হবো। তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে পাবে এবং আমাকেও তা ফিরিয়ে দেবে, আমরা যে যার জীবনের পথে চলবো ; তোমার বিজয়গুলির গোপন শ্রোতা হবো ; আমিও আমারগুলি তোমার কাছে গোপন রাখব না, অবশ্য নিজের ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কারণ তুমি ঐ ব্যাপারটা আমার পক্ষে শক্ত করে দিয়েছ। খুব ভালো হবে! তোমার উপদেশ দিয়ে তুমি আমায় সাহায্য করবে, বিপদজনক পরিস্থিতিতে তোমার প্রয়োজনে আমিও উপদেশ দিয়ে তোমায় সাহায্য করব। কখন কি হয় তা কে বলতে পারে ?"

জাক : কেউ না।

মালকিন : এটা হওয়াও খুবই স্বাভাবিক যে জীবনের পথে যত চলবো ততই তুলনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য নারীদের চেয়ে তুমি বড় হয়ে উঠবে এবং আর গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা আমার কাছ থেকে পাবে এবং মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েই একমাত্র যে আমাকে সুখী করতে পারবে এ ব্যাপারে আরও নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে আসব ; আর ফিরে এলে সমস্ত কিছু পণ করে বলতে পারব যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমারই থাকব।

—এমন যদি হয় যে ফিরে এসে তুমি আমাকে আর পাবে না ? ভেবে দেখ মার্কী, মানুষ সব সময়ে ঠিক থাকতে পারে না ; আর এটা একেবারেই অসম্ভব নয় যে কোনো মতেই তোমার সমতুল্য নয় এমন কারোর প্রেমে আমি পড়ব না।
—তাতে আমি নিশ্চয় ভেঙে পড়ব ; কিন্তু কাউকে দোষ দিতে পারব না ; দোষ দেব আমার ভাগ্যকে যে আমরা যুক্ত থাকাকালীন অবস্থায় আমাদের বিযুক্ত করেছে এবং যা আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে যখন আমরা আর···"
এই সব কথাবার্তার পরে মনুষ্য হৃদয়ের অস্থিরতা, উপদেশাবলীর অসারতা, বিবাহ-বন্ধন

ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো…

(মাদাম ! —কি ? —হিসাব) মালকিন বলল : "মহাশয়রা আমাকে যেতে হবে আপনারা যদি গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনতে চান তাহলে সব কাজ শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যায় আমি বাকিটা বলব…" (মাদাম ! —ও বউ ! …মালকিন ! —যাচ্ছি যাচ্ছি বাবা…)

মালকিন চলে যাবার পর মনিব চাকরকে বলল : জাক একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস ?

জাক : কোনটা ?

মনিব : সাধারণ সরাইখানার মালকিনের চেয়ে এই মহিলা অনেক ভালো গল্প বলতে পারে।

জাক : সত্যি। সরাইখানার লোকেদের জন্য গল্পে যখন বাধা পড়ছিল তখন আমার খারাপ লাগছিল।

মনিব : আমারও।

আর পাঠক আপনি, পরিষ্কার বলুন ; কারণ দেখুন আমরা কেমন সরলভাবে কথা বলছি ; আপনারা কি চান যে এই সুন্দর বক্তা মালকিনকে ছেড়ে আমরা জাকের প্রেমের গল্পে ফিরে যাই ? আমার কিছুই আসে যায় না। এই মহিলা যখন আবার ওপরে আসবেন তখন বকন্তবুড়ে জাক নিজের ভূমিকা নিয়ে এই মহিলার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারলে খুশিই হবে ; এবং দরজার চাবির ফাঁক দিয়ে যে কথা তাকে বলবে তা হলো : "মাদাম শুভ রাত্রি, মনিব ঘুমিয়ে পড়েছেন ; আমি শুতে যাচ্ছি : আবার যখন এ পথে যাব তখন বাকি গল্পটা শুনবো।"

"দুইজন দেহী প্রথম যে উপদেশটা একে অপরকে দিয়েছিল তা দিয়েছিল গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে এমন একটা পাথরের সামনে ; তারা কায়মনোবাক্যে এমন এক বিধাতাকে মেনে নিয়েছিল যে কখনই এক ভাবে কাজ করে না ; সব কিছুই তাদের মধ্যে ও তাদের চারপাশে ঘটছিল আর তারা ভাবছিল যে তারা জীবনকে বুঝতে পারছিল। শিশু ! সর্বদাই শিশু…।" জানি না এ চিন্তা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, জাক, তার মনিব না আমার ; এটা নিশ্চয়ই যে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের মাথা থেকে বেরিয়েছে আর এই চিন্তার আগে ও পরে অনেক চিন্তা এসেছে যেগুলো জাক, তার মনিব ও আমাকে রাতের খাওয়া, তার পরও মালকিনের ওপরে আসা পর্যন্ত নিয়ে যেত যদি না জাক তার মনিবকে বলত : "কর্তা বুট জুতো নিয়ে আপনি যে সব বড় বড় কথা বললেন সেগুলো আমাদের গ্রামের বুড়োরা যে পুরোনো হিতোপদেশটা বলত তার মতো ভালো নয়।"

মনিব : এই হিতোপদেশটা কি ?

জাক : খাপ আর ছুরির গল্প। একদিন খাপ আর ছুরি ঝগড়া শুরু করল ; ছুরি খাপকে বলল, "খাপ, তুমি বদমাশ, কারণ রোজ তুমি নতুন নতুন ছুরিকে নাও… ।" খাপ উত্তর দিল : "তুমিই বদমাশ কারণ রোজ তুমি নতুন নতুন খাপে যাও… । খাপ তুমি আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে…ছুরি তুমিই আমায় প্রথমে ঠকিয়েছ।" ঝগড়াটা খাবার টেবিলে লেগেছিল। যে তাদের মাঝে

বসেছিল সে বলল : "খাপ ও ছুরি তোমরা রোজ বদলে ভালোই করো কারণ তা তোমাদের ভালো লাগে ; কিন্তু তোমরা যে পাল্টাবে না এই প্রতিজ্ঞা করাটাই তোমাদের ভুল হয়েছিলো। ছুরি, তুমি কি বোঝ না যে তুমি বিভিন্ন খাপে যাবে বলেই তুমি তৈরী হয়েছিলে আর খাপ তুমিও বোঝ না যে তোমায় বিভিন্ন ছুরিকে নিতে হবে ? ছুরি, তুমি সেইসব পাগল ছুরিদের একজন যে প্রতিজ্ঞা করে যে সে এক বিশেষ খাপেই যাবে আর খাপ, তুমিও সেইসব পাগল খাপেদের একজন যে প্রতিজ্ঞা করে যে সে একটা বিশেষ ছুরিকেই নেবে। প্রতিজ্ঞা করাটাই তোমাদের পাগলামি হয়েছে।"

মনিব জাককে বলল : "তোর হিতোপদেশের গল্পে হিতোপদেশ তেমন না থাকলেও গল্পটা বেশ মজার। একটা কথা বার বার আমার মাথায় ঘুরে ফিরে আসছে, সেটা হলো, আমি আমাদের এই মালকিনের সংগে তোর বিয়ে দিয়ে দেখতে চাই যে বকতে ভালো-বাসে এমন এক স্বামী চুপ করে থাকার পাত্রী নয় এমন স্ত্রীর সংগে কেমন করে কাটাবে ?

জাক : যেমন করে আমার জীবনের প্রথম বারো বছর আমি ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার কাছে কাটিয়েছি।

মনিব : তাদের নাম কি ? তারা কি করত ?

জাক : তারা পুরোনো জিনিস কেনা-বেচা করত। ঠাকুর্দা জাসোঁর অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। পরিবারের সবাই ছিল গম্ভীর ; তারা সকালে উঠে জামা-কাপড় পরে যে যার কাজে চলে যেত। সন্ধ্যায় তারা চেয়ারে গা এলিয়ে দিত ; মা ও মেয়েরা চুপচাপ সুতো কাটত, সেলাই-ফোঁড়াই করত, ছেলেরা বিশ্রাম করত আর বাবা ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়ত।

মনিব : তুই কি করতিস ?

জাক : একটা মুখ বাঁধার ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘরে চলে যেতাম।

মনিব : মুখ বাঁধার ব্যান্ডেজ নিয়ে !

জাক : হ্যাঁ ঐ পাপী মুখ বাঁধার ব্যান্ডেজের জন্যই তো আমি এত বকুন্তুড়ে হয়েছি। মাঝে মাঝে হপ্তা পার হয়ে যেত জাসোঁর বাড়িতে কেউ মুখ খুলত না। তাঁর দীর্ঘ জীবনে ঠাকুমা শুধু বলতেন বিক্রীর টুপি, আর ঠাকুর্দা ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দোকানে খাড়া দাঁড়িয়ে শুধু বলতেন এক পয়সা। এমনকি মাঝে মাঝে তিনি বাইবেল সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করতেন।

মনিব : কেন ?

জাক : পুনরুক্তির জন্য সেটাকে তিনি পবিত্র আত্মায় অভদ্র বকবকানি মনে করতেন। তিনি বলতেন যে বাইবেলের কথকরা গাধা এবং যারা তাদের কথা শোনে তাদের তারা গাধা বলে মনে করে।

মনিব : মুখ বাঁধার ব্যান্ডেজ নিয়ে বারো বছর চুপ করে থাকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে মালকিন কথা শুরু করবার আগেই তুই যদি···

জাক : আমার প্রেমের গল্পটার আবার খেই ধরি ?

মনিব : না, অন্যটা তোর কাপ্তেনের বন্ধুর গল্পটা।

জাক : উঃ কর্তা কি সাংঘাতিক আপনার মনে রাখার ক্ষমতা।

মনিব : জাক, খোকা জাক···

জাক : আপনি হাসছেন কেন ?

মনিব : তোর ঠাকুর্দার বাড়িতে মুখ বাঁধা অবস্থায় তোর কথা ভেবে।

জাক : যখন কেউ থাকত না তখন ঠাকুমা ওটা খুলে দিতেন, আর ঠাকুর্দা দেখতে পেলে মোটেই খুশী হতেন না ; বলতেন : ভালো, এটা করো, আর এই ছোঁড়াটা সেরা বকুন্তুড়ে হবে। তাঁর ভবিষ্যত বাণী সত্য হয়েছে।

মনিব : এই জাক, আমার আদরের জাক, কাপ্তেনের বন্ধুর গল্পটা।

জাক : এই চান্স ছাড়ব না ; কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন না।

মনিব : তার মানে গল্পটা জমাটি।

জাক : না এটা আরও একজন ফরাসী সৈনিকের জীবনে ঘটেছে, যতদূর মনে পড়ছে তাঁর নাম শ্রী দ্য গ্যারশি।

মনিব : আমি সেই ফরাসী কবির মতো বলব যিনি সুন্দর একটা এপিগ্রাম তৈরী করেছিলেন এবং তাঁরই সামনে কেউ একজন সেটা নিজের নামে চালাতে গেছিল : আমি যদি একই জিনিস বানাতে পেরে থাকি তাহলে কেন উনি ওটা বানাতে পারবেন না।" দ্য গ্যারশি নামে একজন ফরাসী সৈনিকের জীবনে যেটা ঘটেছে বলে জাকের গল্পটা তার কাপ্তেনের বন্ধুর জীবনে বা ঘটবে না কেন ? এই গল্পটা বলে তুই এক ঢিলে দুই পাখী মারবি কারণ ঐ দুজনের ঘটনা আমি জানি না।

জাক : বেশ। আমার কাছে দিব্যি কেটে বলুন।

মনিব : দিব্যি কাটছি।

পাঠক আপনাদের কাছ থেকে একই ধরনের প্রতিজ্ঞা দাবি করতে আমার লোভ হচ্ছে ; কিন্তু আপনাদের সামনে জাকের চরিত্রের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পুরোনো জিনিসপত্রের ব্যবসাদার ঠাকুর্দার মুখে চাবি জাসোঁর কাছ থেকে জাক যেটা পেয়েছিলো, সেটা হলো, যদি জাক কথা বলতে ভালোবাসত তবুও সাধারণ বকুন্তুড়েদের থেকে জাক ভিন্ন কারণ পুনর্কথন করতে জাক অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করত। সে মাঝেমাঝে তার মনিবকে বলত : কর্তা আপনি আমার জন্য এক অত্যন্ত দুঃখময় ভবিষ্যত তৈরী করছেন ; যখন আমার আর কিছুই বলবার থাকবে না তখন আমি কি করব ?

—তুই আবার শুরু করবি।

—জাক আবার শুরু করবে। অদৃষ্টে উল্টোটা লেখা আছে ; আর যদি আবার শুরু করি তাহলে আমি নিজেকে চেঁচিয়ে না বলে পারব না যে : তোর ঠাকুর্দা যদি তোর কথা শুনতেন!

জাক : সেই সময়, যখন স্যাঁ- জার্ম্যাঁ ও স্যাঁ লোরঁর মেলায় ভাগ্য পরীক্ষার খেলা হতো।

মনিব : কিন্তু এ তো পারীতে আর তোর কাপ্তেনের বন্ধু তো সীমান্তে কমান্ডার ছিলো।

জাক : ভগবানের দোহাই, কর্তা আমায় বলতে দিন···। কয়েকজন সৈন্যদলের অফিসার একটা দোকানে ঢুকে দেখল যে অন্য একজন অফিসার দোকানের মালকিনের সংগে

আড্ডা মারছে। অফিসারদের মধ্যে একজন 'পাস-দিস' খেলার কথা বলল ; এটা আপনার জানা প্রয়োজন যে আমার কাপ্তেনের কাল হবার পর তাঁর বন্ধু বড়লোক হয়ে গেছিল এবং জুয়াড়ীও হয়েছিল । সে বা শ্রী দ্য গ্যারশি রাজি হলো। লটারীতে ছক চালার গেলাসটা বিপক্ষের হাতে পড়ল, এবং যত দান সে চালে তত দানই সে জেতে, একবারও হারে না। খেলা জমে উঠল, বাজি বাড়তে লাগল কিন্তু বিপক্ষ জিতেই চলল, এমন সময়, যারা খেলা দেখছিল তাদের মধ্যে একজন শ্রী দ্য গ্যারশি বা আমার কাপ্তেনের বন্ধুকে ক্ষান্ত দিতে বলে বলল সে বিপক্ষ তুক্‌ তাক্‌ জানে। কথাটা সে ঠাট্টা করেই বলেছিল কিন্তু আমার কাপ্তেনের বন্ধু বা শ্রী দ্য গ্যারশির মনে হলো যে তিনি একটা জোচ্চোরের সঙ্গে খেলছেন ; ফলে তিনি হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বার করলেন এবং যেই তাঁর বিপক্ষ ছকটাকে গেলাসে তোলবার জন্য হাত বাড়িয়েছে অমনি তিনি ছুরি দিয়ে তার হাতটা টেবিলে গেঁথে দিয়ে বললেন, "যদি ছক দুটোয় কোনো গোলমাল থাকে তাহলে তুমি জোচ্চোর আর যদি তা না হয় তো আমি দোষি"...দেখা গেল ছক দুটোয় কোনোই গোলমাল নেই। শ্রী দ্য গ্যারশি বললেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং এর জন্য যে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে আমি প্রস্তুত"। আমার কাপ্তেনের বন্ধু কিন্তু বলেছিলেন : "আমি পয়সা খুইয়েছি, একজন ভদ্রলোকের হাত ফুটো করেছি : কিন্তু এর বদলে মনের সুখে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করতে পারব । হাতে ছেঁদাওয়ালা অফিসারটি ব্যান্ডেজ বাঁধতে চলে গেল। হাত সেরে যাওয়ার পরে সে যে তার হাত ফুটো করেছিলো তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করল, ইনি বা শ্রী দ্য গ্যারশি এটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন। অন্যজন, মানে আমার কাপ্তেনের বন্ধু আনন্দে অফিসারটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনার জন্য যে কি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না।" তারা মাঠে গেল ; যে হাত ফুটো করেছিলো, শ্রী দ্য গ্যারশি বা আমার কাপ্তেনের বন্ধু আহত হলো ; যার হাতে ছেঁদা হয়েছিলো সে আহতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলল, "মহাশয় আবার দেখা হবে...।" শ্রী দ্য গ্যারশি উত্তর দিলেন না, আমার কাপ্তেনের বন্ধু বললেন : "মহাশয় সেই আশাতেই রইলাম"। তারা দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার এমনি ভাবে আট দশ বার লড়ল এবং যে হাত ফুটো করে দিয়েছিলো সে আর পারী থেকে নড়বার নামটি পর্যন্ত করে না। এঁরা দুজনেই উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসার, দুজনেই অত্যন্ত যোগ্য লোক, তাঁদের কথা পাঁচ কান হলো ; মন্ত্রী মহাশয় হস্তক্ষেপ করলেন। একজনকে পারীতে রাখা হলো, অন্যজনকে তাঁর ক্যাম্পে ফিরে যেতে বলা হলো। শ্রী দ্য গ্যারশি রাজসভার আদেশ মেনে নিলেন ; আমার কাপ্তেনের বন্ধু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, দুজন বীরের চরিত্রে এই একটা মাত্রই পার্থক্য, একজন স্থির মস্তিষ্কের লোক, অন্যজন একটু ছিটেল।

এতদূর পর্যন্ত আমার কাপ্তেনের বন্ধু ও শ্রী দ্য গ্যারশির গল্প এক : ঘটনা একই তাই দুজনেরই নাম করেছি, কর্তা শুনছেন তো ? এবার আমি তাদের আলাদা করব এবং কেবল আমার কাপ্তেনের বন্ধুর কথাই বলব, কারণ বাকিটা

তার ঘটনা। কর্তা! এতেই বুঝবেন যে আমরা নিয়তির কাছে কত অসহায় আর ঐ কাগজের বিরাট বাণ্ডিলটায় কতশত অদ্ভুত ব্যাপার লেখা আছে। আমার কাপ্তেনের বন্ধু বা যে হাত ছেঁদা করেছিলো, সে দেশে যাবার অনুমতি চাইল: তা পেলো। তাকে পারী হয়েই যেতে হবে। সে একটা ডাক-গাড়িতে সিট রিজার্ভ করল। রাত তিনটের সময় গাড়িটা ওপেরার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো; সেই সময় ওপেরার নাচও শেষ হলো। তিনচার জন অপরিণামদর্শী যুবক ঠিক করল যে পথিকদের সংগে জলখাবার খাবে; ভোর বেলায় জলখাবার খাওয়া শুরু হলো। এ ওকে দেখল—যার হাত ছেঁদা হয়েছিলো সে, যে হাত ছেঁদা করেছিলো, তাকে চিনতে পারল। এ ওর হাতে হাত মেলাল, কোলাকুলি করল এবং বলল যে এই অভাবনীয় সাক্ষাতে তারা কতো খুশী হয়েছে; একটু বাদেই তারা হাতে তলোয়ার নিয়ে একটা গোলাবাড়ির পেছনে গেল, একজনের পরনে নাচে যাবার পোশাক, অন্যজনের পরনে যাত্রীর পোশাক। এবার, যে হাতে ছেঁদা করেছিলো বা আমার কাপ্তেনের বন্ধু ধরাশায়ি হলো। তার বিপক্ষ, তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে, বাকিদের সংগে পানাহার করতে লাগল। একদল যাবে গাড়িতে, তাদের গন্তব্যের পথে, অন্যদল শহরে ফিরবে, ঘোড়ায় চড়ে…এমন সময় মালকিন এসে জাকের গল্পে পূর্ণচ্ছেদ টানল।

সে তো উঠে এলো: পাঠক আমি আপনাকে আগেই বলে দিচ্ছি যে তাকে ফেরত পাঠাবার ক্ষমতা আমার নেই। —কেন? —কারণ সে দু'হাতে দু' বোতল শ্যাম্পেন এনেছে এবং ওপরে লেখা আছে, যে বক্তা এইভাবে শুরু করে সে জাককে শ্রোতা হিসাবে পাবেই। সে ঢুকে, বোতল দুটো টেবিলে রেখে জাককে বলল: "আসুন শান্তি স্থাপনা করা যাক…।" মালকিন তার যৌবনের প্রথম ভাগ পার হয়ে গেছে, লম্বা ভরাট চেহারা, চটপটে স্বভাব, স্বাস্থ্যবতী; সুন্দর মুখ, হাঁমুখটা একটু বড়ো, হনু উঁচু, টানা টানা চোখ, মসৃণ তার ত্বক, হাসিখুশি মেজাজ, হাতদুটো একটু শক্ত কিন্তু হাতের তেলো আর আঙুল অপূর্ব, সত্যিই আঁকবার মতো হাত; এই হলো মালকিনের চেহারা। জাক তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলো; সুন্দরী মহিলা আর ভালো মদের বিরুদ্ধে তার রাগ মোটেই স্থায়ী হতে পারে না, ওর সম্পর্কে ওপরে তাই লেখা ছিলো, পাঠক আপনার, আমার ও অন্যান্য অনেকের সম্পর্কে একই কথা লেখা আছে। মনিবকে মালকিন বলল "আপনি কি ছেড়ে দেবেন নাকি? একশ মাইলের মধ্যে এর চেয়ে ভালো জিনিস আপনি পাবেন না।" এই বলে সে একটা বোতল দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে তার ছিপি খুলল এবং অত্যন্ত পাকা হাতে বোতলের মুখটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঢেকে রাখল, যাতে এক ফোঁটা মদও না পড়ে। জাককে বলল: "চট্ করে তোমার গেলাসটা দাও।" জাক তার গেলাস বাড়ালো আর মালকিন বোতলের মুখ থেকে বুড়ো আঙুলটা অল্প সরালো, ফলে শ্যাম্পেনের ফেনা পিচকারির মতো বেগে বেরিয়ে জাকের মুখ ভরিয়ে দিলো। জাক এই ফাজলামিতে না চটে মালকিন ও মনিবের হাসিতে তার অট্টহাস্য মেশালো। মদটাকে ভালো করে চাখবার জন্য সবাই সবার নামে কয়েক গেলাস খেলো, তারপর মালকিন বলল: "ভগবানের দয়ায় ওরা সবাই শুয়ে পড়েছে, এখন কেউ আর আমাকে বিরক্ত করবে

না, শান্তিতে গল্পটা বলতে পারব।” শ্যাম্পেনের দয়ায় বেড়ে যাওয়া প্রাণবন্ততা ভরা চোখ দিয়ে মালকিনের দিকে তাকিয়ে জাক তার মনিবকে বলল : “আমাদের মালকিন পরীর মতো রূপসী ছিলো ; কি বলেন কর্তা ?

মনিব : রূপসী ছিলো ? —এখনও আছে !

জাক : কর্তা ঠিকই বলেছেন, আমি অন্য কারোর সংগে ওর তুলনা করব না ওর রূপের তুলনা করব ওরই যৌবনের রূপের সংগে।

মালকিন : এখন আর কি দেখছেন, যখন হাতের মুঠোয় আমার কোমর ধরা যেতো তখন আমায় দেখলে বুঝতেন ! লোকে এখানে থাকবার জন্য চার ক্রোশ পথ বেশী হাঁটত। কিন্তু ভালো-মন্দ যেসব লোকের মুণ্ডু আমি ঘুরিয়েছি তাদের কথা বাদ দিয়ে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের কথায় আসা যাক।

জাক : যেসব ভালো-মন্দ লোকের মুণ্ডু আপনি ঘুরিয়েছেন তাদের বা আমার স্বাস্থ্য কামনা করে এক পাত্তর খেলে কেমন হয় ?

মালকিন : আপনার স্বাস্থ্যটা ধরে বা না ধরে, নিশ্চয় ওদেরও দাবি আছে। জানেন, দশ বছর ধরে আমার সম্মান বজায় রেখে আমি সৈন্যদের রানী ছিলাম। আমাকে ছেড়ে যুদ্ধ করতে যাবার সময় অনেকেই বেশ দুঃখ পেতো। ওরা খুব ভালো লোক ছিলো ; না আমার না ওদের কারোরই কারোর ওপর কোনো রাগ নেই। কখনও হ্যান্ডনোট লেখাতে হয় নি ; অপেক্ষা করতে হয়েছে বটে কিন্তু চার বছরের মধ্যেই টাকা ফেরত পেয়েছি…”

এইবার মালকিন সেই সব অফিসারদের নাম করতে লাগল ; যাদের ট্যাঁক সে খালি করেছে ; শ্রী অমুক, অমুক রেজিমেন্টের কর্ণেল, শ্রী অমুক, অমুক রেজিমেন্টের কাপ্তেন, এবার জাক চেঁচিয়ে উঠল : “আপনি আমার কাপ্তেনকে চিনতেন ? আমার কাপ্তেন ! ও আমার কাপ্তেন !”

মালকিন : চিনতাম না ? লম্বা চওড়া লোক, একটু শুকনো ; গম্ভীর বাবুদের মতো চাল-চলন, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতেন, ডান গালে দুটো লাল তিল। আপনি তাঁর কাছে কাজ করতেন ?

জাক : হ্যাঁ !

মালকিন : আপনাকে আরও ভালো লাগল ; আপনার প্রথম মালিকের কিছু গুণ আপনি নিশ্চই পেয়েছেন, আপনার কাপ্তেনের স্বাস্থ্য পান করা যাক।

জাক : যদি তিনি এখনও বেঁচে থাকেন।

মালকিন : বেঁচে আছেন বা মারা গেছেন, তাতে কি আসে যায় ? সৈন্যরা তো মরবার জন্যই। গোটা দশেক অবরোধ আর পাঁচ ছ'টা যুদ্ধের পর, মরতে তাদের কিই বা আপত্তি থাকতে পারে ?…তা যাক আরও এক গেলাস খেয়ে আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক।

জাক : ঠিক বলেছেন।

মালকিন : আপনার মতটা জেনে খুশী হলাম।

মনিব : কারণ আপনার মদটা খুবই ভালো।

মার্লকিন : আমার মদের কথা বলছেন ? আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার কি মনে আছে আমরা কোথায় ছিলাম ?

মনিব : ঐ অত্যন্ত জঘন্য সত্যটা উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

মার্লকিন : মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে ও মার্কী দেসারসি অত্যন্ত খুশী হয়ে আলিঙ্গন ক'রে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মহিলা তাঁর প্রেমিকের সামনে যত বেশী নিজেকে সংযত রেখেছিলেন তাঁর যন্ত্রণা ততটাই তীব্র ভাবে প্রকাশ পেলো সে চলে যাবার পর। তিনি মনে মনে বললেন : "ও যে আমায় আর ভালোবাসে না, এটা জলের মতো পরিষ্কার। ...পরিত্যক্ত হবার পর যন্ত্রণার ফলে আমরা যে কি ধরনের পাগলামী করি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমি দেব না তাতে আপনাদের ডাঁট বাড়বে। আমি বলেছি সে মহিলা একদিকে যেমন ছিলেন গর্বিতা ; অন্যদিকে তিনি ছিলেন তেমনই প্রতিহিংসা পরায়ণা। তাঁর প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হবার পর তাঁর অপমানের কথাটা শান্তভাবে ভেবে দেখে তিনি প্রতিশোধের কথা ভাবতে শুরু করলেন। তিনি ঠিক করলেন যে এমন কঠোর শাস্তি দিতে হবে যে ভবিষ্যতে যেসব লোক কোনো সতীকে নষ্ট করবার কথা যখন ভাববে ; তখন তারা এই ধরনের প্রতিশোধের কথা ভেবে ভয় পাবে। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন, অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিলেন ; কিন্তু তাতে কেউই শোধরালো না এবং আমরাও একই ভাবে ঠকেছি।

জাক : অন্যদের পক্ষে তা ভালোই হয়েছে, কিন্তু আপনি !...

মার্লকিন : উঃ ! আমি গোড়াতেই ! আমরা কি বোকা ! আর আজও এই বদমাশ পুরুষগুলোই জেতে ! কিন্তু যাকগে। কি আর করা যাবে ? তিনি এসব কিছুই জানতেন না ; তিনি ভাবতে লাগলেন, ভাবতেই থাকলেন।

জাক : আর যতক্ষণ তিনি ভাবছেন তার ফাঁকে যদি...

মার্লকিন : ভালোই বলেছেন। কিন্তু আমাদের বোতল দুটো খালি... । জঁ !

(—মাদাম। —মাদাম ? —দুটো বোতল—ঐ কোণে আছে, ঐ কাঠগুলোর পেছনে। —বুঝেছি।) ভালো করে ভেবে তিনি কি করলেন শুনুন। অনেকদিন আগে, মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে গ্রামের একজন অভিজাত মহিলাকে চিনতেন ; যিনি তাঁর সুন্দরী, সুশিক্ষিতা যুবতী মেয়েকে নিয়ে মামলার জন্য পারী চলে যান। তিনি এও জানতেন যে তিনি মামলায় হেরে গিয়ে পথের ভিখারী হয়ে গেছেন। তাঁর বাড়িতে লোকেরা এসে জুয়া খেলত, খাওয়া দাওয়া করত, কেউ কেউ থেকে যেত এবং পছন্দ মতো মা বা মেয়ের সংগে শুত। তাদের খুঁজে বার করার জন্য মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে লোক লাগালেন। তারা তাদের খুঁজে বার করল এবং মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সংগে দেখা করতে বলল। এই মহিলারা, নাম পাল্টে, মাদাম ও মাদমোয়াজেল দেসনো নাম নিয়েছিলেন—পরের দিনই মা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সংগে দেখা করল। ভদ্রতা বিনিময়ের পরেই মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে মাদাম দেসনোকে প্রশ্ন করলেন যে মামলায় হেরে যাবার পরে তিনি কেমন করে চালাচ্ছেন।

দেসনো উত্তর দিলেন : "আপনাকে সরলভাবেই বলছি, আমি বিপদজনক, নিন্দনীয় ও কম লাভজনক কাজ করি এবং তা করতে আমার ভালো লাগে না কিন্তু প্রয়োজনে তা করতেই হয়। আমি ঠিক করেছিলাম যে মেয়েকে অপেরায় দেবো, কিন্তু অপেরায় গাইবার গলা তার নেই আর এমন কিছু ভালো নাচতেও পারে না। মামলা চলার সময় ও তার পরে আমি তাকে নিয়ে বড়োলোক, ম্যাজিস্ট্রেট, বিশপ ও মহাজনদের বাড়ি ঘুরেছি, তারা সাহায্য করবে ব'লে মেয়েকে ব্যবহার করল, তারপর কিছুই করল না। আমার মেয়ে যে সুন্দরী নয় তা নয় ; তার যা নেই তা হলো স্বৈরাচরণের মানসিকতা বা একটা শুকনো লোকের মনে প্রেমের রস সঞ্চার করার প্রতিভা। কিন্তু যাতে আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে তা হলো সে একজন অধার্মিক, লম্পট, ভণ্ড, অদার্শনিক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়েছিলো ; তার নামটা অবশ্য আমি বলব না ; কিন্তু সেই লোকটা হলো তাদেরই একজন যারা বিশপ হবার জন্য সবচেয়ে নির্ভরজনক রাস্তাটা ধরে যেটাতে সবচেয়ে কম প্রতিভার প্রয়োজন। আমার মেয়েকে সে কি শোনাতো তা আমি জানি না ; তবে সন্ধ্যায়, রাতে ও ভোরে কি লিখেছে তা শোনাতে সে রোজ সকালে আমার মেয়ের কাছে আসত। সে কোনোওদিন বিশপ হতে পারবে কি না কে জানে। ভাগ্য ভালো যে আমার মেয়ের সংগে তার ঝগড়া হয়ে গেছে। একদিন আমার মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে যাদের বিরুদ্ধে লেখে তাদের সে চেনে কিনা ? সন্ন্যাসী বলল যে সে তাদের চেনে না। তারপর মেয়ে তাকে প্রশ্ন করল, সে যাদের হাস্যকর প্রতিপন্ন করে তাদের সম্পর্কে তার কোনোও সংবেদন আছে কি না ? সে উত্তর দিলো যে তার কোনোই সংবেদন নেই। তখন আমার মেয়ে রেগে বলল যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাজী ও সবচেয়ে ভণ্ডদের ভূমিকা সে নিয়েছে।

মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন যে অনেকে তাঁদের চেনে কি না।

—কপাল দোষে অনেকেই আমাদের চেনে।

—যা বুঝছি তাতে মনে হয় যে আপনারা মোটেই সুখী নন।

—একেবারেই নয়, আমার মেয়ে রোজই বলে যে এর চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়া ভালো ; সে এমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে মানসিক ভাবে সে আমার কাছ থেকে দূরে চ'লে যাচ্ছে···

—আমি যদি আপনাদের কপাল ফিরিয়ে দিই তা হলে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

—একেবারেই নয়।

—কিন্তু তার আগে জেনে নিতে চাই যে আমি আপনাদের যা করতে বলব তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার প্রতিজ্ঞা আপনারা করবেন কি না ?

—আপনার যে কোনোও আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

—নত মস্তকে আমার আদেশ পালন করবেন ?

—আপনার আদেশের অপেক্ষায় থাকব।

—আচ্ছা বাড়ি যান ; আমার আদেশ পেতে দেরী হবে না। ইতিমধ্যে আপনাদের সমস্ত তৈজসপত্র বিক্রি করে দিন ; এমনকি ঝকমকে পোশাক-আশাকও বেচে দিন : মনে রাখবেন

কোনো কিছুই আমার নজর এড়াবে না।

জাকের গল্পটা ভালো লাগছিল, সে মার্লাকিনকে বলল : "মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের স্বাস্থ্য কামনা করে এক পাত্তর খেলে কেমন হয় ?

মার্লাকিন : ভালোই হয়।

জাক : আর মাদাম দেজনোর।

মার্লাকিন : খেলেই হয়।

জাক : আর মাদমোয়াজেল দেসনোর স্বাস্থ্য কামনা করতেও নিশ্চয়ই আপনি আপত্তি করবেন না, সেই মেয়েটি যার গলা অপেরায় গান করার মতো নয়, সে ভালো নাচতেও পারে না এবং রোজ রাতে একজন নতুন প্রেমিক নিতে বাধ্য হয়ে সে বিষাদগ্রস্ত।

মার্লাকিন মোটেই হাসবেন না, ভালো না বাসলে ওটা করা সবচেয়ে কষ্টকর কাজ।

জাক : মাদমোয়াজেল দেসনোর জন্য, তার কষ্টের জন্য।

মার্লাকিন ঠিক আছে।

জাক মার্লাকিন আপনি আপনার স্বামীকে ভালোবাসেন ?

মার্লাকিন উপায় নেই।

জাক তাহলে আপনার দুঃখ করার কারণ আছে ; কারণ তাকে দেখে মনে হয় যে তার স্বাস্থ্য খুবই ভালো।

মার্লাকিন যা চক্‌চক্‌ করে তাই সোনা নয়।

জাক মালিকের সু-স্বাস্থ্য কামনা ক'রে।

মার্লাকিন একাই খান।

মনিব জাক, বন্ধু জাক তুই বড্ড জোর করিস।

মার্লাকিন : মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকুন, ও সৎ লোক আর কালকেই চলে যাবে।

জাক : যেহেতু কালই চলে যাবো এবং আজ সন্ধ্যায় ঝগড়া করব না, তাই কর্তা, সুন্দরী মার্লাকিন আর আর একজনের স্বাস্থ্য কামনা করে আমি এক গ্লাস খেতে চাই—এই আর একজন হলো ঐ মাদমোয়াজেল দেসনোর সন্ন্যাসী, ওকে আমার পছন্দ হয়েছে।

মার্লাকিন : ছিঃ ; ভণ্ড, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিন্দুক, অসহিষ্ণু ; ওরা নিজেদের প্রয়োজনে লোকের গলায় ছুরি দিতেও পেছপা নয়।

মনিব : একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না, তা হলো : আমাদের এই জাক একজন ফিলজফ এবং সে এই ধরনের বোকাদের খুবই প্রশংসা করে যারা তাদের মতবাদকে ভুল ভাবে সমর্থন কোরে তাদের মতবাদ ও নিজেদের অপমান করে। ও বলে যে ওর কাপ্তেন বলত যে এরা হলো উয়ে, নিকোল ও বসুয়েদের প্রতিষেধক। ও তার মানে বোঝে না, আপনিও না…আপনার স্বামী কি শুয়ে পড়েছেন ?

মার্লাকিন : এক ঘণ্টা হয়ে গেছে।

মনিব : ও আপনাকে এমন ভাবে আড্ডা মারতে দেয় ?

মালকিন : আমাদের স্বামীরা এতে অভ্যস্ত…মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে দেসনোদের পাড়া থেকে সবচেয়ে দূরের শহরতলিতে ভদ্রপাড়ায়, গীর্জার কাছে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে সুচিন্তিত ভাবে সেটিকে সাজালেন। তারপর একদিন মাদাম ও মাদমোয়াজেল দেসনোকে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং সেদিনই বা তার কয়েকদিন পরে তাদের সেখানে বসিয়ে তাদের আচরণ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিলেন।

জাক : মালকিন আমরা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে আর মার্কী দেসারসির স্বাস্থ্য পান করতে ভুলে গেছি ; এটা উচিৎ নয়।

মালকিন : ঠিক আছে; ঘরে মদ বাড়ন্ত নয়…। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের নির্দেশগুলোর মধ্যে যেগুলো মনে আছে সেগুলো বলছি :

"আপনারা বেড়াবার জায়গাগুলোয় একেবারেই যাবেন না কারণ সেখানে ধরা পড়বার ভয় আছে।"

"কারোর সঙ্গে মেলামেশা করবেন না এমনকি পাড়া-পড়শীদের সঙ্গেও না কারণ এক্কেবারে প্রবজ্যার ভান করতে হবে।"

"কাল থেকে ভক্তিমতিদের পোশাক পরবেন যাতে লোকে আপনাদের তাই মনে করে।"

"আপনাদের বাড়িতে ধর্মপুস্তক ছাড়া আর কোনোও বই যেন না থাকে ; ধরা পড়বার কোনো পথ রাখা চলবে না।"

"পালে-পার্বণে আর অন্যান্য সব দিন নিয়মমাফিক গির্জায় যাবেন।"

"যে কোনোও মঠের বসবার ঘরে প্রবেশাধিকার যোগাড় করবেন কারণ সন্ন্যাসীদের গাল-গল্প আপনাদের কাজে লাগবে।"

"বিশপ ও অন্যান্য পুরুতদের সঙ্গে ভালো পরিচয় রাখবেন কারণ আপনাদের সম্পর্কে তাদের মতামত আমার কাজে লাগতে পারে।"

"সাধারণ ভাবে কারোর সঙ্গে মেলামেশা করা চলবে না।"

"মাসে অন্তত দু'বার স্যাক্রামেন্ট নেবেন ও পাপ স্বীকার করবেন।"

"আপনাদের আসল নামটি আবার নেবেন, কারণ আপনাদের বংশের সুনাম আছে, এবং সময়মতো আপনাদের দেশে খবর যাবে।"

"মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প দান করবেন এবং কোনো ছুতোতেও দান গ্রহণ করবেন না। লোকে যেন আপনাদের বড়লোক বা গরীব কোনোটাই না মনে করে।"

"আপনারা সুতো কাটবেন, সেলাই-ফোঁড়াই করবেন ও উল বুনে সেগুলো বিক্রীর জন্য সমাজ-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে দেবেন।"

"অত্যন্ত সংযত জীবনযাপন করবেন, দিনে মাত্র দু'বার খাবেন।"

"আপনি বা আপনার মেয়ে কেউই একা বেরোবেন না। সবার সঙ্গে ভদ্রতা করবেন কিন্তু কারোর সঙ্গে মেলা-মেশা করবেন না।"

"বিশেষ করে, আবার বলছি, কেউ যেন বাড়িতে না আসে এমন কি ধার্মিক, পুরুত বা সন্ন্যাসী কেউ নয়।"

"রাস্তায় মাথা নীচু করে চলবেন ; গির্জায় শুধুমাত্র ক্রুশের দিকে চেয়ে থাকবেন।"

"আমি ভালো ভাবেই জানি যে এমন জীবন যাপন করা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু এ ভাবে বেশীদিন থাকতে হবে না এবং শেষে অভাবনীয় লাভ হবে। ভেবে দেখুন: যদি এই ধরনের জীবন-যাপন আপনাদের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয় তাহলে স্পষ্ট বলুন আমি তাতে রাগও করব না আশ্চর্যও হব না। ও, একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি ; কিছু ধর্মবিষয়ক কথা-বার্তা আপনাদের শিখে নিতে হবে এবং নতুন ও পুরোনো টেস্টামেণ্টের গল্পগুলো ঝালিয়ে নেবেন যাতে মনে হয় যে অনেক দিন ধরেই আপনারা ভক্তিমতি। নিজেদের পছন্দমতো জানসেনিস্ট বা মলিনিস্ট মতবাদের সমর্থক হবেন ; তবে আপনাদের আঞ্চলিক বিশপ যে মতের সমর্থক সেই মতটার সমর্থক হওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে। ঠিক বা ভুল যাই হোক সুযোগ পেলেই ফিলজফদের গালিগালাজ করবেন ; বলবেন যে ভলত্যের খ্রীস্ট-বিরোধী, গির্জার অধ্যক্ষের রচনাগুলো মুখস্ত রাখবেন এবং প্রয়োজন মতো তা কপচাবেন… ।"

মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে যোগ করলেন : "আমি কখনই আপনাদের বাড়ি যাবো না ; কারণ আপনাদের মতো ধার্মিক মহিলাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয় ; তবে চিন্তা করবেন না, আপনারা মাঝে মাঝে এখানে লুকিয়ে আসবেন তখন আপনাদের কঠোর জীবনের কষ্ট লাঘব করা যাবে। ধার্মিক জীবন যাপন করতে গিয়ে যে কোনোও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না। আপনাদের সংসার-খরচ আমি বহন করব। আমার পরিকল্পনা যদি সফল হয় তাহলে আপনাদের আর আমাকে প্রয়োজন হবে না, আর যদি আপনাদের দোষ ছাড়া অন্য কোনো কারণে তা সফল না হয় তাহলে আমার যা পয়সা আছে তা দিয়ে আপনাদের ভবিষ্যত আগের চেয়ে অনেক ভালো হবে। কিন্তু প্রধান কথা হলো পরিপূর্ণ বাধ্যতা তা না হলে আমি কিছুই করব না।

মনিব : (নস্যির ডিবেতে টোকা মেরে, ঘড়ি দেখে) : বাপরে কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ রে বাবা ! ভগবান করুন এমন মেয়েছেলের সঙ্গে আমার যেন দেখা না হয়।

মালকিন : ধৈর্য ধরুন আপনারা এখনও কিছুই জানেন না।

জাক : মিষ্টি মালকিন, কেতলের সঙ্গে একবার যদি যোগাযোগ করা হয় তো কেমন হয় ?

মালকিন : আমার স্যাম্পেন আপনার চোখে আমায় সুন্দরী করে তুলেছে।

মনিব : বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা অনুচিত প্রশ্ন করার অদম্য ইচ্ছা আমার হচ্ছে।

মালকিন : বলুন।

মনিব : আমি নিশ্চিৎ যে সরাইওয়ালার ঘরে আপনার জন্ম হয় নি।

মালকিন : তা সত্যি।

মনিব : আর অসাধারণ অবস্থার ফেরে বড়ো বংশে জন্মেও আজ আপনি সরাইয়ের মালকিন।

মালকিন : স্বীকার করছি।

মনিব : কিছুক্ষণের জন্য মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের গল্পটা যদি মুলতুবী রাখা যায়···

মালকিন : তা হয় না। আমি সানন্দে অন্যদের গল্প বলি কিন্তু নিজের কথা বলি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে আমি স্যাঁ-মিরে মানুষ হয়েছি এবং সেখানে শিষ্য-চরিতের চেয়ে বেশী নভেল পড়েছি। আজ, রাজার বিশপের থেকে অনেক দূরে এই সরাই চালাই।

মনিব : যথেষ্ট বলেছেন ; মনে করুন যে আমি আপনাকে কোনো প্রশ্নই করি নি।

মালকিন : যতদিন ধরে আমাদের এই দুই ভক্তিনী তৈরী হলো আর যতদিনে তাদের ধার্মিকতা এবং তাদের জীবনযাত্রার পবিত্রতার কথা চারদিকে না ছড়িয়ে পড়ল, ততদিন ধরে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে মার্কীর সঙ্গে বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততার বাহ্যিক লক্ষণগুলি সযত্নে বজায় রাখলেন। সর্বদাই মার্কীর জন্য বাড়ির দরজা খোলা ; অনেক দিন না এলেও কোনোও অভিযোগ-অনুযোগের বালাই নেই : মার্কী তাঁকে নিজের নারীঘটিত সৌভাগ্যের কথা বলতেন দেখে মনে হতো মাদামও যেন তাতে খুশী ; দুরূহ ক্ষেত্রে মাদাম পরামর্শ দিতেন ; কখনো কখনো বিয়ে করতে বলতেন, কিন্তু এমন ভাবে তা বলতেন যে মার্কী যেন না ভাবতে পারেন যে তিনি নিজের জন্য ওকালতী করছেন। মার্কী যে সব প্রেমে জিতেছেন বা হেরেছেন তাতে যদি কোনোও পরিচিত মহিলার নাম যুক্ত থাকত তা হলে মাদাম হয় একটু মুচকি হাসতেন না হয় কথাটা ঘুরিয়ে দিতেন। তাঁর শান্ত ভাব দেখে মনে হতো যে মার্কীর মতো একজন বন্ধু তাঁর জীবনের শান্তির পক্ষে যথেষ্ট ; তা ছাড়া তাঁর প্রথম যৌবন অনেক দিনই পার হয়ে গেছে আর তাঁর শখ-সাধও কমে গেছে।

—কি তোমার কোনো গোপন কথা নেই ?

—না।

—কিন্তু সেই যে সেই বেঁটে কাউন্ট ?

—ওকে বিদেয় করেছি। দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছি।

—আশ্চর্য ! ওকে তাড়ালে কেন ?

—আমার ওকে ভালো লাগে না।

—মনে হচ্ছে বুঝেছি ; তুমি এখনো আমাকেই ভালোবাসো।

—হতেও পারে।

—আবার শুরু করতে ইচ্ছে হয় ?

—হবে না-ই বা কেন ?

—তোমাকে দোষ দেবার কোনো রাস্তাই তুমি খোলা রাখো নি।

—তাই তো মনে হয়।

—যদি আবার শুরু করবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার যদি হয় তো মনে হয় যে আমার দোষগুলো সম্পর্কে তুমি চুপ করেই থাকবে।

—তুমি আমায় বড্ড ভদ্র আর ভালো ভাবো।

—যা তুমি দেখালে তাতে মনে হয় যে কোনো মহান কাজই তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

—তুমি যতটা ভাবো ততটা রাগ আমার নেই।

—আমি নিশ্চিত যে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা বিপদজনক।

জাক : আমারও তাই মনে হয়।

মালকিন : এমনি ভাবে মাস তিনেক কাটবার পর মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের মনে হলো যে তাঁর চাল দেবার সময় এসেছে। গ্রীষ্মের একটা সুন্দর দিনে, যেদিন মার্কীর মাদামের বাড়িতে খাওয়ার কথা সেদিন তিনি মাদাম দেসনোকে খবর পাঠালেন যে তিনি যেন সকন্যা রাজার বাগানে যান। মার্কী এলেন, সকাল সকাল খাওয়ার ব্যবস্থা হলো, মজা করে পান-আহার হলো। তারপর মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বেড়াতে বেরোনর কথা বললেন। এইদিন সন্ধ্যায় না ছিলো কোনোও নাটক না ছিল কোনোও অপেরা, তাই মার্কী নিজেই রাজার বাগানে বেড়াতে যাবার কথা বললেন। মাদাম আপত্তি করলেন না, কারণটা বুঝতেই পারছেন। গাড়িতে ঘোড়া জোতা হলো, তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন, রাজার বাগানে পেঁছে ভিড়ে মিশে গেলেন।

পাঠক, এই তিনজন, কোথায় কি ভাবে বসেছিলো সেটা বলতে ভুলে গেছি। না বলার ফলে আপনারা তাদের কথা শুনেছেন কিন্তু তাদের দেখতে পান নি ; তাই বলছি, দেরীতে বলা একেবারে না বলার চেয়ে ভালো। মনিব, বাঁ দিকে শোবার টুপী মাথায়, ড্রেসিং গাউন পড়ে ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে আছে, চেয়ারের হাতলে তার রুমাল, হাতে নস্যির ডিবে। মালকিন বসে কোণে, দরজার মুখোমুখি, টেবিলের পাশে, সামনে তার গেলাস। জাক, খালি মাথায়, মালকিনের ডানদিকে টেবিলের ওপর দুটো কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে আছে তার মাথাটা দুটো বোতলের মাঝখানে : আরও দুটো বোতল তার পাশেই মাটিতে রাখা রয়েছে।

—রাজার বাগানে মার্কী ও তাঁর বান্ধবী বেড়াচ্ছেন। তাঁরা ডানদিকের রাস্তা দিয়ে, হট হাউসের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন হঠাৎ মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন : "মনে হচ্ছে যেন তারা, হ্যাঁ তারাই তো।"

তক্ষুণি তিনি মার্কীকে ছেড়ে ঐ দুই ভক্তিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। দেসনোর মেয়েটিকে ঐ সাধারণ পোশাকেও পরীর মতো দেখাচ্ছিলো।

—মাদাম আপনি ?

—হ্যাঁ আমিই।

—আপনারা কেমন আছেন ?—এতকাল কোথায় ছিলেন ?

—আপনি তো আমাদের সর্বনাশের কথা জানেন ; সব মেনে নিয়ে যেটুকু আছে তাই নিয়ে সমাজ থেকে সরে গেছি, গরীব হয়ে সমাজে না থাকাই ভালো।

—কিন্তু আমাকেও ছেড়ে দিলেন, আমিও তো সমাজ থেকে দূরে থাকি এবং সব কিছু-

কেই হাসি মুখে মেনে নিতে পারি।
—দুর্ভাগ্যের একটা কু-ফল হলো যে তা অবিশ্বাসের জন্ম দেয় : দুর্ভাগারা মনে করে যে তারা সর্বত্রই অবাঞ্ছিত।
—আমার কাছে আপনারা অবাঞ্ছিত! এ কথা আমার কাছে প্রায় গালাগালের সমান।
—মাদাম আমি কিন্তু নির্দোষ, মার কাছে আপনার কথা, অন্তত একশ বার বলেছি, মা বলে : "মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে···কেউই আমাদের কথা আর ভাবে না মা!"
—কি অবিচার! যাকগে বসে গল্প করা যাক। ইনি হলেন মার্কী দেসারসী ; ইনি আমার বন্ধু, ইনি থাকতে পারেন। মেয়ে কি বড় হয়ে গেছে। শেষবার যেবার দেখা হলো তার পর ওর রূপ কতো খুলেছে।
—আমাদের অবস্থার একটা ভালো দিক হলো যে যা যা করলে স্বাস্থ্য খারাপ হয় সে-গুলো করবার অবস্থা আর আমাদের নেই : দেখুন ওর মুখ, হাত কতো সুন্দর হয়েছে। হিসেব করে চলতে হয় বলে সবই সময় মতো হয়, ঘরের কাজকর্ম করলে মনও ভালো থাকে ঘুমও হয়, তাই যথেষ্ট···
তারা একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প করল। মা অনেক কথা বলল, মেয়ে কথা কম বলল। সহজ সরল ভাবেই ধর্ম নিয়ে কথা হলো। বেলা পড়ে আসার অনেক আগেই দুই ভক্তিনী উঠে পড়লেন। বলা হলো যে এখনও যথেষ্ট সময় আছে, উত্তরে মা যথেষ্ট চেঁচিয়ে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের কানে কানে বললেন যে তাঁদের পুজো-আচ্চা আছে তাই আর থাকা চলবে না। তারা বেশ কিছুদূরে চলে যাবার পর মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের মনে পড়ল যে তিনি ওদের বাসার ঠিকানাটা চেয়ে নেন নি এবং নিজের ঠিকানাটাও ওদের দেন নি। তিনি বললেন : "এটা ভীষণ ভুল হয়ে গেল ; এমন ভুল আমার কখনও হয় না।" ভুলটা শোধরাতে মার্কী তাদের পেছনে ছুটলেন, তারা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের ঠিকানাটা নিলো কিন্তু শত চেষ্টা করেও মার্কী তাদের ঠিকানাটা আদায় করতে পারলেন না। গাড়ি করে বাড়ি পেঁাছে দেবার কথা বলতেও মার্কীর সাহস হলো না যদিও মার্কীর তা বলতে খুবই লোভ হয়েছিলো এবং সেটাও মাদাম দ্য লা পমেরাইকে তিনি জানালেন।
মাদাম দ্য লা পমেরাইকে এই মহিলাদের সম্পর্কে মার্কী অনেক প্রশ্ন করলেন।
"এরা আমাদের চেয়ে অনেক সুখী, দেখুন ওরা কেমন স্বাস্থ্য-সুখী সুখী! মুখে কি গভীর শান্তির ছাপ! সরলতা, ব্রহ্মচর্য ওদের চালিত করে। আমাদের সমাজে এটা একেবারেই দেখা বা শোনাও যায় না। আমরা ধার্মিকদের নিন্দা করি, তারা করে আমাদের নিন্দা ; কিন্তু সব দেখে মনে হয়, ওদের কথাই ঠিক।
—মানে মার্কীস, ধার্মিকা হতে তোমার লোভ হচ্ছে নাকি ?
—হবে না-ই বা কেন ?
—সাবধান, তুমি ধার্মিকা হলে আমাদের বন্ধুত্বে ফাট্ ধরবে।
—তুমি কি চাও যে তার চেয়ে ঐ বেঁটে কাউন্টকে আমি আবার আমার বাড়ি আসতে বলি ?
—নিশ্চয়ই।

—তুমি আমায় সেই উপদেশই দিচ্ছ ?
—তার বদলে তুমি যদি……
মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে তাদের বংশ পরিচয়, দেশের নাম এবং তাদের মামলার গল্পটি যতদূর সম্ভব করুণ করে মার্কীকে বললেন : "এই দুই মহিলা অত্যন্ত দুর্লভ গুণের অধিকারী, বিশেষ করে ঐ মেয়েটি। ভেবে দেখো যার মুখ অত সুন্দর সে যদি ওটাকে কাজে লাগাতো তাহলে ওদের কিছুরই অভাব হতো না : ওরা কিন্তু লজ্জাস্কর অসাধু সুখের বদলে সাধু দারিদ্র্যকেই বেছে নিয়েছে ; সত্যি বলতে কি ওদের এত কম আছে যে আমি ভাবতেই পারি না যে ওরা কি করে খেয়ে পরে আছে। প্রায়ই ভাবি, গরীব ঘরে জন্মে দারিদ্র্য সহ্য করতে সকলেই পারে ; কিন্তু পয়সাওয়ালা ঘরে জন্মে একেবারে শুধু ভাত-কাপড়ের সংস্থানটুকুতে পৌঁছে সেটাকে সহজে অম্লান বদনে যে ওরা কেমন করে মেনে নিয়েছে সেটাই বুঝতে পারি না। ধর্ম যে কি কাজে লাগে তা ওদের দেখলে বোঝা যায়। আমাদের জ্ঞানীরা ঠিকই বলেন ধর্ম ভালো জিনিস।
—বিশেষ করে হতভাগ্যদের পক্ষে।
—আর কেই বা অল্পবিস্তর হতভাগ্য নয় ?
—তোমাকে ধার্মিকা দেখবার আগে আমার যেন মরণ হয়।
—দুঃখটা হলো এই যে ভবিষ্যত অনন্তের কাছে এ জীবনটা তুচ্ছ।
—আরে, ইতিমধ্যেই তুমি ধর্মপ্রচারকদের মতো কথা বলছ যে।
—আমি একজন নিঃসংশয় হওয়া নারীর মতো কথা বলছি। মার্কী সত্যি করে বলো তো ; আমরা যদি পরলোকের সুখ আর দুঃখের কথা ভালো করে ভেবে দেখি তাহলে আমাদের এই ধনদৌলত কি আমাদের চোখে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো লাগবে না ? মনে করো একজন সতী যুবতীকে নষ্ট করে তুমি তার কোলে মাথা রেখে মরলে আর তার পর হঠাৎ যন্ত্রণার মধ্যে চলে গেলে, তাহলে কি তুমি এটাকে মহান সুখ বলে মনে করবে ?
—অথচ সেটা রোজই ঘটে।
—তার মানে আমাদের বিশ্বাস নেই, আমরা মোহাচ্ছন্ন।
—তার মানে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর ধর্মের প্রভাব প্রায় নেই। কিন্তু বন্ধু আমি জোর গলায় বলতে পারি যে এখুনি তুমি পাপ স্বীকার করতে গীর্জায় ছুটবে।
—সেটাই বোধহয় উচিত।
—দূর কি পাগলের মতো বকছ ; আরে এখনও বিশ বছর মজাদার পাপ করবার বয়স তোমার আছে : সেগুলো করতে তুমি ছেড়ো না ; তারপর তার জন্য অনুতাপ কোরো আর পাদ্রীদের পায়ের কাছে বসে সেগুলো নিয়ে বড়াই কোরো ; অবশ্য তা করতে যদি তোমার ভালো লাগে……আরে এই দেখ অত্যন্ত গভীর আলোচনা শুরু হচ্ছে ; তোমার চিন্তা-ভাবনাগুলো বড় বিষাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ছে আর তার কারণটা হলো এই একাকিত্ব যেটা তুমি জোর করে নিজের ওপর চাপিয়েছো। আমার কথা মানো, যত তাড়াতাড়ি পারো ঐ বেঁটে কাউন্টকে ডেকে পাঠাও দেখবে তোমার মন থেকে শয়তান, নরক ইত্যাদি কুচিন্তা দূর হবে আর তুমি আগের মতোই লাবণ্যময়ি হয়ে উঠবে। তুমি ভয়

পাচ্ছো যে হয়ত বা আমরা আবার শুরু করব ; প্রথমত হয়ত কখনই আমরা আবার একে অপরের প্রেমে পড়ব না, আর তা ছাড়া একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার ভয়ে তুমি সবচেয়ে মিষ্টি সুখ ভোগের থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছ ; আর সত্যি বলতে কি আমার চেয়ে ভালো হবার গৌরবের মূল্য হিসাবে এই ক্ষতি স্বীকার বড্ডো বেশী।

—তুমি হয়ত ঠিকই বলছ, কিন্তু তাও বলছি···

তাঁরা আরও অনেক কথা বললেন, আমার সব কথা মনে পড়ছে না।

জাক : মালকিন আরও এক পাত্তর খাওয়া যাক : ওতে স্মৃতি সতেজ হয়।

মালকিন : বেশ তো চলুক···। আরও কিছুক্ষণ বেড়াবার পর তাঁরা গাড়িতে চড়লেন। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বললেন :

—নিজেকে বুড়ী মনে হয়। ও যখন পারীতে এসেছিলো তখন ও এতটুকু ছিল।

—মহিলার মেয়েটির কথা বলছ ?

—হ্যাঁ, মনে হয় যেন বাগানের শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ সদ্য ফোটা গোলাপের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ওর দিকে ভালো করে তাকিয়েছ ?

—তা আর বলতে ?

—কেমন লাগলো ?

—রাফায়েলের গালাতের দেহে রাফায়েলের ভার্জিনের মুখ ; তার ওপর গলার স্বরটি কি কোমল।

—দৃষ্টিতে কি নম্রতা !

—হাবে ভাবে কি ভদ্রতা !

—ওর হাবে ভাবে যে ভব্যতা দেখলাম তা আর কোনো মেয়ের মধ্যে দেখি নি। একেই বলে শিক্ষা।

—আর তার সঙ্গে প্রকৃতির দান যখন যুক্ত হয় তখন তো কথাই নেই। মার্কী মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিলেন ; আর মাদাম মা ও মেয়ের কাজে যে কি সন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা প্রমাণ করবার জন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

জাক : যদি এমনি চলে তাহলে মহাশয় মার্কী দেসার্সি আপনি যদি স্বয়ং শ্রী শয়তানও হন তাহলেও আপনার নিস্তার নেই।

মনিব : ওদের মতলবটা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জাক : তাতে আমি চটে যাবো ; সব ভেস্তে যাবে।

মালকিন : এই দিনের পর থেকে মার্কী ঘনঘন মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বাড়ি আসতে লাগলেন। মাদাম তা লক্ষ্য করলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কখনই তিনি ঐ দুই ভক্তিনীর কথা তুলতেন না ; অপেক্ষা করতেন কখন মার্কীই ওদের কথা তোলেন ; এবং মার্কী অবধারিত ভাবে ঔৎসুক্যকে বোকার মতো ঢেকে ওদের কথা তুলতেন।

মার্কী : বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছ ?

মাদাম : না।

মার্কী : এটা তুমি ভালো কর নি। তুমি বড়োলোক, ওদের পয়সার টানাটানি তাও তুমি

ওদের খেতে ডাকো না। এটা ভালো দেখায় না।

মাদাম : মনে হচ্ছে যে মহাশয় মার্কীকে একটু ভালো করে চিনলাম। আগে যখন আমি তাঁর প্রেমিকা ছিলাম তখন আমার গুণগুলিই তাঁর নজরে পড়ত; আজ বন্ধু হিসাবে আমার দোষগুলিই ওঁর নজরে পড়ে। আমি বার দশেক ওদের নিমন্ত্রণ করেছি কিন্তু তা গ্রহণ করতে একবারও ওদের রাজী করাতে পারি নি। অনেক কারণে তারা আমার বাড়ি আসতে চায় না; আমি যখন ওদের বাড়ি যাই তখন সাজ-গোজ না করে যেতে হয় আর গলির মোড়ে আমাকে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গিয়ে ওদের বাড়িতে ঢুকতে হয়। কোনো কারণেই ওদের পড়শীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। একটু এদিক ওদিক হলেই যারা ওদের সাহায্য করে তারা সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে। বুঝলে মার্কী লোকের ভালো করতে গেলে অনেক ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়।

মার্কী : বিশেষ করে ওঁরা যখন ভক্তিনী।

মাদাম : কারণ অতি তুচ্ছ ব্যাপারে সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে আমি ওদের কথা ভাবি তাহলে লোকে বলতে শুরু করবে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে ওদের দেখা-শোনা করেন : ওদের কিছুরই দরকার নেই···আর সাহায্যও বন্ধ হয়ে যাবে।

মার্কী : সাহায্য ?

মাদাম : হ্যাঁ মশায়, সাহায্য।

মার্কী : তুমি ওঁদের চেনো অথচ ওঁদের সাহায্য নিতে হয় ?

মাদাম : আবার বোঝা যাচ্ছে যে তোমার প্রেমের সঙ্গে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাও উবে গেছে। তোমায় কে বলল যে ওদের যদি গীর্জা থেকে সাহায্য নেবার দরকার হয় তো তার জন্য আমি দায়ী ?

মার্কী : লক্ষ বার ক্ষমা চাইছি, আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু বন্ধুর সাহায্য প্রত্যাখ্যানের কারণটা কি ?

মাদাম : মার্কী আমরা সাধারণ লোকেদের থেকে এতই দূরে যে দুঃখী লোকেদের মনের স্পর্শকাতরতাটাও বুঝি না। তারা যার তার থেকে সাহায্য নেয় না।

মার্কী : তার মানে আমাদের উচ্ছৃংখলতার জন্য জরিমানা দেওয়ার সবচেয়ে ভালো পথটাও বন্ধ।

মাদাম : মোটেই না। আমার মনে হয় যে এই যে মার্কী দেসারসি তাদের জন্য অনুকম্পা বোধ করছেন তার ফলে তিনি কি তাঁর সাহায্য অন্য কোনো হাত দিয়ে পাঠাবেন না ?

মার্কী : তা সত্যি। কিন্তু কতটা পেঁছবে ?

মাদাম : তা বটে।

মার্কী : আচ্ছা আমি যদি গোটা কুড়িক লুই পাঠাই ?

মাদাম : আমি নিশ্চিত জানি যে ওরা তা নেবে না; আর একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ের মার পক্ষে সেটা কি অস্বাভাবিক বলে মনে হয় ?

মার্কী : জানো, ওদের সঙ্গে দেখা করবার লোভ হচ্ছিলো।

মাদাম বুঝেছি! মার্কী নিজেকে সামলাও ; তোমার এই দয়া সন্দেহজনক।

মার্কী তা যাই হোক, ওরা কি আমায় আপ্যায়ন করবে?

মাদাম মোটেই না! তোমার গাড়ি, পোশাক আর দস্তানার ঝলমলানি আর যৌবনের চাকচিক্য পাড়া-পড়শীর নজর এড়াবে না, ফলে তুমি ওদের খোয়াবে।

মার্কী তুমি আমায় ব্যথা দিলে ; আমার ঐ তাল ছিল না। তাহলে ওদের সঙ্গে দেখা করা বা ওদের সাহায্য করার ইচ্ছেটা জলাঞ্জলি দিতে হবে?

মাদাম আমার তাই মনে হয়।

মার্কী কিন্তু যদি তোমার হাত দিয়ে সাহায্য পাঠাই?

মাদাম এ সাহায্যটা একটু গোলমেলে ঠেকছে তাই আমি ওতে নেই।

মার্কী কে নিষ্ঠুর তা বোঝা যাচ্ছে।

মাদাম ঠিক বলেছ, নিষ্ঠুরই বটে।

মার্কী কিন্তু কি অদ্ভুত ধারণা তোমার। যে মেয়েকে আমি মাত্র একবার দেখেছি···

মাদাম কিন্তু কিছু মুখ আছে যা একবার দেখলেই যথেষ্ট।

মার্কী তা সত্যি, অমন মুখ মনে থাকতে বাধ্য।

মাদাম সাবধান! নিজের দুঃখ ডেকে আনছ ; তোমায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারলে খুশীই হতাম। যাদের তুমি চেনো এ তাদের মতো নয়। এর জাত আলাদা ; এদের লোভ দেখানো যায় না, এদের বশ করা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এরা কথায় কান দেয় না ; এদের পেছনে ছুটে লাভ হয় না।

এইসব কথাবার্তার পর, হঠাৎ মার্কীর মনে পড়ল যে তাঁর একটা জরুরী কাজ আছে ; ধড়মড় করে উঠে চিন্তিত মুখে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছুদিন মার্কী প্রত্যহ মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বাড়িতে আসতে লাগলেন ; কিন্তু তিনি এসে চুপ করে বসে থাকতেন মাদামই কথা বলতেন, মিনিট পনেরো পরে মার্কী উঠে চলে যেতেন।

তারপর প্রায় মাসখানেক ডুব মারবার পর ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত ও পরাজিত মুখ নিয়ে একদিন মার্কী উদয় হলেন। তাঁকে দেখে মাদাম বললেন : কি চেহারা করেছ। কোথা থেকে আসছ? এতদিন তুমি খারাপ বাড়িতে কাটিয়েছ নাকি?

মার্কী : হ্যাঁ প্রায় তাই। হতাশ হয়ে যাচ্ছেতাই করে বেড়িয়েছি।

মাদাম : কি বললে! হতাশ হয়ে?

মার্কী : হ্যাঁ হতাশায়···

এই বলে মার্কী নীরবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন ; জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন : মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজায় গিয়ে, নিজের গাড়োয়ানকে ডেকে কিছু না বলে ফেরৎ পাঠালেন, ফিরে এসে সেলাই-রত মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সামনে দাঁড়ালেন, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলেন না ; শেষে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের দয়া হলো, তিনি বললেন : তোমার হয়েছে কি? এক মাস দেখা হয় নি, এর মধ্যে তোমার মড়ার মতো চেহারা হয়েছে, মনে হচ্ছে যে কষ্টে তুমি পাগলের

মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ। ব্যাপারটা কি ?

মার্কী : আর পারছি না, সব কথা তোমায় খুলে বলতেই হবে। তোমার ঐ বন্ধুর মেয়ে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ; তাকে ভোলবার জন্য আমি সমস্ত কিছু করেছি, হ্যাঁ যা কিছু করা যায় সব করেছি ; কিন্তু যতই ভুলে যাবার চেষ্টা করছি ততই তাকে মনে পড়ছে। এই পরীর মতো মেয়েটি আমায় পাগল করে দিয়েছে ; আমার একটা উপকার তোমায় করতেই হবে।

মাদাম : কি উপকার ?

মার্কী : তাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে। আমার খোঁচরদের লাগিয়েছিলাম। তারা কেবল গীর্জায় যায় বাড়ি আসে আর কোথাও যায় না। তাদের যাতায়াতের পথে দশটি বার আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি, ওরা আমার দিকে তাকায় নি। শুধু শুধুই ওদের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওদের কথা ভোলবার জন্য গোড়ায় আমি চূড়ান্ত বখামি করেছি, তারপর একটানা পনেরো দিন গীর্জার সবকটা প্রার্থনায় ভক্তদের মতো গিয়েছি। হায়! বন্ধু কি মুখ! তাকে কি অপূর্ব দেখতে…

মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে সব খবরই রাখতেন। তিনি বললেন : তার মানে সারবার চেষ্টায় সব রকম পাগলামী করে শেষে পাগল হয়েছ, তাই না ?

মার্কী : তোমায় বলে বোঝাতে পারব না কি রকম পাগল হয়েছি। আমার ওপর কি তোমার দয়া হবে না ? ওদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আনন্দের জন্য আমাকে তোমার কাছে কি ঋণী হতে দেবে না ?

মাদাম : ব্যাপারটা খুবই শক্ত, তাও ব্যবস্থা করব কিন্তু এক শর্তে : তা হলো এই যে এই হতভাগিনীদের তুমি ছেড়ে দেবে এবং তুমি ওদের আর জ্বালাবে না। তোমার জ্বালায় উত্ত্যক্ত হয়ে ওরা আমাকে যে চিঠিটা লিখেছে সেটা পড়ে দেখ…

যে চিঠিটা মার্কীকে পড়তে দেওয়া হলো সেটা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে এবং মা ও মেয়ে একসঙ্গে বসে লিখেছিলো। ওটা যেন মেয়ে মায়ের আদেশে লিখছে এবং তাতে সততা, কোমলতা, কারুণ্য, বুদ্ধিমত্তা ও পালিশ এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মার্কীর মাথাটা আরও ঘোরে। প্রতিটা শব্দেই মার্কী সাধুবাদ দিলো ; একটা বাক্যও বাদ গেল না যেটা সে দুবার পড়ল না ; খুসীতে প্রায় কেঁদে ফেলে মাদামকে বলল : "এটা মানতেই হবে যে এমন চিঠি তুমিও লিখতে পারবে না।"

মাদাম : তা মানছি।

মার্কী : আর প্রতিটি লাইনে এমন মেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম জাগে।

মাদাম : সেটাই হওয়া উচিৎ।

মার্কী : আমার কথা আমি রাখবো ; কিন্তু দয়া করো, একটি বার।

মাদাম : সত্যি বলতে কি মার্কী আমিও তোমার মতোই পাগল। এখনো আমার ওপর তোমার যে এতটা জোর আছে তাতেই আমার ভয়।

মার্কী : কবে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে ?

মাদাম : কিছুই বলতে পারছি না। এমন ভাবে ব্যাপারটা ঘটাতে হবে যাতে ওরা কোনো সন্দেহ করতে না পারে। তোমার মতলবটা ওদের নজর এড়াবে না আর ভেবে দেখেছো যে তোমায় আমি সাহায্য করছি এটা বুঝতে পারলে আমি ওদের চোখে কত ছোট হয়ে যাবো···কিন্তু মার্কী আমার এই ঝামেলা নেবার দরকারটা কি ? তুমি প্রেমে পড়েছো কি পড়নি তা আমার কি আসে যায় ? তুমি যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছ তাতেই বা কি ? তুমি আমায় একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে বলছ।

মার্কী : বন্ধু তুমি আমায় ত্যাগ করলে আমি গেলাম। নিজের হয়ে আমি তোমায় একটা কথাও বলব না, কারণ তাতে তুমি দুঃখ পাবে ; কিন্তু তোমার এই দুই শ্রদ্ধেয় প্রিয়জনের নামে শপথ করে বলছি ; যে সব পাগলামী আমি করতে পারি তার হাত থেকে তুমি ওদের বাঁচাও ; তুমি আমায় চেনো। তোমায় বলে রাখছি, আমি ওদের বাড়ি যাব, ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে ঢুকে বসব। জানি না কি বলব বা কি করব, কারণ আমি যে উন্মাদ অবস্থায় আছি সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে ?

মহাশয়রা মনে রাখবেন যে গোড়ার থেকে এখনও পর্যন্ত মার্কী একটা কথাও বলেন নি যা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বুকে শেলের মতো বেঁধে নি। লজ্জায় ক্ষোভে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। তিনি কাঁপা গলায় মার্কীকে বললেন : ঠিকই বলেছ ! উঃ ! আমাকে যদি এত ভালোবাসতে, হয়ত বা···যাক, বাদ দাও···তোমার জন্য করছি না কিন্তু মার্কী মহাশয় আপনার কাছে একটু সময় নেবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।

মার্কী : যত কম সম্ভব।

জাক : উঃ ! মালকিন, কি সাংঘাতিক মেয়েছেলে রে বাবা। সাক্ষাৎ শয়তানের চেয়ে কম নয় : ভয় কাটাবার জন্য এক গেলাস খেতেই হবে···এক পাত্তর একা একা খেলে আপনার আপত্তি নেই তো ?

মালকিন : আমার ভয় করছে না···মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে মনে মনে বলছিলেন : "আমি কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু আমি একা নয়। নিষ্ঠুর পুরুষ ! কতদিন আমি জ্বলব তা আমি জানি না কিন্তু তুমি আজীবন জ্বলবে।" তিনি প্রায় এক মাস মার্কীকে অপেক্ষা করালেন, তার মানে দুঃখ ও নেশা বাড়বার সময়টা নিলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ছলে তাঁর কামনাকে আরও বাড়তে সাহায্য করলেন।

মনিব : আর তার কথা বলে সেটাকে আরও জোরদার করলেন।

জাক : কি মেয়েছেলে রে বাবা ! সাক্ষাৎ শয়তানী ! মালকিন আমার ভয় বাড়ছে।

মালকিন : ফলত মার্কী রোজই আসতেন, মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে, মাদাম তাঁকে খ্যাপাতেন, ঠাণ্ডা করতেন এবং সবচেয়ে কৃত্রিম কথাবার্তা দিয়ে তাঁকে ভোলাতেন। মার্কী ঐ দুই মহিলার দেশ, বংশ, শিক্ষা-দীক্ষা, টাকা-কড়ি ও সর্বনাশ সম্পর্কে খোঁজ নিতেন ; বার বার একই কথা জানতে চাইতেন এবং কখনই যথেষ্ট জেনেছেন ব'লে ভাবতেন না। মাদাম মার্কীর প্রেমের অগ্রগতি

নিয়ে ঠাট্টা করে এবং তাঁর মনে ভয় উদ্রেকের ছুতোয় শব্দটা বার বার ব্যবহার করে তাঁর মনে ওটা গেঁথে দিলেন। তিনি বলতেন : "মার্কী সাবধান ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে ; এমনও হতে পারে যে আমার এই বন্ধুত্বের অপব্যবহার করাটা তোমার চোখে এবং আমার চোখেও খারাপ বলে মনে হবে। পাগলামী লোকে রোজ করে না। আমার মনে বেশ ভয় আছে যে যাতে তোমার অরুচী কেবল তার দ্বারাই তুমি মেয়েটিকে পাবে।"

যখন মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে মনে করলেন যে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কী পুরো-পুরি ফাঁদে পড়েছেন ; তখন তিনি ঐ দুই মহিলাকে আসতে বললেন এবং মার্কীকে বললেন যে যেন তিনি সাধারণ পোশাকে আসেন : তাই হলো।

তাঁরা সবে প্রথম পদটা শেষ করেছেন এমন সময় মার্কী এলেন। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে ও দুজন দেসনো আশ্চর্য হবরে অপূর্ব অভিনয় করলেন। মার্কী মাদাম দ্য লা পমে-রাইয়েকে বললেন : "জমিদারী থেকে আসছি ; বাড়িতে সবাই জানে যে রাতে ফিরব ; আশা করি এত বেলায় অভুক্ত অবস্থায় তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে না।" এই কথা বলতে বলতে মার্কী একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তাঁর পাতটা মায়ের পাশে ও মেয়ের সামনে পাতা হলো। এমন পছন্দমতো জায়গায় তাঁর ঠাঁই করে দেবার জন্য মার্কী চোখ মেরে মাদাম দ্য লা পামেরাইয়েকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রথম আড়ষ্টতা কাটিয়ে দুই ভক্তিনী আস্তে আস্তে সহজ হলেন। আড্ডা হলো এমন কি হাসি ঠাট্টাও হলো। মার্কী অত্যন্ত মনোযোগ এবং মেয়ের প্রতি অত্যন্ত সংযত ভব্যতা দেখালেন। এই তিনজন মহিলার কাছে এটা হয়ে দাঁড়াল একটা গোপন মজা ; আর মার্কী এমন কিছুই বলতে চাইলেন না যাতে ঐ মহিলারা চটে যেতে পারেন। তাঁরা তিনজন মিলে ঝাড়া তিন ঘণ্টা মার্কীকে দিয়ে ধর্মাচরণ সম্পর্কে বকবক করালেন। শেষে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে তাঁকে বললেন : "তোমার বক্তৃতাটা তোমার বাবা মার যশোগাথা ; ছোটবেলার শিক্ষা কখনই মুছে যায় না। তুমি ঈশ্বরের প্রেমের সমস্ত সূক্ষ্ম দিকগুলো ধরতে পারো যেন তোমার সমস্ত শিক্ষা হয়েছে কেবলমাত্র সন্ত ফ্রাঁসোয়া দ সালের কাছে। আর তুমি একটু কিয়েতিস্ত ছিলে না ?

—আমার মনে পড়ে না…

এটা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই যে আমাদের দুই ভক্তিনী তাদের কথাবার্তায় বুদ্ধি, লাবণ্য, পালিশ এবং যা কিছু মোহিনী ক্ষমতা নিজেদের ছিল তার সমস্তই যোগ করে-ছিলো। কথায় কথায় রিপুর পরিচ্ছেদের কথা উঠল এবং মাদমোয়াজেল দ্যুকনোয়া (এটাই ছিলো তাঁর আসল নাম) বললেন যে ঐ একটা মাত্র পরিচ্ছেদই বিপদজনক। মার্কী তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। ছটা থেকে সাতটার মধ্যে দুই মহিলা চলে গেলেন, তাঁদের আটকানো গেল না ; মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে মাদাম দ্যুকনোয়ার সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে কর্তব্যটা সর্বদাই করা উচিৎ না হলে এমন একটা দিনও যাবে না যেদিন সুখের সঙ্গে পরিতাপ যুক্ত হবে না। মার্কীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই মহিলা চলে গেলেন এবং মার্কী মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন।

মাদাম : কি মার্কী! আমি লোকটা কি খারাপ ? সারা পারীতে আর একজনকে বার

করো যে আমার মতো এতটা করবে।

মার্কী : (হাঁটু গেড়ে)—মানছি ; তোমার মতো আর একজনও নেই। তোমার করুণা আমায় হতবাক করে দিয়েছে ; পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।

মাদাম : কথাটা চিরকাল মনে রাখবে তো ?

মার্কী : যদি না রাখি তা হলে নিজেকে অকৃতজ্ঞদের শিরোমণি বলে মনে করব।

মাদাম : বাদ দাও। তোমার হৃদয়ের কি অবস্থা ?

মার্কী : সত্যি বলব ? মেয়েটিকে না পেলে আমি মরে যাব।

মাদাম : নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু কি ভাবে পাবে সেটাই প্রশ্ন।

মার্কী : দেখা যাবে।

মাদাম : মার্কী, তোমায় আমি চিনি, সব বুঝতে পারছি।

প্রায় মাস দুয়েক মার্কী মাদামের বাড়ি এলেন না ; আর তার মধ্যে তিনি কি করলেন তা বলছি। তিনি মা ও মেয়ের পাপ-স্বীকারের পুরোহিতের সংগে আলাপ জমালেন। এই লোকটা সেই সন্ন্যাসীটার বন্ধু যার কথা আগেই বলেছি। এই পুরুতটা বকধার্মি-কের মতো গোড়ায় এই কদাচারের পরিকল্পনায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে কাজটাকে যত বেশী চড়া দরে বিক্রী করা যায় ততটা দর চড়িয়ে মার্কী যা বলবে তাই করতে রাজি হলো। ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত এই লোকটি প্রথম যে নোংরা কাজটা করল সেটা হলো এই যে সে এই দুই মহিলাকে বিশপের নেকনজর থেকে বঞ্চিত করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করালো যে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের এই দুই আশ্রিতা গীর্জা থেকে যে সাহায্য পায় সেই সাহায্যটা তাদের চেয়েও অভাবী কারোর পাওয়া উচিৎ। তার মতলবটা ছিল দারিদ্র্যের পীড়ন দিয়ে এদের পথে আনবে।

তার পর মা ও মেয়ের সম্পর্কে চিড় খাওয়াবার জন্য পাপ স্বীকারের মঞ্চটা ব্যবহার করল। মা যখন মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত তখন সে দোষগুলোকে ফাঁপিয়ে তুলে তাকে মেয়ের সম্পর্কে বিরক্ত করে তুলত। আর যদি মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করত তাহলে সে তাকে বোঝাত যে সন্তানদের ওপর বাপ-মার ক্ষমতারও সীমা আছে আর তার মা যদি তাকে বেশী জ্বালাতন করে তাহলে উচ্চতর ক্ষমতার কাছে নালিশ করা চলতে পারে। তারপর পাপ-ক্ষালনের জন্য তাকে আবার পাপ-স্বীকার করতে আসতে বলত।

কখনো কখনো কায়দা করে তার রূপ-লাবণ্যের কথা বলত ; মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বিপদজনক উপহারটি ঈশ্বর তোমায় দিয়েছেন ; কোনোও এক ভালো লোক এতে মোহিত হয়েছেন, তার নাম সে করত না বটে কিন্তু সহজেই আন্দাজ করা যেত। ঈশ্বরের অপার দয়া এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর স্নেহময় আস্কারার কথাও বলত ; প্রকৃতির দুর্বলতা এবং তার জন্য কেউই দায়ী নয় ; সাধারণ আকর্ষণ ও রীপুর বশবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে পবিত্র মানুষও ব্যতিক্রম নয়; এইসব উপদেশও দিতো। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করত তার কোনো কামনা আছে কি না ; স্বপ্নে তার কাছে সেগুলো রূপ নেয় কি না। তারপর, নারী পুরুষের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং যার জন্য যীশু রক্তদান করেছেন সেই ব্যাপার-টাকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিৎ কি না ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে বলত : এসব ব্যাপারে কিছু

বলবার সাহস আমার নেই। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকাশের দিকে চেয়ে যন্ত্রণাকাতর আত্মাদের শান্তির জন্য প্রার্থনা করত··· । মেয়েটি তাকে বকতে দিতো। মেয়ে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের কাছে ধর্মোপদেষ্টার প্রতিটি কথার পুনরাবৃত্তি করত এবং তার মা ও মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে যেসব কথা ধর্মোপদেষ্টাকে বলতে বলত তা শুনে ধর্মোপদেষ্টা-টির উৎসাহ বাড়ত।

জাক : আপনার মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বাজে মেয়েছেলে।

মনিব : জাক ঠিকই বলেছে। আর তার বদমাইশিটা এলো কোথা থেকে? ঐ মার্কী দেসারসির থেকে। সে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলো আর যা করল সেটা কি ঠিক? মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের দোষটা প্রমাণসাপেক্ষ। পথে, তুই জাক, মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েকে দোষ দিবি আর আমি তাঁকে সমর্থন করব। আর ঐ পুরুতটা?—ওটা একদম বাজে, ওটাকে তোর হাতে ছেড়ে দিলাম।

জাক : ওটা এতই বাজে যে আমি জীবনেও পাপ স্বীকার করতে যাব না। আর আপনি মালকিন?

মালকিন : আমি আমার বুড়ো বিশপের কাছে যাব, ও কৌতূহলী নয় আর কানে কালা।

জাক : আচ্ছা যদি আপনার বুড়ো বিশপের স্বাস্থ্য পান করি?

মালকিন : এবারে না বলতে পারব না; কারণ লোকটা ভালো, পরবের দিন আর রোববার-গুলোয় ছোঁড়া-ছুঁড়ীগুলোকে নাচবার আর অন্যদের এখানে আসবার অনুমতি দেয় এই শর্তে যে তারা এখানে এসে মাতাল হয়ে মাতলামী করতে পারবে না। আমার বিশপের স্বাস্থ্যের জন্য।

জাক : আপনার বিশপের স্বাস্থ্যের জন্য।

মালকিন : মহিলাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই ছিলো না যে একদিন এই ধর্মোপদেষ্টা তার ছাত্রীকে একটা চিঠি দেবে : তা হলোও; কিন্তু কি তার কায়দা! ধর্মোপ-দেষ্টা জানেন না যে কে এই চিঠি লিখেছে; কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ যে কোনো এক সহৃদয় এবং দানশীল ব্যক্তি তাদের দারিদ্র্যের কথা জেনে তাদের সাহায্য করতে চান। এ ধরনের চিঠি তিনি প্রায়শই বিলি করে থাকেন। তিনি যোগ করলেন, "আমি হুকুম করছি যে সুশীলা মেয়ের মতো তুমি এই চিঠি তোমার মায়ের সামনে খুলবে।" মাদমোয়াজেল দ্যুকনোয়া চিঠিটা তাঁর মাকে দিলেন মা সেটা সোজা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েকে পাঠালেন। চিঠিটা হাতে পেয়ে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে ঐ ধর্মোপদেষ্টাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রাপ্য ধমকানিটা তাকে দিয়ে জানালেন যে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তিনি ওপরওয়ালাদের জানাতে বাধ্য হবেন।

চিঠিটাতে মার্কী নিজের এবং মাদমোয়াজেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, নিজের প্রেমকে যতদূর সম্ভব উন্মাদ বলে রঞ্জিত করা উচিৎ তিনি তাই করেছেন, জোর খাটানোর কথা বলেছেন এমনকি তাঁকে হরণ করবার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। পুরুতটাকে ধমকানোর পর মাদাম মার্কীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তাঁর মতো ভদ্রলোকের পক্ষে এই কাজটা কত নীচ হয়েছে; মাদাম নিজে কতদূর

পর্যন্ত অপমানিত হয়েছেন ; মার্কীকে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন যে যদিও তিনি তাঁর বন্ধু তবুও, যদি মেয়েটির কিছু হয় তাহলে তিনি চিঠিটা হয় কোর্টে না হয় মাদাম দ্যুকনোয়াকে দিতে বাধ্য হবেন। তিনি বললেন : "উঃ! মার্কী প্রেম তোমায় নষ্ট করেছে, তুমি ছোটোলোক, কারণ ভালো কাজের ভান করে তুমি নোংরা কাজ করছ। এই দুই মহিলার দারিদ্র্যের সঙ্গে তুমি কি অপমান যোগ করতে চাও ? যেহেতু মেয়েটি সুন্দরী ও ভালো থাকতে চায় তার জন্যই কি তুমি ওদের উত্ত্যক্ত করতে চাও ? তুমি কি চাও যে ভগবানের সবচেয়ে বড়ো দানকে মেয়েটি ঘৃণা করুক ? তোমার বন্ধু হওয়াটা কি আমার উচিত হয়েছে ? মার্কী আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করো যে আমার দুঃখী বন্ধুদের তুমি শান্তিতে থাকতে দেবে।" মার্কী প্রতিজ্ঞা করলেন যে মাদামের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কিছু করবেন না ; কিন্তু যে করেই হোক মেয়েটিকে তাঁর চাই।

মার্কী মোটেই তাঁর কথা রাখলেন না। মা জেনে গেছে ; তাই মেয়েকে না লিখে সোজা মাকে চিঠি লিখলেন। নিজের দোষ স্বীকার করে, তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন ; এবং চিঠির সঙ্গে দামী গহনাভর্তি একটা বাক্সও এলো।

তিন মহিলা একত্রিত হলেন। মা ও মেয়ে চিঠি ও গহনার বাক্স গ্রহণ করতে অরাজি নয় ; কিন্তু মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বেঁকে বসলেন। মা ও মেয়ে তাঁকে যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন ; হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয় দেখালেন ; ফলে আমাদের দুই ভক্তিনী তাঁর কথা মানতে বাধ্য হলেন। যে ঝুমকোটা তার কানে মানাচ্ছিলো সেটা মেয়েকে খুলে ফেলতে হলো, গহনাভর্তি বাক্স ও চিঠি অত্যন্ত কড়া ও ভদ্র ভাষায় লেখা উত্তরের সঙ্গে ফেরত গেল।

মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে কথা না রাখার জন্য মার্কীকে কথা শোনালেন। নিজের হঠকারিতা ও কথা না রাখার জন্য মার্কী ক্ষমা চাইলেন। মাদাম বললেন : "মার্কী তোমায় আগেই বলেছি এখন আবার বলছি : "তুমি যা চাইছ তা তুমি পাবে না ; অবশ্য তোমায় বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই, আমার বলাই সার হবে : তাও বলছি যে কোনো উপায় নেই।"

মার্কী স্বীকার করলেন যে তিনিও একমত কিন্তু শেষ চেষ্টা করে দেখবার অনুমতি চাইলেন ; সেটা হলো যে তিনি তাঁদের ভালো আয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং তাঁর সম্পত্তিতে তাঁদের ভাগ থাকবে এবং একটা গ্রামের ও একটা শহরের বাড়ি জীবন-স্বত্ব হিসাবে তাঁদের লিখে দেবেন। মাদাম বললেন : "চেষ্টা করে দেখ, জোর খাটানো ছাড়া আর যা পারো করো ; তবে আমি বলছি যে নিজের মান ও সততা যাদের নির্ভেজাল তারা কোনো দামেই ও দুটো বিকোবে না। তোমার নতুন প্রস্তাবের দশা আগেরটার মতোই হবে : এই মহিলাকে আমি ভালো করেই চিনি : এ নিয়ে আমি বাজীও রাখতে পারি।"

নতুন প্রস্তাব গেল। আবার তিন মহিলার আলোচনা সভা বসল। মা ও মেয়ে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের সিম্ধান্তের অপেক্ষায় চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাদাম বললেন: "না না আমার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়।" যেই তিনি তাঁর সিম্ধান্তটা জানালেন অমনি মা ও মেয়ের চোখে জল এলো তাঁরা তাঁর পায়ে পড়ে জানালেন যে এই ভাবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে তাঁদের কি ক্ষতি হতে পারে ও এটা গ্রহণ করলে তাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ইত্যাদি কথা বললেন। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে রুক্ষ ভাবে বললেন: "তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের জন্য যা করেছি তা শুধু তোমাদেরই জন্য? তোমরা কে? তোমাদের কাছে আমার কি কোনো দেনা আছে? কেন আমি তোমাদের আগের জায়গায় ফেরত পাঠাবো না? তোমাদের কাছে এটা অনেক বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটা যথেষ্ট নয়। যা বলছি তাই লেখো আর আমার চোখের সামনে তা পাঠাতে হবে।" হতাশ হবার চেয়ে বেশী ভয় পেয়ে মা ও মেয়ে ফিরে গেলেন।

জাক : এই মেয়েটা দেহধারী সাক্ষাৎ শয়তান ; আর সে কি চায়? এক বিশাল সম্পত্তির অর্ধেকও কি প্রেমে ল্যাং মারার দাম হিসাবে যথেষ্ট নয়?

মনিব : জাক তুই মেয়েছেলে নোস, আর ভদ্রমহিলা তো নয়ই, তুই তোর নিজের মাপে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বিচার করছিস। তোকে বলব? আমার সন্দেহ হচ্ছে যে মার্কী দেসার্সীর সঙ্গে একটা মাগীর বিয়ে ওপরে লেখা আছে।

জাক : ওপরে যদি লেখা থাকে তো তা হবেই।

মালকিন : মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বাড়ি আসতে মার্কীর দেরী হলো না। মাদাম বললেন: তোমার নতুন প্রস্তাবের কি হলো?

মার্কী : প্রত্যাখ্যান। আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। এই আকর্ষণটাকে আমি বুক থেকে ছিঁড়ে ফেলতে চাই ; আমার বুকটাকেই উপড়ে ফেলতে চাই কিন্তু পারছি না। মার্কীস দেখ তো আমার মুখের সঙ্গে তার মুখের আদল আছে কি না?

মাদাম : আগেই লক্ষ্য করেছি কিন্তু কিছু বলি নি। তাতে কিছু যায় আসে না: কি ঠিক করলেন?

মার্কী : কিছুই ঠিক করতে পারছি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যে গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়ি আর পৃথিবী পর্যটন করি, একটু বাদেই ইচ্ছার জোর চলে যায়। মনে হয় হারিয়ে গেছি, মাথা ভোঁ ভোঁ করে: বোকা হয়ে গেছি কি হবে জানি না।

মাদাম : ভূ-পর্যটনে বেরিও না ; ভিলজুইফ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসাটা ভালো দেখাবে না। পরের দিনই মার্কী মাদামকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন আর যতদিন পারেন ততদিন সেখানে থাকবেন ; যদি সম্ভব হয় তাহলে তাঁর হয়ে মাদাম যেন ঐ দুই মহিলার কাছে ওকালতী করেন ; তিনি গ্রামে অল্পদিনই থাকলেন ; বিয়ে করবার সিম্ধান্ত নিয়ে ফিরে এলেন।

জাক : বেচারা মার্কীর জন্য আমার দয়া হচ্ছে।

মনিব : আমার হচ্ছে না।

মালকিন : তিনি মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের বাড়ির দরজায় নামলেন। মাদাম বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন সোফায় শুয়ে, চোখ বুজে মার্কী দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন। "আরে মার্কী! ফিরে এলে? গ্রামে মন টিকল না?"

মার্কী : নাঃ, কোথাওই শান্তি নেই। আমার বয়সের আর আমার চরিত্রের পুরুষ মানুষ সবচেয়ে বড়ো যে বোকামীটা করতে পারে সেটাই করব বলে ঠিক করেছি। এই যন্ত্রণার চেয়ে বিয়ে করা ভালো; বিয়েই করব।

মাদাম : মার্কী ব্যাপারটা গুরুতর, একটু ভেবে দেখা উচিৎ।

মার্কী : একটা কথাই ভেবে দেখেছি এবং সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ: সেটা হলো এই যে এখনকার চেয়ে বেশী কষ্ট আমি কখনই পাব না।

মাদাম : তোমার ভুল হতে পারে।

(জাক : বদমাইশ মেয়েছেলে।)

মার্কী : দেখো বন্ধু, অবশেষে আমার মনে হয় যে একটা কাজ আমি তোমায় নির্দ্বিধায় করতে বলতে পারি; তা হলো, তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করো; মাকে প্রশ্ন করো আর মেয়েকে বাজিয়ে দেখে তাদের আমার প্রস্তাবটা জানাও।

মাদাম : ধীরে মার্কী। তাদের সম্পর্কে একটা ধারণা করবার পক্ষে আমি তাদের যথেষ্ট চিনি; কিন্তু যখন ওদের ওপর আমার বন্ধুর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে তখন একটু ভালো ভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া উচিৎ। ওদের দেশ থেকে খবর নেবো আর যতদিন ওরা পারীতে আছে ততদিনের হাঁড়ির খবর বার করব।

মার্কী : আমার মনে হয় যে এই সাবধানতার কোনো মানেই হয় না। যে টোপ আমি দিয়েছি সে টোপ অত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও যারা গেলে না তারা সত্যিই অসাধারণ। আমার টোপে একজন ডাচেসকেও গাঁথতে পারতাম। আর তুমিই সে কথা বলেছ…

মাদাম : তা ঠিক; কিন্তু আমাকে নিঃসন্দেহ হতে দাও।

(জাক : উঃ বদমাইশ! কুত্তী! গুয়ের ডাবা! কেন যে লোকে এমন মেয়েছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে?)

মনিব : আর কেনই বা তাকে গোড়ায় ফুসলে পরে ল্যাং মারে?

মালকিন : কেনই বা অকারণ পিরীত উবে যায়?

জাক : (আঙুল দিয়ে ওপরে দেখিয়ে) উঃ কর্তামশায়!

মার্কী : তুমিও বিয়ে কর না।

মাদাম : কাকে শুনি?

মার্কী : কেন, ঐ বেঁটে কাউন্টকে, ও বুদ্ধিমান, সদবংশজাত, পয়সাওয়ালা।

মাদাম : আর সে যে অন্য কারোর কাছে যাবে না তার গ্যারাণ্টি তুমি দেবে?

মার্কী : না, কিন্তু স্বামীর এদিক-ওদিক যাওয়াটা সহজেই মেনে নেওয়া যায়।

মাদাম : ঠিক আছে, কিন্তু আমি একটু অদ্ভুত তাই আমার গায়ে লাগবে। আর আমি

প্রতিহিংসাপরায়ণ।

মার্কী : আরে তুমি তো প্রতিশোধ নেবেই। তা কি আর বলতে ? আমরা চারজন একটা বাড়ি নিয়ে থাকব। আমাদের একটা সুন্দর সমাজ হবে।

মাদাম : খুবই ভালো হয় ; কিন্তু আমি বিয়ে করছি না, একটা মাত্র লোক যাকে বিয়ে করতে হয়ত বা ইচ্ছেও হতো…

মার্কী : সে আমি ?

মাদাম : এখন সে কথা নির্ভয়ে বলতে পারি।

মার্কী : তুমি আমায় তা বল নি কেন ?

মাদাম : ঘটনাচক্রে বলা হয় নি, এখন দেখছি ঠিকই করেছি। যাকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ সে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত।

মালকিন : মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে তার প্রয়োজন অনুসারে তাঁর খবরে স্বচ্ছতা ও যাথার্থ্য যোগ করলেন। মার্কীর কাছে সবচেয়ে শ্লাঘ্য প্রমাণগুলো পেশ করলেন ; এই সব প্রমাণের কিছু এলো পারী থেকে, কিছু এলো গ্রাম থেকে। মার্কীর কাছ থেকে আরও পনেরো দিন সময় নিলেন যাতে মার্কী ঠাণ্ডা মাথায় আরও একটু ভেবে দেখতে পারেন। এই পনেরো দিন মার্কীর কাছে পনেরো বছর বলে মনে হলো ; অবশেষে মার্কীর পীড়াপীড়ি ও অনুনয়বিনয়ে কথাটা পাড়তে রাজি হলেন। প্রথম কথাবার্তা হলো মা ও মেয়ের বাড়িতে ; সব ঠিক হয়ে গেল, খবর রটল, সইসাবুদ হলো ; মার্কী একটা দামী হীরে দিয়ে ঘটক বিদায় দিলেন ; বিয়ে হয়ে গেল।

জাক : অদ্ভুত ছক আর অদ্ভুত প্রতিশোধ !

মনিব : মাথায় একেবারেই ঢুকছে না।

জাক : বিয়ের প্রথম রাতে কি হলো তার কথাটা বলে আমার কৌতূহল থেকে আমায় মুক্তি দিন। এখনও পর্যন্ত তো বিশেষ কিছুই খারাপ দেখছি না।

মনিব : চুপ কর হাবা !

মালকিন : বিয়ের প্রথম রাত ভালোই কাটল।

জাক : আমি ভেবেছিলাম…

মালকিন : আপনার মনিব আপনাকে যা বললেন তাই করুন…(এই বলে সে হাসতে হাসতে জাকের নাক টিপে দিয়ে বলল) সেটা পরের দিন হলো।

জাক : পরের দিনটা আগের দিনের মতো হলো না ?

মালকিন : মোটেই না। পরের দিন মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের কাছ থেকে জরুরী তলব নিয়ে মার্কীর কাছে চিঠি এলো, মার্কী ও মাদামের বাড়ি পৌঁছতে দেরী করলেন না। ক্ষুব্ধ মুখে মাদাম তাঁকে অভ্যর্থনা করে যা বললেন তা বলতে বেশী সময় লাগল না। তা হলো : "মার্কী আমায় এবারে বুঝুন। অন্য মেয়েরা যদি আমার মতো গর্বিতা হয়ে আমার মতো ক্রুদ্ধ হতে পারত তাহলে আপনাদের মতো পুরুষ এতো বেশী নজরে পড়ত না। আপনার ভাগ্যে একজন সতী নারী এসেছিলেন আপনি তাঁকে রাখতে পারলেন না ; এই নারী হলাম আমি ;

সে আপনার সঙ্গে আপনার যোগ্য একজনের বিবাহ দিয়ে প্রতিশোধ নিলো। এখান থেকে বেরিয়ে রু আভেসিঁয়েরে ওতেল দ' বুর্গে যান সেখানে গিয়ে জানবেন যে আপনার স্ত্রী ও শাশুড়ী দেসনো নাম নিয়ে কি নোংরা জীবিকা গ্রহণ করে দশ বছর কাটিয়েছে।"

বেচারা মার্কী হতবাক হয়ে গেলেন। ভেবে কূল পেলেন না; কিন্তু শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই তিনি নিঃসংশয় হলেন। বাড়ি না ফিরে সারাদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ী ব্যাপারটা আঁচ করলেন। দোর নাড়ার প্রথম শব্দেই শাশুড়ী নিজের ঘরে গিয়ে প্রাণভয়ে দোরে খিল দিলেন; আর স্ত্রী একা স্বামীর অপেক্ষায় রইলেন। স্বামীর মুখে রাগের ছাপ তিনি দেখলেন এবং কোনোও কথা না বলে স্বামীর পায়ের সামনে মাটিতে মুখ রেখে শুয়ে পড়লেন। স্বামী বললেন: "অসতী আমার সামনে থেকে দূর হও…।" স্ত্রী উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আবার মার্কীর পায়ের ফাঁকে মুখ থুবড়ে পড়লেন। স্ত্রী বললেন: "মহাশয় আমায় পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে মেরে ফেলুন; আমি তার যোগ্য দোষে দোষী, আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করুন, আমার মাকে ছেড়ে দিন…"

মার্কী আবার বললেন: "চলে যাও! চলে যাও আমার সামনে থেকে! যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আমায় লজ্জায় অধোবদন করেছো, খুন করবার অপরাধ থেকে আমায় মুক্তি দাও।"

হতভাগিনী যেমন ছিলো, তেমনি পড়ে রইল, কোনোই উত্তর দিলো না। মার্কী হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে দেহটা খাটের পায়ার দিকে বেঁকিয়ে একটা সোফায় বসে স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে মাঝে মাঝে ধমকে উঠছিলেন: "দূর হও…" হতভাগিনীকে নিশ্চুপ ও অনড় দেখে তাঁর আশ্চর্য লাগল; তিনি আরও জোর গলায় বললেন: "দূর হও বলছি! কথাটা কি কানে যাচ্ছে না? …।" তারপর নীচু হয়ে তাকে ধাক্কা মেরে বুঝলেন যে সে অজ্ঞান ও মৃতপ্রায়, তিনি তাঁকে কোলে তুলে খাটে শুইয়ে দিয়ে, তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, দৃষ্টিতে একের পর এক রাগ ও সহানুভূতি ফুটে উঠছিলো। তিনি ঘন্টা বাজালেন: চাকরেরা এলো; দাসীদের তারা ডেকে আনল, তাদের তিনি বললেন: "তোমাদের মনিব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওঁকে ওরমহলে নিয়ে গিয়ে সেবা করো…।" একটু বাদে, খবর নেওয়ার জন্য লোক পাঠালেন। খবর এলো; জ্ঞান ফিরেছিলো; কিন্তু জ্ঞান ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন এবং জ্ঞান ফেরার পর এত অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান হারাচ্ছেন এবং তা এতক্ষণ ধরে চলছে যে ডাক্তার কিছুই বলতে পারছে না। ঘন্টা দুয়েক বাদে আবার খবর নিতে পাঠালেন। খবর এলো যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এমন হেঁচকি তুলছেন যে তা উঠোন থেকে শোনা যাচ্ছে। ভোরের দিকে, তৃতীয় বারে, খবর এলো যে হেঁচকি বন্ধ হয়েছে; তিনি অনেক কেঁদেছেন

এবং মনে হচ্ছে যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পরের দিন মার্কী গাড়িতে ঘোড়া জোতালেন এবং কোথায় যাচ্ছেন তা কাউকে না জানিয়ে দিন পনেরোর মতো বাড়ি থেকে উধাও হলেন। বেরোবার আগে কিন্তু মা ও মেয়ের যাতে কোনোও রকম অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করলেন এবং হুকুম দিয়ে গেলেন যে তাঁর স্ত্রীর হুকুম যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।

এই পনেরো দিন মা ও মেয়ে একসংগে রইলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে বাক্য বিনিময় প্রায় বন্ধ রইল। মেয়ে মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে মাথার চুল ছিঁড়তেন মা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে সাহস পেতেন না। একজনের মুখে হতাশা আর অন্যজনের মুখে উত্তেজনা সহ্য করার ছাপ। বার বার মেয়ে বলছিলেন: "চলো মা বেরিয়ে গিয়ে পালিয়ে বাঁচি"; মা উত্তর দিতেন: "না মা থাকতেই হবে; যা ঘটবে তা সহ্য করতেই হবে; ও আমাদের মেরে ফেলবে না…।" মেয়ে বলতেন: "ভগবানে দয়া হলে উনি তাই করবেন।" মা উত্তর দিতেন: "বাজে কথা বোলো না চুপ করে থাকো।"

ফিরে এসে মার্কী নিজের মহলের দরজা বন্ধ করলেন ও দুটি চিঠি লিখলেন, একটি লিখলেন তাঁর শাশুড়ীকে অন্যটি তাঁর স্ত্রীকে। শাশুড়ী সেই দিনই পাশের শহরে কারমেলাইটদের কনভেণ্টে চলে গেলেন, এই কিছুদিন আগে তিনি সেখানে মারা গেছেন। স্ত্রী চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী জামা কাপড় পরে স্বামীর মহলে এলেন, সেখানে এসে দরজা পার হয়েই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মার্কী বললেন: "উঠে এসো…"

ওঁবার বদলে স্ত্রী হাঁটুর ওপর হেঁটে মার্কীর কাছে গেলেন; তাঁর দেহ কাঁপছিলো, উস্কোখুস্কো চুল, দেহটা সামনের দিকে একটু ঝোঁকা, হাত দুটো পাশে, মুখটা ওপরের দিকে তোলা, মার্কীর চোখে চোখ, মুখটা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে তিনি বললেন: "আমার মনে হয় যে আপনার বিক্ষুব্ধ হৃদয় কোমল হয়েছে এবং হয়তো বা কালে আমি আপনার দয়া পাবো; কিন্তু মহাশয় আমাকে ক্ষমা করবার জন্য ব্যস্ত হবেন না। অনেক ভালো মেয়ে অসতী স্ত্রীতে পর্যবসিত হয়েছে আমি তার উল্টো উদাহরণ হব। এখন আপনার কাছে যাবার যোগ্য আমি নই; অপেক্ষা করুন, ক্ষমা পাবার আশাটা শুধু আমায় দিন। আমাকে আপনার থেকে দূরে রেখে আমার আচরণ দেখে আমার বিচার করবেন; যদি দয়া করে আপনি কখনও আমায় কাছে ডাকেন তাহলে আমি সুখসাগরে নিমজ্জিত হব। আপনার বাড়ির সবচেয়ে গোপন কোণটা আমায় দেখিয়ে দিন আমি সেখানে থাকব। আমাকে দিয়ে যে নাম ও উপাধি চুরি করানো হয়েছে তা যদি আমি আমার থেকে ছিঁড়ে দিয়ে মরতে পারতাম তো খুশী হতাম এবং আপনিও হয়ত তৃপ্ত হতেন। দারিদ্র্যের অভাবে আমি ফুসলানী, প্রাধিকার ও ত্রাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এক কদর্য কাজ করেছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি দুশ্চরিত্রা নয়:

আমি তা নয় তাই আপনার সামনে আসতে আমি ইতস্তত করি নি এবং আপনার দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস আমার আছে। যদি আপনি আমার বুকের ভেতরটা দেখতে পেতেন তাহলে আপনি বুঝতেন যে দোষগুলো আমার থেকে কতদূরে; আমার সমকর্মীদের চরিত্র আমার পক্ষে কত অস্বাভাবিক। পাপ আমাকে আশ্রয় করেছিলো; কিন্তু তা আমার অন্তরে স্থান পায় নি। আমি নিজেকে জানি তাই একটা কথা নিজের স্বপক্ষে বলব, তা হলো রুচি, মানসিকতা ও চরিত্রের বিচারে জন্মসূত্রে আমি আপনার যোগ্য হতে পারতাম। আপনার সংগে দেখা করবার স্বাধীনতা যদি আমার থাকত তাহলে আমার বক্তব্য একটাই হতো এবং তা বলবার সাহস আমার হতো। মহাশয় আমাকে নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন; আপনার দারোয়ানদের ডাকুন; তারা আমাকে উলংগ করে রাতে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসুক; আমি সব কিছু মেনে নেব। আমার সম্পর্কে আপনি যা ঠিক করবেন আমি তাতেই রাজি; অজ্ঞাত গন্ডগ্রাম বা কনভেন্টের অন্ধকার হয়ত বা আমাকে আপনার চোখের আড়ালে রাখতে পারবে; বলুন, আমি চলে যাচ্ছি। সুখী হবার জন্য আপনার অনেক কিছু আছে তাই নিয়ে আপনি সুখী হতে পারবেন এবং আমাকে ভুলে যেতেও পারবেন।

মার্কী কোমল ভাবে বললেন, ওঠো; তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি; তোমাকে বকবার সময়েও তোমার মধ্যে আমার স্ত্রীকে সম্মান দিয়েছি; আমার মুখ থেকে এমন একটা কথাও বেরোয় নি যা আমার স্ত্রীকে ছোট করেছে বা যদি তা বেরিয়েও থাকে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং কথা দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে সে কখনও এমন কথা শুনবে না যা তার অবমাননা করে। একটা কথা তার যেন মনে থাকে যে স্ত্রী নিজে দুঃখী না হলে তার স্বামীকে সে দঃখী করতে পারে না। সতী হও, সৌভাগ্যবতী হও এবং আমাকেও তাই করো। তোমায় হাত জোড় করে বলছি যে আমার স্ত্রী তুমি উঠে আমায় আলিংগন করো; মাদাম লা মার্কীস ওটা তোমার জায়গা নয়; মাদাম দেসার্সী ওঠো…"

যতক্ষণ মার্কী এইসব কথা বলছিলেন, ততক্ষণ তাঁর স্ত্রী হাতে মুখ ঢেকে তাঁর স্বামীর পায়ে মাথা গুঁজে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন, মাদাম দেসার্সী কথাটা উচ্চারণ হবার সংগে সংগে আনন্দে ও বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; তারপর সরে সরে গিয়ে স্বামীর পদচুম্বন করতে লাগলেন। মার্কী বললেন: "আমি বললাম যে তোমায় ক্ষমা করেছি, তা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" —স্ত্রী বললেন: "যেন তাই হয় এবং আজীবন যেন তা আমি বিশ্বাস করতে না পারি।" মার্কী যোগ করলেন, "সত্যি বলতে কি আমার কোনো দুঃখ নেই; আর এই পমেরাইয়ে প্রতিশোধের নামে আমায় সাহায্যই করেছে। আমার বউ, যাও সাজগোজ করগে আর ইতিমধ্যে চাকর-বাকরেরা আমাদের বাক্স গুছোক; আমরা আমার জমিদারিতে চলে যাবো এবং যতোদিন এখানে ফিরে এসে তোমার বা আমার কোনো ছোট অসুবিধাও ভোগ করবার

সম্ভাবনা থাকবে ততদিন আমরা সেখানে থাকব"...তারপর টানা তিন বছর তাঁরা পারীতে অনুপস্থিত রইলেন।

জাক আর আমি স্বচ্ছন্দে বাজি রেখে বলতে পারি যে তিন বছর তাদের কাছে মাত্র একটা দিন বলে মনে হয়েছিলো এবং মার্কী দেসার্সী শ্রেষ্ঠ স্বামীদের একজন ও তার স্ত্রী শ্রেষ্ঠ স্ত্রীদের একজন হয়ে উঠেছিলো।

মনিব : আমি কিন্তু ততটা খুশী নয়; তার আসল কারণটা হলো এই যে যতদিন এই মেয়েটি তার মা ও মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের দ্বারা চালিত হয়েছিলো ততদিন মেয়েটিকে আমার মোটেই ভালো লাগে নি। এক মুহূর্তের জন্যও কোনো সংশয়, কোনো ক্ষুদ্রতম অস্থিরতা, কোনো আক্ষেপ তার এই দীর্ঘ দুঃখী জীবনে দেখা গেল না। তাকে দেখলাম যে বিনা জুগুপ্সায় এই কলঙ্কময় অধ্যায় সে অতিবাহিত করেছে। তাকে যা করতে বলা হয়েছে তা সে সবই করেছে, সে কমিউনিয়ন নিচ্ছে ও পুরুষদের নিয়ে খেলা করছে। আমার কাছে সে বাকি দুজনের মতোই ছলনাময়ী, ঘৃণ্য ও দুশ্চরিত্রা বলে প্রতিভাত হয়েছে। মালকিন আপনি গল্প ভালোই বলেন কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের জ্ঞান আপনার একটু কম। আপনি যদি চান সে যুবতীটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক তাহলে তাকে আর একটু স্পষ্ট-বক্তা করা উচিৎ ছিলো এবং আমাদের কাছে তাকে তার মা ও মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের নিষ্ঠুর শিকার হিসাবে দেখানো উচিৎ ছিলো, যদিও সে এক বছর ধরে ঠকিয়েছে তাও সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহারের দ্বারা তাকে বশীভূত রাখা উচিৎ ছিলো; এমনি ভাবে এই মেয়েটিকে, শেষ দৃশ্যে, তার স্বামীর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার রাস্তাটা তৈরী করা উচিৎ ছিলো। দৃশ্যে যখন একজনকে আনা হয় তখন তার ভূমিকা একটাই হতে হবে; নয়ত আমি প্রশ্ন করব; যে মেয়েটি ঐ দুই বদমাইশের সঙ্গে তাল দিলো সে মেয়েটিকেই কি আমরা তার স্বামীর পদতলে দেখছি? আপনি অ্যারিস্টটল, হোরেস, ভিদা ও ল্য বসুর (কুঁজোর[১]) আইন অমান্য করেছেন।

মালকিন : আমি কুঁজো বা সোজা কাউকেই চিনি না; কিছু যোগ না কোরে আর কিছু বাদ না দিয়ে ঘটনাটা যেমন ঘটেছিলো তেমনটিই আপনাদের বললাম, আর কে বলতে পারে যে মেয়েটির মনের মধ্যে কি হচ্ছিলো, আর কি করেই বা জানা যাবে যে যখন মেয়েটি অত্যন্ত ভালোমুখে তার কাজ করছিলো তখন দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিলো কি না?

জাক : মালকিন এই একবার আমি কর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর পক্ষ সমর্থন করব কারণ সেটা আমার দ্বারা বড়ো একটা হয় না; তাঁর কুঁজোকে আমি মোটেই চিনি না এবং অন্যান্য যে সব ভদ্রলোকদের নাম তিনি করলেন তাঁদের আমি চিনি না কিন্তু মাদমোয়াজেল দ্যুকনোয়া যিনি দেসনো হয়েছিলেন তিনি যদি সত্যিই ভালো মেয়ে হতেন তো আগেই বোঝা যেত।

---

১ ল্য প্যার বসু ১৮ শতকের বিখ্যাত নন্দন-তাত্ত্বিক; কিন্তু 'বসু' শব্দের অর্থ হলো কুঁজো। দিদরো এখানে শব্দের খেলা খেলেছেন।

মালকিন : ভালো মেয়ে না খারাপ মেয়ে তা জানি না তবে তিনি সতী স্ত্রী ; ও তাঁর স্বামী খুবই সুখী এবং তাঁর স্বামী অন্য কারোর পেছনে ছোটেন না।

মনিব : তাঁকে সেলাম ; তিনি সুখী সেটাই আসল।

মালকিন : আর আমি আপনাদের সুনিদ্রা কামনা করছি। দেরী হয়ে গেছে, আমি সবার শেষে শুতে যেতে পাই আর আমার উঠতে হয় সবার আগে। আচ্ছা। জানি না কেন আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে একটা অদ্ভুত বিয়ের গল্প শোনাবো, আশা করি কথা রেখেছি। মহাশয় জাক, আপনার বোধহয় ঘুমোতে কষ্ট হবে না ; আপনার চোখ তো ঘুমে বুজে এসেছে। আচ্ছা মহাশয় জাক আসি।

মনিব : তা মালকিন আপনার গল্প তো শোনা হলো না।

মালকিন : না।

জাক : কর্তা, আপনি গল্প শুনতে বড়ো ভালোবাসেন।

মনিব : তা সত্যি, অনেক কিছু শিখি আর তার পাই মজা। ভালো গল্পে বলিয়ে কমই পাওয়া যায়।

জাক : ঠিক এই জন্যেই নিজের গল্প না হলে আমি গল্প ভালোবাসি না।

মনিব : তুই তো চুপ করে থাকার চেয়ে বাজে বকতেও ভালোবাসিস।

জাক : তা সত্যি।

মনিব : আর আমি কিছু না শোনার চেয়ে বাজে বকবকও শুনতে ভালোবাসি।

জাক : আর তাই আমরা দুজনেই খুশী।

জাক, তার মনিব ও মালকিনের মনে কি ছিলো, যার জন্য তারা মাদমোয়াজেল দ্যুক-নোয়ার স্বপক্ষে একটা কথাও খুঁজে পেল না ; তা আমি জানি না। ঘটনার জট পুরো-পুরি খোলার আগে পর্যন্ত কি মেয়েটি মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের চাতুরীটা বোঝে নি ? সে মার্কীর পাণিগ্রহণের চেয়ে তাঁর পাঠানো উপহারগুলি নিতে পছন্দ করত না ? তাঁকে স্বামীর পরিবর্তে প্রেমিক হিসাবে পেতে ? মেয়েটি কি মার্কীর স্বেচ্ছাচারিতা ও পীড়নের ভয়ে সর্বদাই কম্পিত হতো না ? ঘৃণ্য জীবনযাপনের প্রতি জুগুপ্সার জন্য কি তাকে দোষ দেওয়া যায় ? যদি মেয়েটিকে সাধুবাদ দিতে হয়, তা হলে কি তার মুক্তির উপায়টির মধ্যে ভদ্রতা এবং সরলতা দাবি করা যায় ?

আপনারা কি মনে করেন যে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েকে ক্ষমা করা আরও শক্ত ? এ ব্যাপারে জাক ও তার মনিবের মতটা জানতে পারলে আপনাদের আরও ভালো লাগত, কিন্তু অন্যান্য আরও আকর্ষণীয় ব্যাপারে তাদের এত কথা বলার আছে যে তারা এ ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামালো না। ফলত এ ব্যাপারে আমায় কথা বলার অনুমতি দিন। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ের নাম শুনলেই আপনারা জ্বলে যাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন : "উঃ পাতকী। উঃ বকধার্মিক। উঃ বজ্জাত!..." চেঁচাবেন না, রাগ করবেন না, অস্থির হবেন না : ভেবে দেখা যাক। প্রতিনিয়তই প্রতিভা ব্যতিরেকে আরও খারাপ কাজ হচ্ছে। মাদাম দ্য লা পমেরাইয়েকে আপনারা ঘৃণা করতে পারেন, তাঁকে আপনারা ভয় করতে পারেন ; কিন্তু তাঁকে আপনারা তাচ্ছিল্য করতে পারবেন না। আপনারা জানেন না যে মার্কীর দেওয়া দামী হীরে তিনি মার্কীর নাকের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ;

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে তিনি তা করেছেন। যা তিনি করেছেন তা তিনি সম্পত্তি বাড়াবার বা কোনোও মানপত্রের জন্য করেন নি। কি! যদি এই মহিলা কিছু আদায়ের তালে এসব করতেন; যদি তিনি একটা মানপত্র বা উপনিবেশে একটা সম্পত্তি অথবা বড়োলোক মঠের লভ্যাংশের জন্য একজন মন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা বা একজন রিসিভারের কাছে বেশ্যাবৃত্তি করতেন তাহলে আপনাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক বলে মনে হতো কারণ অনেকেই তা করে থাকেন; আর যখন কেউ প্রতারণার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু করে তখন আপনাদের খারাপ লাগে: এর মানে হয় আপনারা গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন না, না হয় নারীর সতীত্বের কোনো মূল্যই আপনারা দেন না; মার্কীর জন্য মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে কথাটা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন? আমি এ কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই না যে মার্কীর জন্য তাঁর টাকার থলি সদা-উন্মুক্ত থাকত বা অনেক বছর ধরে তাঁর বাড়িটাই ছিল মার্কীর বাড়ি এবং তাঁর খাবার টেবিলটাই ছিল মার্কীর খাবার টেবিল। এ কথায় আপনারা আপত্তি করবেন; কিন্তু তিনি যে মার্কীর সমস্ত খেয়াল-খুশীর সঙ্গে, সমস্ত পছন্দ অপছন্দের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন; মার্কীকে খুশী করবার জন্য নিজের জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেটা তো সত্যি। তাঁর জীবনের পবিত্রতার জন্য সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানীয়া ছিলেন; এবং মার্কীর জন্য তিনি নিজেকে সবার সঙ্গে এক করে দিলেন। মার্কীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হবার পর লোকে বলতে আরম্ভ করল "অবশেষে দেখা গেল যে মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে আমাদের মতো…।" সমাজে তাঁর চার-পাশে বাঁকা হাসি তাঁর নজর এড়ায় নি; তিনি ঠাট্টা শুনতে বাধ্য হতেন, তাতে লাল হয়ে গিয়ে মাটির দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারতেন না। সমাজে সতীত্ব সম্পর্কে সমস্ত বক্রোক্তিগুলিকে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিলো; কধার্মিকতার ছাপ মেরে সতীত্বকে অপমান করে সুখ পাওয়ার জন্য সমাজ যে সব ঠেচ্ছা রচনা করে তার সমস্তই তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন গর্বিতা; পদস্খলনের লজ্জা এবং পরিত্যক্তা হওয়ার অপমানের বোঝা নিয়ে সমাজে বিচরণ করার চেয়ে মৃত্যুও তাঁর কাছে প্রিয় ছিলো। তিনি সেই বয়সে পৌঁছেছিলেন যখন মেয়েদের আর প্রেমিক জোটে না। এমনই ছিলো তাঁর চরিত্র ও অবস্থা এবং এই ঘটনাটা তাঁকে নিঃসঙ্গ ও একঘেঁয়ে জীবনে বন্দী করল। একজন পুরুষ একটা ছোট্ট অঙ্গ-ভঙ্গী বা একটা ছোট্ট বিরোধিতার জন্য একজনকে ছুরি মারলে যদি দোষ না হয় তাহলে একজন সতী নারী অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিশ্বাসঘাতক একজন বাইজীর পাণিগ্রহণ করালে দোষ হবে কেন?—পাঠক আপনাদের সাধুবাদ অত্যন্তই হাল্কা এবং নিন্দায় আপনারা বড্ডই কঠোর। আপনারা বলবেন মাদামের প্রতিশোধ নেওয়াকে তো আমরা দোষ দিচ্ছি না, আমরা নিন্দা করছি তাঁর প্রতিশোধের পন্থাটিকে। এই চাতুরী, এই মিথ্যার জাল রচনা সেটা এক বছরের বেশী সময় ধরে চলে; আমরা তো এতদিন ধরে রাগ পুষে রাখি না। —না আমি, না জাক, না তার মনিব, না মালকিন কেউই এতদিন ধরে রাগ পুষে রাখে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াকে তো আপনারা ক্ষমা করেন, তাই আমি উত্তর দেবো যে অন্যদের প্রতিক্রিয়ার সময় কম লাগে আর মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে বা তাঁর চরিত্রের মহিলাদের প্রতিক্রিয়ার সময় লাগে বেশী। কখনো কখনো

তাঁদের মনের অবস্থা সারা জীবন ধরে অপমানিত হওয়ার মুহূর্তটিকে ধরে রাখে, তাতে দোষটা কোথায় ?—এতে তো আমি খুব একটা দোষ দেখি না ; এবং যদি একটা আইন হয় যে একজন সতী মহিলাকে কেউ যদি নষ্ট করে ত্যাগ করে তাহলে তাকে একজন বাইজীকে বিয়ে করতে হবে, তাহলে আমি সে আইনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করব : বাজারের পুরুষের বিয়ে হবে বাজারের মেয়ের সঙ্গে।

আমার বক্তৃতার ফাঁকে জাকের মনিব নাক ডাকাচ্ছে যেন সে আমার একজন শ্রোতা ; আর জাক টলতে টলতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আসবাবপত্রে ধাক্কা খাচ্ছে ফলে তার মনিব জেগে গিয়ে মশারীর ভেতর থেকে বলছে : "জাক তুই মাতাল হয়ে গেছিস।"

—তা সম্ভব।

—কখন তুই শুবি বলে ঠিক করেছিস ?

—এই শুলাম বলে ; কিন্তু মানে···কিন্তু মানে···

—মানে কি ?

—মানে ঐ বোতলটার তলানীটা থেকে গন্ধ বেরোবে, আর আধখালি বোতল আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না ; শুলেই ওটার কথা মনে পড়বে, আর আমি চোখ বুজতে পারব না। আমাদের মালকিন, সত্যিই, খুব ভালো লোক আর তার শ্যাম্পেনের মদটা আরও ভালো ; এই বোতলটা থেকে গন্ধ বেরোতে দেওয়াটা খুব খারাপ···

এইবার জাক টেবলে বসে পড়ল, বোতলটা থেকে আর গন্ধ বেরোবে না।

আপন মনে বকবক করতে করতে ঢকঢক করে গিলল ; বোতল থেকে গেলাসে আর গেলাস থেকে গলায়। আলোটা নিবোবার পর যা হলো সে ব্যাপারে দুটো মত আছে। একদল বলে যে জাক বিছানাটা খুঁজে পাবার জন্য দেওয়াল ধরে হাঁটতে লাগল আর বলতে লাগল : "নাঃ, খাটটা উড়ে গেছে, যদি না উড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওপরে লেখা আছে যে আমি ওটা খুঁজে পাবো না ; যাই হোক ওটার আশা ত্যাগ করতে হবে", এবং সে চেয়ারে ঘুমোবার মনস্থ করল। অন্য দল বলে যে সে চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল আর সেখানেই রইল। কাল বা পরশু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে, পছন্দ মতো একটা মতকে আপনারা মেনে নেবেন এখন।

আমাদের দুই পথিক টলমলে অবস্থায়, দেরী করে শুয়েছিলো তাই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলো ; জাক মাটিতে বা চেয়ারে ঘুমিয়েছিলো ; পছন্দ মতো আপনারা বেছে নিন। আর মনিব অনেক আরামে বিছানায় ঘুমিয়েছিলো। মালকিন ওপরে এসে জানালো যে আবহাওয়া মোটেই ভালো নয় এবং যখন ভালো হবে তখন যে ছোট নদীটা তাদের পার হতে হবে সেটা ফেঁপে উঠবে ফলে তারা পার হতে পারবে না। অনেকে তার কথা না শুনে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে ছিলো কিন্তু নদী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। মনিব জাককে বলল : "জাক, কি করা হবে।" জাক উত্তর দিলো : "মালকিনের সঙ্গে আগে জলখাবার খাবো, তারপর দেখা যাবে।" মালকিন জাককে সমর্থন করল। জলখাবার এলো। আড্ডার এমন সুযোগ ছাড়বার ইচ্ছা মালকিনের ছিলো না, জাকের মনিবও রাজি ছিলেন, কিন্তু জাকের শরীর ভালো ছিলো না; ভালো করে খেলো, মাত্র এক ঢোঁক মদ খেলো তারপর চুপ করে রইল। এই শেষ লক্ষণটা সত্যিই খারাপ, এটা গতরাত্রের

খারাপ বিছানা ও মদ্যপানের ফল। সে গায়ের বেদনার কথা বলল, তার গলার আওয়াজে বোঝা গেল যে তার গলায় ব্যথা হয়েছে। তার মনিব শুয়ে পড়বার পরামর্শ দিলো, জাক রাজি হলো না। মালকিন পেঁয়াজের সুপের কথা বলল। জাকের শীত করছিলো তাই সে ঘরে আগুন চাইল আর চাইলো পাঁচন আর এক বোতল সাদা মদ। তক্ষুণি সব এসে গেল। এই দেখুন মালকিন চলে গেল এবং জাক তার মনিবের সঙ্গে একা। মনিব বার বার জানালার ধারে যাচ্ছিলো আর বলছিলো : "কি হতচ্ছাড়া আবহাওয়া রে বাবা", ঘড়ি দেখছিলো (কারণ ঐ একটা মাত্র জিনিসে তার বিশ্বাস ছিল) কটা বেজেছে আর জাকের দিকে ফিরে বলছিলো : "তোর প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করে শেষ করবার অপূর্ব সময়। কিন্ত গলায় ব্যথা হলে প্রেমের গল্পই বলো আর অন্য কিছুরই গল্প বলো, কোনোটাই ভালো করে বলা যায় না। দেখ না চেষ্টা করে, পারিস তো বল না হলে পাঁচন খেয়ে ঘুমো।"

জাক বলছিলো যে তার পক্ষে চুপ করে থাকা ক্ষতিকর; সে হলো জাত বকুন্তুড়ে; এবং তার চাকরীর সুখটাই হলো যে সে মনের সুখে বকতে পারে এবং তাই করে বারো বছর মুখ বাঁধা অবস্থায় তার ঠাকুরদাদার বাড়িতে কাটানোর শোধ নিতে পারে আর ঐ বুড়োটাকে ভগবান যেন পাপ দেন।

মনিব : তা হলে গল্পটা বল, তাতে আমাদের দুজনেরই ভালো লাগবে। ঐ তোর বদ্যির বউ কি যেন খারাপ কাজ করতে বলেছিলো, হ্যাঁ মনে পড়েছে—জমিদারবাবুর ডাক্তারকে তাড়িয়ে তার জায়গায় ওর স্বামীকে কাজটা দিতে।

জাক : ঠিক আছে, এক মিনিট।

জাক গ্লাস ভরে পাঁচন নিলো, তাতে একটু সাদা মদ ঢেলে সেটা খেয়ে ফেলল। ঐ ওষুধটা জাক তার কাপ্তেনের কাছ থেকে শিখেছিলো, আর শ্রী তিসো শিখেছিলেন জাকের কাছে, এবং তিনি সর্দীজ্বরে এই ব্যবস্থা দিতেন। শ্রী তিসো ও জাকের মতে সাদা মদ প্রস্রাব করায়, পাঁচনের বদ গন্ধটা কাটায় এবং পেট ভালো রাখে। পাঁচনের গেলাস খালি করে জাক শুরু করল।

"বদ্যির বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে চড়ে জমিদারবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম; সেখানকার সব লোক আমায় দেখতে এলো।

মনিব : তারা তোকে চিনতো?

জাক : নিশ্চয়! তেলের কেঁড়ে নেওয়া মেয়েটার কথা মনে নেই?

মনিব : খুব আছে!

জাক : সে ছিল বাড়ির হেড-ঝি। জান বাড়ির সবাইকে আমার সুকর্মের কথাটা বলেছিলো; কথাটা জমিদারবাবুর কানে গিয়েছিলো; আর সুকর্মের ফলে রাতে বড় রাস্তায় ঠেঙানি খাওয়ার কথাটাও তিনি শুনেছিলেন। তিনিই হুকুম দেন যেন আমায় খুঁজে বার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি তো পেঁছিলাম। লোকে আমায় দেখতে এলো; আমায় প্রশ্ন করতে লাগল; আমায় সাধুবাদ দিলো। জান আমায় জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানালো। বাবু বললেন ওকে যেন ভালো ভাবে রাখা হয় আর ওর যেন কোনো অভাব না থাকে।

ডাক্তারকে বললেন : "আপনি ওকে রোজ ভালো করে দেখবেন··· ।" সব কিছুই অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। বলুন! ওপরে কি লেখা আছে তা কি কেউ বলতে পারে? এখন কি কেউ বলবে যে টাকা দেওয়াটা ভুল হয়েছিলো, বা রাস্তায় ঠেঙানি খাওয়াটা দুর্ভোগ···ঐ দুটো না হলে, মহাশয় দল্‌র্ঁ কি জাকের নামটা শুনতেন?

মনিব : শ্রী দল্‌র্ঁ! সিগোঁর জমিদার! তুই কি মিরামাঁর বাড়িতে? আমার পুরোনো বন্ধুর বাড়ি, শ্রী ফর্গের বাবা, আমার পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট?

জাক : আজ্ঞে তাই। আর শ্যামলা পাতলা গড়নের বড়ো বড়ো কালো চোখ···

মনিব : জানের মেয়ে দ্যানিস?

জাক : হ্যাঁ সেই।

মনিব : হ্যাঁ সত্যিই, ওর মতো সুন্দরী আর ভালো মেয়ে ঐ গ্রামের চতুর্দিকে বিশ মাইলের মধ্যে আর একটিও ছিল না। আমি আর যারা দ্যল্‌র বাড়িতে যেতাম, আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মেয়েটিকে ফুসলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি; আমাদের মধ্যে একজনও ছিল না যে ওর জন্য গাধামি করে নি।

জাক চুপ করে গেল দেখে মনিব তাকে বলল : কি ভাবছিস? কি করছিস?

জাক : আমার প্রার্থনা করছি।

মনিব : তুই প্রার্থনা করিস?

জাক : কখনো কখনো করি বৈকি।

মনিব : তুই কি বলিস?

জাক : আমি বলি : "তুমি যে ঐ বিরাট বান্ডিলটা করেছো তা তুমি যেই হও, তুমি, যার হাত ঐ ওপরে যা কিছু লেখা আছে তা সব লিখেছে, তুমি, যে আমার যা কিছু প্রয়োজন তা জানো; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমেন।"

মনিব : তুই প্রার্থনা না করলে কিছু বদলাতো?

জাক : হয়তো বদলায়, হয়তো বদলায় না, আমি এমনি প্রার্থনা করি; যদি আমি নিজেকে ঠিক মতো দমন করতে পারতাম তা হলে সুখে বা দুঃখে কোনোও কিছুতেই বিচলিত হতাম না; কিন্তু আমি অস্থির আর অসংযত, আমার নীতি বা আমার কাপ্তেনের শিক্ষা ভুলে আমি গাধার মতো কাঁদি হাসি।

মনিব : তোর কাপ্তেন কি কখনই হাসতো বা কাঁদতো না?

জাক : প্রায় কখনই না···জান একদিন সকালে তার মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল : "মহাশয় এই বড়ো বাড়িতে আপনি ডাক্তারের বাড়ির চেয়ে আরামে থাকবেন। অন্তত গোড়ার দিকে খুবই যত্ন পাবেন, কিন্তু চাকর-বাকরদের আমি ভালো চিনি, নিজে তো আমি বুঝি, আস্তে আস্তে যত্নে ভাঁটা পড়বে। মনিবরা আপনাকে মনেই রাখবে না, আপনার রোগ যদি বেশীদিন থাকে তাহলে আপনাকে সবাই ভুলে যাবে, এমন ভুলে যাবে যে যদি আপনি ঠিক করেন যে আপনি না খেয়ে মরবেন তাহলে স্বচ্ছন্দে আপনি তা করতে পারবেন।" এই বলে সে মেয়ের দিকে ফিরে বলল : "শোন দ্যানিস, আমার হুকুম যে তুই এই

ভালোমানুষটির কাছে দিনে চারবার আসবি : সকালে দুপুরে খাবার সময়, বিকেলে আর রাতের খাবারের সময়। আমার কথা তুই যেমন শুনিস তেমনি ওঁর কথাও শুনবি। এই বলে দিলাম, এ কথার যেন নড়চড় না হয়।"

মনিব : এই বেচারা দ্যুপ্ল'র কি হয়েছে তা কি তুই জানিস ?

জাক : না, তবে তাঁর বাড়-বাড়ন্ত হওয়ার জন্য আমার প্রার্থনা যদি না পূর্ণ হয়ে থাকে তো তার মানে এই নয় যে আমার প্রার্থনায় ফাঁকি ছিল। তিনিই আমায় কমোদোর দ্য লা বুলেকে দেন, যিনি মাল্টার কাছে মারা যান, এই কমোদোর দ্য লা বুলে আমাকে তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে আমায় দেন, ইনি ছিলেন কাপ্তেন, হয়তো বা এত দিনে তিনি ভগন্দরে মারা গেছেন। এই কাপ্তেন তাঁর ছোট ভাই তুলুসের এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে আমায় দেন, ইনি পাগল হয়ে যান এবং তাঁর পরিবার তাঁকে পাগলা গারদে দিয়ে দিয়েছে। এই তুলুসের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীপাসকাল্ কোঁত দ্য তুরভিলকে আমায় দেন, যিনি সমাজে মেলা-মেশা করার চেয়ে কাপুচিনের পোশাক পরে দাড়ি বাড়ানোটাই বেশী পছন্দ করলেন ; এই কোঁত দ্য তুরভিল আমাকে মারকিস দ্য বেলয়ের কাছে দেন, ইনি এক বিদেশীর সঙ্গে লন্ডনে পালিয়ে গেলেন। মারকিস দ্য বেলয়ের কাছ থেকে গেলাম তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে, তিনি মেয়েদের পেছনে টাকা উড়িয়ে সর্বস্বান্ত হন এবং রেউনিয়োঁতে চলে যান ; এই খুড়তুতো ভাই শ্রীএরিসঁ নামে এক সুদখোরের কাছে আমায় পাঠান, যিনি সরবনের মাস্টার শ্রী দ্য রুজের উত্তমর্ণ ছিলেন, এই শ্রী দ্য রুজে আমায় কাজ দেন মাদমোয়াজেল ইসেলিনের বাড়ি যিনি ছিলেন আপনার রক্ষিতা, আর তিনি আমায় পাঠান আপনার কাছে যাঁর কাছে বুড়ো বয়সে দুটো খেতে পাবো কারণ আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যদি আমি থাকি তাহলে আপনি আমায় তাড়াবেন না ; আর আমাদের ছাড়া-ছাড়ি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। জাক আপনার জন্য তৈরী হয়েছিলো আর আপনি তৈরী হয়েছিলেন জাকের জন্য।

মনিব : কিন্তু জাক, খুব কম সময়ের মধ্যে তুই অনেকগুলো বাড়ি ঘুরেছিস।

জাক : তা সত্যি ; কয়েকবার গলাধাক্কাও খেয়েছি।

মনিব : কেন ?

জাক : কারণ আমি জাত বকুন্তুড়ে, আর এরা চাইত যে আমি চুপ করে থাকি। ওরা আপনার মতো নয়, একদিন চুপ করে থাকলে পরের দিন ওরা আমায় বাহবা দিতো। আপনার যেটা ভালো লাগে ঠিক সেই দোষটাই আমার আছে। কিন্তু শ্রী দ্যুপ্ল'র কি হলো ? আপনি বলুন, ততক্ষণে আমি এক ঢোঁক পাঁচন খাই।

মনিব : তুই দ্যুপ্ল'র বাড়িতে ছিলি, অথচ তুই ওর রোগটার কথা শুনিস নি ?

জাক : না।

মনিব : এ গল্পটা পথে বলব ; অন্যটা ছোট গল্প। দ্যুপ্ল' জুয়ায় টাকা করেছিলো। সে এক মহিলার প্রেমে পড়ে ; মহিলা ছিলেন বুদ্ধিমতী কিন্তু গম্ভীর ও স্বল্প-বাক্, তুই তাঁকে দ্যুপ্ল'র ওখানে দেখে থাকতেও পারিস। একদিন মহিলা

দ্যুগ্ল'কে বললেন : "তুমি যদি জুয়ার চেয়ে'আমাকে বেশী ভালোবাসো তাহলে কথা দাও যে তুমি আর কখনও জুয়া খেলবে না ; আর যদি আমার চেয়ে জুয়া খেলাকে বেশী ভালোবাসো। তাহলে আমাকে আর প্রেমের কথা বোলো না যত ইচ্ছা জুয়া খেল…।" দ্যুগ্ল' কথা দিলো যে সে আর জুয়া খেলবে না।—"বড়ো বা ছোট কোনো জুয়াই নয়।—হ্যাঁ, বড়ো বা ছোট কোনো জুয়াই নয়। তারা একসঙ্গে প্রায় দশ বছর ঐ বাড়িতে কাটালো, তুই যেখানে ছিলি। একদিন দ্যুগ্ল'কে কাজে শহরে যেতে হলো, কপাল মন্দ হলে যা হয়, উকিলের বাড়িতে পুরোনো এক জুয়াড়ী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, সে দ্যুগ্ল'কে জুয়ার আড্ডায় টেনে নিয়ে গেল আর দ্যুগ্ল' এক দানেই সর্বস্বান্ত হলো। তার প্রেমিকা কোনো কথাই শুনলেন না ; তিনি ছিলেন বড়লোক, দ্যুগ্ল'কে একটা ছোট মাসোহারা দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

জাক : গল্পটা শুনে আমার রাগ হচ্ছে, দ্যুগ্ল' খুব ভালো লোক ছিলেন।

মনিব : গল্পটা কেমন ?

জাক : খারাপ।

মনিব : কারণ তুই বকছিস, আর ঠিক মতো পাঁচন খাচ্ছিস না।

জাক : কারণ পাঁচন খেতে আমার ভালো লাগে না আর বকতে ভালো লাগে।

মনিব : বেশ ! তুই দ্যুগ্ল'র বাড়িতে, দ্যানিসের কাছে, আর দ্যানিস তার মার হুকুম মতো দিনে চারবার তোর কাছে আসে। উঃ ! ছুঁড়ীটার শেষে এই জাককে পছন্দ হলো !

জাক : এই জাক, এই জাক, মহাশয় অন্যের মতোই জাকও মানুষ।

মনিব : তুই ভুল করছিস, জাক মোটেই অন্যের মতো নয়।

জাক : কখনো কখনো সে অন্যের চেয়ে ভালো।

মনিব : জাক তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। তোমার প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করো আর মনে রেখো চিরকালই তুমি এই জাকই থাকবে আর কিছু হতে পারবে না।

জাক : হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ সরাইখানায় সেই বজ্জাতগুলোর সামনে জাক তার মনিবের চেয়ে একটু বেশী মনুষ্যত্ব দেখিয়েছিলো।

মনিব : জাক তুমি উদ্ধত। তুমি আমার দয়াকে সম্মান দিতে জানো না। তোমার জায়গা থেকে তোমায় ওপরে তুলে ভুল করেছি। তোমার বোতল আর পাঁচন নিয়ে তুমি নীচে যাও।

জাক : কথাটা বলতে আপনার ইচ্ছে হচ্ছে তো বলুন, আমার কিন্তু এখানেই ভালো লাগছে তাই নীচে যাবো না।

মনিব : আমার হুকুম ! তুই নীচে যা !

জাক : আমি নিশ্চিত যে আপনি মনের কথা বলছেন না। এই দশ বছর একসঙ্গে থাকার অভ্যাসের পর…

মনিব : আমি চাই যে তার শেষ হোক।

জাক : আমার সমস্ত আস্পর্দ্ধা সহ্য করার পর…

মনিব : আর সহ্য করব না।

জাক : টেবিলে আমায় পাশে বসিয়ে বন্ধু বলার পর…

মনিব : প্রভু ভৃত্যকে বন্ধু বললে কি বোঝায় তা তুমি জানো না।

জাক : সবাই জানে যে আপনার হুকুমগুলো যদি জাক না ঠিক করে দেয় তাহলে তাতে আপনার ক্ষতি হয় ; এমন ভাবে আমার নামের সঙ্গে আপনার নাম জুড়ে যাবার পর ; যার ফলে কারোর নামই অন্য জনের নাম ছাড়া উচ্চারিত হয় না এবং সবাই বলে জাক ও তার মনিব ; এমন অবস্থায়, আপনার ইচ্ছা হলেই তা বিচ্ছিন্ন করতে হবে ? না কর্তা, তা হয় না। ওপরে লেখা আছে যে যতদিন জাক বাঁচবে, যতদিন তার মনিব বাঁচবে এমন কি তাদের দুজনেরই কাল হবার পরেও লোকে বলবে জাক ও তার মনিব।

মনিব : আমি বলছি ; জাক তুমি নীচে যাও এবং এক্ষুণি তোমায় নীচে যেতে হবে, এটা আমার হুকুম।

জাক : আপনি যদি চান যে আমি আপনার হুকুম মানবো তাহলে আমায় অন্য হুকুম করুন।

এবার জাকের মনিব উঠে জাকের কলার ধরে ভারি গলায় বলল : "নীচে যাও।"

জাক ঠান্ডা গলায় উত্তর দিলো : "যাবো না।"

জাককে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে মনিব বলল : "বজ্জাত নীচে যাও! আমার হুকুম তামিল করো।"

জাক আবার ঠান্ডা গলায় বলল : "যত ইচ্ছে বজ্জাত বলুন ; কিন্তু আমার মাথা তো খারাপ হয় নি, আপনি মিথ্যে চ্যাঁচাচ্ছেন, জাক যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, সে নীচে যাবে না।"

এতক্ষণ পর্যন্ত তারা নীচু গলায় ঝগড়া করছিলো ; এবারে হঠাৎ দুজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল।

—তুই নীচে যাবি।

—যাবো না।

—তুই যাবি।

—যাবো না।

এই চীৎকারে মালকিন ওপরে এলো এবং ব্যাপারটা জানতে চাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলো না, তারা চেঁচাতেই থাকল : "তুই যাবি। —যাবো না।" তারপর মনিব মুখ ভার করে ঘরময় পায়চারি করতে করতে গজগজ করতে লাগল : "এমন কি কেউ কখনো দেখেছে ?" মালকিন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : "মহাশয় কি হয়েছে ?"

জাক ঠান্ডা গলায় মালকিনকে বলল : "কর্তার মাথার ঠিক নেই, ক্ষেপে গেছে।"

মনিব : বাজে কথা বলছিস।

জাক : আপনার যদি তাই মনে হয় তো তাই।

মনিব মালকিনকে : শুনলেন ?

মালকিন : উনি ভুল করছেন ; কিন্তু শান্ত হয়ে বলুন কি হয়েছে।

মনিব জাককে : বল বজ্জাত।

জাক মনিবকে : আপনিই বলুন।

মালকিন জাককে : আপনিই বলুন, আপনার মনিব বলতে বলছেন। হাজার হোক, উনি মনিব তো বটে…

জাক মালকিনকে ঘটনাটা বলল : শুনে মালকিন বলল আপনারা আমায় সালিসি মানবেন ?

জাক ও তার মনিব, এক সঙ্গে : নিশ্চয়, নিশ্চয় মালকিন।

মালকিন : আপনারা আমায় কথা দিচ্ছেন যে আমার বিচার মানবেন ?

জাক ও তার মনিব : কথা দিচ্ছি ; কথা দিচ্ছি।

মালকিন তখন চেয়ারে বসে গলায় বিচারকের গাম্ভীর্য এনে বলল : মহাশয় জাকের কথায় এবং তাঁর মনিবের ব্যবহারে প্রমাণিত হয় যে মহাশয় জাকের মনিব, মনিব হিসাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ; এবং জাক চাকর হিসাবে মোটেই খারাপ নয়। কোনো কারণে মনিবের স্বল্পস্থায়ী মহানুভবতাকে জাক চিরস্থায়ি অধিকার হিসাবে গ্রহণ করলেও এঁদের মধ্যে যে সমতা দেখা দিয়েছে তাকে আমি নাকচ করছি। জাক নীচে যাবে এবং যে মুহূর্তে সে নীচে পৌঁছবে সেই মুহূর্তে সে ওপরে উঠে আসবে ; এবং আজ পর্যন্ত জাক যেসব বিশেষাধিকার ভোগ করেছে তা সে ফিরে পাবে। মনিব জাকের দিকে হাত বাড়িয়ে বন্ধুর মতো বলবে : "বন্ধু তোমায় ফিরে পেয়ে আমার প্রাণ জুড়োলো"…জাক উত্তর দেবে : "আপনাকে ফিরে পেয়ে আমি আনন্দে অভিভূত…"। এবং ভবিষ্যতে মনিবের এবং ভৃত্যের বিশেষাধিকার নিয়ে জাক ও তার মনিবের মধ্যে যেন আর কখনও বিবাদ না হয়। একজন হুকুম করবে, অন্যজন সাধ্যমতো তা তামিল করবে, কে কতটা পারবে এবং কতটা কর্তব্য সে ব্যাপারে যেন কোনোও প্রশ্ন না ওঠে।"

কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা মামলা দেশে হয়েছিলো, মালকিন সেই মামলার রায়টা প্রায় অবিকল মুখস্ত বলে গেল ; তারপর মনিব তার চাকরকে বলল : "তুই নীচে যাবি", চাকর উত্তর দিলো "যাবো না।" মালকিন জাককে বলল : "আর কথা না বাড়িয়ে আমার হাত ধরে নীচে চলুন…" জাক কাতর গলায় বলল : "তাহলে ওপরে লেখা ছিল যে আমায় নীচে যেতে হবে।…"

মালকিন জাককে : ওপরে লেখা আছে, যে মুহূর্তে কেউ চাকরি নেয়, সেই মুহূর্ত থেকেই তাকে নামতে হবে, উঠতে হবে, এগোতে হবে, পিছোতে হবে তা পা মাথার কথা শুনুক বা না শুনুক। এখন আমার হাত ধরে নীচে গিয়ে আমার রায়টা মানুন…।

জাক মালকিনের হাত ধরল ; কিন্তু তারা ঘরের চৌকাঠটা ডিঙিয়েছে কি না ডিঙিয়েছে অমনি মনিব জাককে জড়িয়ে ধরল তারপর তাকে ছেড়ে মালকিনকে জড়িয়ে ধরল ; তারপর আবার জাককে জড়িয়ে ধরে বলল : "ওপরে লেখা আছে যে এই প্রতিভাকে আমি জীবনেও ছাড়তে পারব না আর যতদিন বাঁচব ততদিন ও আমার মাথার মণি হয়ে থাকবে আর আমি ওর পায়ের তলায় থাকব।" মালকিন যোগ করল : "আর কখনও লোকে আপনাদের ঝগড়া করতে দেখবে না।"

এই ঝগড়াটা, যেটা মালকিন প্রথম বলে ভেবেছিলো, এটা প্রথম না হলেও, বেশী বারও হয় নি। ঝগড়াটা মিটিয়ে জাককে পুনর্বহাল করে মালকিন তার কাজে গেল আর মনিব জাককে বলল : "মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, এখন আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তোর কি মত ?"

জাক : আমার মতে, আমরা যখন কথা দিয়েছি তখন আর ওটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো।

মনিব : ঠিক বলেছিস।

জাক : কিন্তু ব্যাপারটা বাদ দিয়েও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য একটা আইন করা যায় না ?

মনিব : আমি রাজি।

জাক : আইন নং ১ : ইহা জ্ঞাত যে উপরে লিখিত আছে যে জাককে আপনার অত্যন্তই প্রয়োজন, জাক অনুভব করে এবং জানে যে আপনি তাহাকে কখনই ত্যাগ করিতে পারিবেন না ফলে জাক সর্বদাই আপনার এই কোমলতার অপব্যবহার করিবে।

মনিব : কিন্তু জাক এমন আইন তো কখনো কোথাও হয় নি।

জাক : হয়েছে কি হয় নি তা জানি না, কিন্তু এটা সর্বদাই হয় আর যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এটা হবে। আপনি কি ভাবেন যে অন্য লোকেরা আপনার মতো এই আইন খোলাখুলি ভাবে মানে নি বলে তারা আপনার চেয়ে বেশী চালাক ? এই সব বাজে চিন্তা ছেড়ে যে অভ্যাস আপনি কখনই ছাড়তে পারবেন না সেটাকেই ভালো করে মানুন।

আইন নং ২ : ইহা জ্ঞাত যে জাক তার সীমা এবং তার মনিবের উপর তার ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবে, এবং মনিব নিজ অক্ষমতা ও আস্কারা দেওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবেন ; ফলে ইহাই স্থির হইল যে জাক স্পর্ধা প্রদর্শন করিবে এবং মনিব, শান্তির জন্য, তাহা স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করিবেন না। আমাদের উভয়ের মতানুসারে এই আইন রচিত হইল, এবং যে মুহূর্তে প্রকৃতি জাক ও তাহার মনিবকে রচনা করিয়াছে সেই মুহূর্তেই ইহা উপরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করিলে ইহা আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইবে।

মনিব : কিন্তু এমন হলে তো তোর কপাল আমার চেয়ে ভালো।

জাক : তা অস্বীকার কে করে ?

মনিব : এমন হলে আমার জায়গাটা তুই নে আর তোর জায়গাটা আমি নি।

জাক : তা হলে কি হবে জানেন ? আমাকে চালাতেও আপনি পারবেন না আর খেতবটাও খোয়াবেন। আপনার হবে লাভে ব্যাঙ আর লোকসানে ঠ্যাঙ বরং আমরা যেমন আছি তেমনি থেকে একটা প্রবাদের প্রচলন করি।

মনিব : কি প্রবাদ ?

জাক : জাক তার মনিবকে চালায়। প্রথমে লোকে এটা আমাদের সম্পর্কে বলবে ; কিন্তু পরে আপনার আমার চেয়ে অনেক ভালো লোকের ক্ষেত্রেও লোকে বলবে।

মনিব : আমার কাছে এটা বড্ডো কষ্টের বলে মনে হচ্ছে।

জাক : কর্তা, আপনি কাঁটার দেওয়ালে মাথা ঠুকতে চাইছেন, তাতে আপনার কষ্ট বাড়বে যা স্থির হলো তা মেনে নিন।

মনিব : একটা আইন করে কি লাভ হলো ?

জাক : অনেক। আপনি কি মনে করেন যে স্পষ্টাস্পষ্টি কর্তব্যটা স্থির হয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না ? আজ পর্যন্ত আমাদের যতগুলো ঝগড়া হয়েছে তার সব কটারই কারণ হলো যে আমরা কখনই খোলাখুলি ভাবে আমাদের কর্তব্যটা স্থির করি নি। আপনার নাম আমার মনিব আর আমি আপনার চাকর ; এটা স্থির, এখন এটা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেটাকেও মেনে নিতে হবে।

মনিব : কিন্তু হতভাগা ; এসব শিখলি কোথায় ?

জাক : ঐ বড়ো বইটায়। কর্তা মশাই। যে যতই লেখাপড়া করুক ভাবনা-চিন্তা করুক, ঐ বড়ো বইটা যতদিন না সে পড়তে পারছে ততদিন সে মুখ্যই থেকে যাবে।..."

খাওয়াদাওয়ার পর সূর্য দেখা দিলো। অনেক যাত্রী সরাইয়ে পৌঁছুল ; তারা বলল যে নদীটা পার হওয়া যাচ্ছে। জাক বেরোলো, মনিব মালকিনের হাত ভরে টাকা দিলো। ঐ দেখুন যারা খারাপ আবহাওয়ার জন্য আটকে পড়েছিলো তারা একে একে বেরিয়ে যাত্রার তোড়জোড় করছে ; এদের মধ্যে জাক ও তার মনিব এবং অদ্ভুত ভাবে যার বিয়ে হয়েছিলো সে ও তার সহচর। পথিকরা হাতে লাঠি আর কাঁধে বোঁচকা নিয়েছে ; অন্যেরা তাদের গাড়ি বা পালকীতে চড়েছে ; ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ায় চড়ে জিনের সংগে আঁটা চামড়ার বোতল থেকে মদ খাচ্ছে। মালকিন হাতে বোতল নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সবার গেলাস ভরে দিচ্ছে আর নিজের গেলাসটাও ভরে নিতে ভুলছে না ; সবাই তাকে মিষ্টি কথা বলছে সেও ভদ্র ও মিষ্টি উত্তর দিছে। সবাই সবাইকে সম্ভাষণ করে যে যার পথে পাড়ি দিচ্ছে।

দেখা গেল জাক ও তার মনিব এবং মার্কী দেসার্সী ও তাঁর সহচর একই পথের যাত্রী। ঐ চারজনের মধ্যে কেবল মাত্র চতুর্থ জন অপরিচিত। তার বয়স, মেরে-কেটে, বাইশ বা তেইশ, মুখে মুখচোরা লাজুকের ছাপ ; মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে রাখে ; একদম চুপ-চাপ, এবং জগৎ সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই নেই। কুর্নিস করবার সময় দেহের ওপরের দিকটা ঝোঁকায় আর পা দুটোকে অনড় রাখে ; বসে থাকার সময় তার অভ্যাস হলো কোটের ধারগুলোকে জড়ো করে কোলে নিয়ে তার মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে অন্যের কথা শোনে। তার ধরন-ধারণ দেখে জাক তার মনিবের কানে কানে বলল : "এ নিশ্চই এক কালে ব্রহ্মচারী ছিলো, আমি বাজি রাখতে পারি।"

—কেন ? কি দেখে বুঝলি ?

—দেখবেন।

আমাদের চারজন যাত্রী একসংগে যাচ্ছিলো, তারা নানান কথা নিয়ে আলোচনা করছিলো, মালকিনের কথা উঠলো, নিকোলকে নিয়ে মার্কী দেসার্সীর মালকিনের সংগে ঝগড়ার কথা উঠলো। ঐ নোংরা আর বুভুক্ষু কুত্তী বার বার মার্কীর পায়ে গা ঘষছিলো ; কয়েকবার ঝাড়ন দিয়ে ওটাকে তাড়াবার পর বিরক্ত হয়ে মার্কী একটা লাথি মেরেছিলেন।

…অমনি জানোয়ারদের প্রতি মেয়েদের আসক্তি সম্পর্কে কথা শুরু হয়ে গেল। যে যার নিজের মত ব্যক্ত করল। জাকের মনিব, জাককে বলল "জাক, তোর কি মত?" জাক তার মনিবকে প্রশ্ন করল যে তিনি কি লক্ষ্য করেন নি যে, যারা গরীব, যারা নিজেরাই খেতে পায় না তাদের সবারই একটা করে কুকুর আছে এবং ঐ কুকুরগুলো নানারকম কায়দা জানে ও এই শিক্ষা ঐ কুকুরগুলোকে পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য প্রাণীতে পর্যবসিত করে। এই থেকে জাক সিদ্ধান্তে এলো যে সবাই হুকুম করতে ভালোবাসে এবং যে সমাজের লোকেরা ওপরের সব কটা সমাজের লোকের হুকুম তামিল করে তারা হুকুম করবার জন্য একটা কুকুর পোষে, তারপর জাক বলল, "সবারই একটা করে কুকুর আছে। মন্ত্রী হলো রাজার কুকুর, বড়ো গোমস্তা হলো মন্ত্রীর কুকুর, স্ত্রী স্বামীর বা স্বামী স্ত্রীর কুকুর; এর কুকুরের নাম কেলো, পাড়ার ঐ লোকটার কুকুরের নাম ভুলো। যখন আমি চুপ করে থাকতে চাই, সেটা অবশ্য কদাচিৎ ঘটে, তখন মনিব আমায় কথা বলাতে চান; যখন বকতে চাই মনিব তখন আমায় চুপ করিয়ে দেন, সেটা শক্ত। আমার যখন অন্য কিছু বলতে ইচ্ছে করছে তখন কর্তা আমার প্রেমের গল্পটা শুনতে চান; যখন প্রেমের গল্পটা শুরু করি তখন আমার মনিব তাতে বাগড়া দেন। আমি আমার মনিবের কুকুর ছাড়া আর কি? গরীব লোকেরা বড়লোকদের কুকুর বৈ আর কিছুই নয়।

মনিব : কিন্তু জাক এই পশু-প্রেম তো কেবল গরীবদের মধ্যেই দেখা যায় না। অনেক বড়োলোক মহিলাকে দেখেছি যাঁরা শুধু যে আগন্ডা কুকুরই পুষেছেন তা নয়, তার সংগে আছে বেড়াল, কাকাতুয়া, পাখী ইত্যাদি অন্যান্য জানোয়ার।

জাক : ওসব হলো তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের আশেপাশের লোকেদের ভেঙচি কাটা মুখ। তাঁরা কাউকে ভালোবাসেন না, কেউ তাঁদের ভালোবাসে না; তাই তাঁরা তাঁদের স্নেহ কুকুরগুলোর ওপর বর্ষণ করেন।

মার্কী : পশু-প্রেম খুবই নজরে পড়ে।

মনিব : কুকুরদের পেছনে লোকে যা খরচা করে সেই পয়সায় দুতিনজন গরীবকে রোজ ভরপেট খাওয়ানো যায়।

জাক : তাতে আপনার আশ্চর্য লাগে?

মনিব : না।

মার্কী দেসার্সী কিছুক্ষণ জাককে নিরীক্ষণ করে জাকের মনিবকে বললেন : "আপনার এই চাকরটি একজন অসাধারণ লোক।"

মনিব : ভালো বলেছেন, চাকর; আসলে আমিই ওর চাকর; বেশিক্ষণ নয়, এই আজই সকালে ও আমার কাছে বেশ ভালো করেই সেটা প্রমাণ করেছে।

গল্প করতে করতে তারা পথ চলল, সন্ধ্যায় তারা একই সরায়ে রাত্রিবাস করল, জাকের মনিব ও মার্কী এক টেবিলে খেলেন। জাক ও মার্কীর চাকর খেলো অন্য টেবিলে, জাকের মনিব, দু কথায়, মার্কীকে জাক ও তার অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে বলে দিলেন। মার্কী তাঁর চাকরটি সম্পর্কে বললেন। ও ছিলো সন্ন্যাসী, অদ্ভুত সব ঘটনার পর ও আশ্রম ছাড়ে; এক বন্ধুর সুপারিশে তিনি ওকে সরকারের পদে বহাল করেছেন যতদিন না পর্যন্ত

আরও ভালো লোক না পান, জাকের মনিব বললেন, "এটা বেশ মজার কথা।"

মার্কী : এতে মজার কি পেলেন ?

মনিব : আজ সকালে সরাই থেকে বেরোবার মুখে, ওকে দেখেই জাক আমার কানে কানে বলেছিলো, "কর্তা লোকটাকে দেখুন, আমি বাজি রাখতে পারি সেও এককালে সন্ন্যাসী ছিলো।"

মার্কী : জানি না ও কি করে বুঝলো কিন্তু ও ঠিকই বলেছে। আপনি কি সকাল সকাল শুতে যাবেন ?

মনিব : সাধারণত আমি দেরী করে শুই। আর আজ তো কেবল আধবেলা পথ চলেছি।

মার্কী : আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে, তাহলে আমার সরকারের গল্পটা আপনাকে বলব ; ওর ঘটনাটা একটু অসাধারণ।

মনিব : আমি খুশী হয়ে শুনবো।

পাঠক আমি শুনতে পাচ্ছি : আপনারা বলছেন, "আর জাকের প্রেম ?…আপনারা কি মনে করেন যে আমার কৌতূহল আপনাদের চেয়ে কম ? আপনারা কি ভুলে গেছেন যে জাক কথা বলতে ভালোবাসে, আর বিশেষ করে নিজের কথা ; তার জগতের লোকেদের সাধারণ রোগ, যে তাদের দুঃখ ভোলায়, যা তাদের সমাজে স্থান দেয় আর হঠাৎ তাদের অসাধারণ করে তোলে। মশানে লোকে ফাঁসী দেখতে যায়। আপনাদের মতে এর কারণটা কি ? মনুষ্যত্বের অভাব ? আপনারা ভুল করছেন, জনসাধারণ মোটেই নির্দয় নয় ; ঐ হতভাগার ফাঁসীর মঞ্চের চারদিকে যারা ভিড় করে তারা যদি পারত তাহলে ধর্মাধিকরণের হাত থেকে ওকে মুক্ত করে দিতো, ওরা মশানে যায় কারণ পাড়ায় ফিরে একটা দৃশ্যের বর্ণনা করতে পারবে বলে ; ফাঁসীর দৃশ্য বা অন্য যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, একটা ভূমিকার প্রয়োজন যাতে পড়শীদের একসংগে জুটিয়ে নিজেকে বক্তায় পরিণত করা যায়। মশানের কাছেই একটা মজার দৃশ্য তৈরী করুন দেখবেন মশান খালি। লোকে দৃশ্যের কাঙ্গাল এবং লোকে তার পেছনেই ছোটে ; কারণ ঘটনাটা যখন ঘটে তখন পাওয়া যায় মজা, আর ঘরে ফিরে সেটাকে বেশ ফলাও করে বলে আরও মজা পাওয়া যায়। ভিড়ের রাগ সাংঘাতিক, কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নিজেদের কষ্ট জনসাধারণকে সহানুভূতিশীল করে তোলে ; যে বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্য তারা ছোটে তা যখন ঘটে তখন তারা চোখ ফিরিয়ে নেয় ; তারা কোমল হয়ে পড়ে এবং চোখের জল মুছতে মুছতে ঘরে ফেরে…পাঠক এই যেসব কথা আপনাদের বলছি এগুলো কিন্তু আমি জাকের কাছে শুনেছি ; কথাটা অকপটে স্বীকার করছি কারণ অপরের জ্ঞানকে নিজের বলে চালিয়ে অপরের প্রাপ্য সম্মানকে আত্মসাৎ করতে আমি চাই না। জাক পাপ বা পুণ্য বলে কিছু জানে না ; তার মতে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃ লোকে জন্মায়। যখন পুরস্কার ও শাস্তি শব্দ দুটো জাক শোনে তখন সে নির্বিকার ভাবে কাঁধ ঝাঁকায়। তার মতে পুরস্কার হলো ভালোদের জন্য উৎসাহ এবং খারাপদের জন্য ভয়। সে বলত, "স্বাধীনতা না থাকলে এ ছাড়া আর কি হতে পারে ? আমাদের সবই তো ওপরে লেখা আছে।" সে বিশ্বাস করত যে এমনি ভাবেই লোকে গৌরবে বা অগৌরবে পৌঁছয়, যেমন ভাবে সচেতন একটা বল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়ায় ; আর যদি জন্ম থেকে মৃত্যু

পর্যন্ত কার্য কারণ পরম্পরা মানুষকে চালনা করে তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে একজন যা করেছে তা ছাড়া সে অন্য কিছুই করতে পারত না। আমি অনেকবার জাকের সংগে এই নিয়ে তর্ক করেছি কিন্তু কখনই জিততে পারি নি। জাক এমনি ভাবেই বিচার করত, সে এটা শিখেছিলো তার কাপ্তেনের কাছে। দৈহিক ও মানসিক জগতের মধ্যে প্রভেদ জাকের কাছে অর্থহীন। এই মতবাদ জাকের কাপ্তেন স্পিনোজার দর্শন থেকে নিয়েছিলো, স্পিনোজা তার কণ্ঠস্থ ছিলো। আপনাদের মনে হবে যে তাহলে জাক কোনো কিছুতেই আনন্দ বা দুঃখ পেতো না; এটা কিন্তু সত্যি নয়। সে আপনার আমার মতোই ছিলো। সে উপকারীকে ধন্যবাদ দিতো যাতে সে আরও উপকার করে। সে খারাপ লোকের ওপর রাগ করত। লোকে যখন তাকে বলত যে কুকুর যেমন যে ঢিলটা তাকে আঘাত করেছে সেটাকে কামড়ে দেয়, সে তেমনই ব্যবহার করছে। তখন জাক উত্তর দিতো, "মোটেই না, কামড় খাওয়া ঢিলটা শোধরায় না; বদ লোক লাঠির গুঁতোয় শোধরায়।" আপনার আমার মতোই সেও প্রায়ই অস্বাভাবিক ব্যবহার করত, কেবল যখন তার দর্শন তাকে বশে রাখতে পারত, তখনই সে বলত, "এটাই ভবিতব্য কারণ এটা ওপরে লেখা ছিলো।" সে দুর্দশা এড়াবার চেষ্টা করত এবং সাবধানতা সম্পর্কে প্রগাঢ় তাচ্ছিল্য নিয়ে সে ছিলো সাবধানী। দুর্ঘটনাটা ঘটবার পর সে তার দর্শনটা আউড়ে সান্ত্বনা পেতো। তা ছাড়া সে ছিলো স্পষ্টবাক, সৎ, স্নেহপ্রবণ, অত্যন্ত একবগ্‌গা তার চেয়েও বেশী বকুন্তড়ে এবং আপনার আমার মতোই তার প্রেমের গল্প শুরু করে শেষ করবার আশা প্রায় ত্যাগ করে দুঃখিত। তাই পাঠক, আপনাদের বলছি, বুঝে নিন; এবং জাকের প্রেমের গল্পের বদলে মার্কী দেসাসীর নায়েবের গল্পটা শুনুন। তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছি যে গলায় একটা কম্ফাটার জড়িয়ে বেচারা জাক তার মদের চামড়ার থলিতে পাঁচন ভরে কাশছে আর যে সরাই তারা ছেড়ে এসেছে তার মালকিন ও তার শ্যাম্পেনের মদকে অভিসম্পাত দিচ্ছে, যদি সে মনে রাখত যে তার সর্দী-কাশিও ওপরে লেখা ছিলো তা হলে সে এটা করত না।

হুঁ পাঠক, কেবলই প্রেমের গল্প; এক দুই, তিন, চার—চারটে প্রেমের গল্প আপনাদের বলেছি; এখনও গোটা চারেক বলব; অনেক প্রেমের গল্প হয়ে যাবে। এটা সত্যি যে আপনাদের জন্যই লিখতে হয়; এবং হয় আপনাদের হাততালির মায়া ছাড়তে হবে না হয় আপনারা যা চান তাই দিতে হবে, আপনারা চান কেবল মাত্র প্রেমের গল্প। গদ্যে বা পদ্যে লেখা যা কিছু গল্প আছে সমস্তই প্রেমের গল্প; প্রায় সমস্ত কবিতা, এলিজি, স্তুতি, গান, পত্র-কবিতা, কমেডী, ট্রাজেডী, গীতি-নাট্য ইত্যাদি সব কিছুই প্রেমের গল্প। আপনাদের প্রায় সমস্ত চিত্র, সমস্ত মূর্তিই প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। আবহমান কাল ধরে আপনারা প্রেমের গল্প গিলছেন আজও তাতে আপনাদের অরুচি হলো না। লোকে আজও আপনাদের প্রেমের গল্প গেলাচ্ছে এবং আরও অনেক দিন ধরে আপনাদের তা গেলানো হবে। নারী, পুরুষ ছোটো বড়ো সবাই তা গিলছে এবং কিছুতেই আপনাদের তাতে অরুচি হচ্ছে না। সত্যি বলছি, এটা একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মার্কী দেসাসীর নায়েবের গল্পটা প্রেমের গল্পও তো হতে পারে; কিন্তু হায়! সেটা তা নয়, এবং তাতে আপনারা মজা পাবেন না। কি আর করা যাবে,

মার্কী দেসার্সী, জাকের মনিব, আপনাদের আর আমার সবারই কপাল খারাপ।

"একটা বয়স আছে যখন সব ছেলে-মেয়েরাই এক ধরনের বিষণ্ণতায় ভোগে; এক ধরনের অনচ্ছ উৎকণ্ঠা ভেসে বেড়ায় এবং তারা কিছুতেই শান্তি পায় না। তারা নির্জনতা খোঁজে, কাঁদে, গীর্জার নিস্তব্ধতা তাদের ভালো লাগে; যে শান্তির ছবি দেবস্থানে বিরাজ করে বলে মনে হয় তা তাদের ফুসলায়। তারা তাদের বয়ঃসন্ধির প্রথম আন্দোলনকে ভগবানের ডাক বলে মনে করে; এবং ঠিক যখন প্রকৃতি তাদের আহবান করে তখনই তারা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে জীবন যাপনে অংগীকারবদ্ধ হয়ে। ভুল ভাঙগতে দেরী হয় না; প্রকৃতির ডাক আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তাকে চেনা যায়, অংগীকারবদ্ধ হয়ে অনুশোচনায় ভোগে, বিষণ্ণতা, ভাবালুতা বা হতাশা..." মার্কী দেসার্সীর গল্পের এটাই হলো ভূমিকা।

"সংসারে বিতরাগী হয়ে রিশার (আমার নায়েব) বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রেমোঁত্রেদের দলে ভিড়ল।

মনিব : প্রেমোঁত্রে? আমি খুব চিনি। ওরা রাজহাঁসের মতো পরিষ্কার, এবং ওদের প্রতিষ্ঠাতা সেণ্ট নোরবার্ট একটা মাত্র জিনিসই তাঁর আইন থেকে বাদ দিয়েছেন...

মার্কী : সন্ন্যাসীদের মধ্যে নিভৃত আলোচনা।

মনিব : যদি না উলংগ হওয়া রমণের আইন হতো তাহলে সবাই প্রেমোঁত্রেদের পোশাক পরে রমণ করত। ওদের মধ্যে একটা বিশেষ নীতি আছে; সেটা হলো ওরা কাউণ্টেস, মার্কীস, ডাচেস, প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, কাউন্সিলারের স্ত্রী এমন কি সুদখোরের স্ত্রীর সংগেও প্রেম করা সহ্য করে কিন্তু সাধারণ বুর্জোয়া মহিলার প্রেম করা একদম বরদাস্ত করে না। পসারিনী যত সুন্দরীই হোক না কেন, এক-জন প্রেমোঁত্রেকে দোকানে প্রায় দেখাই যায় না।

মার্কী : আমার রিশার এই কথাই বলেছে। দু বছর নবিস থাকার পর রিশারের শপথ নেওয়ার কথা ছিলো যদি না তার বাপ মা তাতে বাধা দিতো। ওর বাবা দাবি করল যে সন্ন্যাসীর সমস্ত আইন কানুন মেনে এক বছর ও বাড়িতে থাকবে। যথাযথ ভাবে তা পালিত হলো। পরিবারের চোখের সামনে রিশার এক বছর কাটালো, সে শপথ গ্রহণের অনুমতি চাইল। তার বাবা বলল, "শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি তোমায় একটা বছর সময় দিয়েছি, আশা করি তুমিও ভেবে দেখার জন্য আমায় এক বছর সময় দেবে; আমি মত দিচ্ছি, তুমি এই একটা বছর যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারো। এই দ্বিতীয় বছরের জন্য মঠের মোহন্ত তাকে ঠাঁই দিলো। এই দ্বিতীয় বছরে তার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা কেবল মঠেই ঘটতে পারে। এই সময়ে অন্য একটা মঠের অধ্যক্ষ ছিলো ফাদার হাডসন বলে একজন অদ্ভুত চরিত্রের লোক। ফাদার হাডসনের মুখটা ছিলো অত্যন্ত সুন্দর, চাওড়া কপাল, ডিম্বাকৃতি মুখ, খাঁড়ার মতো নাক, টানা টানা নীল চোখ, সুন্দর ঠোঁট, সুন্দর দাঁত, মিষ্টি হাসি ও মাথাভর্তি সাদা চুল যা তার সুন্দর মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ যোগ করে। বুদ্ধি, জ্ঞান, হাসিখুশি

ভাব, চাল-চলন ও আশ্রমের প্রতি কর্তব্যবোধ, কর্মদক্ষতা এবং সঙ্ঘের প্রতি ভালোবাসায় সে ছিলো অদ্বিতীয়। অন্য দিকে তার ছিলো অদম্য কামনা, নারী সঙ্গের উদগ্র লিপ্সা ও ভোগের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, ষড়যন্ত্রের অপরিসীম প্রতিভা এবং মঠের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত। সে যখন মঠ পরিচালনার ভার পেলো তখন মঠ ছিলো মূর্খ জানসেনিষ্টদের দ্বারা আক্রান্ত, লেখাপড়া প্রায় হতো না, ঐহিক কাজ বিশৃঙ্খল, ধর্মীয় অনুষ্ঠান অবহেলিত এবং সেগুলি অত্যন্ত কদর্য ভাবে পালিত হতো, বাড়তি ঘরগুলোর অধিবাসীরা ছিলো লম্পট। ফাদার হাডসন জানসেনিষ্টদের হয় মত পাল্টাতে বাধ্য করল না হয় তাদের তাড়ালো, লেখাপড়ার হাল ধরল নিজে, ঐহিক কাজে শৃঙ্খলা আনলো, নিয়মানুবর্তিতাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করল, লম্পট আবাসীদের তাড়ালো, অনুষ্ঠানে শ্রী, শোভা ও শৃঙ্খলা এনে মঠকে একটি আদর্শ মঠে পরিণত করলো। এই যে কঠোরতা সে সবার ওপর আরোপ করল, নিজের ক্ষেত্রে সে কিন্তু তার বশবর্তী হলো না ; এই ভারি জোয়াল যেটা সে তার অধস্তন সন্ন্যাসীদের ওপর চাপিয়ে দিলো এই ভারের অংশীদার হওয়ার মতো বোকা সে ছিলো না ; এর ফলে ফাদার হাডসনের বিরুদ্ধে যে বন্দী ক্রোধ জমে উঠছিলো, তা হিংস্র ও ভয়ানক হয়ে উঠলো। প্রত্যেকেই ছিলো তার চর ও শত্রু ; প্রত্যেকেই লুকিয়ে তার আচরণ জানবার চেষ্টা করত ; প্রত্যেকেই তার গোপন ব্যভিচারের খবর রাখত ; প্রত্যেকেই তাকে ডোবাবার চেষ্টা করত ; সে গোপনে এক পাও চলতে পারত না ; তার ষড়যন্ত্রগুলো তৈরী হতে না হতেই জানাজানি হয়ে যেত।

মঠের পাশেই ছিলো অধ্যক্ষের বাড়ি, বাড়িটার দুটো দরজা ছিলো, একটা দিয়ে সোজা মঠের গির্জায় যাওয়া যেতো, অন্যটা দিয়ে রাস্তায়। রাস্তার দরজাটা বন্ধই থাকত ; ফাদার হাডসন সেটা খুললেন ; মঠাধ্যক্ষের বাড়ি হয়ে উঠল নিষিদ্ধ, মজার আড্ডা এবং সন্ন্যাসীর শয্যা হয়ে উঠল কামের মন্দির। গভীর রাত্রে মঠাধ্যক্ষ নিজে বিভিন্ন ধরনের মহিলাদের স্বাগত জানাতো। তার পাপ-স্বীকারের খুপরিতে যে সব মহিলারা যেতেন তাঁদের মধ্যে সমস্ত সুন্দরীকেই সে বখাতো। তার পাপ-স্বীকারের খুপরিতে যে সব মহিলা যেতেন তাঁদের মধ্যে একজন রূপ ও ছেনালীর জন্য পাড়ায় নাম কিনেছিলেন। ফাদার হাডসন যেহেতু তাঁর বাড়ি যেতে পারতো না তাই তাঁকে নিজের বাড়িতে রেখে দিলো। এ ব্যাপারে মহিলার বাবা ও স্বামীর ফাদার হাডসনের ওপর সন্দেহ হলো। তারা তার বাড়ি ধাওয়া করল। হাডসন গম্ভীর মুখে তাদের অভ্যর্থনা করল। তারা তাকে তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে শুরু করল, এমন সময় গীর্জার ঘড়িতে দুটো বাজল, এটা দ্বিপ্রাহরিক প্রার্থনার সময়। ফাদার হাডসন তাদের চুপ করিয়ে দিয়ে, বুকে বিরাট ক্রুশ চিহ্ন এঁকে লাতিনে অত্যন্ত গম্ভীর ও সুরেলা গলায় মন্ত্র আওড়াতে লাগল…, বাবা ঘাবড়ে গেল স্বামী তার সন্দেহের জন্য লজ্জা পেলো ; সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাবা চুপিচুপি স্বামীকে বলল, "তুমি একটা গাধা… ফাদারের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, যে অমন করে লাতিনে মন্ত্র বলতে পারে সে

একজন সন্ত পুরুষ।"

এক শীতের সন্ধ্যায় হাডসন বাড়ি ফিরছিলো, পথে একটি বাজারের মেয়ে তার দিকে চেয়ে হাসল। মেয়েটি ছিলো সুন্দরী, হাডসন তার পিছু নিলো; তার আস্তানায় পেঁছিল, পেঁছিনোর সংগে সংগে যারা তার ওপর নজর রাখছিলো তারা তাকে হাতে-নাতে ধরল। এই ঘটনায় অন্য যে কেউ হলে তার সর্বনাশ হতো; কিন্তু হাডসন বুদ্ধিমান লোক তাই এই ঘটনার ফলে সে জেলে তো গেলই না বরং পুলিশের বড়কর্তার সংগে তার খাতির হয়ে গেল। বড়কর্তার কাছে গিয়ে সে বলল, "আমার নাম হাডসন, আমি এই মঠের অধ্যক্ষ। আমি যখন এই মঠের ভার পাই তখন সর্বত্র বিশৃংখলা ছিলো; লেখাপড়া হতো না, নিয়মানুবর্তিতা ছিলো না, ভব্যতার অভাব ছিলো; ধর্মাচরণে এলাকাড়ির চূড়ান্ত ছিলো, ঐহিক ব্যাপার এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে মঠ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থায় পেঁছেছিলো। আমি সব ঠিক করেছি, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ তাই একজন ভালো মহিলাকে না ফুসলে একজন খারাপ মেয়েমানুষের কাছে গেছি। এখন আপনার যা ইচ্ছা তা করতে পারেন…।" বড়কর্তা তাকে ভবিষ্যতে আরও সাবধান হবার উপদেশ দিয়ে কথা দিলো যে ব্যাপারটা ধামা-চাপা দেওয়া হবে এবং তার সংগে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ইতিমধ্যে হাডসনকে যে সব শত্রুরা ঘিরে রেখেছিলো তারা প্রত্যেকে এই সম্প্রদায়ের প্রধানের কাছে হাডসনের চরিত্র এবং আচরণ সম্পর্কে চিঠি দিলো এবং প্রমাণ-স্বরূপ এই ঘটনার উল্লেখ করল। প্রধান ছিলো জানসেনিস্ট; ফলত জানসেনিস্ট মতাবলম্বীদের মঠ থেকে উৎখাত করবার জন্য সে হাডসনের উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। পোপের সমর্থক হাডসনের কলঙ্কের খবর পেয়ে সে খুব খুশী হলো। সে হাডসনের বিরুদ্ধে সমস্ত চিঠিপত্রগুলি একত্র করে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য দুজন লোককে গোপনে পাঠালো; তাদের হুকুম দিলো যে তারা যেন তাদের প্রমাণগুলি এমন ভাবে সাজায় যাতে তার মধ্যে আইনের কোনো ফাঁক না থাকে। তারা যেন অত্যন্ত গোপনে ও অতি সাবধানে তদন্তটা চালায়; কারণ শত্রুকে অসুবিধায় ফেলবার একমাত্র উপায় হলো তাকে হঠাৎ আক্রমণ করা এবং দ্যুক দ্য মিরপোয়া ও রাজসভার আশ্রয় থেকে হাডসনকে বহিষ্কৃত করা; কারণ দ্যুক দ্য মিরপোয়া ও রাজসভার মতে জানসেনিজম হলো সবচেয়ে বড়ো অন্যায় এবং পোপের বশ্যতা হলো নৈতিক ঔৎকর্ষের চূড়ান্ত। রিশার, আমার গোমস্তা, হলো ঐ দুজন তদন্তকারীদের একজন।

এরা নবিসদের আবাস থেকে গিয়ে হাডসনের বাড়িতে ঠাঁই নিলো এবং চুপচাপ খবর যোগাড় করতে শুরু করল। অল্পদিনের মধ্যে তারা হাডসনে ব্যভিচারের এমন একটা তালিকা করে ফেলতে পারলো যে পঞ্চাশজন সন্ন্যাসীকে ধর্মীয় কয়েদ-খানায় পাঠানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাদের অবস্থান দীর্ঘ হলেও তাদের চালচলন এত পটু ছিলো যে কিছুটি বোঝবার উপায় ছিলো না। হাডসন যত বুদ্ধিমানই

হোক না কেন সে যে চরম বিপদের মুখোমুখি তা সে ভাবতেও পারে নি ; কিন্তু এই দুই নবাগত যে তাকে তেল দিতো না, তাদের আসবার কারণের গোপনতা, তাদের যুগ্ম এবং নিঃসংগ ভ্রমণ ; অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সংগে ঘন ঘন আলাপ আলোচনা ও যে সব লোক তাদের সংগে দেখা করতে আসত তাদের আচরণ এবং এই দুজনের সমাজের পরিধি দেখে তার মনে সন্দেহের উদয় হলো। যে। তাদের ওপর নজর রাখল ও তাদের পেছনে চর লাগালো ; অল্প দিনের মধ্যেই ঐ দুজনের আগমনের হেতুটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে একদম ঘাবড়ালো না ; যে ঝড়টা তার ওপর আগতপ্রায় সেটাকে ঐ দুই তদন্তকারীদের ওপর ঘুরিয়ে দেবার ফন্দি করল, এবং একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল।

হাডসন এক যুবতীকে ফুসলে তাকে ফোবুর্গ স'্যা মেদারে একটা ছোট বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলো। সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, "শোনো সব ফাঁস হয়ে গেছে, আমরা গেলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি জেলে যাবে আর আমার যে কি হবে তা না ভাবাই ভালো। ভয় পেয়ো না, শান্ত হও ; বিপদ এড়াবার চেষ্টা করো। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, যা বলছি তাই করো বাকিটা আমি করবো। কাল আমি শহরের বাইরে যাচ্ছি, আমার অবর্তমানে যে দুজন সন্ন্যাসীর নাম বলছি তাদের সংগে দেখা করো। (সে তদন্তকারীদের নাম বলল) ওদের সংগে গোপন সাক্ষাৎকার চাও। ওদের সংগে দেখা করে ওদের পায়ে পড়ো, ওদের দয়া ভিক্ষা করো, ওদের সাহায্য চাও, বড়ো মোহন্তের কাছে ওদের সুপারিশ চাও, মনে রেখো বড় মোহন্তের ওপর ওদের ভালো হাত আছে ; কাঁদবে মাথার চুল ছিঁড়বে, কাঁদতে কাঁদতে আমাদের মধ্যে যা হয়েছে তা বলবে, এমন ভাবে বলবে সে যেন তোমার ওপরে ওদের দয়া উথলে ওঠে আর আমার ওপর ওদের ঘৃণা চূড়ান্ত পর্যায় পেঁছিয়···

—মানে আপনি বলছেন যে আমি ওদের বলব···

—হ্যাঁ তুমি ওদের বলবে তুমি কে, তুমি কার, আমি তোমায় পাপ-স্বীকারের খুপরিতে ফুসলেছি, তোমার বাপ-মার কাছ থেকে তোমায় নিয়ে পালিয়েছি এবং যেখানে তুমি আছো সেখানে তোমায় ফেলে ভেগে গেছি। বলবে যে আমি তোমায় নষ্ট করেছি এবং পাপের পথে তোমায় ঠেলে দিয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে আমি পালিয়ে গেছি ; তোমার কোথাও কোনো ঠাঁই নেই, তোমার ভবিষ্যত অন্ধকার।

—কিন্তু ফাদার।

—যা বলছি তা করো, যা বলব তাও করবে, নইলে আমরা দুজনেই ডুববো। এই দুই সন্ন্যাসী তোমার দুঃখে কাতর হবে, তোমায় সাহায্য করতে রাজি হবে আর তোমার কাছে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার চাইবে যেটা তুমি দিতে রাজি হবে। ওরা তোমার পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নেবে এবং যেহেতু তুমি নির্ভেজাল সত্যি বলবে তাই ওরা তোমাকে সন্দেহ করবে না। এই প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের পরে আমি বলব যে কি করতে হবে ; তোমায় কিন্তু ভালো অভিনয় করতে হবে যাতে ওদের কোনো রকম সন্দেহ না হয়।

হাডসন যেমনটি ভেবেছিলো ঠিক তেমনটি হলো। সে শহরের বাইরে গেল। দুইজন তদন্তকারী মেয়েটির সম্পর্কে খোঁজ নিলো, মেয়েটি তাদের কাছে আবার এলো। তারা তাকে তার দুঃখের কাহিনী আবার বলতে বলল। একজন মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে লাগল অন্যজন সেটা টুকে নিলো। তারা তাকে অভয় দিলো, তার বাপ-মার কথা জিজ্ঞাসা করল এবং যে তাকে নষ্ট করেছে তার সাজা হবেই বলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জবানবন্দিটা সই করতে বলল, মেয়েটি আপত্তি করল, তারা জোর করল, শেষে মেয়েটি রাজি হলো, বাকি রইল শুধু কবে, কোথায় জবানবন্দিটা লেখা হবে ও সই হবে সেটা ঠিক করা, 'তার জন্য সময় লাগবে কারণ মেয়েটি বলল, "এখানে হবে না, যদি ও ফিরে এসে আমায় এখানে দেখে···আমার বাড়িতে আপনাদের আসতে বলতে পারি না কারণ···" কয়েকদিন সময় নিয়ে মেয়েটি বিদায় হলো। সেই দিনই হাডসন সব খবর পেলো। তার খুশী আর ধরে না, জয় তার হাতের মুঠোয়; অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুধের বাছারা টের পাবে যে তারা কার পেছনে লেগেছে। সে মেয়েটিকে বলল, "কাগজ কলম নাও আমি যে ঠিকানা দিচ্ছি সেই ঠিকানায় ওদের আসতে বলো। আমি নিশ্চিৎ যে ওরা ওখানে আসবে। বাড়িটায় ভদ্রলোকেরা থাকে, আর যে মহিলা ওখানে থাকেন তাঁর পাড়ায় ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের মধ্যে খুবই সুনাম।" এই মহিলা আসলে ছিলো কুটনী, ধার্মিকার ভান করে ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকতো, তার কথাবার্তা ছিলো অত্যন্ত মার্জিত, কোমল ও সভ্য, এইভাবে সে পরিবারের আস্থাভাজন হয়ে বাড়ির বৌ-ঝিদের পাপের পথে নিয়ে যেতো। হাডসন ওকে কাজে লাগাতো, ও ছিলো হাডসনের আড়কাঠি। হাডসন তাকে সব কথা খুলে বলেছিলো কি না, তা আমি জানি না।

এই মহিলার বাড়িতে তদন্তকারীরা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে এলো। কুটনী আড়ালে গেল। লেখাপত্র যখন শুরু হলো তখন বাড়িতে একটা হৈচৈ শোনা গেল।

—আপনারা কাকে খুঁজছেন—মাদাম সিসোঁকে (কুটনীর নাম) খুঁজছি—ঐ তো তাঁর দরজা।

—দরজায় ঘা পড়ল—মেয়েটি প্রশ্ন করল, "সাড়া দেবো?"

—দিন।

—দরজা খুলবো?

—খুলুন···

যে কড়া নাড়ছিল সে পুলিশ কমিশনার এবং হাডসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উঁচু মহলে কেই বা হাডসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো না? হাডসন তাকে তার বিপদের কথা বলে তাকে কি করতে হবে তা বলেছিলো। পুলিশ কমিশনার বলল, "বাঃ দুজন সন্ন্যাসী একজন মেয়ের সঙ্গে। তা মেয়েটি খাসা।" মেয়েটির সাজগোজ এমনি ছিলো যে তার চরিত্র এবং ঐ দুজন যুবক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলো না। সন্ন্যাসীরা প্রতিবাদ করল। মেয়েটি কমিশনারের পায়ে পড়ে দয়া ভিক্ষা করতে লাগল আর কমিশনার মেয়েটির গালে হাত বুলোতে বুলোতে বাঁকা হাসি হাসতে লাগল। সন্ন্যাসীরা বলল: "এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।" কমিশনার উত্তর দিলো; "বটেই তো ভদ্রলোকের বাড়ি।"

—আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি।

—যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লোকে এখানে আসে সে কাজটা আমরা খুব ভালো করেই জানি। মেয়েটিকে বলল, "বলুন আপনিই বলুন।"

—মহাশয় এঁরা যা বললেন তা খাঁটি সত্য।

কমিশনার নিজের ব্যাখ্যাটি লিখলেন এবং যেহেতু সেটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাই সন্ন্যাসীরা সই করতে বাধ্য হলো। বেরোবার পথে দেখা গেল বাড়ির সমস্ত ভাড়াটেরা দরজায় দাঁড়িয়ে আর বাড়ির সামনে ভিড়, একটা ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ভিড়ের হট্টগোল আর নিন্দাবাদের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবলরা তাদের ঐ ভাড়াটে গাড়িতে তুলল। সন্ন্যাসীরা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মনের দুঃখে গাড়িতে উঠল। পাজী কমিশনার চেঁচিয়ে বলতে লাগল; "আচ্ছা আপনারা কেন এইসব মেয়েদের সঙ্গে মেশেন আর কেনই বা এসব জায়গায় আসেন? যদিও এটা এমন কিছু দোষের নয় তাও আমি ওপরের হুকুম তামিল করছি মাত্র; আপনাদের মঠাধ্যক্ষের হাতে সঁপে দিয়েই আমার কাজ শেষ; আপনাদের মঠাধ্যক্ষ নরম লোক, এই আচরণে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততটা গুরুত্ব তিনি দেবেন না। কাপুচিন সম্প্রদায়ে যতটা কড়াকাড়ি আপনাদের সম্প্রদায়ে ততটা নেই! আপনারা যদি কাপুচিন সম্প্রদায়ের হতেন তাহলে আপনাদের কথা ভেবে আমার সত্যিই দুঃখ হতো।"

কমিশনার এইসব কথা বলতে লাগল—ঘোড়ার গাড়ি মঠের পথে এগোতে থাকল, গাড়িটার চতুর্দিকে ভিড় বেড়েই চলল, গাড়িটাকে ঘিরে ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এ ওকে প্রশ্ন করে···"ওরা সন্ন্যাসী?—কি করেছে?—বেশ্যা বাড়িতে ধরা পড়েছে—প্রেমোন্মত্ত বেশ্যাবাড়িতে! হ্যাঁ," প্রশ্নকর্তাও ছুটে গেল এবং দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়িটাকে ধাওয়া করল।···ওরা পৌঁছল। কমিশনার গাড়ি থেকে নামল, মঠের দরজায় ঘা দিলো, একবার, দুবার, তিনবার, তিনবারের পর দরজা খুলল। মঠাধ্যক্ষ হাডসনের কাছে খবর গেল, কেচ্ছাটা যাতে ভালো করে ছড়ায় তার জন্য সে ওদের আধ-ঘণ্টা অপেক্ষা করালো। অবশেষে সে নামল। কমিশনার তার কানে কানে কথা বলল, কমিশনারের ভাব কোমল; হাডসনের মুখ কঠোর হলো, শেষে সে অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর স্বরে বলল, "আমার মঠে কোনো লম্পট সন্ন্যাসী নেই; এদের আমি চিনি না; হয়ত বা এরা সন্ন্যাসী সাজা বদলোক, আপনি এদের নিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।"

এই কথার পর মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল; কমিশনার গাড়িতে উঠে হতাশ সন্ন্যাসী দুজনকে বলল, "আমার যা করবার তা আমি করেছি; ফাদার হাডসন যে এত কঠোর হবেন তা আমি ভাবি নি। আর আপনারাই বা কেন যে ওসব জায়গায় যান?

—যার সঙ্গে আমাদের দেখেছেন, সে যদি তাই হয় তাহলে আমরা হলপ করে বলছি যে কোনো কুমতলবে তার কাছে আমরা যাই নি।

—আমি ঘাগী কমিশনার, আমাকে কি আপনারা গাধা ঠাওরেছেন?

—আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের পোশাকটা নকল নয়।

—কাল কি উত্তর দেবেন, সেই কথা ভাবুন, সত্যি কথাটা যদি বলেন তাহলে হয়ত বা আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব।

—আমরা সত্যি কথাই বলেছি…কিন্তু আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?
—পেতি সাংলেতে।
—পেতি সাংলেতে! জেলে!
—আমার কিছুই করবার নেই।
রিশার ও তার সঙ্গী জেলে আটক হলো ; কিন্তু ওদের জেলে বন্দী করে রাখবার মতলব হাডসনের ছিলো না। সে ডাকগাড়িতে চড়ে ভার্সাই ছুটলো ; মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের যাতে লাভ হয় এমনি ভাবে ঘটনাটা তাঁকে বলল। "স্যার যখন কেউ বিশৃংখল মঠে শৃংখলা এনে বিধর্মীদের তাড়ায় তখন তার কপালে কি জোটে তা জানুন। একটু দেরী হলেই আমার সর্বনাশ হতো কোথাও মুখ দেখাতে পারতাম না। উৎপীড়ন ওখানেই শেষ হতো না ; একজন সৎ লোকের মুখে কালি দেওয়ার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই আপনি শুনতেন ; মহাশয় আশা করি আপনার মনে আছে যে আমাদের বড়ো মোহন্ত—
—আমি জানি ; জানি বলেই আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি। গীর্জার মঙ্গলের জন্য আপনার প্রচেষ্টা গীর্জা বিস্মৃত হবেন না। ঈশ্বরের নির্বাচিতেরা সর্বদাই অপমানিত হয়েছেন। তাঁরা তা সহ্য করেছেন ; তাঁদের ধৈর্য অনুকরণীয়। রাজার সহায়তা ও তাঁর ন্যায় বিচারের ওপর আস্থা রাখুন। সন্ন্যাসী! হুঁঃ। আমি নিজেই তো তাই ছিলাম, ওরা যে কি জিনিস তা আমি ভালো করেই জানি।
—ভগবানের ইচ্ছায় গীর্জা ও দেশের মঙ্গলের জন্য মহাশয় যদি দীর্ঘায়ু হন তা হলেই আমি শান্তিতে বাঁচতে পারব।
—অল্প দিনের মধ্যেই আপনাকে আরও ভালো জায়গায় আনব, আচ্ছা আসুন।
—না মহাশয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ দুই বদ সন্ন্যাসীর মুক্তির জন্য আপনি হুকুম না দিচ্ছেন ততক্ষণ আমি এখানেই পড়ে থাকব।
—বুঝতে পারছি যে ধর্মের সম্মান ও আপনার পোশাক আপনার ওপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছে যে আপনি আপনার ব্যক্তিগত অপমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন ; এটা সত্যিই খৃষ্টিয়, আপনার মতো লোকের কাছে এটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হবে, কথা দিলাম।
—মহাশয় আমি সত্যিই খুশী হলাম! এই মুহূর্তে ওটার ব্যাপারেই আমার ভয় ছিলো।
—আমি এ ব্যাপারে দেখছি।
সেই দিনই সন্ধ্যায় হাডসনের পদোন্নতির হুকুম বেরোলো, আর কাকভোরে একজন অফিসার রিশার ও সহকর্মীকে গাড়িতে তুলে পারী থেকে কুড়ি মাইল দূরে, যে মঠে তারা নবিস ছিলো সেখানে পৌঁছে দিল। অফিসারের সঙ্গে একটা চিঠিও ছিলো যাতে বড়ো মোহন্তকে বলা হয়েছে যে এ ধরনের কাজে যেন তিনি আর প্রশ্রয় না দেন ও ঐ দুজন নবিসকে যেন তিনি প্রায়শ্চিত্তের আদেশ দেন।
ঘটনাটায় হাডসনের মঠে সাড়া পড়ে গেল ; হাডসন কোনো সন্ন্যাসীর দিকে চাইলেই তার হৃদকম্প হতো। কয়েক মাস পরেই হাডসন আরও বড়ো মঠে বদলি হলো। বড়ো মোহন্ত তাতে অত্যন্তই দুঃখ পেলেন। তিনি বৃদ্ধ, ভালো ভাবেই বুঝলেন যে কালে হাডসন

তাঁর পদটি পাবে। তিনি রিশারকে সত্যিই স্নেহ করতেন। একদিন তিনি রিশারকে বললেন, "ঐ পাজী হাডসনের অধীনস্থ হলে তোমার কি হাল হবে তা ভেবে আমার চিন্তা হয়। তুমি এখনও শপথ নাও নি। আমার মতে তোমার উচিৎ বাড়ি ফিরে যাওয়া…।" রিশার তাঁর কথা শুনে বাড়ি ফিরে এলো। তার বাড়ি থেকে হাডসনের মঠ খুব একটা দূর নয়।

হাডসন ও রিশার এই সমাজে মিশতো, কাজেই তাদের দেখা হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিলো। শালোঁ ও স্যাঁ-দিজিয়ের মাঝামাঝি, স্যাঁ-দিজিয়ের দিক ঘেঁষে এক জমিদার মহিলার বাড়ি একদিন রিশার গিয়েছিলো; বাড়িটা থেকে হাডসনের মঠ ছিলো প্রায় পোয়াটাক রাস্তা। মহিলা রিশারকে বললেন, "আপনার পুরোনো মোহন্ত এই কাছেই বদলি হয়ে এসেছেন, উনি অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু লোকটি আসলে কেমন?"

—বন্ধু হিসাবে উৎকৃষ্ট, শত্রু হিসাবে সাংঘাতিক।

—আপনার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হয় না?

—মোটেই না…

রিশারের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। দেখা গেল হাডসন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ রূপসীর সঙ্গে ল্যান্ডো থেকে নামছে। মহিলা রিশারকে বললেন, "অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাডসনের সঙ্গে আপনার দেখা হলোই।"

মহিলার সঙ্গে রিশারকেও নামতে হলো হাডসন ও তার বান্ধবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। মহিলারা আলিঙ্গন করলেন। হাডসন রিশারের দিকে এগিয়ে এসে তাকে চিনতে পেরে হেসে বলল, "আরে রিশার? আপনি আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি; আপনাদের পেতি সাংলে বাসের জন্য আমায় ক্ষমা করে ও কথাটা ভুলে যান।"

—আপনি মানছেন যে আপনি খুবই বদামী করতেন।

—হতে পারে।

—এবং বিচারটা যদি ঠিক হতো তাহলে আমাদের বদলে আপনারই পেতি সাংলেতে যাওয়া উচিৎ ছিলো।

—হতে পারে…আর তার জন্যই, মনে হয়, আমি পাল্টে গেছি।

—আপনার বান্ধবী সত্যিই সুন্দরী।

—এখন আমার আর ওদিকে নজর নেই।

—কি গড়ন!

—এখন আমার ওতে ঔদাসিন্য এসে গেছে।

—কি সুন্দর স্বাস্থ্য।

—একটা সময় আসে যখন লোকে এর বিপদটা বোঝে, প্রতি পদেই মৃত্যুর সম্ভাবনা।

—ওঁর হাত দুটি সত্যিই সুন্দর।

—ওর ব্যবহার আমি ত্যাগ করেছি। মানুষের মুখই তার মনের ছায়া।

—আর ঐ দুটি চোখ যা আপনার দিকে আড়ে তাকাচ্ছে; আপনি রসিক লোক, আপনিই বলুন, ও দুটির মতো কোমল আর উজ্জ্বল চোখ কি কখনও আপনার দিকে অমন ভাবে

তাকিয়েছে ?—ও'র অঙ্গভঙ্গী কি শোভন, কি হাল্কা, কি মধুর।

—ওসব মায়ায় আর আমার মন নেই ; এখন আমি বাইবেল পড়ি আর সন্তদের জীবন ধ্যান করি।

—আর মাঝে মাঝে এই মহিলার রূপের ধ্যান নিশ্চয়ই করেন। আপনার মোঁসেতের মঠ থেকে ইনি কি খুব দূরে থাকেন ? এ'র স্বামী কি যুবক ····

এইসব প্রশ্নে বিচলিত হয়ে এবং রিশার যে কখনই তাকে বিশ্বাস করবেন না তা বুঝতে পেরে হাডসন হঠাৎ বলে ফেলল, "আপনি আমার পোঁ···তা ঠিকই করছেন।"

বন্ধু পাঠক, বাক্যটা ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু এটা আপনাকে মানতেই হবে যে পিরোঁ এবং ভাঁতুর পাদরীর কথোপকথনের মতো লক্ষ কোটি ভালো গল্পের মতো এখানেও ভদ্র বাক্য মোটেই মানাতো না।—এই পিরোঁ ও ভাঁতুর পাদরীর কথোপকথনটা কি ?—ঐ চরনার লেখককে জিজ্ঞাসা করুন ; বেচারা ওটা ছাপাতে সাহস করে নি কিন্তু ওর গলায় গামছা দিতে হবে, না এমনিতেই গল্পটা বলবে!

আমাদের চারজন চরিত্র ভেতরে গেলো এবং খেতে বসল! ভালোই খেলো, বেশ মজা করেই খেলো এবং বিদায় নেবার সময় আবার দেখা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো··· । যতক্ষণ মার্কী মনিবের সঙ্গে আড্ডা মারছিলো ততক্ষণ জাক কিন্তু মার্কীর নায়েবের সঙ্গে বোবা হয়ে বসে ছিলো না। রিশারের তাকে ভালোই লেগেছিলো, তার মনে হয়েছিলো যে জাক একজন বকু তুড়ে অসাধারণ লোক। শিক্ষা ও ভব্যতা এবং সাতঘাটে ঘোরা যদি না একটা লোককে অতি ব্যবহৃত তামার পয়সার মতো ক্ষইয়ে না দেয় তা হলে যেমন হয়। বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিলো, ঘড়ি মনিব ও চাকরদের জানিয়ে দিলো যে বিশ্রাম করবার সময় হয়েছে, সবাই ঘড়ির হুকুম মেনে নিলো।

জাক মনিবের জামা কাপড় বদলে দিতে দিতে বলল, "আপনার ছবি ভালো লাগে ?"

মনিব : হ্যাঁ কিন্তু গল্পে ; কারণ আঁকা ছবি সম্পর্কে যতই ভান করি না কেন তোকে সত্যি কথাটা খুলে বলি ; আমি কিচ্ছু বুঝি না, ছবির ঘরানা ধরতে পারি না ; লোকে আমার কাছে বুশের ছবি রুবেন্সের বলে, রুবেন্সের ছবি রাফায়েলের আঁকা বলে চালিয়ে দিতে পারে ; একটা বাজে নকলকে আমি মহান ছবি বলে মেনে নিতে পারি ; একটা নেহাৎ বাজে ছ'আনা দামের ছবিকে হাজার টাকা দামের ছবি বলে বিশ্বাস করতে পারি আর একটা ভালো ছবিকে ছ'আনার ছবি বলে মনে করতে পারি ; পোঁ নোতরদামের কাছে এঁবলাঁ্যা বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আমি কখনই যাই নি, যিনি আমাদের কানে ভালনোর মতোই ভালো ছাত্রের মাথা চিবিয়ে তাদের সর্বনাশ করেছেন।

জাক : কেমন করে ?

মনিব : তাতে তোর কি ? আমায় তোর ছবিটা তাড়াতাড়ি বল, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

জাক : ফোঁতেন দিনোস' আর পর্ত স্যাঁদনির সামনে, পর্ত স্যাঁদনির দিক ঘেঁষে দুটোর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। আমার ছবির কম্পোজিসনে ও দুটো কাজে লাগবে।

মনিব : দাঁড়ালাম।

জাক : রাস্তার মাঝখানে চাকা ভেঙে একটা ঘোড়ার গাড়ি উল্টে গেছে।

মনিব : দেখতে পাচ্ছি।

জাক : একজন সন্ন্যাসী আর দুজন মেয়ে গাড়িটা থেকে বেরিয়েছে। সন্ন্যাসী পড়ি কি মরি করে পালাচ্ছে। গাড়োয়ান কোচবক্স থেকে নামছে। গাড়োয়ানের কুকুরটা সন্ন্যাসীকে ধাওয়া করে তার পোশাকটা কামড়ে ধরে টানছে আর সন্ন্যাসী নিস্তার পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আলুথালু বেশে, বুক বেরিয়ে পড়া ঐ দুজন মেয়ের একজন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, অন্যজন তার মাথার যেখানটা ঠোক্কর খেয়ে ফুলে উঠেছে সেখানটা হাত দিয়ে চেপে ধরে গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে, পুলিশ ভিড় সরাবার জন্য চ্যাঁচাচ্ছে, দোকানীরা তাদের দরজায়, রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর জানালায় ভিড় করে লোকে মজা দেখছে।

মনিব : বাঃ জাক! তোর ছবিটা খাসা, অনেক কিছু আছে, প্রচুর গতি আর বেশ মজার। পারীতে ফিরে তুই ফ্রাগোনারকে এটা বলবি; দেখবি তিনি এটা নিয়ে কি দারুণ ছবি আঁকবেন।

জাক : ছবির বিষয়ে আপনার জ্ঞান সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তার ওপর ভিত্তি করে আপনার প্রশংসাটা আমি লজ্জা না পেয়েই নিতে পারি।

মনিব : বাজি রাখতে পারি, ঘটনাটা হাডসনের জীবনে ঘটেছিলো।

জাক : কথাটা সত্যি।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক, এই ফাঁকে, পাঠক, ঘুমোবার সময় ভাববার জন্য আপনাদের আমি একটা প্রশ্ন করছি। তা হলো: মাদাম পমেরাইয়ে আর হাডসন এই দুজনে মিলে যদি একটা বাচ্চা পয়দা করে তা হলে সে কি হবে?—হয়ত ভালো লোক—হয়ত বা বজ্জাতের গুরুমশায়—কাল সকালে আপনারা আমায় উত্তরটা বলবেন। কেমন?

আজ সকালে, আমাদের পথিকদের ছাড়াছাড়ি হলো, কারণ মার্কীরা অন্য পথ ধরলেন। —তাহলে জাকের প্রেমের গল্পটা আবার শুরু হবে?—আশা করা যায় কিন্তু নিশ্চিৎ বলা যায় না। জাকের মনিব নস্যি নিলো, ঘড়ি দেখল তার পর জাককে বলল; "তোর প্রেমের গল্প?"

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জাক বলল, "আচ্ছা, লোকে দিনরাত জীবনের নিন্দা করে অথচ তা ছাড়তেও চায় না। তার মানে কি দু একটা জিনিস বাদ দিয়ে, জীবনটা মোটের ওপর ভালো না, মৃত্যুর পর যা আছে তাকে লোকে আরও ভয় পায়?"

মনিব : দুটোই ঠিক, আচ্ছা জাক, তুই কি পরকাল বিশ্বাস করিস?

জাক : বিশ্বাসও করি না আবার অবিশ্বাসও করি না, ও ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না। আমার যা প্রাপ্য তার যতটুকু পাচ্ছি তাই নিয়েই আমি খুশী থাকি।

মনিব : আমি মনে করি যে আমি প্রজাপতির শুককীট; আমার ভাবতে ভালোই লাগে যে একদিন প্রজাপতির মতোই আমার আত্মা গুটি কেটে বেরিয়ে স্বর্গের পথে উড়ে যাবে।

জাক : আপনার ছবিটা চমৎকার।

মনিব : ওটা আমার নয় ; দান্তে বলে একজন ইতালীয় কবির লেখায় ওটা পড়েছি। তিনি একটা বই লিখেছেন যার নাম : নরক, পার্গেটোরি ও স্বর্গের কমেডি।

জাক : এই হলো কমেডির আসল বস্তু।

মনিব : ওতে খুব মজার জিনিস আছে, বিশেষ করে নরকে। তিনি নাস্তিকদের একটা আগুনের কবরে বন্ধ করেছেন, যার থেকে আগুন বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঝলসে দিচ্ছে ; অকৃতজ্ঞদের একটা খোপে রেখেছেন যেখানে তারা অশ্রুপাত করছে আর চোখের জল তাদের গালের ওপর জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে ; অন্য একটা খোপে আছে কুঁড়েরা, তাদের শিরা থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে আর কতকগুলো নোংরা কীট সেগুলো খাচ্ছে···কিন্তু হঠাৎ জীবন সম্পর্কে আমাদের বিতৃষ্ণা অথচ তাকে ছাড়বার ভয়ের কথাটা বললি কেন?

জাক : ঐ ল্যান্ডো গাড়ির রূপসীর সম্পর্কে মার্কীর নায়েব আমায় যা বলল সেটা মাথায় ঘুরছিলো তাই।

মনিব : মহিলাটি বিধবা।

জাক : একবার পারীতে বেড়াতে যাবার সময় মহিলার স্বামী মারা যান, আর ঐ হতভাগা লোকটা কিছুতেই স্যাক্রামেন্ট নিতে রাজি হচ্ছিলো না। যে মহিলার বাড়িতে হাডসনের সঙ্গে মার্কীর নায়েবের দেখা হয় তাঁর ওপরে ভার পড়ে ঐ লোকটাকে ধর্ম শপথের টুপিটা পরাতে।

মনিব : ধর্ম শপথের টুপি মানে?

জাক : ওটা সদ্যোজাত শিশুদের পরানো হয়।

মনিব : কেমন করে পরানো হলো?

জাক : সবাই আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসল। ডাক্তার নাড়ী দেখে নিয়ে তাদের সঙ্গে বসল। ঐ ভদ্রমহিলা খাটের কাছে গিয়ে রোগীকে নীচুগলায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তারপর ঐ মহিলা ডাক্তার ও তার এসিস্টেন্টদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। কি কথা হলো তা আপনাকে বলছি।

মহিলা : ডাক্তারবাবু মাদাম দ্য পার্ম কেমন আছেন?

ডাক্তার : ওঁর বাড়ি থেকেই আসছি, আশা নেই।

মহিলা ; উনি খুবই ভক্তিমতি। যেই বুঝলেন যে বিপদ আসন্ন অমনি তিনি অন্তিমপাপস্বীকার করতে চাইলেন আর স্যাক্রামেন্ট শুনতে চাইলেন।

ডাক্তার : স্যাঁ-রশের বিশপ ওঁর জন্য ভেরসাইতে পুজো দিতে গেছেন ; কিন্তু তিনি ফেরবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।

মহিলা : ঐ রাজকুমারীই শুধু এ উদাহরণ দেখান নি। শেভরোশের ডিউক যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তিনি নিজেই স্যাক্রামেন্ট চাইলেন ; এতে পরিবারের সবাই খুশী হলো।

ডাক্তার : তিনি অনেক ভালো আছেন।

ডাক্তারের এসিস্টেন্ট : এটা মোটেই মৃত্যুর কারণ হয় না বরং উল্টোটাই দেখা যায়।

মহিলা : বিপদ দেখা দিলেই কর্তব্যটা চুকিয়ে ফেলা উচিৎ। রোগীরা বোঝে না যে

আত্মীয়দের পক্ষে এটা করতে বলা কত কষ্টকর অথচ এটা অবশ্যকর্তব্য তাই বলতেই হয়।

ডাক্তার : আমি এক রুগীর বাড়ি থেকে আসছি, যে দু'দিন আগে আমায় প্রশ্ন করল ; "ডাক্তারবাবু কেমন বুঝছেন ?"

—জ্বর প্রায়ই বাড়ছে।

—আপনার কি মনে হয় যে এক্ষুণি বাড়বে ?

—না ; কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কি হয় বলা যায় না।

—আচ্ছা তাহলে আমি একজনকে ডেকে পাঠাই যার সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে, মাথাটা ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই ওটা সেরে ফেলতে চাই। তিনি পাপ-স্বীকার করলেন, স্যাক্রামেণ্ট নিলেন। সন্ধ্যায় আমি গেলাম জ্বর বাড়ে নি। গতকাল তিনি ভালোই ছিলেন, আজ দেখলাম আশা নেই। এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছি, বহুবার দেখেছি স্যাক্রামেণ্টের গুণ।

রোগী তার চাকরকে : আমার মুর্গী নিয়ে এসো।

জাক : মুর্গী এলো, রোগী কাটতে পারল না ; একটা ডানাকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে দেওয়া হলো ; সে রুটি চাইল, রুটি খাবার চেষ্টা করল, একটু চিবিয়ে গেলবার চেষ্টা করল, গিলতে তো পারলই না উল্টে ন্যাপকিনটা নোংরা করল ; মদ চাইল তাতে ঠোঁট ভিজিয়ে সে বলল : আমি ভালো আছি··· । আধঘন্টার মধ্যেই তার কাল হলো।

মনিব : মহিলা তো ব্যাপারটা ভালো ভাবেই নিয়েছেন···এবার তোর প্রেম ?

জাক : আমার শর্তটা মানছেন তো ?

মনিব : হ্যাঁ···তুই দেগ্‌লঁর বাড়িতে, বুড়ি ঝি জান তার মেয়ে দনিসকে হুকুম দিয়েছে যে সে যেন চারবেলা তোর ঘরে আসে আর তোর সেবা করে। কিন্তু এগোবার আগে তুই আমায় বল দনিস কি কুমারী ছিলো ?

জাক কেশে : আমার তাই মনে হয়।

মনিব : আর তুই ?

জাক : অনেক আগেই সেটা খুইয়েছিলাম।

মনিব : তাহলে ওটা তোর প্রথম প্রেম নয় ?

জাক : তা কেন হবে ?

মনিব : যখন একজন পুরুষ কাউকে পছন্দ করে তখন সে তাকে কৌমার্যটা উপহার দেয় আর যখন একজন নারী কাউকে পছন্দ করে তখন সে ওটা নিয়ে নেয়।

জাক : কখনো তাই হয় কখনো আবার উল্টোটা হয়।

মনিব : তুই কি করে ওটা খোয়ালি ?

জাক : ওটা আমি খোয়াই নি ; ওটা দিয়ে আমি ঠকিয়েছি।

মনিব : এই ঠকানোর ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলিস।

জাক : তা হলে স্যাঁ লুকের প্রথম অধ্যায়ের মতো হবে, বিরাট লম্বা এক বক্তৃতা যার প্রায় শেষ নেই। গোড়া থেকে শেষের জন, দনিস পর্যন্ত ? ওরে বাস।

মনিব : যার ধারণা যে সে ওটা হরণ করেছে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়।

জাক : আর দনিসের আগে, আমাদের দুই পড়শিনী।

মনিব : যারা ভেবেছিলো যে তারা ওটা হরণ করেছে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়।

জাক : ঠিক।

মনিব : একটি মাত্র কৌমার্য দুজনের কাছে হারানো ? —ব্যাপারটা সোজা নয়।

জাক : আপনার ঠোঁটের ডান কোণের কোঁচকানি আর নাকের বাঁ ফুটোর ফোলা দেখে বুঝছি, আপনার ইচ্ছে যে আমি এ ব্যাপারটা খুলে বলি। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তাছাড়া আমার গলার ব্যথাটা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে আর আমার প্রেমের গল্পটা লম্বা, এত লম্বা গল্প বলতে আমার মর্জি হচ্ছে না তাই আমার কৌমার্য হারানোর দু একটা ছোট গল্প বলছি।

মনিব : তাতে আমি বড্ডই খুশী হব।

জাক : কেমন করে শুরু করি ?

মনিব : কৌমার্য হারানো হোক। সেটা কি তোকে বলে দিতে হবে ? এই মহান ঘটনাটা শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

জাক : কেন ?

মনিব : কারণ এই ধরনের গল্পে এটাই একমাত্র মজার ; অন্যগুলো নেহাৎ বাজে চর্বিত চর্বণ। একজন সুন্দরী যখন পাপ স্বীকার করে তখন তার সমস্ত পাপগুলোর মধ্যে এটাই পাদরী মন দিয়ে শোনে।

জাক : কর্তা মশাই, আপনি বড্ডোই অধার্মিক। আমি নিশ্চিৎ যে আপনার সামনে আসার জন্য শয়তানকে ছদ্মবেশ নিতে হবে না।

মনিব : তা হতে পারে। কিন্তু বাজি রাখতে পারি যে গ্রামের কোনো ছোঁড়াদের মাথা খাওয়া বুড়ি তোকে স্যায়না করছে।

জাক : বাজি রাখবেন না, আপনি হারবেন।

মনিব : তা হলে তোদের বিশপের ঝি।

জাক : বাজি বাখবেন না, এবারেও হারবেন।

মনিব : বিশপের ভাই-ঝি ?

জাক : সে ছিলো রাগী আর ধার্মিকা, ও দুটো একসঙ্গে ভালোই যায় কিন্তু আমার পোষায় না।

মনিব : এবারে ঠিক বুঝেছি।

জাক : দেখা যাক।

মনিব : একটা মেলা বা হাটের দিন···

জাক : না মেলা না হাটের দিন।

মনিব : তুই শহরে গিয়েছিলি।

জাক : কখনই শহরে যেতাম না।

মনিব : ওপরে লেখা ছিলো যে একটা শুঁড়ীখানায় ঐ সব দয়াবতীদের একজনকে দেখে তোর মাথা ঘুরে যায়···

জাক : আমি খালি পেটে ছিলাম ; ওপরে লেখা আছে যে আপনি ভুল করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, আর আমার যে মুদ্রাদোষটা আপনি সারিয়েছেন আপনি নিজেই তার খপ্পরে পড়বেন ; মুদ্রাদোষটা হলো অনুমান করার নেশা আর সর্বদাই ভুল অনুমান করা। আমি তো একবার ব্যাপটাইজড হয়েছিলাম।

মনিব : তুই যদি বলিস যে ব্যাপটাইজমের সময় তুই তোর কৌমার্য খুইয়েছিস তাহলে কি বড্ডো বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না ?

জাক : অর্থাৎ আমার একজন ধর্ম-বাপ আর ধর্ম-মা ছিলো। আমার ধর্ম-বাপের নাম ছিলো বিগ্র, সে ছিলো গ্রামের সবচেয়ে বিখ্যাত কামার। তার একমাত্র ছেলে ছিলো আমার বন্ধু। আঠেরো-উনিশ বছর বয়সে আমরা দুজনেই জুস্তিন বলে এক দর্জীর মেয়ের প্রেমে পড়লাম। মেয়েটি দয়াবতী ছিলো, কিন্তু আমার বন্ধুকেই তার বেশী পছন্দ হলো।

মনিব : এই দেখ মেয়েদের মন, কিছুই বোঝবার যো নেই।

জাক : আমার ধর্ম-বাপ বিগ্রর বাড়িটা ছিলো একটা বড়ো ঘর, সেখানেই সে কাজ করত ; আর তার ওপর একটা মাচা ছিলো। বিগ্রর খাটটা থাকত ঘরের একটা কোণে। আমার বন্ধু শুতো মাচার ওপরে, মাচায় ওঠার সিঁড়িটা ছিলো ঘরের দরজা আর বিগ্রের খাটটার ঠিক মাঝখানে।

আমার ধর্ম-বাপ ঘুমিয়ে পড়লে, আমার বন্ধু আস্তে আস্তে দরজাটা খুলতো আর জুস্তিন পা টিপে-টিপে মাচায় উঠে পড়ত। বাপের ঘুম ভাঙার আগেই আমার বন্ধু জুস্তিনকে এই ভাবে বার করে দিতো।

মনিব : যাতে সে অন্য কারুর সংগে অন্যের বা নিজের মাচায় উঠতে পারে।

জাক : আমার বন্ধু আর জুস্তিনের ব্যাপারটা ভালোই চলছিলো, কিন্তু ওপরে লেখা ছিলো যে ঝামেলা হবে। তাই হলো।

মনিব : বাপ ?

জাক : না।

মনিব : মা ?

জাক : মা অনেক দিন আগেই মরে গিয়েছিলো।

মনিব : প্রতিদ্বন্দ্বী ?

জাক : আজ্ঞে না, আবার বলছি না, ওপরে লেখা আছে যে আজ সারাদিন ধরে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি আপনি অনুমান করে যান তাহলেও আপনার সব কটা অনুমান ভুল হবে। এটা আপনাকে আবার বলছি।

একদিন সকালে, আগের দিনের খাটনির জন্যই হোক বা রাতের সুখের জন্যই হোক, জুস্তিনের আলিঙ্গনে আমার বন্ধু সুখে নিদ্রা দিচ্ছিলো এমন সময় মাচার নীচে একটা চীৎকার শোনা গেল : "ওরে হতভাগা কুঁড়ে। গীর্জার ঘন্টা বেজে গেলে, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল আর উনি এখনও মাচার ওপরে। তুই কি ঠিক করেছিস যে বেলা বারোটা পর্যন্ত তুই ওখানেই থাকবি ? আমাকে কি উঠে কান ধরে তোকে ওখান থেকে নামাতে হবে ? বিগ্র। বিগ্র।

—বাবা ?
—আর ঐ জোয়ালটা, যেটা ঐ ব্যাটা চাষাকে দিয়ে আসতে হবে, তুই কি চাস যে ব্যাটা এসে আবার চ্যাঁচানি শুরু করুক ?
—ওর জোয়ালটা হয়ে গেছে এক্ষুণি ওটাকে পৌঁছে দিচ্ছি।
ভেবে দেখুন জুস্তিন আর আমার বন্ধুর অবস্থাটা।

মনিব : আমি নিশ্চিৎ যে জুস্তিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিলো যে জীবনেও সে আর ঐ মাচাতে উঠবে না, কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই ও আবার ওখানে উঠেছিলো। কিন্তু এই সকালে সে বেরোলো কেমন করে ?

জাক : আপনি যদি ঠিক করে থাকেন যে অনুমান করবেন তাহলে তাই করুন আমি চুপ করছি…। প্যাণ্টের খুঁট ধরে কাঁধে জামা নিয়ে বন্ধু তো খাট থেকে লাফিয়ে নেমে এলো। সে যতক্ষণে জামা-কাপড় পরল ততক্ষণ তার বাপ গজগজ করতে লাগল : "যেদিন থেকে ঐ ছুঁড়ীটার সংগে ভিড়েছে সেই দিন থেকে গোলমাল শুরু হয়েছে। এ বেশীদিন চলবে না, একদিন এর শেষ হবেই ; আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না। যদি তেমন মেয়ে হতো তো কোনো কথাই ছিলো না ; কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটা ! বাপরে ! ওর মা যদি বেঁচে থাকত তো অনেক দিন আগেই সবার সামনে ছোঁড়ার পিঠে লাঠি ভাঙতো আর গীর্জা থেকে বেরোবার পথে ছুঁড়ীটার চোখ উপড়ে নিতো—সে তো কাউকে ডরাতো না ; কিন্তু এতদিন আমি চুপ করে ছিলাম বলে যে চিরকালই আমি চুপ করে থাকবো তা ভাবা ভুল হবে।

মনিব : আর মাচার ওপর জুস্তিন এই সব কথা শুনছিলো ?

জাক : নিঃসন্দেহে। বন্ধু তো জোয়াল কাঁধে চাষার বাড়ি গেল, তার বাপ কাজ শুরু করল। কিছুক্ষণ হাপর টানার পর তার নাক চাইল নস্যি : সে ডিবেটার খোঁজে পকেট হাতড়ালো, খাটের বাজুটা দেখল, নস্যির ডিবেটা নেই। ঐ বজ্জাতটা রোজ যা করে তাই করেছে ; দেখি ওপরে ফেলে গেছে কি না…" সে ওপরে উঠলো। একটু বাদে তার খেয়াল হলো যে তার পাইপ আর ছুরিটা হাতের কাছে নেই, সে আবার মাচায় উঠলো।

মনিব : আর জুস্তিন ?

জাক : সে তার জামা কাপড় নিয়ে, খাটের তলায় উপুড় হয়ে মড়ার মতো পড়েছিলো।

মনিব : আর তোর বন্ধু ?

জাক : সে জোয়ালটা দিয়ে, পয়সা বুঝে নিয়ে আমার বাড়ি ছুটে এসে আমায় সব খুলে বলল। আমি একচোট হেসে নিয়ে বললাম, "শোন গ্রামে ঘুরে বেড়া বা যা ইচ্ছে কর আমি তোকে বাঁচাবো কিন্তু আমায় সময় দিতে হবে…" আপনি হাসছেন কেন ?

মনিব : কিছু না।

জাক : বন্ধু চলে গেল। আমি জামা কাপড় পরলাম। তখনও আমি বিছানাই ছাড়ি নি। আমি সোজা তার বাপের কাছে গেলাম, সে আমাকে খুশী ও আশ্চর্য হয়ে

চেঁচিয়ে উঠলো ; "আরে ধর্ম-ছেলে এই কাক ভোরে তুই কোথা থেকে হাজির হলি ?…" আমার ধর্ম-বাপ বিগ্র আমাকে সত্যিই ভালোবাসত ; আমিও সোজা বললাম যে কোথা থেকে আসছি সেটা বড় কথা নয়, কি করে বাড়ি ঢুকবো সেটাই চিন্তার কথা।

—হুঁ। ছোকরা তুমি বখে গেছ ; আমার ঘোর সন্দেহ যে তুমি আর আমার ঐ ছোঁড়া, তোমরা মানিকজোড় হয়েছ। তুই বাইরে রাত কাটিয়েছিস।

—বাবা কোনো কথা শুনবে না।

—তা ঠিকই করবে—এ ব্যাপারে আবার শোনবার কি আছে ?-আচ্ছা জলখাবার খাওয়া যাক, বোতল বুদ্ধি যোগাবে।

মনিব : লোকটির চিন্তাধারা ভালোই ছিলো।

জাক : আমি উত্তর দিলাম সে খাবারে আমার কোনো রুচিই নেই। ঘুমে আর ক্লান্তিতে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বুড়ো বিগ্র যৌবনে ভালোই ফুর্তি করেছে, তাই সে মুচকি হেসে বলল : "মেয়েটাকে দেখতে ভালোই ছিলো, আর তুই খুব সুখ করেছিস। কোন ছোঁড়া বেরিয়েছে, মাচায় উঠে ওর খাটে শুয়ে পড় ; আর শোন, ছোঁড়ার অসাক্ষাতে তোকে বলছি, ওকে তুই পরে বলবি যে আমি মোটেই ওর ওপর খুশী নয়। জুস্তিন বলে একটা ছুঁড়ী তুই নিশ্চয়ই চিনিস, (গ্রামের কোনো ছোঁড়া ওকে চেনে না) ওকে বখিয়েছে ; দেখ তুই যদি ওদের জোড়টা ভাঙতে পারিস তাহলে তুই আমার উপকার করবি। আগে ছোঁড়া সত্যিই ভালো ছেলে ছিলো কিন্তু ঐ বজ্জাতটার সংগে ভেড়ার পর থেকে ··তুই আমার কথা শুনছিস না ঘুমে তোর চোখ বুজে আসছে, যা ঘুমোগে যা।" আমি মাচায় উঠে জামা কাপড় ছেড়ে লেপ কাঁথার নীচে সর্বত্র হাত দিয়ে খুঁজলাম, জুস্তিন উধাও। আমার ধর্ম-বাপ নিজের মনেই বকছিলো : "উঃ ছেলেপুলে! এই আরেকটা, বাপকে কষ্ট দিচ্ছে।" যেমনটি ভেবেছিলাম, জুস্তিন খাটে ছিলো না, সে ছিলো খাটের নীচে। ওপরটা ছিলো অন্ধকার। আমি নীচু হয়ে খাটের নীচে হাত চালালাম, হাতে একটা হাত ঠেকল, হাতটা ধরে টেনে আনলাম ; সে কাঁপতে কাঁপতে খাটের তলা থেকে বেরোলো। তাকে চুমুচামা খেয়ে অভয় দিলাম, শুতে ইশারা করলাম। সে হাত জোড় করল, আমার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। এই মূক মিনতিতে হয়ত আমি গলে যেতাম যদি না মাচার ওপরে তখনও অন্ধকার থাকত ; অন্ধকার লজ্জাকে ঢেকে মানুষকে নির্মম করে তোলে ; আর তা ছাড়া ওর ওপর আমার রাগ পোষা ছিলো। উত্তর হিসাবে আমি ওকে সিঁড়িতে ঠেলতে লাগলাম। সে ভয়ে চীৎকার করল। বুড়ো বিগ্র তা শুনতে পেলো সে বলল : "ছোঁড়া ঘুমের মধ্যে বকবক করছে।" জুস্তিন ভয়ে কাঁটা হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, খাটে বসে চাপা গলায় বলতে লাগল : "ঐ বুড়ো আসছে···ও উঠছে শুনতে পাচ্ছি···আমি গেলাম।" আমি তাকে চাপা গলায় বললাম, "না মোটেই না, শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ো···" সে আপত্তি করতে লাগল, আমিও না-ছোড় : সে রাজি হলো, আমরা পাশাপাশি শুলাম।

মনিব : বিশ্বাসঘাতক ! জোচ্চোর ! তুই কি অন্যায় করবার জন্য তৈরী হচ্ছিস তা কি জানিস ? তুই এই মেয়েটিকে জোর করে না হলেও ভয় দেখিয়ে বলাৎকার করছিস। কোর্টে গেলে তোর ধর্ষণের সাজা হতো।

জাক : জানি না ধর্ষণ করেছি কি না ; কিন্তু এটা জানি যে কারোরই লাগে নি। গোড়ায় সে মুখ সরিয়ে নিয়ে আমার কানে কানে বলছিলো, "না জাক না।" এই কথায় আমি খাট থেকে উঠে সিঁড়ির দিকে এগোবার ভান করলাম। ও আমায় ধরে রেখে কানে কানে বলল : "তুমি যে এত দুষ্টু তা আমি ভাবতেও পারি নি, বুঝতে পারছি, তুমি নির্দয় ; কিন্তু অন্তত আমার কাছে দিব্যি করো…"

—কি ?

—তোমার বন্ধু যেন জানতে না পারে।

মনিব : তুই দিব্যি করলি আর ব্যাপারটা ভালোই হলো।

জাক : আর তার পর আরও ভালো।

মনিব : তার পর আরও ভালো ?

জাক : ঠিক তাই। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু বাড়ির চারপাশে দুচার চক্কর ঘুরে, আমাকে না দেখতে পেয়ে অধৈর্য আর চিন্তিত হয়ে বাড়ি ঢুকলো তার বাপ চড়া গলায় বলল : "তুই অকাজে অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করলি…" বন্ধু আরও চড়া গলায় বলল : "ফিট করবার জন্য ঐ হতভাগা জোয়ালটার দুটো দিকই সরু করতে হলো যে !"

—তোকে তো বলেই ছিলাম, কথা তো শুনিস না, নিজের ইচ্ছেমত কাজ করিস।

—মোটা করার চেয়ে সরু করাটা সহজ।

—এই চাকার ফ্রেমটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে শেষ কর।

—দরজার কাছে কেন ?

—আওয়াজে তোর বন্ধু জাকের ঘুম ভেঙে যাবে।

—জাক !

—হ্যাঁ জাক, মাচার ওপর ঘুমোচ্ছে। উঃ। বাপদের কি কষ্ট। ছোঁড়ারা একটা না একটা ঝামেলা পাকাবেই। কি হলো। তুই নড়বি ? ওখানে অমন হাঁ করে বসে থাকলে কি কাজটা আপনি আপনিই হয়ে যাবে নাকি ?—বন্ধু ক্ষেপে গিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো, তার বাপ তাকে আটকে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস ? বাঁদরটাকে ঘুমোতে দে, ও ভীষণ ক্লান্ত। তোর বিশ্রামে কেউ ব্যাঘাত করলে তোর কি সেটা ভালো লাগবে ?"

মনিব : আর জুস্তিন কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলো ?

জাক : যেমন আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, তেমনি।

মনিব : তুই কি করছিলি ?

জাক : আমি হাসছিলাম।

মনিব : আর জুস্তিন ?

জাক : সে তার বিনুনী খুলে, মাথার চুল ছিঁড়ছিলো, মনে হয়, আকাশের দিকে চেয়ে

হাত মুচড়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিলো ?

মনিব : জাক তোর পাষাণ হৃদয় ।

জাক : না কর্তা আমার দয়া-মায়া আছে তবে তা আমি সঠিক জায়গার জন্য জমিয়ে রাখি । এই ধনটির বাজে খরচা করলে প্রয়োজনের সময় তা থাকে না···যাই হোক, জামা কাপড় পরে নীচে নামলাম, আমার ধর্মবাপ বলল : "এই ঘুমটার দরকার ছিলো, তুই যখন এসেছিলি তখন তোর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিলো ; আর এখন তোর মুখটা ফুলে উঠেছে । ঘুমটা খুবই ভালো জিনিস । ···বিগ্র যা একটা বোতল নিয়ে আয় জলখাবার খাই । তুইও তো জলখাবার খাবি !" বোতল এলো, টেবিলে রাখা হলো, আমার ধর্মবাপ তার গেলাসটা আর আমার গেলাসটা ভরল, আমার বন্ধু তার গেলাসটা সরিয়ে নিয়ে ঝাঁঝাঁ গলায় বলল, "এত সকালে আমার তেষ্টা পায় না ।"

—তুই খাবি না ?

—না ।

—হুঁ । ব্যাপারটা বুঝেছি ; দেখ ধর্মছেলে, এর পেছনে জুস্তিন আছে ; ঐ জোয়ালটা দিয়ে ফেরবার পথে, ও তার বাড়ি গিয়েছিলো, হয় তাকে বাড়িতে পায় নি না হয় অন্য কোনো ছোঁড়াকে সেখানে দেখেছে ; তাই বাবুর মেজাজ চড়া ; বোতলের ওপর রাগ অমনি অমনি হয় না আমি হলপ করে বলতে পারি ।

আমি : আপনি হয়ত ঠিকই বুঝেছেন ।

বন্ধু : জাক, ঠিক হোক ভুল হোক যাই হোক সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ।

ধর্মবাপ : ও না খায় তো খাবে না, আমরা খাবো, নে ধর । তোর স্বাস্থ্য···

আমি : আপনার স্বাস্থ্য ; নে বিগ্র এক গেলাস খা—ছোট ব্যাপারে তুই বড়ো ঝামেলা করিস ।

বন্ধু : আমি তো বলেইছি, খাবো না ।

আমি : তোর বাবা যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয় তো কি এলো গেল, তার সঙ্গে তোর দেখা তো হবেই তখন সব কথা হবে আর তুই দেখবি যে তুই শুধুশুধুই ঝামেলা করছিস ।

ধর্মবাপ : আরে যেতে দে, আমাকে কষ্ট দেওয়ার পাপের সাজা ও পাচ্ছে । নে আর এক পাত্তর ধর, এখন তোর ব্যাপারটার কথা ভাবা যাক । বুঝছি যে আমাকেই তোকে বাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে হবে । কিন্তু কি বলব ?

আমি : আপনার যা ইচ্ছে, বাবা যখন বিগ্রকে নিয়ে আসে তখন আপনাকে যা বলে তাই ।

ধর্মবাপ : চল···

আমরা বেরোলাম, বাড়ি পেঁাছে, বুড়ো বিগ্রকে আগে ঢুকতে দিয়ে আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতলাম আর সব শুনলাম ।

ধর্মবাপ : আর একবার ছোঁড়াটাকে ক্ষমা করে দে ।

বাবা : ক্ষমা করবো ? ও করেছে কি ?

ধর্মবাপ : যেন আকাশ থেকে পড়লি। কিচ্ছু জানিস না।
বাবা : সত্যিই কিচ্ছু জানি না।
ধর্মবাপ : তুই রাগ করে ঠিকই করেছিস।
বাবা : মোটেই রাগ করি নি।
ধর্মবাপ : করেছিস।
বাবা : ঠিক আছে মানলাম ; কিন্তু ছোঁড়াটা কি বাঁদরামি করেছে তা না জেনে রাগটা করি কি করে ?
ধর্মবাপ : বার বার একই বাঁদরামি। আরে একদল ছোঁড়া-ছুঁড়ী একসঙ্গে হলে যা হয়। মদ খায়, ফুর্তি হয়, নাচ শুরু হয়, কখন সে বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায় তার খেয়াল থাকে না…

বুড়ো বিগ্র গলাটা নীচু করে যোগ করল : "ওরা আমাদের কথা জানে না ; কিন্তু সত্যি করে বল, ঐ বয়সে আমরা কি ছিলাম ? খারাপ বাপ কারা জানিস ? যারা নিজেদের যৌবনের কথা ভুলে যায়। আমরা ঐ বয়সে কি সাধু ছিলাম ? তুই বল।

বাবা : আর বিগ্র তুই-ই বল ঐ বয়সে আমরা কি আমাদের বাপ-মার অপছন্দ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করি নি ?
ধর্মবাপ : আরে যতই চ্যাঁচাই যে আমরা কষ্ট পাচ্ছি, কে কার কথায় কান দেয় ?
বাবা : কিন্তু জাক তো প্রেম করছে না, অন্তত কাল রাতে তা করে নি আমি নিশ্চিত।
ধর্মবাপ : ঠিক আছে। কাল না হয়, অন্য কোনো রাতে। যাই হোক তুই ছোঁড়ার ওপর রাগ করিস নি তো ?
বাবা : না।
ধর্মবাপ : আমি বিদেয় হবার পর ওকে তুই পিটবি না ?
বাবা : না।
ধর্মবাপ : কথা দিচ্ছিস ?
বাবা : দিলাম।
ধর্মবাপ : দিব্যি করছিস ?
বাবা : করলাম।
ধর্মবাপ : যাক, এবার চলি…

আমার ধর্মবাপ যখন বাড়ির চৌকাঠে তখন আমার বাবা তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "বুঝলি বিগ্র এর পেছনে কোনো গুপ্ত রহস্য আছে ; তোর আর আমার ছোঁড়াদুটো হলো মহা ধুরন্ধর মানিকজোড়, মনে হচ্ছে আজ ওরা আমাদের বেশ ভালো করেই ঠকালো ; দেখা যাক, সময়ে সবই ধরা পড়বে ; আচ্ছা আয়।"

মনিব : তোর বন্ধু আর জুস্তিনের মধ্যে কি হলো ?
জাক : যেমন হওয়া উচিৎ ছিলো। বন্ধু রাগ করল, জুস্তিন আরও বেশী রাগ করল ; তারপর কাঁদলো, বন্ধু নরম হলো, জুস্তিন দিব্যি করে বলল যে আমার মতো বন্ধু তার আর নেই ; আমি দিব্যি কেটে বললাম যে জুস্তিন গ্রামের সবচেয়ে সতী মেয়ে। বন্ধু বিশ্বাস করে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইল, আমাদের প্রতি তার

ভালোবাসা বেড়ে গেল আর আমাদের মধ্যে একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। এই হলো আমার কৌমার্য হারানোর গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত। এখন কর্তা এই গল্পের নীতিটা যদি আপনি আমায় বলেন তো খুশী হই।

মনিব : মেয়েদের চেনা গেলো।

জাক : তার জন্য এই গল্পটার দরকার ছিলো কি ?

মনিব : বন্ধুদের বোঝা গেল।

জাক : আপনি কি ভাবতেন যে আপনার মেয়ে বা বউকে বাগে পেলে আপনার বন্ধু ছেড়ে দেবে ?

মনিব : বাপেদের আর ছেলেদের আরও ভালো করে চেনা গেল।

জাক : কি বলছেন কর্তা ; চিরকালই তো এমন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা হবে এ তো সবাই জানে।

মনিব : তুই যা বলছিস তা খুবই ঠিক কিন্তু এর ওপর জোর দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এটার পর তুই যে গল্পটা বলবি বলে কথা দিয়েছিস সেটা বল। আমি নিশ্চিত যে সে গল্পটাতেও শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যাবে।

পাঠক, একটা কথা মনে এলো। তা হলো উপরোক্ত গল্পটা নিয়ে জাক ও তার মনিবের মধ্যে যে আলোচনাটা হলো সেই আলোচনাটা করবার অগ্রাধিকার কিন্তু আপনাদের ; ইচ্ছে হলে এটা নিয়ে আরও বড়ো আলোচনা আপনারা করতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে যে বিগ্র নামটা আপনাদের মোটেই পছন্দ নয়। এর কারণটা জানতে আমি ইচ্ছুক। আমাদের কামারের পদবী বিগ্র; ব্যাপটিজমের কাগজে, কবরখানার কাগজে এবং বিয়ের চুক্তিতে সর্বত্রই তারা ঐ পদবী লেখে। বিগ্রের বংশধরেরা, যারা আজ ঐ কারখানাটার মালিক, তাদের নাম বিগ্র। তাদের সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের রাস্তায় দেখে লোকে বলে : "ঐ দেখো বিগ্রদের বাচ্চা।" আপনাদের কাছে যখন বুল পদবীটা বলা হয় তখন আপনারা বিখ্যাত ছুতোর বুলের কথা মনে করেন। ল্য বিগ্র, যার নাম এই শতকের গোড়ার দিকে গীর্জার সমস্ত প্রার্থনা পত্রের নীচে লেখা থাকত ; সে ওদের আত্মীয় ছিলো। যদি কখনও বিগ্রের কোনো বংশধর কোনো বিরাট কাজ করে বিখ্যাত হয় তাহলে এই বিগ্র পদবীটা আপনাদের কাছে সিজার বা দ্য কোঁদের মতোই চমকপ্রদ হয়ে উঠবে। বিগ্র, বিগ্রই, যেমন উইলিয়াম উইলিয়ামই। যদি শুধু উইলিয়াম বলি, তার মানে এই নয় যে আমি সেই উইলিয়ামের কথা বলছি যিনি গ্রেটবৃটেন জয় করেছিলেন বা আভোকা-পাতল্যাঁর বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসায়ির কথা বলছি ; উইলিয়াম শুধুমাত্র নাম হিসাবে না বুর্জোয়া না বিরোচিত : ঠিক তেমনি ভাবে বিগ্র, কেবলমাত্র নাম হিসাবে না সে বিখ্যাত কামার না তার অজ্ঞাত পূর্বপুরুষ না তার অজ্ঞাত বংশধর। সত্যি বলতে কি, পদবী কি সুরুচি বা কুরুচির লক্ষণ হতে পারে ? পম্পেই নাম ধারী বাজে লোক পথে ঘাটে হাজার হাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথঃ ফালতু সুরুচির কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন ; না হলে মিলর্ড চ্যাথাম যেমন পার্লামেন্টে বলেছিলেন : "চিনি, চিনি, চিনি : এতে হাসবার কি আছে ?" তেমনি ভাবে আমি আপনাদের বলব, "বিগ্র, বিগ্র, বিগ্র, তার পদবী বিগ্র হবে না কেন ?"

জাক : আমার ভাই জ' আমাদের পড়শীর এক মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করেছিলো। আমি ছিলাম নিত-বর। বিয়ের ভোজে গ্রামের দুই চোয়াড়ে রসিকের মাঝে আমার ঠাঁই হয়েছিলো ; তারা আমাকে ভীষণ বোকা ঠাউরেছিলো, যদিও তারা আমায় যতটা বোকা ভেবেছিলো ততটা বোকা আমি ছিলাম না। তারা আমাকে ফুলশয্যার রাত্রি সম্পর্কে দু চারটে প্রশ্ন করলো ; আমি বোকার মতো উত্তর দিলাম, ওরা হাসিতে ফেটে পড়ল, তাদের বউরা টেবিলের অন্য কোণ থেকে জিজ্ঞাসা করল : "কি ব্যাপার ? তোমরা খুব মজা পাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে ?" —একজনের স্বামী উত্তর দিলো : "ভীষণ মজার কথা—রাতে তোমায় বলব।" অন্য জনের স্ত্রীও কম কৌতূহলী নয়, সেও নিজের স্বামীকে একই প্রশ্ন করল এবং একই উত্তর পেলো। খাওয়া-দাওয়া, প্রশ্ন আর আমার বোকা বোকা উত্তর, হাসির হররা আর স্ত্রীদের কৌতূহল সবই সমানে চলল। খাওয়া-দাওয়ার পর নাচ ; তারপর বর-কনের বাসর ঘরে ঢোকা চুকলো। আমি আমার খাটে শুয়ে পড়লাম আর ঐ চোয়াড়ে রসিকরা তাদের খাটে শুয়ে তাদের স্ত্রীদের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ঘটনাটা বলল : বাইশ বছর বয়সে স্বাস্থ্যবান ছেলে, নেহাৎ কুচ্ছিৎ নয় আর মোটেই বোকা নয় এমন ছেলে এখনো অটুট কুমার ; এটাই আশ্চর্যের কথা—তাদের স্ত্রীরাও কথাটা মেনে নিলো। পরের দিনই, সুজান আমাকে ডেকে বলল, "জাক তোমার হাত খালি আছে ?"

—না পড়শীনি—কিন্তু কি করতে হবে ?

—আমি বলছিলাম···আমি বলছিলাম···বলতে বলতে আমার হাত চেপে ধরে মুখের দিকে বিশেষভাবে তাকালো : আমি বলছিলাম যে তুমি কুড়ুলটা নিয়ে গ্রামের জঙ্গল থেকে দু'তিনটে ডাল যদি কেটে দিতে পারো।"

—ঠিক আছে মাদাম সুজান, চলুন···

আমি কুড়ুলটা নিয়ে মাদাম সুজানের সঙ্গে চললাম। পথে সুজান আমার গায়ে ঢলে পড়তে লাগল, আমার থুতনি ধরে দু'একবার নেড়ে দিলো, দুতিনবার আমার কান টানলো, নাক টিপে দিলো, কোমরে চিমটি কাটলো। আমরা পেঁছিলাম। জায়গাটা ছিলো ঢালু। পা দুটো ফাঁক করে আর হাত দুটোকে মাথার নীচে দিয়ে সুজান সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। আমি নীচের দিকে মাটিতে পড়া একটা ডাল কাটছিলাম, সুজান গোড়ালী দুটোকে পাছার কাছে নিয়ে এলো, ফলে তার পোশাকটা অনেকটা উঠে গেল ; আমি কিন্তু ডাল কাটার ভান করতেই থাকলাম, যদিও কুড়ুলটা ঠিক জায়গায় পড়ছিলো না। শেষে সুজান আমায় বলল, "জাক তুমি কি থামবে না ?"

—আপনি বললেই থামবো।

সে গাঢ় স্বরে বলল, "তুমি কি বুঝছ না যে আমি চাই যে তুমি থামো···?" ফলে আমি কাজটা শেষ করলাম, দম নিলাম এবং আবার শেষ করলাম, আর সুজান···

মনিব : তোর হারানো কৌমার্যটাকে হরণ করল।

জাক : তা সত্যি, কিন্তু সুজান ঠিকই বুঝেছিলে, সে হেসে বলল, "আমাদের পুরুষদের বোকা বানাবার জন্য তুমি ঢংটা ভালোই করেছো, তুমি জোচ্চোর।"

—আপনি কি বলতে চান ?

—কিচ্ছু না, তুমি ন্যাকা। যদি ক্ষমা পেতে চাও তাহলে আমাকে আরও অনেকবার ঠকাতে হবে…আমি কাঠের বোঝাটা কাঁধে নিলাম, যে যার বাড়ি ফিরলাম।

মনিব : পথে আর দাঁড়ালি না ?

জাক : না।

মনিব : তার মানে গ্রাম থেকে জঙ্গলটা দূর ছিলো না।

জাক : সাধারণত যতটা দূরে হয় তার চেয়ে বেশী নয়।

মনিব : তার মানে এর চেয়ে বেশী ওর প্রাপ্য ছিলো না।

জাক : হয়ত এর চেয়ে বেশীই তার প্রাপ্য ছিলো, কিন্তু সেটা অন্য আর এক দিন। প্রতি মুহূর্তেরই বিশেষ মূল্য আছে।

কয়েকদিন বাদে, মাদাম মারগুরিত ; সে ছিলো ঐ চোয়াড়ে রসিকদের অন্য-জনের স্ত্রী ; বাবার কাছে এসে বলল যে তার কিছু গম ভাঙাবার দরকার আছে কিন্তু তার যাবার সময় নেই, আমার বাবা যদি তাঁর একজন ছেলেকে দিয়ে এই কাজটা করিয়ে দেন। ভায়েদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে জোয়ান, তাই বাবা আমাকেই বললেন। মাদাম মারগুরিত মোটেই ভুল করে নি, সে নিশ্চিত জানতো যে বাবা আমাকেই বলবেন। আমি মাদাম মারগুরিতের সঙ্গে গেলাম ; তার গাধার ওপর গম চাপালাম এবং সেটাকে নিয়ে একাই গম ভাঙানোর কলে গেলাম। গম তো ভাঙানো হলো, বেশ দুঃখিত মনে গাধাটাকে নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরলাম ; কারণ আশা করেছিলাম যে গম ভাঙানোটা আসলে একটা ছুতো। আমি ভুল করেছিলাম। গ্রাম আর গম ভাঙাবার কলের মাঝে একটা ছোট জঙ্গল ছিলো ; সেখানে দেখি মাদাম মারগুরিত পথের ধারে বসে আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। আমাকে দেখে সে বলল, "উঃ এতক্ষণে এলে, আমি তোমার জন্য এক ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করছি—তা কি তুমি জানো ?…"

পাঠক, আপনারা বড্ডো খুঁত ধরেন। ঠিক আছে শহুরে মেয়ে আর ভদ্রমহিলারা বলবেন, এক ঘন্টারও বেশী আর মাদাম মারগুরিত বলবে : অনেকক্ষণ ধরে।

নদীতে জল কম ছিলো, তাই কলটা আস্তে চলছিলো আর কলের মালিক মদ খেয়ে টং হয়ে বসেছিলো তাই চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি করাতে পারলাম না।

মারগুরিত : বোসো, গাল-গল্প করি।

জাক আমার তাতে ভালোই লাগবে…

গল্প করার জন্য তার পাশে তো বসলাম কিন্তু আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। আমি তাকে বললাম, "মাদাম মারগুরিত, আপনি গল্প করার জন্য বসতে বললেন, কিন্তু আপনি তো কথাই বলছেন না।"

মারগুরিত : তোমার সম্পর্কে আমার স্বামী যা বলেছে তার কথা ভাবছি।

জাক আপনার স্বামীর কথায় বিশ্বাস করবেন না সে বাজে বকে।

মারগুরিত : সে বলেছে যে তুমি নাকি কখনো প্রেমে পড় নি।

জাক : এটা সে ঠিকই বলেছে।

মারগরিত : অ্যাঁ, জীবনেও প্রেমে পড় নি ?

জাক : হ্যাঁ তাই।

মারগরিত : কি ! এই বয়সে এখনও মেয়েমানুষ বোঝ না ?

জাক : তা কেন ?

মারগরিত : মেয়েমানুষ কি ?

জাক : মেয়েমানুষ ?

মারগরিত : হ্যাঁ মেয়েমানুষ।

জাক : দাঁড়ান…মেয়েমানুষ হলো সায়া পরা বিনুনী বাঁধা, বড়ো বড়ো মাইওয়ালা বেটাছেলে।

মনিব : উঃ ! হারামজাদা !

জাক : অন্যজন ভুল করে নি ; তাই আমি চেয়েছিলাম যে এ ভুল করুক। আমার উত্তরে দাম মারগরিত হাসিতে ফেটে পড়ল, হাসি আর থামে না ; আমি বোকার মতো মুখ করে প্রশ্ন করলাম, এত হাসির কি হলো। মারগরিত বলল, আমার সরলতার জন্য তার হাসি। এত বড়ো ছেলে, সত্যি তুমি এর বেশী জানো না ?

—না দাম মারগরিত।

তারপর মারগরিত চুপ করল, আমিও। "কিন্তু দাম মারগরিত আমরা বসলাম গল্প করার জন্য অথচ আপনি কিছুই বলছেন না। দাম মারগরিত আপনার কি হলো ? আপনি স্বপ্ন দেখছেন।"

মারগরিত : হ্যাঁ ভাবছি…ভাবছি…ভাবছি।

এই বলতে বলতে তার বুক উ'চু হয়ে উঠছিলো, গলার স্বর ঘন হয়ে আসছিলো, হাত পা কাঁপছিলো, চোখ বুজে আসছিলো, মুখটা আধখোলা হয়ে গেলো ; সে প্রায় অজ্ঞান হবার মতো হয়ে গেলো, আমি ভান করলাম যেন মনে করছি যে সে বুঝি মরে যাচ্ছে। ভয়ার্ত গলায় বললাম, "দাম মারগরিত, দাম মারগরিত, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে ?

মারগরিত : না না বাছা আমায় একটু জিরোতে দাও…জানি না কি হলো…হঠাৎ এমন হলো।

মনিব : সে মিথ্যা কথা বলছিলো।

জাক : হ্যাঁ তাই।

মারগরিত : আমি স্বপ্ন দেখছিলাম !

জাক : রাতে বরের পাশে আপনি এমন ভাবে স্বপ্ন দেখেন ?

মারগরিত : মাঝে মাঝে।

জাক : তার নিশ্চয়ই ভয় করে।

মারগরিত : ওর অভ্যাস হয়ে গেছে…

আস্তে আস্তে মারগরিত স্বাভাবিক হয়ে এলো, তারপর বলল : আমি ভাবছিলাম যে ঐ বিয়ের রাতে, আমার আর সুজানের বর তোমায় নিয়ে

হাসাহাসি করছিলো, তার কারণটা জানতে পেরে আমার দয়া হলো।

জাক : আপনি বড্ড ভালো।

মারগ্রিত : লোককে নিয়ে হাসাহাসি করা আমার ভালো লাগে না। আমি ভাবছিলাম যে সুযোগ পেলেই ওরা আবার শুরু করবে আর তাতে আমার খারাপ লাগবে।

জাক : কিন্তু যাতে তারা তা না করতে পারে তা আপনার হাতে।

মারগ্রিত : কেমন করে ?

জাক : আমাকে শিখিয়ে…

মারগ্রিত : কি শেখাবো ?

জাক : তা জানি না। যা নিয়ে আপনার আর সুজানের বর হাসাহাসি করছিলো।

মারগ্রিত : উঃ! না না! জানি যে তুমি খুবই ভালো ছেলে, তুমি বলে বেড়াবে না, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

জাক : কেন ?

মারগ্রিত : আমার সাহস হচ্ছে না।

জাক : আমি বললাম : দাম মারগ্রিত আমায় শেখান, আমি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব। দয়া করে শেখান…। এমনি ভাবে তাকে সাধবার সময় আমি তার হাত চেপে ধরছিলাম, সেও আমার হাত চেপে ধরছিলো ; তার চোখে চুমু খাচ্ছিলাম আর সেও আমার মুখে চুমু খাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। শেষে আমি বললাম : বুঝতে পারছি যে আপনি আমায় ভালোবাসেন না তাই আমায় শেখাতে চাইছেন না, আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু কি আর করা যাবে, চলুন ফেরা যাক…। মারগ্রিত চুপ করে গেল ; সে আমার একটা হাত নিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে গেল, কোথায় বলব না, কিন্তু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : এখানে কিছু নেই!

মনিব : হারামজাদা! হাড় হারামজাদা রে! উঃ কি খচ্চর!

জাক : তা যাই হই, ঘটনাটা হলো যে সে ভালোমতোই বিবস্ত্র হয়ে গিয়েছিলো আর আমিও ; তার যেখানে কিছু নেই সেখানে আমার হাতটা রয়েই গেল আর তার হাতটা আমার দেহের একই অঞ্চলে চলে এলো। তারপর দেখলাম যে আমি তার নীচে অর্থাৎ সে আমার ওপরে। যেহেতু সে আমার ওপরে ছিলো তাই সে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি, ফলে ভালো ভাবে ক্লান্ত হবার প্রয়োজন তার হলো। ঘটনাটা যা ঘটল তা হলো যে সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে আমার হাতে ছেড়ে দিলো, এমন ভাবে যে এক সময়ে মনে হলো সে বুঝি মরেই যাবে। তারই মতো উত্তেজিত হয়ে আর কি বলছি তার মাথামুণ্ডু না বুঝে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : উঃ দাম সুজান, আপনি আমায় দারুণ সুখ দিচ্ছেন।

মনিব : তুই বলতে চাস দাম মারগ্রিত।

জাক : না। আমি ইচ্ছে করেই মারগ্রিত না বলে বলেছি সুজো। ঘটনাটা হলো

যে আমি দাম মারগ্যরিতের কাছে স্বীকার করলাম যে সে আমায় যা শিখিয়েছে বলে ভাবছে সেটাই দাম স্যজোঁ এই দিন চারেক আগেই আমায় শিখিয়েছে তবে একটু অন্যভাবে। ফলে সে চেঁচিয়ে উঠলো : অ্যাঁ, স্যজোঁ, আমি নয় ? উত্তরে আমি বললাম : আপনিও নয় উনিও নয়। ফলে যা ঘটল তা হলো এই যে নিজেকে, স্যজোঁকে আর দুই স্বামীকে নিয়ে মস্করা করতে করতে আর আমায় কতকগুলো মিষ্টি গালাগাল দিতে দিতে সে আমার নীচে চলে এলো এবং স্বীকার করল যে খুবই সুখ পাচ্ছে তবে আগের বারের মতো নয়, ফলে দেখা গেলো যে সে আমার ওপরে অর্থাৎ আমি তবে নীচে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বিশ্রাম নেবার পর আমি দেখলাম যে আমরা দুজনেই পাশ ফিরে এবং তার পাছা আমার উরুতে চেপে আছে আর তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। অর্থাৎ যদি আরেকটু কমজ্ঞানী হতাম তাহলে দাম মারগ্যরিত আমাকে শিক্ষণীয় সব কিছুই শেখাতেন। গ্রামে ফিরতে আমাদের বেশ কষ্ট হলো।—আমার গলার ব্যথাটা এমন বেড়ে গেছে যে মনে হয় আগামী পনেরো দিন আমি আর কথা বলতে পারব না।

মনিব : তুই এই দুই মহিলার সঙ্গে আর দেখা করিস নি ?

জাক : নিশ্চয়ই, একাধিকবার।

মনিব : দুজনের সঙ্গেই ?

জাক : দুজনের সঙ্গেই।

মনিব : তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে নি ?

জাক : বরং উল্টো, এ ওর কাজে লাগত বলে তাদের বন্ধুত্ব বেড়ে গিয়েছিলো।

মনিব : আমাদের সমাজের মেয়েরাও এটা করত,…তুই হাসছিস।

জাক : যখনই মনে পড়ে ঐ বেঁটে লোকটার চীৎকার, গালাগাল, ঘোঁৎঘোৎ শব্দ, লাফালাফি, দাপাদাপি আর নিজের জীবন বিপন্ন করে ঐ উঁচু মরাইটা থেকে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা তখন আর হাসি চাপতে পারি না।

মনিব : ঐ বেঁটে লোকটা কে ? দাম স্যজানের স্বামী ?

জাক : না।

মনিব : দাম মারগ্যরিতের স্বামী ?

জাক : মোটেই না, আপনি জীবনেও আন্দাজ করতে পারবেন না।

মনিব : তা হলে সে কে ?

জাক উত্তর দিলো না, মনিব যোগ করল : ঐ বেঁটে লোকটা কে ছিলো শুধু সেটুকু বল।

জাক : একদিন একটা বাচ্চা ছেলে একটা দোকানের সামনে চিল-চীৎকার করে কাঁদছিলো। বাচ্চাটার কান্না দেখে দোকানী জিজ্ঞাসা করল, "খোকা কাঁদছ কেন ?"

—আমাকে অ বলতে বলছে।

—তুমি অ বলছ না কেন ?

—অ বললেই আবার আমাকে আ বলতে বলবে…

অর্থাৎ ঐ লোকটা কে ছিলো তা বললেই পুরো গল্পটা আপনি না শুনে ছাড়বেন না।

মনিব : তা সম্ভব।

জাক : আমি নিশ্চিত।

মনিব : ঠিক আছে জাক শুধু ওর নামটা। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তোর বলতে খুবই ইচ্ছে করছে। তাই না? বলেই ফ্যাল।

জাক : ব্যাটা ছিলো গ্রামের পুরুত, প্রায় বামনের মতো বেঁটে, কুঁজো, চিমড়ে, কানা, তোৎলা, হিংসুটে, অভদ্র, কামুক, হয়ত বা সুজানের সঙ্গে একবার শুয়েও ছিলো।

এই ব্যাপারে জাকের সঙ্গে ঐ দোকানের সামনের বাচ্চা ছেলেটার মধ্যে অমিলটা হলো এই যে গলায় ব্যথার জন্য জাক 'অ' বলতে রাজি হচ্ছিল না কিন্তু যখন ওকে জোর করে 'অ' বলানো হলো তখন সে গড়গড় করে বর্ণমালা শেষ করে থামলো।

আমি সুজোঁর সঙ্গে খামারবাড়িতে একলা ছিলাম।

মনিব : বিনা কারণে নিশ্চয়ই ছিলি না?

জাক : না, এই সময়ে গ্রামের পুরুত হাজির হলো; আমাকে দেখে বাবুর রাগ হলো, সে ঘোঁৎঘোৎ করতে আরম্ভ করল, জজের মতো ভাব করে সুজানকে জিজ্ঞাসা করল যে সে এই নির্জন খামারবাড়িতে গ্রামের সবচেয়ে বখা ছোঁড়াটার সঙ্গে একা একা কি করছে।

মনিব : ইতিমধ্যেই তাহলে তোর বেশ নাম হয়ে গিয়েছিলো।

জাক : অকারণ নয়। ব্যাটা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলো; আর আমার সম্পর্কে আরও খারাপ কথা যোগ করল। আমিও রেগে গেলাম। গালাগালের উত্তরে গালাগাল তারপর হাতাহাতি। আমি একটা লগি নিয়ে সেটাকে ওর দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে ওকে মরাইয়ের মাথায় খড়ের মতো ছুঁড়ে দিলাম।

মনিব : আর মরাইটা উঁচু ছিলো?

জাক : অন্তত দশ হাত, ওখান থেকে লাফিয়ে নামতে হলে ব্যাটা মরে যেতো।

মনিব : তার পর?

জাক : তারপর আমি সুজোঁর জামা সরিয়ে ওর বুকে হাত দিলাম ও আপত্তির ভঙ্গী করল শুধু। গাধার পিঠে দেবার কাঠের পাটাটা পড়ে ছিলো, ওটার সুবিধাটা আমাদের ভালো করেই জানা ছিলো, সুজোঁকে তার ওপর ফেললাম।

মনিব : তুই তার সায়াটা তুললি?

জাক : হ্যাঁ।

মনিব : আর পুরুতটা দেখছিলো?

জাক : যেমন আমি আপনাকে দেখছি।

মনিব : আর সে চুপ করে ছিলো?

জাক : মোটেই না, রাগ চাপতে না পেরে, ব্যাটা চ্যাঁচাতে আরম্ভ করল : খু…খু…ন! আ…আ…সুন! চো…চো…র, চীৎকারে সুজের স্বামী ছুটে এলো; আমরা ভেবেছিলাম যে সে বুঝি দূরে আছে।

মনিব : আমার রাগ হচ্ছে, পুরুতগুলো আমার দুচোখের বিষ।

জাক : তাকে দেখলে আপনার মজা লাগত।

মনিব : তা সত্যি।

জাক : সুজো উঠে পড়ার সময় পেয়েছিলো আর আমিও জামা-কাপড় ঠিক করে চম্পট দিয়েছিলাম। বাকীটা সুজোর কাছে শোনা। স্বামী এসে পুরুতকে মরাইয়ের মাথায় দেখে হাসতে আরম্ভ করল। পুরুত ক্ষেপে বলতে লাগল হা…হাস গা…গা…ধা ব্যা…ব্যা…টা হা…হাস্। স্বামী তাতে আরও হাসতে থাকল আর প্রশ্ন করল যে কে তাকে ওখানে তুলেছে।—পুরুত : আ…আ…মাকে মা…মা…টিতে না…মা ; স্বামী জিজ্ঞাসা করল কেমন করে নামাবে। উত্তরে পুরুত বলল : য্যা…য্যা…মন করে উ…উ…ঠেছি এ্যা…এ্যাকটা ল…ল …গীর মা…থায়।—সত্যি এই হলো লেখাপড়ার গুণ, না হলে এটা কারোর মাথায় আসে ?…স্বামী লগিটা বাড়ালো, পুরুত তাতে চড়ে বসল ; স্বামী তখন তাকে লগির মাথায় নিয়ে গীর্জার গান গাইতে গাইতে খামারে দু'চার চক্কর দিলো। পুরুত চ্যাঁচাতে থাকল "মা…মা…টিতে নামা হ…হ…তভাগা, শু… শু…য়োরের বা…চ্চা, না…না…মালি ? স্বামী উত্তরে বলল, "পুরুতমশায় আপনি কি বলতে পারেন যে কেন আপনাকে এই লগির মাথায় নিয়ে সারা গ্রামে চক্কর দেবো না ? এমন মজার মিছিল কেউ কখনো দেখে নি।" পুরুত যখন অজ্ঞান হবার যোগাড় তখন স্বামী তাকে মাটিতে নামালো। আমি জানি না যে সে সুজোর স্বামীকে কি বলেছিলো, কারণ সময় বুঝে সুজো কেটে পড়েছিলো, কিন্তু আমরা শুনলাম পুরুত চ্যাঁচাচ্ছে : হ…হত…ভাগা ! তুই পু…পুরুতের …গা…গায়ে হা…হাত…তু…লিস ; তো…তোকে এ…এক…ঘ…রে—ক… ক…রব, তুই ন…ন…রকে যা…বি।"—স্বামী পুরুতকে লগির বাড়ি দিচ্ছিলো। অনেকের সঙ্গে আমিও হাজির হলাম, স্বামী লগিটা ফেলে আমায় দেখে বলল : "আয় আয়।"

মনিব : আর সুজো।

জাক : সে ম্যানেজ করেছিলো।

মনিব : কেমন করে ?

জাক : একেবারে হাতে নাতে ধরা না পড়লে মেয়েরা ঠিকই ম্যানেজ করে।…হাসছেন কেন ?

মনিব : তোরই মতো, যতবার মনে পড়বে লগির মাথায় পুরুতটার কথা ততবারই আমার হাসি পাবে।

জাক : পরে আমার বাবাও ঘটনাটা শুনে হেসেছিলেন। তার অল্পদিন পরেই আমি যুদ্ধে চলে যাই, তা তো আপনি জানেন।

একদলের মতে আরও কিছুক্ষণ নীরবতা বা কাশির পর ; অন্যদলের মতো আরও কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে মনিব জাককে বলল : "তোর প্রেমের গল্প ?" জাক কাঁধ ঝাঁকালো উত্তর দিলো না।

—একজন শিক্ষিত লোক, যে ভদ্রলোক বলে পরিচিত, সে দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে কেমন করে এই সব অশ্লীল গল্প লিখতে পারে ?

পাঠক, প্রথমত এটি গল্প নয় ঘটনা, তা ছাড়া জাকের বাঁদরামীর কথা যখন লিখি তখন রোমান সম্রাট তিবেরের বদখেয়ালের ঘটনাগুলি যিনি আমাদের জানিয়েছেন সেই সুতোঁর চেয়ে নিজেকে কম দোষী বলে মনে হয়। অথচ আপনারা সুতোঁর লেখা পড়েন এবং তাঁকে মোটেই তিরস্কার করেন না। কাতিলাস, মারিতাল, হোরেস, জুভেনাল, পেত্রোনিয়াস ও লা ফঁতেনকে আপনারা চোখ রাঙান না কেন ? আপনারা স্টোইক সেনেকাকে তো বলেন না : তোমার বাঁকানো আরশির সামনে কৃতদাসদের বাজে গল্প শুনে আমাদের কি লাভ ? কেবলমাত্র মৃতদের প্রতি আপনাদের এই সহনশীলতা কেন ? আপনারা যদি এই পক্ষপাতটা নিয়ে একটু ভাবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতকগুলো কু-যুক্তি থেকে আসে। যদি নেহাৎই নিষ্পাপ হন তাহলে আপনারা আমার লেখা পড়বেন না ; যদি বখে গিয়ে থাকেন তাহলে আমার লেখা পড়ে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমার যুক্তি যদি আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে জঁ-বাপতিস্ত রুশোর ভূমিকাটি পড়ুন আমার যুক্তির সমর্থন পাবেন। আপনাদের মধ্যে কে 'পুসেল' লেখার জন্য ভলত্যেরের নিন্দা করতে সাহস করবেন ? কেউই নয়। তার মানে বিভিন্ন লোকের জন্য আপনাদের বিভিন্ন মানদণ্ড ? আপনারা বলছেন : কিন্তু ভলত্যেরের 'পুসেল' একটি মহান রচনা। —ভালো কথা, লোকে আরও বেশী করে বইটা পড়বে।— আর আপনারটা হলো কিছু সত্য, কিছু বানানো ঘটনার সংমিশ্রণ, যার না আছে রচনার লাবণ্য না আছে ঘটনার বিন্যাস। —খুব ভালো কথা, আমার জাক কম পঠিত হবে। যে দিকেই যান আপনারা ভুল করছেন। আমার রচনাটি যদি ভালো হয় তাহলে আপনারা পড়ে আনন্দ পাবেন, যদি খারাপ হয় তাহলে তা আপনাদের কোনোই ক্ষতি করবে না। খারাপ লেখা বইয়ের চেয়ে নিরীহ বই আর কিছুই হতে পারে না। কাল্পনিক নাম দিয়ে আপনাদের বাঁদরামীগুলি লিখে আমি মজা পাচ্ছি ; আপনাদের বাঁদরামীতে আমার হাসি পায়, আমার লেখা পড়ে আপনাদের রাগ হয়। দেখুন পাঠক, সোজা কথা বলছি : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আপনার আর আমার মধ্যে আমিই উৎকৃষ্ট। আপনাদের কালি-ছিটানোর থেকে বাঁচবার পন্থাটি যদি আমার রচনা পড়ার বিপদ বা একঘেঁয়েমির মতো সহজ হতো তাহলে আমি কি খুশীই হতাম। বজ্জাত বকধার্মিক আমায় শান্তিতে থাকতে দাও পেটানি খাওয়া গাধায় মতো ফু…যাও ; কিন্তু আমায় বলতে ফু…ধ্বনিটা দিলাম, বাক্যটা দিন। খুন করা, চুরি করা, ঠকানো ইত্যাদি কথা তো আপনারা খুব সহজেই বলেন অথচ সেই কথাটা বলতে পারেন না। তার মানে কি এই যে কথায় যত কম ঐ সব অশ্লীল শব্দ আপনারা বার করেন তত বেশী ঐ সব চিন্তা আপনাদের মাথায় ঘোরে ? আপনারা সবাই আপনাদের লিঙ্গকে ব্যবহার করেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও ঠিক অথচ কথায় তার কোনো চিহ্নকে আপনারা বরদাস্ত করেন না এবং মনে করেন যে তার দ্বারা আপনাদের মুখ, চোখ, কান নোংরা হয়। এটা কি ঠিক ? এটা ঠিক কথা যে লেখায় কম ব্যবহৃত শব্দাবলী সহজেই বোঝা যায় এবং সবাই তা জানে ; ধরুন 'নুনু' শব্দটা কি 'রুটি' শব্দটার চেয়ে কম ব্যবহৃত নয় ? কোনোও কালই ওটাকে

অস্বীকার করে নি, কোনোও ভাষাই ওটার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নি। সমস্ত ভাষাতেই ওটার হাজার প্রতিশব্দ আছে ; এটা সবার মনে গেঁথে থাকে অপ্রকাশিত, অনুচ্চারিত ও অপ্রকটিত ভাবে, অথচ সঙ্গমে ওটা সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত, ফলে ঐ কথাটা সবচেয়ে বেশী অনুচ্চারিত। আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি, আপনারা চ্যাঁচাচ্ছেন : "ছিঃ পাষণ্ড! ছিঃ অশ্লীল! ছিঃ পণ্ডিত মূর্খ…" সাবধান আপনারা একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় লেখককে গাল দিচ্ছেন, যাঁর বই সর্বদা আপনাদের হাতে থাকে, এখানে আমি শুধু মাত্র তাঁর অনুবাদক। লেখায় উচ্ছৃঙ্খলতা যাঁর জীবনের পবিত্রতার রক্ষক : তিনি মঁতেঞ্চ Lasvica est nobis pagina, vita proba (শতং বদ মা লিখ)।

জাক আর তার মনিব বাকি দিনটা মুখ না খুলে কাটালো। জাক কাশছিলো আর মনিব বলছিলো। "কি বাজে কাশি রে বাবা"। তারপর সময়ের কথা না ভেবে ঘড়ি দেখছিলো, গন্ধ না শুঁকে নস্যি নিচ্ছিলো। আমার কাছে এর মানে হলো যে সে এগুলো একই পারম্পর্যে তিন চার বার করছিলো। কিছুক্ষণ বাদে জাক আবার কাশছিলো আর মনিব বলছিলো, "কি বাজে কাশি রে বাবা! ঐ মালকিনের মদ তুই কুঁচকি-কণ্ঠা গিলেছিলি! কাল সন্ধ্যাতেও ঐ নায়েবের সঙ্গে তুই কম গিলিস নি ; যখন ওপরে উঠলি তখন টলছিলি, আট-পাট বকছিলি ; আর আজ তুই অন্তত বার দশেক থেমেছিস, আমি বাজি রাখতে পারি যে তোর চামড়ার বোতলে আর এক ফোঁটাও মদ নেই।…" তারপর গজগজ করতে করতে মনিব ঘড়ি দেখল আর নস্যি নিলো।

পাঠক, আপনাদের বলতে ভুলে গেছিলাম যে জাক তার চামড়ার বোতলটা সবচেয়ে ভালো মদে পুরোপুরি না ভরে কখনই রাস্তায় বেরোত না ; সেটা তার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা থাকত। যখনই মনিব একটু লম্বা প্রশ্ন করে তার গপ্পে বাগড়া দিতো তখনই সে ঐ চামড়ার বোতলটা থেকে দু'এক ঢোঁক খেয়ে নিতো আর মনিবের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোতলটাকে যথাস্থানে রাখত না। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হলো যখনই কোনো বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন উঠতো তখনই তার প্রথম কাজ হতো বোতলকে প্রশ্ন করা। কোনোও নৈতিক প্রশ্ন, ঘটনার বিশ্লেষণ, কোন রাস্তাটা নেওয়া ঠিক হবে, কোনো লেনদেন করা হবে কি না, কোন কাজটা করা উচিৎ হবে, কোন মতটা ঠিক, একটা যুদ্ধের ভবিষ্যত, সরাই পছন্দ করা, সরাইয়ে ঘর পছন্দ করা, ঘরে খাট পছন্দ করা, সব ব্যাপারেই তার প্রথম কথা ছিলো : "বোতলকে জিজ্ঞাসা করা যাক।" তার শেষ বাক্যটা হতো : "এটাই বোতল আর আমার মত।" যখন অদৃষ্ট জাকের মাথার মধ্যে মূক হয়ে যেতো, তখন সে বোতল দিয়ে ব্যাখ্যা করতো, ওটা ছিলো এক ধরনের পোর্টেবল পাইথি, যেটা খালি হয়ে গেলেই চুপ করে যায়। দেলফিতে পাইথি তার ঘাগরা তুলে তেপায়ার ওপর ন্যাংটো-পোঁদে বসে, নীচে থেকে ওপরের দিকে তার প্রেরণাটা পেতো ; জাক ঘোড়ার ওপর বসে আকাশের দিকে মুখ করে, চামড়ার বোতল খুলে, বোতলের মুখটা তার মুখে লাগিয়ে, ওপর থেকে নীচের দিকে তার প্রেরণাটা পেতো। জাক ও পাইথি দুজনেই যখন দৈববাণীটা বলত তখন তারা থাকত মাতাল অবস্থায়। জাক দাবি করত যে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের ওপর একটা চামড়ার মদের বোতলের মধ্য দিয়ে ভর করেছিলেন ; সে পন্তকোতকে বলত বোতলের পরব। বিভিন্ন ধরনের ভর সম্পর্কে জাক একটি রচনা

রেখে গেছে। সমস্ত ধরনের ভরের মধ্যে সে বাকবুকের বা বোতলের দ্বারা ভরকেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলেছে। মেদোঁর বিশপের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও কাঠের খোঁচা দিয়ে মহান বাক-বুককে তাঁর প্রশ্ন করাটা জাক একদম বরদাস্ত করতে পারে না। জাক বলেছে, "আমি রাবলেকে ভালোবাসি কিন্তু সত্যকে রাবলের চেয়েও ভালোবাসি।" তাঁকে সে বলে 'অঁগাস্ত্রিমুত' (মায়াম্বরী) পাষন্ড এবং প্রায় শতখানেক বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে জাক প্রমাণ করেছে সে বাকবুক বা বোতলের সবচেয়ে ভালো দৈববাণী একমাত্র ভরা বোতলের মুখ থেকেই পাওয়া যায়। কয়েকটি শতকে বাকবুক পন্থীদের মধ্যে যাঁরা সত্যিই বোতলের প্রেরণার দ্বারা চিহ্নিত তাঁদের একটা তালিকা জাক করেছে, এই তালিকায় রাবলে, লা ফার, শাপেল, শোলিও, লা ফোঁতেন, মলিয়ের, গালে, ভাদে, প্লেটো ও জঁ জাক রুশো স্থান পেয়েছেন; যারা পান না করে ভালো মদের সুখ্যাতি করে জাক তাদের নাম দিয়েছে বোতলের অসৎ বন্ধু। পুরাকালে বোতলের কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির ছিলো যেমন 'লা পম দ প্যাঁ', 'তঁপ্ল দ লা গ্যাঁগুয়েত' ইত্যাদি। এই সব মন্দিরের মাহাত্ম্য সে আলাদা ভাবে লিখেছে। খাবার পর টেবিলে কনুয়ের ভর দিয়ে বসবার সময় যখন মহান বাকবুক বা পবিত্র বোতল আবির্ভূত হয়ে আওয়াজ করেন এবং পবিত্র ফেনা দিয়ে ভক্তদের সিঞ্চিত করেন এই দৃশ্যের এক অপূর্ব, চিত্তাকর্ষক এবং উৎসাহপূর্ণ বর্ণনা জাক লিখেছে। জাকের রচনার পান্ডুলিপিটি আনাক্রেয়োন ও রাবলের ছবি দিয়ে অলং-কৃত এবং ছবি দুটির নীচে লেখা : একজন প্রাচীনদের মধ্যে অন্যজন আধুনিকদের মধ্যে বোতলের দুই মহান পোপ।

—আর জাক 'অঁগাস্ত্রিমুত' শব্দ ব্যবহার করেছে ?···কেন করবে না ? জাকের কাপ্তেন বাকবুকিয়ে ছিলো; যে এই শব্দটা জানতেও পারত আর জাক যেহেতু তার প্রত্যেকটা কথা মুখস্থ করত সেহেতু সে ওটা ব্যবহার করতে পারবে না কেন ? কিন্তু আসলে অঁগাস্ত্রিমুত কথাটা আমার পান্ডুলিপিতে আছে 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' (মায়াম্বরী)।

আপনারা বলছেন : "এ সব তো ভালোই হলো; কিন্তু জাকের প্রেম ?"—জাকের প্রেম ? তা একমাত্র জাকই জানে; ওর গলায় ব্যথা হয়েছে তাই মনিব বার বার ঘড়ি দেখছে আর নস্যি নিচ্ছে; জাকের রোগের ফলে আপনারা আর তার মনিব, উভয়েই কষ্ট পাচ্ছেন,—তাহলে আমরা কি করব ?—তা আমি কি করে বলব ? এই হলো উপযুক্ত সময় যখন মহান বাকবুক বা বোতলকে প্রশ্ন করা যেতে পারে; কিন্তু হায়! আজ বাকবুকের বা বোতলের কোনো পুজারী নেই, তাঁর মন্দির জনশূন্য। এমনি ভাবেই আমাদের ত্রাণ-কর্তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পৌত্তলিক দৈববাণী মূক হয়ে গেল; গালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাকবুকের দৈববাণী বন্ধ হয়ে গেল ও তার সঙ্গে মহান কবিতা, অপূর্ব বাগ্মিতার অংশগুলি; প্রতিভা ও উন্মাদনার দ্বারা চিহ্নিত অত্যাশ্চর্য রচনাগুলি মরে গেল; আজ সব কিছুই যৌক্তিক, মাস্টারী আর ভ্যাদভ্যাদে। হে মহান বাকবুক! হে পবিত্র বোতল! হে জাকের ঈশ্বর! আমাদের চক্রে অবতীর্ণ হও!

পাঠক, এখন মহান বাকবুকের জন্ম, তাঁর জন্মকাল থেকে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে, সেগুলো ও তাঁর রাজত্বকালের বৈভব এবং তাঁর মৃত্যুর পর যে সব দুর্ঘটনা ঘটে এইসব কথা আপনাদের বলতে ইচ্ছে করছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জাকের

গলার ব্যথা যাবে ও সে তার প্রেমের গল্প শ্বর্ন না করে এবং তার মনিব যদি চুপ করেই থাকে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাকবুকের গল্প শ্বনেই আপনাদের খুশী থাকতে হবে।

এখানে জাক ও তার মনিবের কথাবার্তায় সত্যিই একটা ফাঁক রয়ে গেলো। কোনোওদিন, নোদো, ব্রসের প্রেসিডেন্ট, ফ্রেইসেমিউস বা প্যার ব্রতিয়ের কোনোও এক বংশধর হয়ত বা এই ফাঁকটাকে ভরাট করবে এবং জাক বা তার মনিবের বংশধরেরা (যারা ঐ পান্ডুলিপি-টার স্বত্বাধিকারী) খুব হাসবে।

মনে হয় গলায় ব্যথার ফলে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়ে জাক তার প্রেমের গল্প মুলতুবী রাখল আর তার মনিব নিজের প্রেমের গল্প শ্বর্ন করল। পান্ডুলিপির এই ফাঁকটার পরে হঠাৎ লেখা আছে : "এই পৃথিবীতে বোকা হওয়ার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নেই…" আপ্তবাক্যটি কি জাক বলেছিলো ?—এটা একটা বিরাট কণ্টকাকীর্ণ আলোচনার বস্তু হতে পারে। জাক কি এতই উদ্ধত যে কথাটা তার মনিবকে বলেছিলো, তার মনিব কি এতই সৎ যে সে কথাটা নিজের সম্পর্কে বলেছিলো ? যাই হোক, বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে মনিবই কথা বলছে।

মনিব : সেটা ছিলো মেয়েটির জন্মদিনের আগের দিন, আমার হাতে একটাও পয়সা ছিলো না। আমার পরম বন্ধু শাভালিয়ে দ স্যাঁত-ওয়্যাঁ কিছুতেই দমে যেত না। সে বলল, তোর হাতে একটা পয়সাও নেই ?"

—না।

—বেশ তো, রোজগার কর।

—কেমন করে ?

—হুঁ। সে জামা কাপড় পরল, আমরা বেরোলাম। অনেকগুলো সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গিয়ে সে একটা ছোট বাড়িতে পেঁছল। একটা নোংরা সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় অদ্ভুত ভাবে সাজানো একটা বেশ বড়ো ফ্ল্যাটে সে আমায় নিয়ে গেল। অন্যান্য জিনিস ছাড়া, ঘরে তিনটে ছোট আলমারী, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই, মাঝেরটার পেছনে একটা সুন্দর আয়না কিন্তু সেটা প্রায় ঘরের ছাদটাকে ছুঁইছুঁই করছে এত উঁচু আর তার নিচেটা আলমারীর পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে ; ঐ আলমারীগুলোর মাথায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস, সবই কিন্তু নতুন ; দুটো পাশা খেলার ছক্। ঘরটার চারদিকে বেশ সুন্দর সব চেয়ার কিন্তু কোনোটার সঙ্গে কোনোটার ছাঁদের মিল নেই ; একটা বিরাট উঁচু খাট তার পায়ার কাছে একটা দিভান, জানলার ধারে একটা নতুন পাখির খাঁচা কিন্তু তাতে পাখি নেই ; অন্য একটা জানলার ধারে একটা লম্বা হাতল দেওয়া ঝাঁট দেওয়ার বুরুশ সেটা দুটো বাজে বেতের চেয়ারের ওপর রাখা তার হাতলে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে তাছাড়া সর্বত্র ছবি ; কিছু ছবি দেওয়ালে টাঙানো বাকিগুলো মাটিতে একটার ওপর একটা করে ডাঁই করা।

জাক : বুঝেছি লোকটা তেজারতী করে।

মনিব : ঠিক ধরেছিস। শাভালিয়ে আর লব্র্যাঁ (ঐ মহাজনটার নাম) একে অপরকে জড়িয়ে ধরল…"এতদিন পরে এলেন ?"

—এই এলাম।

—কি খবর? কতদিন দেখা নেই। বাজার বেশ মন্দা তাই না?

—ভীষণ মন্দা। কিন্তু অন্য একটা কাজে এসেছি আপনার সঙ্গে কথা আছে।···

আমি বসলাম। শাভালিয়ে আর ল্যব্রাঁ ঘরের অন্য কোণে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। যে সব কথা কানে এলো তা হলো···

—লোকটা ভালো?

—খুব ভালো।

—সাবালক?

—হ্যাঁ।

—ও হলো ছেলে?

—ঠিক।

—আমাদের শেষ দুটো ব্যবসার কথা মনে আছে?

—গলাটা চেপে বলুন।

—বাপ?

—বড়লোক।

—বুড়ো।

ল্যব্র্যাঁ (উঁচু গলায়): না মশায় আমি আর এসবের মধ্যে নেই, কারণ পরে ঝামেলা হবেই। ইনি আপনার বন্ধু, আলাপ হলো। মহাশয়কে দেখেই বোঝা যায় যে বড় ঘরের ছেলে; কিন্তু···

—ল্যব্র্যাঁ!

—আমার হাতে টাকা নেই।

—কিন্তু আপনি অনেককে চেনেন।

—ওরা চোর, বজ্জাত। আপনিও তো ওদের চেনেন।

—দরকারটা আমার।

—আপনার দরকারটা বাজে। ফুর্তি করে ওড়াবার জন্য টাকা দরকার।

—বন্ধু!

—হ্যাঁ সব আমাকেই করতে হবে, আমার দুর্বলতা; যা বললাম সব মাঠে মারা গেল। ঠিক আছে ঘণ্টা বাজান, দেখা যাক ফুরজো বাড়ি আছে কিনা, ফুরজো আপনাদের মের-ভালের বাড়ি নিয়ে যাবে।

—আপনি নয় কেন?

—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি বা আমার বন্ধুরা কেউই ঐ হতভাগা মেরভালের সঙ্গে কাজ করবে না। আপনাকে আপনার বন্ধুর জামিন হতে হবে, যদিও আমি নিশ্চিৎ যে উনি সৎ লোক; ফুরজোর কাছে আমি আপনার জামিন হব আর ফুরজো আমার জন্য মেরভালের জামিন থাকবে···

ইতিমধ্যে ঝি ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "মহাশয় ফুরজোর বাড়ি?"

ল্যব্র্যাঁ তার ঝিকে: না কারোর বাড়ি যেতে হবে না···মহাশয় শাভালিয়ে আমি সত্যিই

পারব না।
শাভালিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল : "হ্যাঁ ল্যব্র্যাঁ তুমি আমার বন্ধু তোমায় এটা করতেই হবে।" আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "মহাশয় দয়া করে…"
অগত্যা ল্যব্র্যাঁ রাজি হলো।
ঝিটা, যে এই ন্যাকামী দেখে হাসছিলো, সে বেরিয়ে গেল আর মুহূর্তের মধ্যে হাতে ছড়ি, কালো পোশাক পরা বেঁটে আর তোতলা একটা লোককে নিয়ে ফিরে এলো, লোকটার মুখটা শুকনো সেটা বলিরেখায় ভর্তি, চোখে ধূর্ত চাউনি। শাভালিয়ে তাকে বলল, "মহাশয় মাতিও দ্য ফুরজো চলুন, আমাদের হাতে বেশী সময় নেই।"
ফুরজো যেন কিছু শোনে নি এমন ভাব করে স্যাময়ের চামড়ার একটা টাকার থলি খুললো।
শাভালিয়ে ফুরজোকে : "আপনি হাসছেন, কিন্তু ব্যাপারটা…।" আমি এগিয়ে গিয়ে শাভালিয়ের হাতে একটা টাকা গুঁজে দিলাম সে সেটা ঝিটাকে দিলো। ইতিমধ্যেই ল্যব্র্যাঁ ফুরজোকে বলতে শুরু করছে :
"খবরদার এঁদের ওর বাড়ি নিয়ে যাবেন না।"

ফুরজো : কেন?

ল্যব্র্যাঁ ব্যাটা জোচ্চোর, মাক্ষীচোষ।

ফুরজো মেরভাল যে কি তা আমি ভালো করেই জানি, কিন্তু এখন ও ছাড়া আর কারোর কাছেই টাকা নেই।

ল্যব্র্যাঁ যা ভালো বোঝেন করুন, আমি এর মধ্যে নেই।

ফুরজো আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?

ল্যব্র্যাঁ আমি! ঐ হতভাগার বাড়ি আমি যাবো? কখনই না।

ফুরজো আপনি না গেলে তো কোনো কাজই হবে না।

শাভালিয়ে : ঠিক। চলুন, আমার জন্য চলুন; আমার বন্ধুর টাকার বিশেষ দরকার। চলুন, না বলবেন না, চলুন।

ল্যব্র্যাঁ : আমি! আমি মেরভালের বাড়ি যাবো!

শাভালিয়ে : হ্যাঁ, আপনিই যাবেন, আমার জন্য যাবেন…

পেড়াপীড়িতে ল্যব্র্যাঁ রাজি হলো। আমরা বেরোলাম, পথে শাভালিয়ে ল্যব্র্যাঁকে জড়িয়ে ধরে আমায় বলল, "এঁর মতো ভালো লোক, এমন কাজের লোক দুনিয়ায় আর একটিও পাবে না, ইনি আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু…"

ল্যব্র্যাঁ আমার মনে হয় যে মহাশয় শাভালিয়ের অনুরোধে আমি টাকা জাল পর্যন্ত করতে পারি।

আমরা মেরভালের বাড়ি পৌঁছলাম।

জাক মাতিও দ্য ফুরজো…

মনিব হ্যাঁ! কি বলতে চাস?

জাক মাতিও দ্য ফুরজো…আমি বলতে চাই যে শাভালিয়ে দ্য স্যাঁত-ওয়া এই লোকগুলোর নাম আর পদবী দুই-ই জানে তার মানে ঐ ব্যাটা হলো বজ্জাত

রক্তচোষা ও ব্যাটা এইসব বজ্জাতগুলোর আড়কাঠি।

মনিব : হয়ত তুই ঠিকই বলছিস... । মেরভালের মতো নরম, ভদ্র, সৎ, মানবিক ও পরার্থপর লোক খুব কমই দেখা যায়। আমার বয়স ও ঋণশোধ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মেরভাল অত্যন্ত কোমল ও সহৃদয় ভঙ্গিতে জানালো যে সে নিরুপায় কারণ সেইদিনই সকালে এক বন্ধুর অতিপ্রয়োজনে অনেক টাকা ধার দিয়ে তার হাত এখন খালি। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "মহাশয় আগে এলেও খুব একটা লাভ হতো না, কারণ বন্ধুর প্রয়োজনে আপনাকে আমি নিরাশ করতাম। বন্ধুত্ব ব্যবসার ওপরে..."

আমরা হতাশ হলাম ; শাভালিয়ে, ল্যব্র্যাঁ এমনকি ফুরজো পর্যন্ত মেরভালের পায়ে পড়ল, উত্তরে মেরভাল বলল, "আপনারা আমাকে জানেন, যদি উপকার করতে পারি তো করি ; এবং লোককে হাতজোড় করিয়ে আমার সাহায্যকে তিক্ত করতে চাই না। বিশ্বাস করুন বাড়িতে চারটে লুইও নেই..."

এদের মধ্যে আমার হলো সাজার রায় শোনা কয়েদীর মতো। আমি শাভালিয়েকে বললাম, "তাহলে চলো, এঁরা তো কিছুই করতে পারবেন না..." শাভালিয়ে আমাকে একটা কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, "বুঝছিস আজ ওর জন্মদিনের আগের দিন। আমি ওকে বলেছি, তোকে তো তা বলেছি ; যে তুই ওকে একটা ভালো উপহার দিবি। তুই ওকে জানিস। ও তোকে জক মারতে চায় না, কিন্তু ও অন্য সব মেয়ের মতোই আশাহত হতে চায় না। ও হয়ত ইতিমধ্যে মা, বাবা আর বান্ধবীদের কাছে এই কথা ঢাক পিটিয়ে বলেছে এখন যদি কিছু না দেখাতে পারে তাহলে... ।" তারপর সে মেরভালের কাছে ফিরে গিয়ে আরও কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। মেরভাল কিছুক্ষণ আমাদের হাতজোড় করাবার পর বলল, "আমি বড্ড দুর্বল, লোকের কষ্ট দেখতে পারি না। ভেবে দেখি, একটা উপায় আছে।"

শাভালিয়ে : উপায়টা কি ?

মেরভাল : আপনার বেচবার জিনিস নিন না।

শাভালিয়ে : আপনার কাছে আছে ?

মেরভাল : না তবে আমি এক মহিলাকে চিনি তাঁর কাছে আছে ; মহিলা ভালো এবং সৎ ঠকাবে না।

ল্যব্র্যাঁ : বুঝেছি, সোনার দরে আমাদের কাছে ন্যাকড়া বেচবে আর তার থেকে এক পয়সাও লাভ হবে না।

মেরভাল : মোটেই না, খুব ভালো কাপড়, সোনা-রুপোর গয়না, ভালো সিল্ক, মুক্তো, দামী পাথর ; এসব মালে ক্ষতি হওয়া শক্ত। মহিলা ভালো, কম দামে দেবে, অবশ্য জামিন থাকতে হবে ; এসব জিনিস ও খুব সস্তায় পায়। তা ছাড়া আপনারা তো দেখে মাল নেবেন, দেখতে তো পয়সা লাগে না।

আমি মেরভাল ও শাভালিয়েকে বললাম যে আমি বিক্রী করতে পারব না ;

যদিও ব্যাপারটা আমার অপছন্দ নয়। কিন্তু তাও আমার পক্ষে এটা সম্ভব হবে না। ল্যব্র্যাঁ ও ফুরজো এর উত্তরে সমস্বরে বলে উঠলো, "তাতে কি, আমরা বেচে দেবো, এ তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার…।" দুপুরে মেরভালের বাড়িতে জড়ো হওয়ার কথা হলো। মেরভাল আমার পিঠ চাপড়ে কোমল ও গম্ভীর গলায় বলল, "আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি ধন্য হলাম কিন্তু ভবিষ্যতে এই ধরনের ধার আর করবেন না; এতে লোকে সর্বস্বান্ত হয়। এদেশে শ্রী ল্যব্র্যাঁ ও শ্রীফুরজোর মতো সংলোক সত্যিই বিরল…"

ল্যব্র্যাঁ আর ফুরজো দ্য মাতিও বা মতিও দ্য ফুরজো মেরভালকে অভিবাদন করে ধন্যবাদ দিয়ে বলল যে তারা সৎভাবে ব্যবসা করছে এতে প্রশংসার কিছু নেই।

মেরভাল : আপনারা ভুল করছেন, আজকাল সংলোক কোথায় মেলে? এ ব্যাপারে শাভালিয়ে দ্য স্যাঁৎওঁয়াকে জিজ্ঞাসা করুন উনি বলতে পারবেন…

আমরা মেরভালের বাড়ি থেকে বেরোলাম, বেরোবার পথে মেরভাল শেষ প্রশ্ন করল যে সে ঐ মহিলাকে খবর দেবে কি না। আমরা বললাম, হ্যাঁ, আর আমরা চারজন কাছের সরাইখানায় খেতে গেলাম। মাতিও দ্য ফুরজো খাবার অর্ডারটা দিলো, বেশ দামী দামী পদগুলোই তার পছন্দ হলো। খাওয়ার শেষে দুজন গানওয়ালী তাদের যন্ত্র নিয়ে আমাদের টেবিলের কাছে এলো, ল্যব্র্যাঁ তাদের টেবিলে বসালো। তাদের মদ খাওয়ানো হলো, তাদের গান শোনা হলো, তাদের সংগে গল্প আরম্ভ হলো। যখন তাদের একজনকে তিনজন মিলে চটকাচ্ছে তখন অন্যজন আমার কানে কানে বলল, "মহাশয় আপনি খুব খারাপ লোকেদের সংগে মিশছেন, এদের প্রত্যেকের নাম পুলিশের খাতায় আছে।"

সময়মতো আমরা সরাইখানা থেকে বেরিয়ে মেরভালের বাড়ি গেলাম। তোকে বলতে ভুলে গেছি যে এই খাওয়াদাওয়ায় আমার আর শাভালিয়ের ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে গিয়েছিলো আর পথে ল্যব্র্যাঁ শাভালিয়েকে বলেছিলো যে কমিশান হিসাবে মাতিও দ্য ফুরজো দশ লুই নেবে এবং কমিশান হিসাবে এটা নেহাৎই কম, মাল বেচে সহজেই আমরা ওটা তুলে নিতে পারব। কথাটা শাভালিয়ে আমায় বলেছিলো।

আমরা মেরভালের বাড়ি পৌঁছলাম, বিক্রেতা মহিলা তার মাল নিয়ে আমাদের আগেই পেঁছে গিয়েছিলো; মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়া (এটা তার নাম) ভদ্রতা আর অভিবাদন দিয়ে আমাদের প্রায় উত্যক্ত করবার পর তার মাল দেখালো; তাতে ছিলো কাপড়, লেস, সোনার আংটি, হীরে আর নক্সা কাটা সোনার ডিবে। আমরা সবই কিছু কিছু নিলাম। ল্যব্র্যাঁ, মাতিও দ্য ফুরজো আর শাভালিয়ে জিনিসগুলোর দাম ধরল; মেরভাল তা লিখল। মোট জিনিসের দাম হলো উনিশ হাজার একশ পঁচাত্তর পাউণ্ড। আমি যখন হাতচিটে লিখতে যাচ্ছি তখন মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়া আমাকে সেলাম

করে বলল (সে সেলাম না করে কাউকেই কোনো কথা বলে না) : মহাশয় কি ফেরৎ দেবার দিন দিয়ে হাতচিটে দেবেন ? আমি বললাম : নিশ্চয়ই।

—তাহলে আমায় হাতচিটে বা হুণ্ডি দেওয়া একই হয়ে যায়।

হুণ্ডি কথাটায় আমি চমকে উঠলাম। শাভালিয়ে তা লক্ষ্য করে মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়াকে বলল : হুণ্ডি। হুণ্ডি তো হাত বদল হয়, আর কার হাতে তা পড়বে তা কে বলতে পারে ?

—মহাশয় ঠাট্টা করছেন, আপনাদের সমাজের লোকেদের সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয় তা আমরা জানি। তারপর আরো একটা সেলাম…"এই কাগজগুলো আমরা ব্যাগে রাখি আর সময়মতো বার করি। এই তো দেখুন…" আবার এক সেলাম—তারপর সে তার ব্যাগ থেকে এক গোছা কাগজ বার করে বিভিন্ন বড়ো ঘরের লোকেদের নাম পড়ে গেল। শাভালিয়ে আমার কাছে এসে বলল, "হুণ্ডি কাটা বেশ বড়ো ব্যাপার। ভেবে দেখ কি করবি। মহিলাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে অবশ্য দিন পার হবার আগেই তো তোর হাতে টাকা এসে যাবে, না হয় আমার হাতে এসে যাবে।"

জাক : আর আপনি হুণ্ডি কাটলেন।

মনিব : হ্যাঁ কাটলাম।

জাক : ছেলেরা রাজধানীতে যাবার আগে বাবারা একটা লেকচার দেয়, সেটা হলো : খারাপ লোকেদের সঙ্গে মিশবে না ; গুরুজনদের প্রতি বিনীত ব্যবহার করবে, কর্তব্যকর্মে যত্নবান হবে, ধর্মে মতি রাখবে ; খারাপ মেয়ে ও উঞ্ছজীবী অভিজাতদের থেকে দূরে থাকবে আর খবরদার কখনও হুণ্ডি কাটবে না।

মনিব : কি আর করা যাবে, অন্যেরা যা করে আমিও তাই করেছি ; প্রথম যেটা ভুলেছি সেটা হলো বাবার বক্তৃতাটা। হাতে তো অনেক মাল এলো কিন্তু আমার দরকার তো টাকা। একজোড়া সুন্দর সোনার ওপর কাজ করা কাফলিঙ্ক ছিলো শাভালিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বলল, "এই তো তোর একটা মাল বিক্রী হয়ে গেল।" মাতিও দ্য ফুরজো একটা পকেট ঘড়ি আর দুটো সোনার ডিবে নগদ দাম দেবে বলে কিনে নিলো ; ল্যব্র্যাঁ বাকি জিনিসগুলো নিজের বাড়িতে বিক্রীর জন্য জমা রাখল। আমি একটা সুন্দর মানতাসা আর দুটো কাফলিঙ্ক নিজের পকেটে রাখলাম ; উপহারের সঙ্গে ও দুটো দেবো বলে। মাতিও দ্য ফুরজো বেরিয়ে গেল তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ষাট লুই নিয়ে ফিরে এলো ; তার থেকে দশ লুই রেখে দিয়ে আমাকে পঞ্চাশ লুই দিয়ে দিলো। সে বলল যে ঐ পকেট ঘড়ি বা ঐ ডিবে দুটোর কোনোটাই সে বিক্রী করে নি, ওগুলো বাঁধা দিয়ে টাকাটা এনেছে।

জাক : বাঁধা দিয়ে।

মনিব : হ্যাঁ।

জাক : আমি জানি কার কাছে।

মনিব : কার কাছে ?

জাক : মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়ার কাছে।

মনিব : মানতাসা আর কাফলিঙ্কের সঙ্গে আমি একটা সুন্দর আংটি আর একটা সোনার জলে মিনে করা গয়নার বাক্স যোগ করলাম। পকেটে পঞ্চাশ লুই। আমি আর শাভালিয়ে সন্ধ্যাটা খুব মজায় কাটালাম।

জাক : তা তো হলো। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকছে তা হলো : ল্যব্র্যাঁর ঔদাসিন্য। লুটের মাল থেকে সে কিছু ভাগ নিলো না?

মনিব : ঠাট্টা করছিস? তুই ল্যব্র্যাঁকে এখনো চিনলি না? আমি ওকে কিছু নিতে বলায় ও চটে গিয়ে বলল যে আমি ওকে ফুরজোর সমগোত্রীয় বলে ভাবছি; ও জীবনেও কারোর কাছ থেকে কিছু নেয় নি। শাভালিয়ে বলে উঠলো, "এই দেখ ল্যব্র্যাঁ আমাদের লজ্জা দেবেই..." এই বলে সে মালের ভেতর থেকে দু' ডজন রুমাল আর একটা কাপড় তুলে নিয়ে তার মেয়ে ও স্ত্রীর জন্য উপহার হিসাবে জোর করে ল্যব্র্যাঁর হাতে গুঁজে দিলো। ল্যব্র্যাঁ জিনিসগুলোর প্রশংসা করে বলল যে এমন ভাবে দিলে সে না করতে পারে না, তবে প্রতিদান সে দেবেই এবং যেহেতু তার কাছেই সমস্ত মাল জমা থাকবে ফলে প্রতিদানের সুযোগও সে পাবে। যার জন্য এত সব হলো, আমরা তার বাড়ি ছুটলাম। উপহারগুলো সফল হলো, মেয়েটি খুশীতে ডগমগ, মানতাসা আর কাফলিঙ্ক আমার সামনেই সে পরল, আংটিটা আঙ্গুলে ফিট্ করল, যেন মাপ দিয়ে কেনা।

জাক : আর আপনি ওখানেই শুলেন।

মনিব : না।

জাক : তাহলে শাভালিয়ে?

মনিব : মনে হয়।

জাক : আপনারা যে ভাবে টাকা ওড়াচ্ছিলেন তাতে মনে হয় যে পঞ্চাশ লুই বেশী দিন রইল না।

মনিব : না। দিন আষ্টেক বাদেই আমরা ল্যব্র্যাঁর বাড়ি দেখতে গেলাম কিছু বিক্রী হয়েছে কি না।

জাক : কিচ্ছু না বা অতি অল্প। ল্যব্র্যাঁ দুঃখিত হলো এবং মেরভাল ও মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়াকে জোচ্চোর রক্তচোষা ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে জীবনেও ওদের মুখ দেখবে না আর আপনাকে সাত আটশ ফ্রঁ দিলো।

মনিব : প্রায় তাই; আটশ সত্তর পাউন্ড।

জাক : তাহলে হিসাব করে দেখি। ল্যব্র্যাঁর আটশ সত্তর পাউন্ড ফুরজো বা মেরভালের পঞ্চাশ লুই তারপর ঐ গয়নাগুলো, ধরুন আরও পঞ্চাশ লুই; উনিশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ পাউন্ড থেকে এটা ফিরলো। আরে শ্বাস। সত্যিই ভয়ঙ্কর সৎ! মেরভাল ঠিকই বলেছিলো আপনার মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে রোজ ব্যবসা হয় না।

মনিব : শাভালিয়ে যে কাফলিঙ্কগুলো নিয়েছিলো তুই তার কথা ভুলে গেলি?

জাক : মানে শাভালিয়ে ও দুটোর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলো।

মনিব : ঠিক। আর যে সব জিনিস মাতিও বাঁধা রেখেছিলো সেগুলোর সম্পর্কে তুই তো কিছুই বললি না।

জাক : আমার কিছুই বলার নেই।

মনিব : যাই হোক হুণ্ডির তারিখ এসে গেল।

জাক : আর না আপনার না শাভালিয়ের কারোর টাকাই এলো না।

মনিব : আমি লুকোতে বাধ্য হলাম। বাড়িতে খবর গেল, আমার এক কাকা পারীতে এসে জোচ্চোরগুলোর বিরুদ্ধে পুলিশে ডাইরী করলেন, যার ওপর তদন্তের ভার পড়লো সে মেরভালের কাছে নিয়মিত ঘুষ খেতো ; কাজেই সে জানালো সে সবই নিয়মমাফিক হয়েছে কাজেই পুলিশের কিছু করার নেই। ঐ দুটো ডিবে আর পকেট ঘড়িটা যার কাছে মাতিও বাঁধা রেখেছিলো তার কাছ থেকে ওগুলো উদ্ধার হলো, আমি এই মামলায় অংশ নিলাম। কোর্টের খরচা এত হলো যে ওগুলো বেচে যা পাওয়া গেল তার ওপরে আরও পাঁচ ছ'শ ফ্রাঁর প্রয়োজন হলো আর আমার হাত তখন খালি।

পাঠক, আপনারা বিশ্বাস করছেন না। আমি যদি বলি সে আমার পাড়ায় এক মালাই বরফ বিক্রেতা দুটো মা-মরা বাচ্চা রেখে মারা গেল। ঐ বাচ্চারা কি পাবে তা দেখার জন্য কোর্ট থেকে লোক গেল, একটা বাক্স পাওয়া গেল, তাতে যা ছিলো তা বিক্রী হলো ; আট ন'শ ফ্রাঁ পাওয়া গেল। এই টাকা থেকে কোর্টের খরচা বাদ দিয়ে ঐ বাচ্চাদের ভাগে রইল চার ফ্রাঁ। দু' জনের হাতে দু' ফ্রাঁ করে দিয়ে তাদের অনাথ আশ্রমে পাঠানো হলো।

মনিব : আমি চিন্তায় পড়লাম।

জাক : আর সে চিন্তার শেষ হলো না।

মনিব : ইতিমধ্যে বাবা মারা গেলেন। আমি হুণ্ডির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম, এবং আবার সমাজে বেরোতে পারলাম। যাই হোক, এই দুঃসময়ে শাভালিয়ে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিলো।

জাক : আপনি আগের মতোই আপনার বন্ধু শাভালিয়ে এবং আপনার প্রেমিকার কাছে বিশ্বস্ত থাকলেন এবং আপনার প্রেমিকা আরও বেশী দর নিতে থাকল।

মনিব : কেন ?

জাক : কারণ আপনি এখন কেবলমাত্র সাবালকই নন সম্পত্তির অধিকারীও বটে তাই আপনাকে পুরোপুরি বোকা বানাতে হবে, অর্থাৎ আপনাকে তার স্বামী করতে হবে।

মনিব : ওদের প্ল্যানটা তাই ছিলো, কিন্তু সফল হয় নি।

জাক : হয় আপনার কপালটা ভালো না হয় ওদের কৌশলে ত্রুটি ছিলো।

মনিব : মনে হচ্ছে তোর গলাটা সেরে গেছে তুই বেশ সহজে কথা বলছিস।

জাক : মনে হলেও আসলে তা নয়।

মনিব : তার মানে তুই তোর প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করতে পারবি না।

জাক : না।

মনিব : তোর ইচ্ছে যে আমার গল্পটা চালিয়ে যাই ?

জাক : আমার ইচ্ছে, একটু থেমে আমার চামড়ার বোতলটা খালি করি।

মনিব : শরীর খারাপের ওপর তুই তোর চামড়ার বোতল ভরেছিস ?

জাক : কিন্তু দিব্যি করে বলছি যে পাঁচন দিয়ে ভরেছি ; আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আমি বোকা হয়ে গেছি ; আর যতক্ষণ চামড়ার বোতলটায় পাঁচন থাকবে ততক্ষণ আমার বুদ্ধি খুলবে না।

মনিব : কি করছিস তুই।

জাক : চামড়ার বোতলটা খালি করছি ; মনে হচ্ছে পাঁচনটা অলক্ষুণে।

মনিব : তুই ক্ষেপে গেছিস।

জাক : তাই সই, কিন্তু এক ফোঁটাও পাঁচন আর রাখব না।

যতক্ষণ না জাক তার চামড়ার বোতলটা খালি করছে ততক্ষণ তার মনিব ঘড়ি দেখছে নস্যির ডিবেটা খুলছে আর গল্পটা চালিয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। আর আমার ইচ্ছে করছে যে একজন বুড়ো কাপ্তেন যে বাঁকা পিঠ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দূর থেকে আসছে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বা একজন যুবতী মেয়ে যে মাথায় টোকা দিয়ে লাল জামা পরে হেঁটে বা গাধায় চড়ে তাদের দিকে আসছে তাকে দেখিয়ে দিয়ে জাকের মনিবের মুখ বন্ধ করে দি। ঐ বুড়ো কাপ্তেন কেনই বা জাকের কাপ্তেন বা তার বন্ধু হবে না?—কিন্তু সে তো মরে গেছে। —আপনারা তাই মনে করেন ? ঐ গেঁয়ো যুবতী কেনই বা দাম মুজোঁ বা দাম মারগুরিত, বা 'গ্র্যঁ-সের'-এর মালকিন বা জান বা তার মেয়ে দ্যনিস হবে না কেন ? নভেল-এর লেখক এই সুযোগ ছাড়বে না কিন্তু আমি মোটেই নভেল পছন্দ করি না, অবশ্য রিচার্ডসনের লেখাগুলো বাদ দিয়ে। আমি ঘটনা বলছি ঘটনাটা লোকে পছন্দ করবে কিনা তা নিয়ে আমার একটুও মাথা ব্যথা নেই। আমি সত্য বলব বলেছি, সেটাই আমি করব। এমনি ভাবে, আমি মোটেই জাকের ভাই জঁকে লিসবন থেকে আনব না ; ঐ সন্ন্যাসী যে ঘোড়ার গাড়িতে করে একজন সুন্দরী যুবতীর পাশে বসে আসছে সে মোটেই বিশপ হাডসন হবে না। কিন্তু বিশপ হাডসন তো মারা গেছে। আপনারা তাই মনে করেন ? আপনারা ওর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন ? না—আপনারা ওর কবর দেওয়া দেখেছেন ? না—তাহলে আমার খুশী মতো সে জীবিত বা মৃত হবে। একমাত্র আমিই ঐ ঘোড়ার গাড়িটা থামিয়ে সেখানে থেকে ঐ বিশপ ও তার সঙ্গিনীকে নামিয়ে এমন কান্ড বাধাতে পারি যার ফলে আপনারা না জাকের না তার মনিবের, কারোরই প্রেমের গল্প শুনতে পাবেন না ; কিন্তু এই সব উপায়গুলোকে আমি ঘৃণা করি ; আমি শুধু এইটুকুই দেখাতে চেয়েছিলাম যে একটু কল্পনা থাকলেই নভেল লেখার মতো সোজা কাজ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু ঘটনাতেই থাকা যাক এবং যতক্ষণ না জাকের গলার ব্যথা সারে ততক্ষণ মনিবকে কথা বলতে দেওয়া যাক।

মনিব : একদিন সকালে শাভালিয়ে দুঃখী মুখ করে আমার কাছে এলো ; তার আগের দিন শাভালিয়ে বা আমার বান্ধবী বা দুজনেরই বান্ধবী, তার বাবা, মা, মামী, তুতো ভাই-বোনেরা, শাভালিয়ে ও আমি সবাই মিলে গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শাভালিয়ে আমায় প্রশ্ন করল যে আমি এমন কিছু করেছি কিনা যাতে তার বাবা মার কাছে আমার প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। সে বলল যে আমার উৎসাহে

চিন্তিত হয়ে তারা তাদের মেয়েকে প্রশ্ন করেছে ; আমার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তাহলে সেটা বললেই ল্যাঠা চুকে যায় এবং আমি যত ইচ্ছে তাদের বাড়ি যেতে পারব; কিন্তু যদি পনেরো দিনের মধ্যে আমি খোলাখুলি কিছু না বলি তাহলে আমি যেন দয়া করে ওদের বাড়ি না যাই, কারণ ও বাড়িতে আমার যাতায়াত লোকের নজরে পড়েছে তাই এই সাবধানতা।

জাক : বলুন কর্তা। জাক কি বোকা ?

মনিব : শাভালিয়ে যোগ করল : "পনেরো দিন বড়ো কম সময়। তুই ওকে ভালোবাসিস ও তোকে ভালোবাসে কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে মনস্থির করা বড়োই শক্ত। তুই কি করতে চাস ?" আমি বললাম যে আমি যাওয়া বন্ধ করব।

—তুই যাওয়া বন্ধ করবি। মানে তুই ওকে ভালোবসিস না ?

—আমি ভালোবাসি কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন আছে, সম্পত্তি আছে এবং এইসব ছেড়ে পাতি-বুর্জোয়ার দোকানে দোকানদারী আমি করতে পারব না।

—এ কথা ওদের আমি বলল ?

—ইচ্ছে হলে বলতে পারো। কিন্তু শাভালিয়ে ওদের হঠাৎ এই সমাজ সচেতনতায় আমার আশ্চর্য লাগছে। তারা তাদের মেয়েকে আমার কাছ থেকে উপহার নিতে দিয়েছে ; হাজার বার মেয়েকে আমার সঙ্গে একলা ছেড়ে দিয়েছে ; যারই একটা ভালো গাড়ি আছে তারই সঙ্গে তাদের মেরে বল-নাচে ও থিয়েটারে যায় ; যখন আমরা ওদের বাড়িতে গান-বজনা করি বা আড্ডা মারি তখন ওরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যায় ; তুমি যখন তখন ওদের বাড়ি যাও আর ভেবে দেখ, একজন যদি যেতে পারে তাহলে অন্য জনই বা যাবে না কেন। অনেক দিনই সমাজে ওদের মেয়ের বদনাম। ওর সম্পর্কে লোকে যা বলে তা বিশ্বাসও করি না আবার অবিশ্বাসও করি না; তোর কি মনে হয় না যে মেয়ের সুনামের ব্যাপারে ওর বাবা-মার অনেক দিন আগেই সচেতন হওয়া উচিৎ ছিলো। সত্যি কথাটা বলব ? ওরা আমায় সেই ধরনের গাধা ঠাউরেছে যার কান ধরে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। মাদমোয়াজেল আগাথা সত্যিই সুন্দরী, আমার মাথা ঘুরে গেছে ; যেমন ভাবে ওর জন্য আমি দু'হাতে টাকা খরচ করি তাতে সহজেই তা বোঝা যায়। আমি ভবিষ্যতেও খরচা করতে রাজি আছি কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাই যেও আমার কাছে অতটা সতী সাজবে না।

আমি তার পায়ে সময়, সম্পত্তি আর দীর্ঘশ্বাস চিরজীবনের মতো অঞ্জলি দিতে রাজি নয় ; অন্যত্র ওগুলো আরও ভালো কাজে ব্যয় করা যায়। এই কথাগুলো তুই মাদমোয়াজেল আগাথাকে বলবি আর এর আগে যা বললাম তা ওর বাবা-মাকে বলবি…হয় আমাদের সম্পর্ক ছেদ হবে না হয় আমি অন্য ভাবে ওখানে যাবো এবং মাদমোয়াজেল আগাথা আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার চেয়ে ভালো ব্যবহার আমি আশা করি। যখন তুই আমায় ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি তখন তুই যা বলেছিলি আর যা ঘটছে তার মধ্যে কোনোই মিল নেই ; তুই একটু জোর করেই ওকে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিস।

শাভালিয়ে : সত্যিই আমি তোর ঘাড়ে ওকে চাপিয়েছি। কিন্তু, মাইরী বলছি, আমি ভাবতেও পারি নি যে ছুঁড়ী অমন কট্টর সতী। কি করে বুঝবো বল ?

জাক : সত্যিই অদ্ভুত। সত্যিই অসাধারণ। জীবনে অন্তত একবার আপনি সাহস

দেখিয়েছেন।

মনিব : কখনো কখনো দেখিয়ে ফেলি। ধার করার ঘটনা, তারপর মাদমোয়াজেল ব্রিদোয়ার হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো আর তার ওপর মাদমোয়াজেল আগাথার সতীপনা। এই খেলায় আমার ক্লান্ত লাগছিলো।

জাক : আপনার বন্ধু শাভালিয়ে দ্য স্যাংৎ-ওয়াঁকে বীরের মতো বক্তৃতা দেবার পর আপনি কি করলেন ?

মনিব : কথা রাখলাম, যাওয়া বন্ধ করলাম।

জাক : ব্রাভো ! এই তো কাজের কাজ।

মনিব : দিন পনেরো কেটে গেল কেউই কিছু বলল না; শাভালিয়ে ওদের বাড়িতে আমার অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়াটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতো আর আমায় ওখানে না যেতে উৎসাহ দিতো। সে বলতো : ওরা আশ্চর্য হতে শুরু করেছে, নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করছে যে কেন তুই অসন্তুষ্ট হয়েছিস। আগাথা অবিচলিতের ভান করছে; এক ধরনের আরোপিত ঔদাসিন্য দেখাচ্ছে যাতে বেশ বোঝা যায় যে সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে : "উনি আসেন না, তার মানে আসতে চান না, ভালোই হয়েছে উনি যা ভালো বোঝেন।..." তারপর সে মুখ ঘুরিয়ে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে জানালায় যায়, যখন ফিরে আসে তখন দেখা যায় তার চোখ লাল, মানে কেঁদেছে।

—কেঁদেছে !

—তারপর বসে হাতের এমব্রয়ডারীটা শুরু করে, ওটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দেয়। আড্ডায় কথা বলে না, ঠাট্টা করলে চটে যায়; ওকে খেলা, থিয়েটারে বা বেড়াতে যাওয়ার জন্য ডাকলে রাজি হয় কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পাল্টায়...উঃ। তোকে বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে ! থাক আর বলব না।

—কিন্তু শাভালিয়ে, যদি আমি আবার যাই তাহলে তুমি কি মনে করো...

—বুঝবো, তুই একটা গাধা। ধৈর্য ধর। না ডাকলে যদি তুই আবার যাস তো সব বানচাল হয়ে যাবে। এ জগতে বাঁচা শিখতে হয়।

—আর যদি না ডাকে ?

—ডাকবে।

—যদি ডাকতে দেরী করে ?

—শীঘ্রই ডাকবে। গাধা ! তোর মতো লোক সহজে পাওয়া যায় না। যদি তুই নিজে নিজেই ফিরে যাস তাহলে ওরা দর নেবে, না যাওয়ার জন্য অনেক খেসারত দেওয়াবে, যে সব কড়ার করবে সেগুলো তোকে মেনে নিতে হবে, মাথা নিচু করতে হবে। তুই মনিব হতে চাস না চাকর হতে চাস; আর চাকর মানে চাকরের চাকর, ভেবে দেখ। সত্যি বলতে কি তুই বেশ আনাড়ীর মতো এগিয়েছিস; কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে; এই অবস্থায় যত বেশী লাভ করা যায় ততটাই করতে হবে।

—ও কেঁদেছে।

—হ্যাঁ কেঁদেছে, তোর কাঁদার চেয়ে ভালো হয়েছে।

—কিন্তু যদি না ডাকে ?

—আমি বলছি ডাকবে। আমি ওখানে তোর কথা একদম তুলি না, যেন তুই নেই। ওরা কথা ঘোরায়, আমি ঘোরাতে দি ; শেষে জিজ্ঞাসা করে যে আমি তোকে দেখেছি কি না ; কখনো বলি হ্যাঁ, কখনো বলি না, তারপর অন্য কথা বলি ; কিন্তু একটু বাদেই আবার তোর কথায় ফিরে আসে, তোর ডুব দেবার কারণ খোঁজা হয়। কথাটা যে কেউ তোলে : বাবা, মা, মামী ব ; আগাথা তারপর ওরা বলে, "ওঁর সঙ্গে আমরা যা ব্যবহার করেছি, ওঁকে যে সম্মান দেখিয়েছি, আমাদের ভাগনী ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। এত স্নেহ করলাম। এখন দেখো, পুরুষদের থেকে সাবধান…এরপর আবার অন্য লোক…বন্ধুকে বিশ্বাস করা।

—আর আগাথা ?

—বিশ্বাস কর, ওর মন খারাপ হয়েছে।

—আগাথা ?

—আগাথা আমায় আড়ালে বলে, "শাভালিয়ে আপনার বন্ধুর ব্যাপারটা কি মনে হয় ? আপনি আমায় কতোবার বলেছেন যে ও আমায় ভালোবাসে ; আপনার মনে হয়েছিলো বলেই বলেছিলেন, আর কেনই বা তা আপনার মনে হবে না ? আমি নিজেই তাই ভেবেছিলাম…" তারপর সে চুপ করে যায়, তার গলা বন্ধ হয়ে যায়, চোখে জল এসে যায়…। আর তুই। তোকে দেখলে কেউ কি কথাটা অবিশ্বাস করবে। তোকে আর আমি কিছু বলব না বলে ঠিক করেছি। তুই কি চাস তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। তুই অকারণ সরে গেছিস, আমি অবশ্য চাই না যে তুই এখন গিয়ে ওদের পায়ে পড়। এই ঘটনাটাকে ব্যবহার করে আগাথাকে পাবার পথটা সুগম করে নিতে হবে ; ওকে বুঝতে হবে যে এখনও তোকে বাঁধতে পারে নি। তোকে ধরে রাখতে হলে ওকেও এগিয়ে আসতে হবে। এখনও কি তুই হাতে চুমু খাওয়ার চেয়ে বেশী কিছু পাস নি। বুকে হাত দিয়ে বলছি তুই আমার বন্ধু আমায় তুই বলতে পারিস। সত্যি, তুই ওকে পাস নি ?

—না।

—বাজে বকছিস, তুই গোপন করছিস।

—যদি গোপন করার কিছু থাকত তা হলে হয়ত তা করতাম কিন্তু সত্যি বলছি, সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত।

—ভাবা যায় না, তুই মোটেই চালু নোস। কি বলছিস তুই। একটাও দুর্বল মুহূর্ত আসে নি ?

—না।

—এলেও তুই বুঝিস নি। আমার মনে হয় তুই বোকামী করেছিস ; তোর মতো ভদ্র আর কোমল লোকেরা এমন করে থাকে।

—কিন্তু তুই ওখানে কি করছিস ?

—কিছু না।

—তুই চেষ্টা করিস নি ?

—হ্যাঁ করেছি, বেশ অনেক দিন। কিন্তু তুই এলি এসেই জয় করলি। আমি লক্ষ্য করলাম সেও তোর দিকেই তাকাতে আরম্ভ করল, আমাকে নজরেই আনত না ; আমি হাল ছেড়ে দিলাম। আমরা বন্ধু রইলাম, ওর দু'একটা গোপন কথা শোনার জন্য, দু একটা পরামর্শ দেবার জন্য, এক কথায় তল্পিদারের ভূমিকাটা তোর জন্যে মেনে নিলাম।

জাক : কর্তা দুটো জিনিস : একটা হলো যে বিনা বাধায় আমি আমার গল্পটা চালিয়ে যেতে পারি নি ; অথচ আপনার গল্পটার সময় কোনো বাধাই পড়ছে না। এই হলো জীবন, একজন কাঁটার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও তার পায়ে কাঁটা ফোটে না, অন্য জন যত দেখেই পা ফেলুক তার পায়ে কাঁটা ফুটবেই। সবচেয়ে ভালো, পরিষ্কার রাস্তাতেও তার পা ক্ষতবিক্ষত হবে।

মনিব : তুই তোর আপ্ত বাক্যটা ভুলে গেলি নাকি ? ঐ যে ওপরে লেখা আছে।

জাক : অন্যটা হলো আমার এখনও মনে হচ্ছে যে আপনার শাভালিয়ে সাঁ্যাৎ-ওয়াঁ্যা দ্য হলো মহা জোচ্চোর : এবং ল্যাব্রাঁ্যা, মেরভাল মাতিও দ্য ফুরজো দ্য বা ফুরজো মাতিও এবং ব্রিদোয়া ইত্যাদি সুদখোরগুলোর সঙ্গে আপনার টাকা ভোগ করে এখন তার রক্ষিতাকে আপনার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে যাতে আপনি তাকে সর্বসমক্ষে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন এবং তার পর ও ব্যাটা তাকে গোপনে ভোগ করবে…উঃ! গলা।

মনিব : তুই কি করছিস জানিস ? একটা অত্যন্ত সাধারণ এবং অত্যন্ত অভদ্র কাজ করছিস।

জাক : আমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

মনিব : বাধা পাওয়ার জন্য তুই আপত্তি করিস অথচ তুই আমার গল্পে বাগড়া দিচ্ছিস।

জাক : এটা আপনার বদ দৃষ্টান্তের ফল। একজন অসতী মা চায় যে তার মেয়ে সতী হোক ; একজন খরচে বাপ চায় যে তার ছেলে হিসাবী হোক একজন মনিব…

মনিব : তার চাকরের গল্পে যত খুশী বাগড়া দেয় আর নিজের গল্পে বাগড়া পছন্দ করে না।

পাঠক আপনারা ভাবছেন যে ঐ সরাইখানায় জাক আর তার মনিবের ঝগড়াটার পুনরাবৃত্তি হবে। আপনাদের যদি শোনাই : "তুই বাগড়া দিবি না।—হ্যাঁ আমি বাগড়া দেবো" তাহলে আমায় ঠেকায় কে ? জাক বা তার মনিবকে একটু খোঁচালেই এই ঝগড়াটা লাগিয়ে দেওয়া যায় আর একবার তা শুরু হলে তা যে কোথায় শেষ হবে তা কে বলতে পারে ? কিন্তু ঘটনাটা হলো যে জাক অত্যন্ত বিনীত ভাবে মনিবকে বলল : "কর্তা আমি বাগড়া দিচ্ছি না ; আপনার সঙ্গে আড্ডা মারছি মাত্র, এই অধিকার আমায় আপনিই দিয়েছেন।"

মনিব : বাদ দে ; কিন্তু এটাই সব নয়।

জাক : আর কি দোষ করলাম ?

মনিব : তুই কথকের গল্পের শেষটা আগেই বুঝে তা বলে দিয়ে আশ্চর্য করবার সুখ থেকে কথককে বঞ্চিত করছিস। প্রখর বুদ্ধি দিয়ে কথকের বক্তব্যটা বুঝে যদি

আগেই সেটা তুই বলে দিস তাহলে কথকের চুপ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না ; অতএব আমি চুপ করলাম।

জাক ও কর্তা।

মনিব বুদ্ধিমান লোকগুলো নরকে যাক!

জাক তা যাক ; কিন্তু আপনি এতটা কঠোর হতে পারবেন না।

মনিব অন্তত স্বীকার কর যে এটা তোর প্রাপ্য।

জাক ঠিক আছে ; একবার ঘড়ি দেখে এক টিপ নস্যি নিলেই আপনার রাগ পড়ে যাবে তারপর আপনি আবার আপনার গল্পটা শুরু করতে পারবেন।

মনিব এই বাঁদরটা আমাদের দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে…

এই সব কথাবার্তার কয়েক দিন পর শাভালিয়ে আমার বাড়ি এসে দিগ্বিজয়ীর গলায় বলল ; "বন্ধু পরের বার আমার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস রেখো। আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদের ক্ষমতা বেশী, এই দেখ ওর চিঠি, ওর নিজের হাতে লেখা চিঠি, …।" চিঠিটা খুব নরম ; নানান অভিযোগে অনুযোগে ভরা। আমি আবার ঐ বাড়িতে ফিরে গেলাম।

পাঠক, বই বন্ধ করছেন কেন? ও, বুঝেছি আপনারা চিঠিটা দেখতে চান। শ্রীমতী রিকোবোনি আপনাদের ওটা নিশ্চয়ই দেখাতেন। আর যে চিঠিটা মাদাম দ্য লা পমেরাইয়ে ঐ দুই ধার্মিকাকে লিখেছিলেন সেটা পড়তে না পেয়ে আপনারা ক্ষুন্ন হয়েছেন। তা যাক মাদমোয়াজেল আগাথার চিঠিটা লেখা আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হতো না, তা আমার যত কম প্রতিভাই থাক। সেটা খুব একটা অসাধারণ চিঠি নয়। ওটা রোমের ইতিহাস রচয়িতা টিটুস লাভিউসের রচিত একটা পৃষ্ঠা বা কার্ডিনাল বেনতিভোগলিওর গুয়েরাস দ ফ্লানদ্রের মতো। পড়তে আনন্দ হয় কিন্তু স্বপ্নকে নষ্ট করে দেয়। একজন ঐতিহাসিক, যিনি অনুচ্চারিত বক্তৃতাকে কল্পনা করতে পারেন তিনি অঘটিত ঘটনাকেও রচনা করতে পারেন। অতএব ঐ চিঠি দুটোর কথা ভুলে এই বইটা বন্ধ না করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

মনিব : আমার অনুপস্থিতি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হলো : ইচ্ছেমতো উত্তর দিলাম, যা বললাম তা সবাই বিশ্বাস করল ; সবই আগের মতো চলতে থাকল।

জাক : অর্থাৎ আপনি খরচা করেই চললেন আর আপনার প্রেমের ব্যাপারটা বিশেষ এগোলো না।

মনিব : শাভালিয়ে আমায় প্রশ্ন করতো আর আমার মনে হতো সে সত্যিই চিন্তিত।

জাক : হয়ত সে সত্যিই চিন্তিত ছিলো।

মনিব : কেন?

জাক : কেন? কারণ…

মনিব : শেষ কর।

জাক : না, কথককে বলতে দিতে হবে।

মনিব : আমার কথায় কাজ হয়েছে তাহলে…একদিন শাভালিয়ে আমার সঙ্গে একটা দিন কাটাতে চাইল। আমরা দুজনে গ্রামে বেড়াতে গেলাম। ভোরে বেরোলাম, দুপুরে

সারাইখানায় খেলাম, সেখানেই রাতেও খেলাম। মদটা ভালো ছিলো, রাজনীতি, ধর্ম আর প্রেম নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক মদ খেলাম। জীবনেও শাভালিয়ে এত খোলাখুলি কথা বলে নি, এত বন্ধুত্বও দেখায় নি, ভালো-মন্দ কোনোটাই না ঢেকে তার জীবনের কথাগুলো অত্যন্ত সৎ ভাবে আমায় বলল। মদ খেতে খেতে সে কেঁদে আমায় জড়িয়ে ধরছিলো, আমিও তাই করছিলাম। তার জীবনের একটা মাত্র কাজের জন্য সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলো ও বলছিলো যে এটার জন্য সে আমরণ দুঃখ পাবে।

আমি বললাম, "শাভালিয়ে, বন্ধুর কাছে সব খুলে বলো তাতে তোমার দুঃখের লাঘব হবে। কি হয়েছে? তুমি কি করেছ? মনে হচ্ছে একটা ছোট কুকর্মকে বড়ো মনে করে তুমি মিছামিছি কষ্ট পাচ্ছ।

—না না, শাভালিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মাথা নিচু করে লজ্জায় মুখ ঢাকলো, তারপর বলল : উঃ কি খারাপ, কি খারাপ কাজ, তুমি বিশ্বাস করবে? আমি শাভালিয়ে দ্য স্যাং-ওঁয়া, ঠকিয়েছি, বন্ধুকে ঠকিয়েছি।

—কেমন করে?

—তোমার সঙ্গে যেমন, তেমনি ভাবে আমিও সে একই বাড়িতে যেতাম। সেখানে আগাথার মতো একটি মেয়ে ছিলো, সে ওর প্রেমে পড়েছিলো আর মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রেম করতাম; সে মেয়েটির জন্য দু'হাতে পয়সা খরচ করত আর আমি তাকে গোপনে ভোগ করতাম। তাকে সব কথা খুলে বলার সাহস কখনই আমার হয় নি কিন্তু যদি আবার দেখা হয় তো সব কথা তাকে আমি বলব। এই লজ্জাস্কর গোপন কথাটা আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে, এই যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি চাই।

—তা তুমি ঠিকই করবে।

—তুমি আমায় তাই করতে বলছ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমার বন্ধু কি ভাবে এটা নেবে বলে তোমার মনে হয়?

—সে যদি তোমার বন্ধু হয়, সে যদি ন্যায়বান হয়, তাহলে সে তোমায় ক্ষমা করবে; তোমার সততা ও অনুতাপে বিগলিত হবে এবং সে তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করবে; তার জায়গায় আমি হলে যা করতাম।

—তুমি তাই ভাবো?

—হ্যাঁ।

—তুমি এই ব্যবহার করবে?

—নিশ্চয়ই…

এই কথা শুনেই শাভালিয়ে আমার সামনে এগিয়ে এসে চোখ ভর্তি জল নিয়ে আমায় বলল : তাহলে আমায় আলিঙ্গন করো।

—কি! তুমি? আমি? ঐ বদমাইশ আগাথা?

—হ্যাঁ বন্ধু; আমি তোমার কথা ফিরিয়ে দিচ্ছি, তোমার ইচ্ছামতো আমার সঙ্গে

ব্যবহার করো। যদি তুমি মনে করো যে আমি ক্ষমার অযোগ্য তাহলে ঘৃণায় আমাকে ত্যাগ করো এবং আমার যন্ত্রণা ও লজ্জার মধ্যে আমায় ত্যাগ করো। উঃ! যদি তুমি জানতে যে ঐ বদমেয়েটা আমার হৃদয়ে কি রাজত্ব ফেঁদেছে! আমি জন্মেছি সৎ হয়ে; ভেবে দেখো যে ভূমিকা আমায় নিতে হয়েছে তার জন্য আমি কত যন্ত্রণা পেয়েছি। কতবার আমি ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তার ও আমার শঠতার জন্য কাতর হয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছি। তুমি যে দেখতে পাও নি সেটাই অস্বাভাবিক…"

আমি আঁতকে উঠে স্থাণু হয়ে গিয়েছিলাম, শাভালিয়ের কথা শেষ হতে না হতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: উঃ! বিশ্বাসঘাতক! "উঃ! তুমি শাভালিয়ে! তুমি! তুমি আমার বন্ধু!"—হ্যাঁ আমি এবং দু'বার বিশ্বাসঘাতক কারণ আমার আর আগাথার মধ্যে যে গোপন আঁতাত সেটা তোমায় জানিয়ে দিলাম। আমার সেটা খারাপ লাগছে তা হলো তুমি যা করেছো তার কোনো প্রতিদান তুমি পেলে না।"

(এখানে জাক হেসে শিস দিতে লাগল)

আসলে মদের মধ্যেই সত্য…। পাঠক, আপনি কি বলছেন তা আপনি জানেন না; আপনার বোকামী, নিজেকে চালাক ভাবাতে বাধ্য করছে। মদের মধ্যে এত কম সত্য, বরং আপ্তবাক্যটার উল্টো—মদের মধ্যে মিথ্যা। একটা বাজে কথা বলে ফেললাম তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

মনিব: আস্তে আস্তে আমার রাগ পড়ে গেল। আমি শাভালিয়েকে জড়িয়ে ধরলাম, সে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল; সে আমার দিকে তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছিলো।

জাক: সে এত লজ্জা পাচ্ছিলো যে আপনি দয়া করে তাকে সান্ত্বনা দিলেন? (জাক আবার শিস দিতে আরম্ভ করল)

মনিব: এই বদ্ধ আবহাওয়াটা কাটাবার জন্য, আমার মনে হলো, যে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করা। প্রত্যেকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির পরেই শাভালিয়ে মুগ্ধ গলায় বলছিলো; "তোমার মতো লোক হয় না, তোমার মতো লোক একমাত্র তুমিই, তুমি আমার চেয়ে কোটি গুণে ভালো। আমার সন্দেহ আছে যে তুমি যদি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে তাহলে তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারতাম কি না, তুমি এটা নিয়ে ঠাট্টা করছ, এর তুলনা নেই। এই নোংরামির ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমি কি করব? না, না এর ক্ষতিপূরণ হয় না। জীবনেও আমি আমার এই কুকাজ আর তোমার ক্ষমা ভুলতে পারব না, তোমার ক্ষমা আমার হৃদয়ে জন্মের মতো ছাপ দিয়ে দিলো। কাজটার কথা মনে করে নিজেকে ঘৃণা করব আর তোমার ক্ষমার কথা মনে করে তোমায় শ্রদ্ধা করব আর তোমায় আরও বেশী ভালোবাসব!

—বাদ দাও শাভালিয়ে ও নিয়ে বড্ড বকছ। তোমার স্বাস্থ্য-পান করা যাক, ঠিক আছে তোমার স্বাস্থ্য-পান যদি না করতে চাও তাহলে আমার স্বাস্থ্যই পান করা যাক…। আস্তে আস্তে শাভালিয়ে মুখ খুললো। তার বিশ্বাসঘাতকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলো নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে কদর্য বিশেষণগুলো ব্যবহার করে, মেয়েটি, তার মা, বাবা ও তার মামীকে নখে ছিঁড়ল যাতে বোঝা গেল যে পুরো পরিবার আমার নখের

যুগ্যি নয় কিন্তু তার যোগ্য। এসব তার মুখের কথা।

জাক : এই জন্যই আমি মেয়েদের উপদেশ দি যে তারা যেন মাতালদের সঙ্গে না শোয়। আপনার শাভালিয়েকে তার প্রেমিকার প্রতি অশ্রদ্ধার মতো তার বন্ধুকে ঠকাবার জন্য দোষী করব। হায় ভগা! গোড়াতেই সে সততা করতে পারত…আর আপনাকে বললেই…। কিন্তু যাই হোক আমার স্থির বিশ্বাস-সেও ব্যাটা মহা পাজী, খুব চালু রক্তচোষা। এটার শেষ কিভাবে হবে তা আমি বুঝতে পারছি না ; ভয় হয় যে আপনার কাছে সত্যি কথাটা বলে দিয়ে ব্যাটা আবার আপনাকে ঠকাবার তালে আছে। আপনি তাড়াতাড়ি এই সরাইখানা আর ঐ বাজে লোকটার থেকে দূরে পালান…

এখানে জাক তার চামড়ার মদের বোতলটা নিলো, সে ভুলে গেছিলো যে ওটাতে না মদ না পাঁচন, কোনোটাই ছিলো না। মনিব হাসতে আরম্ভ করল। জাক অন্তত পনেরো মিনিট ধরে কাশল। মনিব ঘড়ি আর নস্যির ডিবে বার করল ও তার গল্প চালিয়ে গেল, যাতে আমি বাগড়া দিলাম ; এই বাগড়াটা দিলাম শুধুমাত্র জাককে ক্ষেপাবার জন্য, কারণ সে ভেবেছিলো যে ওপরে লেখা আছে যে তার মনিব বাগড়া-বিহীন ভাবে গল্পটা চালিয়ে যেতে পারবে।

মনিব : আমি শাভালিয়েকে বললাম ; "তুমি যা বললে, তাতে আমি আশা করতে পারি যে তুমি ওর সঙ্গে আর দেখা করবে না।"

—আবার দেখা করা…। কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই ভালো হবে না। একজন ভদ্রলোকের কামনা ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে আর একজন ভদ্রলোককে ঠকানো হয়েছে। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি এখনও সচেতন ; দুই বন্ধুকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে একজনকে অপরের ঘৃণার পাত্র করা ; হয়ত বা এক জনকে অন্য জনকে খুন করানোর পথে ঠেলে দেওয়া, এটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ ভেবে দেখো, যদি তুমি নিজে নিজেই আমার নোংরামীটা ধরতে পারতে তাহলে? তুমি ভীতু নও ; হয়ত বা তুমি আমায় মারবার কথা…

—আরে না অতদূরে যেতাম না। আর কেনই বা? কার জন্য? এ দোষটা সবাই করতে পারে। ও কি আমার বৌ? ও কি কখনও তা হবে? ও কি আমার মেয়ে? ও একটা মাগী …ছেড়ে দাও আরও একটু মাল খাও। আগাথা যুবতী, ফরসা, গায়ে মাংস আছে, বেশ গোলগাল ; ও হলো বেশ ভালো মাংসের ডেলা, তাই না? আর ওর চামড়াটা খুব নরম? মজাটা নিশ্চয়ই খুবই জমে আর আমার মনে হয় যে ওকে জড়িয়ে ধরে বন্ধুকে প্রায় ভুলে যাবার মতো সুখ তুমি পেয়েছো।

—এটা ঠিকই যে লাবণ্য আর সঙ্গসুখ যদি পাপস্খালনের কারণ হয় তাহলে দুনিয়ায় আমার চেয়ে কম পাপ কেউ করতে পারবে না।

—ঠিক আছে শাভালিয়ে ; আমার ক্ষমা ফিরিয়ে নিয়ে তোমার বিশ্বাসঘাতকতাকে ভুলে যাবার জন্য একটা শর্ত আরোপ করতে চাই।

—বলো বন্ধু, আদেশ করো, জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে, গলায় দড়ি দিতে হবে, জলে ডুবে মরতে হবে না এই ছুরিটা বুকে বিঁধিয়ে দিতে হবে?…

মুহূর্তের মধ্যে শাভালিয়ে টেবিল থেকে একটা ছুরি তুলে নিলো ; তার চোখের ভাব পাল্টে গেল, জামার বোতাম খুলে ডান হাতে ছুরিটা নিয়ে সেটা বুকের বাঁ দিকে, ঠিক হৃদয়ের ওপর নিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে আমি অনুমতি দিলেই ও ছুরিটা বুকে বিঁধিয়ে দেবে।

—আমিও কথা বলছি না, ছুরিটা রেখে দাও।

—এটাই আমার প্রাপ্য, তুমি শুধু হ্ঁয় বলো।

—ঐ অলক্ষুণে ছুরিটা রেখে দাও, তোমার লঘু পাপে আমি গুরু দণ্ড দিতে চাই না।

…ছুরিটা শাভালিয়ে কিন্তু সরায় নি ; আমি ওর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে, তার গেলাস ভরে দিয়ে বললাম, "আগে গলা ভেজাও তারপর ক্ষমা পাবার শর্তটা জানতে পারবে। আগাথা তাহলে খাসা মাল, খুব সুখ দেয় ?"

—হুঁ। তা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।

—আচ্ছা দাঁড়াও, একটা শ্যাম্পেনের বোতল আনানো যাক আর তারপর তুমি আগাথার সংগে একটা রাতের গল্প আমায় বলবে। দুষ্টু বিশ্বাসঘাতক, এটাই তোমার শাস্তি। শুরু করো : আমার কথা কি কানে যাচ্ছে না ?

—যাচ্ছে।

—শাস্তিটা কি কঠোর বলে মনে হচ্ছে ?

—না।

—ভাবছো ?

—ভাবছি।

—তোমায় কি বলতে বলেছি ?

—আগাথার সংগে একটা রাতের গল্প।

—ঠিক।

ইতিমধ্যে শাভালিয়ে চোখ দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপতে আরম্ভ করল আর নিজের মনে বলতে শুরু করল : "প্রায় একই বয়স, মাথায় প্রায় একই ; আলো থাকবে না, জানবে আমি তাই খেয়ালও করবে না…"

—কিন্তু শাভালিয়ে অত কি ভাবছো ? তোমার গেলাস ভর্তি তুমি শুরু করছ না। কি হলো ?

—ভাবছি। ভেবে ঠিক করে নিয়েছি ; প্রতিশোধ নেবো, আমরা প্রতিশোধ নেবোই। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা একটু নোংরা হবে ; কিন্তু তাও, ও তো একটা মাগী। তুমি ওর সংগে একটা রাতের গল্প শুনতে চেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, এটা কি বড্ডো বেশী ?

—না ; কিন্তু যদি গল্পের বদলে তুমি এক রাতের জন্য ওকে পাও ?

—তা আরও ভালো। (জাক শিস দিতে শুরু করল।)

—মুহূর্তের মধ্যে শাভালিয়ে পকেট থেকে দুটো চাবি বার করল, একটা ছোট অন্যটা বড়। আমায় বলল, "ছোটটা বাড়িতে ঢোকবার চাবি আর বড়োটা হলো আগাথার কাপড় ছাড়বার ঘরের ; এই নাও এ দুটো তোমার কাজে লাগাও। গত ছ' মাস ধরে এ দুটো

আমি ব্যবহার করছি। তুমি ভালো করেই জানো যে তার ঘরের জানালা দুটো রাস্তা থেকে দেখা যায়। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ আমি রাস্তায় পায়চারী করি। জানালার বাইরে একটা চিনে মাটির বাটি হলো চিহ্ন; ওটা দেখতে পেলেই আমি দরজা খুলে ঢুকি; দরজাটা আস্তে বন্ধ করে পা টিপে টিপে দোতলায় উঠি, ডানদিকের দালানটায় যাই; বাঁদিকের প্রথম দরজাটা হলো ওর ঘর; তা তো তুমি জানোই। এই বড়ো চাবিটা দিয়ে দরজাটা খুলে ডানদিকে কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকি, সেখানে একটা ছোট বাতি জ্বলে ঐ বাতির আলোয় আমি জামা কাপড় ছাড়ি। আগাথা ঘরের দরজাটা খুলে রাখে, আমি ওকে বিছানায় পাই। বুঝলে?

—হ্যাঁ।

—তারপর, গল্প করার চেয়ে আরও ভালো কিছু করবার থাকে।

—ঝামেলা হলে আমি কাপড় ছাড়বার ঘরে লুকোতে পারি তবে কখনও ঝামেলা হয় নি। সাধারণত ভোর চারটে নাগাদ আমরা আলাদা হই। যখন বিশ্রাম বা সুখ যথেষ্ট হয় তখন একসঙ্গে আমরা খাট থেকে নামি, ও নিচে যায়, আমি কাপড় ছাড়বার ঘরেই থাকি, জামাকাপড় পরি, কিছু পড়ি, বিশ্রাম করি, যখন সময় হয় তখন চুপি চুপি নিচে নামি। তারপর ভান করি যেন আমি এক্ষুণি এলাম।

—আজ রাতে ও তোমার জন্য অপেক্ষা করবে?

—প্রতি রাতেই করে।

—তুমি তোমার জায়গায় আমায় যেতে দেবে?

—সর্বান্তঃকরণে, রাতে পাওয়া বা গল্প শোনা, যেটা চাও কোনোটাতেই আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমার যা ইচ্ছা, তা হলো···

—শেষ করো তোমার জন্য খুব কম কাজই আমি করতে নারাজ হবো।

—তা হলো সকাল পর্যন্ত তুমি ওর সঙ্গে থাকবে; আর আমি এসে তোমাদের ধরব।

—না না, শাভালিয়ে! ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ হবে।

—অত্যন্ত খারাপ? যতটা মনে করছ ততটা নয়। আগে, কাপড় ছাড়বার ঘরে আমি কাপড় ছাড়ব।

—বাঃ শাভালিয়ে, তুমি মহা খচ্চর। তা হয় না; আমায় চাবি দিলে তুমি আর তা ফেরৎ পাচ্ছ না।

—দূর, তুমি কি বোকা!

—মনে হয় না যে খুব বেশী!

—কিন্তু দুজনে একসঙ্গে ঢুকলে কেমন হয়? তুমি আগাথার কাছে যাবে; আর যতক্ষণ না তুমি ইশারা করছ ততক্ষণ আমি কাপড় ছাড়বার ঘরে থাকব; ইশারাটা আগে থাকতেই ঠিক করা থাকবে।

—ব্যাপারটা খুবই মজার হয়, এত মজার যে হয়ত রাজিও হয়ে যেতে পারি। কিন্তু শাভালিয়ে, আমার মনে হয় যে ওটা পরের একটা রাতে করা যেতে পারে।

—বুঝেছি, তোমার মতলব হলো একবারের বেশী প্রতিশোধটা নেওয়া।

—তুমি যদি রাজি···

—ঠিক আছে।

জাক : যা ভেবেছিলাম তা আপনার শাভালিয়ে উল্টে দিলো। ভেবেছিলাম...

মনিব : তুই ভেবেছিলি ?

জাক : না কর্তা বলুন।

মনিব : আমরা মদ খেলাম, সেই রাত আর ভবিষ্যতে যখন আগাথা আমার আর শাভা-লিয়ের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করবে সেই রাত নিয়ে হাজার কল্পনা করে হাসাহাসি করলাম। সে বিছানার সুখ সম্পর্কে কতকগুলো উপদেশ দিলো যেগুলোর অনুসরণ করা তখন সহজ না হলেও অনেক রাতের অভিজ্ঞতায় আজ বুঝি যে সেগুলো সত্যিই উপাদেয়। তারপর যে আগাথার শয্যা-পটুতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলল। মদের আর কামের নেশা নিয়ে একটা অত্যন্ত উপাদেয় বক্তৃতা শাভালিয়ে যোগ করল। ইতিমধ্যে প্রতিশোধ নেবার সময় এসে গেলো। শাভালিয়ে, এই প্রথম বার, সরাইখানার বিল মেটালো। মাতাল অবস্থায় গাড়িতে উঠলাম, আমাদের চাকরেরা আর গাড়োয়ান আমাদের চেয়ে বেশী মাতাল হয়ে গিয়েছিলো।

পাঠক, এখন গাড়োয়ান, চাকরদের, গাড়িটা, ঘোড়াটাকে আর মনিবদের একটা খানায় ফেলা থেকে আমায় কে রুখতে পারে ? আচ্ছা, খানায় পড়লে যদি আপনাদের ভয় করে, তাহলে শহরে এলে আরেকটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাতেই বা আমায় ঠেকায় কে ? অন্য গাড়িটাতেও মাতাল থাকবে, গালাগাল থেকে শুরু হবে তারপর হাতাহাতি তারপর খুনোখুনি। যদি এসব আপনাদের ভালো না লাগে তাহলে অন্য গাড়িটায় মাতালদের বদলে আগাথা আর তার এক মাসিকে বসাতেই বা আমায় ঠেকায় কে ? কিন্তু এসব কিছুই হয় নি। জাকের মনিব আর শাভালিয়ে পারীতে পেঁছিল। জাকের মনিব ও শাভালিয়ে পোশাক বদলা-বদলী করল। রাত বারোটা, ওরা আগাথার জানালার নীচে ; আলো নিবলো, চীনে মাটির বাটিটা যথাস্থানে। তারা আরও একবার পায়চারী করল, শাভালিয়ে তার বন্ধুকে শেষ বক্তৃতা দিলো। তারা বাড়ির দরজায় গেলো, শাভালিয়ে দরজা খুলে জাকের মনিবকে ঢোকালো, তাকে আগাথার ঘরের চাবিটা দিলো, তারপর বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে বাড়িতে ঢোকবার চাবিটা পকেটে নিয়ে চলে গেলো। আমার কথা শেষ এবারে জাকের মনিবের মুখে বাকিটা শুনুন।

বাড়িটা আমার চেনা ছিলো। আমি পা টিপে টিপে উঠলাম, ঘরে ঢুকলাম, দরজাটা বন্ধ করলাম, কাপড় ছাড়বার ঘরে গেলাম সেখানে বাতিটা জ্বলছিলো, আগাথার শোবার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিলো, ঢুকলাম, জানালার কাছে গেলাম, আগাথা নেই, খাটের পর্দাটা সরালাম, তক্ষুণি দুটো হাত আমায় জড়িয়ে ধরে টেনে নিলো ; আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম, আদরের চোটে পাগল হয়ে গেলাম তার প্রত্যুত্তর দিলাম। এখন পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে সুখী, তখনো আমি সুখসাগরে মগ্ন যখন...

এই সময়ে জাকের মনিব লক্ষ্য করল যে জাক ঘুমিয়ে পড়েছে বা ঘুমোনোর ভান করছে। মনিব বলল, "হতভাগা তুই ঘুমোচ্ছিস, আমার গল্পের সবচেয়ে ভালো জায়গায় তুই ঘুমোচ্ছিস।..." জাক মনিবের কথা শুনতে পেলো।—"তুই উঠবি ?"

—মনে হয় না।

—কেন ?

—উঠলেই আমার গলার ব্যথা জেগে উঠবে, আমার মনে হয় যে দুজনেই বিশ্রাম করলে ভালো হয়···জাক তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলো।

—অমন করে ঘুমোলে তোর ঘাড় ভেঙে যাবে।

—যদি তা ওপরে লেখা থাকে। আপনি কি আগাথাকে জড়িয়ে নেই ?

—হ্যাঁ, জড়িয়ে আছি।

—তাতে আপনার ভালো লাগছে না ?

—খুবই ভালো লাগছে।

—তাহলে তাই থাকুন।

—থাকব ? বলতে লজ্জা করছে না ?

—অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দন্সঁর মুখের তাপ্পির গল্পটা না শুনি।

মনিব : তুই শালা প্রতিশোধ নিচ্ছিস।

জাক : এটা কি বলেন কর্তা, আমার প্রেমের গল্পটা আপনি বারবার প্রশ্ন করে ব্যাহত করেছেন আমি তাতে একবারও প্রতিবাদ করি নি। অথচ আমি যদি একবার মাত্র দন্সঁর মুখের তাপ্পিটার জন্য আপনাকে অনুরোধ করে আপনার প্রেমের গল্পতে একটু বাগড়া দি তাতেই আপনি চটে যাচ্ছেন। ঐ মহাশয় দন্সঁ, যাঁর কাছে আমি এত ভাবে ঋণী, যিনি ঐ ব্যাটা বদ্যির বাড়ি থেকে ঠিক সময়ে আমায় বার করে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলেন যখন আমি অসুস্থ, হাতে একটাও পয়সা নেই কোথাও যাবার জায়গা নেই ; তাঁরই বাড়িতে দনিসের সঙ্গে আমার দেখা, যার সঙ্গে দেখা না হলে প্রেমের ব্যাপারে আমি একটা কথাও বলতাম না, এমন যে মহাশয় দন্সঁ, তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতুহলটা কি দোষের ? কর্তা দন্সঁর তাপ্পির কারণটা বলুন ; আপনার ইচ্ছেমতো ওটাকে কেটে ছেঁটেই বলুন ; তাতে আমার এই ঘুম পাওয়াটা, যার জন্য আমি দায়ী নয় ; সেটা কেটে যাবে আর আপনি আমার মনোযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন।

মনিব (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) : দন্সঁর বাড়ির কাছে একজন রূপসী মহিলা বাস করতেন। গত শতকের রাজসভার মহিলাদের অনেকগুলি গুণ তাঁর ছিলো। বিচারে জ্ঞানী, চরিত্রে উচ্ছৃংখল, প্রতিদিনই আগের দিনের কথা ভেবে নিজের ওপর অখুশী, সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন ভোগ এবং তার জন্য অনুতাপ করে তবুও সুনীতি তাঁর ভোগস্পৃহাকে দমন করতে পারে নি। তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ; তিনি বলতেন যে অবশেষে তিনি তাঁর শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর স্বামীর একমাত্র দোষ ছিলো প্রশ্রয় দেওয়া ; স্বামীর জীবৎকালে তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন ; ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর অনেক দিন যাবৎ তিনি তাঁর জন্য দুঃখ করতেন। মহিলার স্বামী বলতেন যে তাঁকে প্রেম করতে না দেওয়াটা হলো, জোর করে তাঁর নিজের মদ খাওয়া বন্ধ

করার মতোই বোকামি। তাঁর স্বামী তাঁর সুরুচির জন্য, তাঁর বিভিন্ন হৃদয় জয়কে ক্ষমা করতেন। তিনি কখনই বোকা বা পাজী লোককে প্রশ্রয় দিতেন না; তাঁর অনুগ্রহ সর্বদাই ছিলো প্রতিভা বা সততার পুরস্কার। কেউ যদি কারো সম্পর্কে বলতো যে তিনি ঐ মহিলার প্রেমিক ছিলেন তার মানে দাঁড়াতো যে ভদ্রলোক গুণবান। মহিলা জানতেন যে তিনি চঞ্চলা তাই কখনই কাউকে প্রতিশ্রুতি দিতেন না যে তিনি সর্বদাই অনুরক্ত থাকবেন। তিনি বলতেন, "জীবনে একবারই আমি মিথ্যা অঙ্গীকার করেছি তা হলো বিয়ের সময়।" "তাঁর প্রেমিকের বা তাঁর প্রেম যখন উবে যেতো তখনও তাঁরা বন্ধু থাকতেন। ব্যবহারিক জীবনে এমন সততার দৃষ্টান্ত বড়ো একটা নজরে পড়ে না। তাঁকে কেউই সতী বলতে পারতো না; কিন্তু সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হতো যে এমন সৎ মানুষ সত্যিই বিরল। তাঁর অঞ্চলের বিশপ তাঁকে কখনোই গীর্জায় দেখতে পেতো না কিন্তু দেখতো যে তিনি গরীবদের জন্য মুক্তহস্ত। ধর্ম ও আইন সম্পর্কে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন যে যাদের পায়ে জোর নেই তাদের হাত থেকে ঐ দুটো লাঠি কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। যে সব স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীর সংগে মহিলার মেলামেশা ভালো চোখে দেখতেন না তাঁরাই আবার চাইতেন যে ছেলেপুলেদের সংগে যেনো তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

জাক : (মনে মনে বলল, এই বর্ণনার খেশারত দিতে হবে): আপনি মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন?

মনিব : নিশ্চয়ই পড়তাম যদি না দন্দ' ও'র প্রেমে পড়ত।

জাক : আচ্ছা কর্তা ও'র প্রেম আর ঐ তাপ্পিটা কি এতই জড়িত যে একটাকে অন্যটার থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

মনিব : আলাদা করা যায়; তাপ্পিটা হলো ওর প্রেমের পুরো গল্পটার মধ্যে একটা ঘটনা মাত্র।

জাক : অনেক ঘটনা আছে নাকি?

মনিব : অনেক।

জাক : আপনি ঐ মহিলার বর্ণনার মতো প্রত্যেক ঘটনারই যদি বর্ণনা দেন তাহলে প'তকোতের আগে গল্পটার শেষ হবে না তার মানে আপনার আর আমার প্রেমের গল্পের ইতি।

মনিব : আমায় এ গল্পে আনলি কেন?...দন্দ'র বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখিস নি?

জাক : বজ্জাত, গোঁয়ার, উদ্ধত আর প্যাটকা? হ্যাঁ দেখেছি।

মনিব : ও হলো, দন্দ' আর ঐ মহিলার অবৈধ সন্তান।

জাক : ছেলেটা দুঃখ দেবে। একমাত্র সন্তান হওয়া খারাপ হবার খুবই ভালো কারণ ও জানে যে ও বড়লোক হবে, খারাপ হবার আরেকটা ভালো কারণ।

মনিব : প্যাটকা বলে ওকে কিছুই শেখানো হয় না; ওকে কেউ বিরক্ত করে না, কিচ্ছুটি কেউ বলে না, খারাপ হবার তৃতীয় ভালো কারণ।

জাক : একদিন রাতে ঐ ক্ষুদে বাঁদরটা উৎকট চীৎকার আরম্ভ করল। সারা বাড়ি উঠে পড়ল ; সবাই দৌড়ল। সে চায় যে বাবা উঠুক।

—তোমার বাবা ঘুমোচ্ছেন।

—না তা হবে না, বাবাকে তোলো, হ্যাঁ তুলতেই হবে।

—তাঁর অসুখ করেছে।

—না তা হবে না, বাবাকে উঠতেই হবে, হ্যাঁ উঠতেই হবে।

দুগ্লাঁকে জাগানো হলো ; তিনি ড্রেসিং গাউনটা কাঁধে ফেলে এলেন।

—এই তো আমি কি চাই বাবা ?

—সবাইকে ডাকো!

—কাকে ?

—এখানে যারা আছে, সব্বাইকে।

সবাইকে ডাকা হলো ; বাড়িতে যারা ছিলো সবাই এলো, অসুস্থ হাঁটু নিয়ে আমি, জান দেনিস সবাই, শুধু একজন বুড়ী দাই বাদে, তাকে পেন্সন দিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা কুঁড়েতে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো। ছোঁড়া চায় যে তাকেও আননো হোক।

—কিন্তু সোনা, এখন রাত বারোটা।

—তা হবে না, তাকে আসতে হবে।

—সে বুড়ী মানুষ হাঁটতে পারে না।

—তা হবে না, তাকে আসতেই হবে।

—বুড়ী দাইকে আসতেই হলো ; ওকে গাড়ি করে আনানো হলো নয়ত পথে বুড়ী পড়ে মরত। আমরা সবাই যখন জড়ো হলাম তখন বাবুর হুকুম হলো যে তাঁকে জামা কাপড় পরানো হোক। তাই করা হলো। তিনি চাইলেন সে বসবার ঘরে সবাই চলুক এবং তিনি বাবার শোফায় বসবেন। তাই হলো। তাঁর হুকুমে আমরা সবাই হাত ধরা-ধরি করলাম। তিনি আমাদের বললেন তাঁকে ঘিরে নাচতে। এর পরেরটা হলো আরও অস্বাভাবিক···

মনিব : আমার ওপর দয়া করে তোর বর্ণনায় খ্যামা দিবি ?

জাক : না কর্তা, বাকিটা শুনতেই হবে···বাবুর ধারণা সে ওঁর তৈরী চার মাইল লম্বা ঐ ছোঁড়ার মায়ের চরিত্র বর্ণনার জন্য বাবু কোনো সাজা পাবেন না···

মনিব : জাক, আমি তোমায় প্রশ্রয় দিচ্ছি।

জাক : কি আর করা যাবে।

মনিব : জাক মহিলার লম্বা ও ক্লান্তিকর চরিত্র বর্ণনায় তোমার রাগ হয়েছে ; আমার মনে হয় যে তাঁর ছেলের বাঁদরামীর লম্বা ও ক্লান্তিকর গল্প বলে তুমি তার শোধ নিয়েছ।

জাক : বেশ তাহলে ঐ ছোঁড়ার বাপের গল্পটা আবার ধরুন কিন্তু চরিত্র বর্ণনা চলবে না, চরিত্র বর্ণনা আমার অসহ্য লাগে।

মনিব : চরিত্র বর্ণনায় এত বিরূপ কেন ?

জাক : কারণ যদি হঠাৎ আসল লোকটির সঙ্গে দেখা হয় তাহলে দেখা যায় যে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে এতই অমিল যে লোকটিকে চেনাই যায় না। আমার ঘটনাগুলো

বলুন, আমি বুঝে নেবো লোকটি কেমন। একটা লোকের সম্পর্কে সারা শহরে যা বলা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী তার একটা কথা বা ভঙ্গিতে তাকে চেনা যায়।

মনিব : একদিন দুন্দ...

জাক : আপনি যখন থাকেন না তখন মাঝে মাঝে আমি আপনার লাইব্রেরীতে ঢুকে সাধারণত একটা ইতিহাসের বই নি।

মনিব : একদিন দুন্দ...

জাক : আমি সমস্ত বর্ণনাগুলি পড়ি।

মনিব : একদিন দুন্দ...

জাক : কর্তা ক্ষমা করবেন, মেশিনে দম দেওয়া হয়েছিলো, তা ফুরোতে হবে।

মনিব : ফুরিয়েছে ?

জাক : আজ্ঞে।

মনিব : একদিন দুন্দ ঐ মহিলা আর আশপাশের কিছু ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সুন্দরীর হৃদয়ে দুন্দর রাজত্বের দিন তখন শেষের দিকে ; তাঁর সমাজের আর একজনের দিকে সুন্দরী চলতে শুরু করেছেন। টেবিলে দুন্দ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলার উল্টো দিকে পাশাপাশি বসেছিলো। গল্পগুজব জমাবার জন্য দুন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো, সুন্দরীকে মধুর বচনে সম্বোধন করছিলো ; কিন্তু সুন্দরী অন্যমনস্ক, কিছুই শুনছিলেন না, দুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। দুন্দর হাতের কাছে একটা কাঁচা ডিম ছিলো, ঈর্ষা চাপবার জন্য সে সেটাকে হাতে নিয়ে তাতে চাপ দিতে শুরু করল, ডিমটা ফেটে হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পাশে বসা প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে গিয়ে লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বী হাতের একটা ভঙ্গি করল। দুন্দ তার হাতটা ধরে তার কানে কানে বলল, "মহাশয় আমার গালে ওটা পড়েছে বলেই আমি ধরছি..." গভীর নিস্তব্ধতা, সুন্দরীর শরীর খারাপ লাগতে লাগল। ভোজ শেষ হতে দেরী হলো না। খাওয়া শেষ হবার পর সুন্দরী দুন্দ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আড়ালে ডেকে মিটমাট করাবার জন্য একজন মহিলা যা যা করতে পারেন তার সব কিছুই করলেন ; হাত জোড় করলেন, কাঁদলেন, অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কোনোও লাভই হলো না ; দুন্দর হাত ধরলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে জলভরা চোখে তাকালেন। উভয়কে প্রশ্ন করলেন ; "তুমি আমায় ভালোবাসো..." তারপর দুজনকে বললেন ; "অথচ তোমরা আমার সর্বনাশ করতে চাও, সারা অঞ্চলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত করতে চাও ! তোমাদের মধ্যে যেই যাকে মারুক, সে কিন্তু জীবনেও আমার বন্ধু বা প্রেমিক হতে পারবে না ; তার প্রতি আমার আমরণ ঘৃণা থাকবে...।" তারপর তাঁর হাত পা কাঁপতে লাগল, সেই অবস্থায় তিনি বলতে লাগলেন, "নির্মম, তোমরা আমার বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দাও ; মরণ কালেও যদি তোমাদের আলিঙ্গনবদ্ধ দেখি তাহলে আমি সানন্দে মৃত্যুবরণ করব...।" দুন্দ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী অবিচল রইল ও তাঁর

শুশ্রূষা করল, তাদের চোখ দিয়ে দু'এক ফোঁটা জলও পড়ল। সবাই মিলে তাদের আলাদা করল। অর্ধমৃত সুন্দরীকে তাঁর বাড়ি পৌঁছানো হলো।

জাক : এই দেখুন! কর্তা, এই মহিলার চরিত্র বর্ণনার কি দরকার ছিলো? আপনি যে ঘটনাটা বললেন তাতেই কি আমি তাঁর চরিত্রটা বুঝতে পারতাম না?

মনিব : পরের দিন দুল্ল সুন্দরী অসতীর বাড়ি গেলেন; সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেলেন। তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আশ্চর্যের বস্তুটা হলো দুল্ল'র ডান গালে একটা কালো কাপড়ের তাপ্পি।

—"ওটা কি" বিধবা প্রশ্ন করলেন।

দুল্ল : কিছু না।

প্রতিদ্বন্দ্বী : একটু ফুলেছে?

দুল্ল : সেরে যাবে।

কিছুক্ষণ গল্পগাছা করবার পর দুল্ল উঠলো; যাবার পথে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইশারা করল। প্রতিদ্বন্দ্বী সেটা ভালো করেই বুঝলো। সেও বেরিয়ে পড়ল, তারা রাস্তার দু'দিক দিয়ে হেঁটে গিয়ে সুন্দরীর বাগানের পেছনে দেখা করল; অসিযুদ্ধ করল এবং দুল্ল'র প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুতর, কিন্তু মরবার মতো নয় এমনি ভাবে আহত হয়ে শুয়ে রইল। তাকে যখন তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন দুল্ল মহিলার বাড়ি ফিরে এসে বসল, গত রাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করল। মহিলা দুল্ল'কে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই হাস্যকর তাপ্পিটার মানে কি। সে উঠে আয়নায় দেখে বলল: "ঠিক, এটা বড্ডো বড়ো"। সে একটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে, তাপ্পিটা খুলে তার থেকে দু'তিন সুতো পরিমাণ ছেঁটে দিয়ে সেটা আবার যথাস্থানে লাগিয়ে সুন্দরীকে প্রশ্ন করল, "এখন কেমন লাগছে?"

—আগের চেয়ে দু'তিন সুতো কম হাস্যকর।

—ঠিক আছে যথেষ্ট।

প্রতিদ্বন্দ্বী সেরে উঠলো। দ্বিতীয় লড়াই হলো, এবারেও দুল্ল জিতলো: এমনি ভাবে পর পর পাঁচ ছ'বার, প্রতিবারই দুল্ল জিতলো। প্রত্যেক বার জেতার পর দুল্ল তার তাপ্পির থেকে একটু করে কেটে বাকিটা যথাস্থানে সেঁটে দিতো।

জাক : এর শেষ হলো কি ভাবে? আমায় যখন দুল্ল'র বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় তখন তো তার গালে কোনো কালো তাপ্পি দেখি নি।

মনিব : তারপর সুন্দরীর মৃত্যু হলো। বহুদিন ধরে দুঃখ তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যকে ভেঙে দিলো, তিনি মারা গেলেন।

জাক : আর দুল্ল?

মনিব : একদিন যখন আমরা একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম তখন দুল্ল'র কাছে একটা চিঠি এলো, সে সেটা পড়ে বলল; "ভদ্রলোক সত্যিই বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে আমার কোনো দুঃখই হচ্ছে না…" তারপর গাল থেকে বাকি তাপ্পিটা খুলে ফেলল। ইতিমধ্যে তাপ্পিটা একটা সাধারণ তিলের আকার ধারণ করেছিলো। এই হলো দুল্ল'র তাপ্পির গল্প। এখন কি আমি আশা করতে পারি যে পরিতৃপ্ত

হয়ে জাক আমার প্রেমের গল্পটা শুনবে বা আমি জাকের প্রেমের গল্প শুনবো ?

জাক : কোনোটাই হবে না।

মনিব : তার কারণ ?

জাক : কারণ বেশ গরম পড়েছে, আমি ক্লান্ত, জায়গাটা বেশ মনোরম, গাছের ছায়ায় ভালোই লাগবে, ফলে এই নদীর ধারে আমরা একটু ঠাণ্ডা হব।

মনিব : আমি রাজি ; কিন্তু তোর সর্দি ?

জাক : ওটা গরম লেগে হয়েছে বদ্যিরা বলে বিষে বিষক্ষয়।

মনিব : দেহের মতোই নীতিতেও এটা সত্যি। একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যে খুব কমই নীতি কথা আছে যার থেকে ডাক্তারেরা তাদের বাণী তৈরী করে না, আবার ডাক্তারী শাস্ত্রের বাণী থেকেও একই ভাবে ব্যবহারিক জীবনের বাণী তৈরী হয়।

জাক : এটা হতেই হবে।

তারা ঘোড়া থেকে নেমে দুজনেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল, জাক তার মনিবকে জিজ্ঞাসা করল : "আপনি ঘুমোবেন, না জেগে থাকবেন ? যদি আপনি জেগে থাকেন তাহলে আমি ঘুমোবো ; যদি আপনি ঘুমোন তাহলে আমি জেগে থাকব।"

তার মনিব বলল : ঘুমো, ঘুমিয়ে পড়।

—তার মানে আপনি জাগবেন ? এবার কিন্তু আমরা দুটো ঘোড়াই খোয়াতে পারি।

মনিব তার নস্যির ডিবে আর ঘড়ি বার করল ; জাক নিদ্রাদেবীর আরাধনায় চোখ বুজল, কিন্তু প্রতি মিনিটে একবার করে হাততালি দিতে শুরু করল। মনিব প্রশ্ন করল, "কি শুরু করলি ?"

জাক : এই শালা মশা। আমি জানতে চাই যে এই বাজে কীটগুলো কোন কাজে লাগে ?

মনিব : তুই জানিস না বলে ভাবছিস যে ওরা কোনো কাজেই লাগে না। প্রকৃতি অপ্রয়োজনীয় কিছুই সৃষ্টি করে নি।

জাক : বুঝেছি, যেহেতু ওরা আছে তাই ওদের থাকতেই হবে।

মনিব : যখন তোর দেহে বেশী রক্ত বা বাজে রক্ত থাকে তখন তুই কি করিস ? তুই ডাক্তার ডাকিস, সে তোর দেহ থেকে বাজে রক্ত বার করে দেয়। এই মশাগুলো হলো একদল ডানাওয়ালা ক্ষুদে ডাক্তার, ছোট ছোট ছুঁচ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে তোর রক্ত বার করে দেয়।

জাক : কিন্তু কারণ অকারণ জ্ঞান নেই। এখানে একজন যক্ষ্মা রুগীকে আনুন, দেখা যাক এই ক্ষুদে ডানাওয়ালা ডাক্তারেরা তাকে কামড়ায় কি না। ওরা কেবল নিজেদের কথাই ভাবে ; আর প্রকৃতির মধ্যে সবাই নিজের কথাই ভাবে। অন্যের কষ্ট হলো কি না বয়ে গেল নিজের ভালো লাগলেই হলো।

তারপর সে হাততালি দিতে লাগল আর বলতে থাকল। "শালা ডানাওয়ালা ডাক্তার !"

মনিব : তুই গারোর কথামালা পড়েছিস ?

জাক : হ্যাঁ।

মনিব : তোর কেমন লাগে ?

জাক : বাজে।

মনিব : বড়ো চট করে বলে দিলি।

জাক : চট করেই প্রমাণ হয়। ওক গাছে ছোট ফল না হয়ে যদি কুমড়ো ফলত তাহলে ঐ বোকা গারো কি ওক গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়তে পারত ? আর যদি সে ওক গাছের নীচে ঘুমিয়ে না পড়ত তাহলে তার নাক সারাবার জন্য তার ওপর কুমড়ো বা ছোট ফল কি করে পড়ত ? ওটা আপনার বাচ্চাদের পড়তে দিন।

মনিব : তোরই নামওয়ালা এক ফিলোজফ কিন্তু তা বলে না।

জাক : যার যা মত। জ° জাক তো জাক নয়।

মনিব : আর জাক জাহান্নমে যাবে।

জাক : ঐ বড়ো বাণ্ডিলটার শেষ লাইনের শেষ কথাটায় পৌঁছনোর আগে কে তা জোর করে বলতে পারে ?

মনিব : কি ভাবছিস ?

জাক : এতক্ষণ যে আপনি আমায় প্রশ্ন করছেন আর আমি উত্তর দিচ্ছি তাই নিয়ে ভাবছি। আপনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশ্ন করছেন আর আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিচ্ছি।

মনিব : তারপর ?

জাক : তারপর ? আমরা আসলে জীবন্ত ও চিন্তাক্ষম যন্ত্র হয়ে উঠেছি।

মনিব : কিন্তু বর্তমানে তুই চাস কি ?

জাক ; ভেবে দেখুন। এই যন্ত্রটার মধ্যে একটা কিন্তু বেশী কাজ করছে।

মনিব : আর এই যন্ত্রটা…

জাক : আমি চাই যে আমায় শয়তানে ধরুক যদি আমি ভাবি যে এটা অকারণে হচ্ছে। আমার কাপ্তেন বলত, "একটা কারণ বসাও, কার্যটা আপনিই হবে, একটা দুর্বল কারণে একটা দুর্বল কার্য হবে ; ক্ষণিক কারণে ক্ষণিক কার্য ; পৌনঃপুনিক কারণে পৌনঃপুনিক কার্য ; বাধাপ্রাপ্ত কারণে ধীরগতির কার্য ; কারণ বন্ধ হলে কার্যও বন্ধ।"

মনিব : কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি অনুভব করি যে আমি স্বাধীন, যেমন আমি অনুভব করি যে আমি ভাবছি।

জাক : আমার কাপ্তেন বলল, "বর্তমানে আপনি তো কিছু চান না, কিন্তু আপনি কি আপনার ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন ?"

মনিব : ইচ্ছে হলে ঝাঁপ দেবো।

জাক : স্বচ্ছন্দে, নির্দ্বিধায়, বিনা চেষ্টায় যেমন ভাবে আপনি সরাইখানার সামনে নামেন ?

মনিব : না ঠিক সেই ভাবে নয়, কিন্তু তাতে কি এলো গেল, ইচ্ছা হলে ঝাঁপ দেবো, এইটা প্রমাণ করবার জন্য যে আমি স্বাধীন।

জাক : আমার কাপ্তেন হলে উত্তর দিতো : "কি। আপনি বুঝতে পারছেন না যে আমার সঙ্গে তর্ক না হলে আপনার নিজের ঘাড় ভাঙবার কথাটা কি মাথায়

আসত ? ফলত আমি আপনাকে ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দেওয়াচ্ছি। অর্থাৎ আপনার ঝাঁপ দেওয়াটা প্রমাণ করে না যে আপনি স্বাধীন তা প্রমাণ করে যে আপনি পাগল।" আমার কাপ্তেন বলত যে অকারণ স্বাধীনতায় আনন্দ পাওয়া হলো পাগলের লক্ষণ।

মনিব : এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া বড্ডোই শক্ত, তোর কাপ্তেন আর তুই যাই বলিস না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে আমি স্বাধীন।

জাক : আপনি যদি চিরকালই আপনার ইচ্ছার কর্তা হতেন তাহলে বর্তমানে কি আপনি একজন কুচ্ছিৎ মেয়েকে রমণ করতে ইচ্ছা করতেন ? আর আগাথার প্রতি কি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসক্ত থাকেন নি ? কর্তা জীবনের চারের তিন ভাগ সময়ই লোকে নিজে কিছু করতে চায় কিন্তু করে না।

মনিব : তা সত্যি।

জাক : আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে।

মনিব : তুই কি এটা প্রমাণ করবি ?

জাক : আপনি যদি রাজি থাকেন।

মনিব : আমি রাজি।

জাক : এক সময় হবে, এখন অন্য কথা বলা যাক···

এই সব ফালতু কথা ও একই ধরনের অনেক কথা বলে তারা চুপ করল, আর জাক তার বিরাট টুপিটা উঁচু করল। টুপিটা রোদে ও জলে ছাতার মতো সর্বদাই সেই জায়গাটায় থাকে যেটা হলো একটা অন্ধকার মন্দির যার নীচে দুনিয়ার একটা সবচেয়ে ভালো মস্তিষ্কটা থাকে এবং তা দুঃসময়ে নিয়তিকে প্রশ্ন করে। ···এই টুপিটার ধারটা তোলা থাকলে জাক লোকের বুক বরাবর দেখতে পেতো ; নামানো থাকলে সে দশ হাত দূরেও দেখতে পেতো না। তার ফলে জাকের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো নাকটা আকাশের দিকে তুলে চলা ; এই টুপি সম্পর্কে ওভিডের কথা ধার করে বলা যেতে পারে : "ভগবান মানুষকে আকাশের দিকে তোলা মুখ দিয়ে তাকে তিনি বললেন যে সে যেন আকাশের জ্যোতিষ্কদের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে।

(ওভিড, মেটামরফোস, প্রথম পর্ব ৮৫ পংক্তি)।

যাই হোক জাক তার বিরাট টুপিটা তুলে দূরে তাকিয়ে দেখল যে একটা চাষা লাঙলে জোতা দুটো ঘোড়ার মধ্যে একটাকে পেটাচ্ছে কিন্তু কোনো লাভই হচ্ছে না। জোয়ান, তেজী ঘোড়াটা ক্ষেতে শুয়ে পড়েছে আর চাষা লাগাম ধরে টেনে, হাত জোড় করে, আদর করে, গালাগাল দিয়ে, চেঁচিয়ে, চাবুক মেরে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঘোড়া অবিচল হয়ে শুয়ে আছে।

জাক কিছুক্ষণ দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করে মনিবকে বলল, "ব্যাপারটা বলুন তো কি ?"

মনিব : যা দেখছি তা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

জাক : কিছুই বুঝছেন না ?

মনিব : না। তুই কি বুঝলি ?

জাক : আমি বুঝছি যে এই বুদ্ধু, অহঙ্কারি, কুঁড়ে জানোয়ারটা শহরের বাসিন্দা যে

একক‌ালে চড়ার ঘোড়া হওয়ার গর্বে লাঙ্গলকে ঘেন্না করে ; এক কথায় বলতে হলে ঐ ঘোড়াটা হলো জাক আর তার মতো হাজার বজ্জাত যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চাকরের কাজ করতে এসেছে ; এরা রাস্তায় ভিক্ষা করে খাবে বা না খেয়ে মরবে তবুও গ্রামে ফিরে চাষের কাজ করবে না যেটা অনেক বেশী কাজের ও সম্মানের কাজ।

মনিব হাসতে শুরু করল আর জাক ঐ চাষাটাকে উদ্দেশ্য করে নিজের মনেই বলতে লাগল, "হতভাগা ওটাকে যতই পেটাস কোনো লাভই হবে না। ও ব্যাটা শহুরে হয়ে গেছে ওকে সম্মানের কাজ ভালোবাসাতে তোর অনেকগুলো চাবুক ক্ষয়ে যাবে…" মনিব হেসেই চলল ; জাক কিছুটা দয়াপরবশ আর কিছুটা অধৈর্য হয়ে, উঠে চাষার দিকে এগোল ; খানিক দূর গিয়েই সে পেছন ফিরে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করল, "কর্তা এটা আপনার ঘোড়াটা, এটা আপনার ঘোড়া, আসুন, আসুন।"

ব্যাপারটা সত্যি, যেই ঘোড়াটা জাক ও তার মনিবকে চিনতে পারল, অমনি সে নিজেই উঠে দাঁড়ালো, মাথা নাড়ালো, শিষপা হলো, ডাক ছাড়ল আর অন্য ঘোড়াটার দিকে কোমল ভাবে মুখ বাড়ালো। জাক ক্ষেপে গিয়ে বলতে শুরু করল, "লক্ষ্মীছাড়া, বজ্জাত, কুঁড়ে, তোর পেছনে অন্তত কুড়িটা লাথি মারব না কেন, তা বলতে পারিস ?" তার মনিব কিন্তু ঘোড়াটাকে চুমু খেতে লাগল, পিঠে হাত বুলোতে লাগল, তার গায়ে আলতো চাপড় মারতে মারতে আনন্দে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলতে লাগল : "আমার ঘোড়া, আহা আমার ঘোড়া রে, তোকে তাহলে আবার ফিরে পেলাম।"

চাষা এসবের কিছু বুঝছিলো না। সে বলল, "মশায় বুঝছি ঘোড়াটা আপনার ছিলো ; আমি কিন্তু ওটাকে চুরি করি নি। গত মেলায় কিনেছি। আপনি যদি চান তাহলে ওটাকে আমি কেনা দামের তিনের দু'ভাগ দামে বেচতে রাজি আছি, ওটাকে কিনে আপনি আমার উপকার করবেন, ওটা কোনো কম্মের নয়। আস্তাবল থেকে বার করা বিড়ম্বনা, লাঙ্গলে জোতা আরও কষ্ট ; মাঠে পেঁছলেই ব্যাটা শুয়ে পড়ে, মার খেয়ে মরে যাবে তবুও একবার লাঙ্গল টানবে না বা পিঠে বস্তা নেবে না। মশায় দয়া করে এটাকে কিনবেন ? ব্যাটার চেহারা সুন্দর কিন্তু চড়নদার পিঠে নিয়ে ছোটা ছাড়া ওটা কোনো কাজে লাগে না, ওকে নিয়ে আমার কোনো লাভ নেই…।" তাকে বলা হলো ওদের দুটো ঘোড়ার মধ্যে যেটা পছন্দ সেটার সংগে ঐ ঘোড়াটা বদলা-বদলি করে নিতে। চাষা রাজি হলো ; পথিক দু'জন তাদের বিশ্রামস্থলে ফিরে তৃপ্ত হয়ে দেখল, যে ঘোড়াটা ওরা চাষাকে দিলো সেটা তার নতুন কাজ, ভালো মনেই করতে লাগল।

জাক : কর্তা ?

মনিব : হুঁ। নিঃসন্দেহে বলা যায় তুই প্রত্যাদিষ্ট ; এখন তা ভগবান না শয়তান ? আমি বলতে পারব না। তবে বন্ধু জাক, আমার ভয় হয় যে শয়তান তোমার দেহে বাসা বেঁধেছে।

জাক : কেন ? শয়তান কেন ?

মনিব : তুই অলৌকিক কাজ করিস আর তোর মতটা সন্দেহজনক।

জাক : মতের সংগে অলৌকিক কাজের সম্পর্কটা কোথায় ?

মনিব : বুঝলাম তুই তাসো পড়িস নি।

জাক : এই তাসো, যার লেখা আমি পড়ি নি, সে বলে কি ?

মনিব : সে বলে যে ভগবান আর শয়তান দু'জনেই অলৌকিক কাজ করে।

জাক : ভগবানের আর শয়তানের অলৌকিক কাজের মধ্যে তফাৎটা কি ?

মনিব : মত, মতটা যদি ভালো হয়, তা হলে অলৌকিকটা হলো ভগবানের কাজ আর মতটা যদি খারাপ হয় তাহলে অলৌকিকটা শয়তানের কাজ।

জাক : শিস দিতে শুরু করল তারপর বলল : আমি গরীব মুখ্যু মানুষ আমায় কে বলে দেবে যে অলৌকিক কাজের কর্তার মতটা ভালো বা মন্দ ? চলুন কর্তা ঘোড়ার ওপর চড়া যাক। আপনার ঘোড়াটা ভগবানের না বিলজেবুথের দয়ায় পাওয়া গেছে এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ ? তাতে কি ঘোড়াটা খারাপ হয়ে যাবে ?

মনিব : না, কিন্তু জাক, যদি তোর ওপর কেউ ভর করে থাকে……

জাক : তার ওষুধটা কি ?

মনিব : যতক্ষণ না পর্যন্ত ওঝা তোকে ঝাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোকে কেবলমাত্র পবিত্র জল খেতে হবে।

জাক : আমি কর্তা জল ! জাক, পবিত্র জল ! পবিত্র বা অপবিত্র এক ফোঁটা জল খাওয়ার বদলে হাজার শয়তান আমার মধ্যে বাসা বাঁধুক, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে আমার জলাতঙ্ক আছে ?

…ওঃ ! জলাতঙ্ক ? জাক বলেছে জলাতঙ্ক ?…না পাঠক না, আমি স্বীকার করছি যে কথাটা ওর নয়। কিন্তু এই কঠোর সমালোচনার উত্তরে আমি বলব যে আপনারা আমায় যে কোনো ট্রাজেডী বা কমেডীর একটা দৃশ্য দেখান যেখানে একটা সংলাপেও চরিত্রের মুখে লেখক তাঁর নিজের শব্দ ব্যবহার করেন নি। জাক বলেছিলো, "কর্তা আপনি কি খেয়াল করেন নি যে জল দেখলেই আমি ক্ষেপে যাই।" তা হলে ? অন্যভাবে বলে আমি কথাটাকে ছোট করেছি মাত্র—মিথ্যা কথা বলি নি।

তারা ঘোড়ায় চড়ল ; জাক তার মনিবকে বলল, "আপনার প্রেমের গল্পের আপনি সেইখানটায় ছিলেন, যেখানে আপনি আগাথার সঙ্গে দু'বার আনন্দ করে তৃতীয়বার সুখ পাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

মনিব : এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে গেল, ঘরে লোকে লোকারণ্য, আলো জ্বলে উঠল আর সবাই একই সঙ্গে কথা বলছে। পর্দাগুলো একটানে সরানো হলো আর আমি দেখলাম, আগাথার বাবা, মা, মাসী, তুতো ভাই-বোন আর একজন পুলিশ কমিশনার যে তাদের গম্ভীর ভাবে বলছে : "আপনারা চেঁচাবেন না ; হাতে নাতে ধরা হয়েছে ; ইনি ভদ্রলোক : ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার একটা পথই আছে ; ইনি নিজেই সেটা নেবেন কোর্টে যাবার দরকার হবে না"……

আগাথার বাবা আর মা আমাকে যাচ্ছেতাই করতে লাগল ; মাসী আর তুতো ভাই-বোনেরা আগাথাকে বেশ সুচিন্তিত বিশেষণে ভূষিত করতে লাগল, আগাথা লজ্জায় তার মুখ চাদর ঢেকে ফেলেছিলো। আমি হতবাক, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিলো না। পুলিশ

কমিশনার ব্যংগ মিশ্রিত স্বরে আমায় বললেন, "মশায়, আপনি খুব ভালো অবস্থায় আছেন, কিন্তু আমাদের ওপর দয়া করে উঠে একটু কষ্ট করে জামা কাপড় পরুন।" আমি তাই করলাম, কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে কাপড় ছাড়বার ঘরে শাভালিয়ের পোশাকের জায়গায় আমার পোশাক। একটা টেবিল আনা হলো, পুলিশ কমিশনার ডায়রী লিখল। ইতিমধ্যে সে মেয়েকে গলা টিপে না মারে তার জন্য আগাথার মাকে চারজন মিলে ধরে রেখেছিলো আর আগাথার বাপ তাকে বলছিলো: "বউ শান্ত হও, মেয়েকে খুন করে কোনো লাভই হবে না, যা হবার ছিলো হয়েছে। এখন দেখ না কিছু দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে…" অন্যেরা বিভিন্ন ভংগিতে তাদের লজ্জা অপমান ও রাগ প্রকাশ করছিলো, বাপ মাঝে মাঝেই তার বউকে বলছিলো; "মেয়ের চাল চলনের ওপর নজর না রাখলে কি হয় তা দেখ…" মা উত্তর দিচ্ছিলো, "এমন ভালোমানুষের মতো চেহারা, এমন ভদ্র ব্যবহার, কি করে বুঝবো যে ওর পেটে পেটে এত…।" অন্যেরা চুপ করে ছিলো। ডাইরী লেখা হলো, যেহেতু সবই সত্য তাই সই করলাম তারপর কমিশনারের সংগে নীচে নামলাম, সে অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমায় একটা গাড়িতে উঠতে বলল এবং আমায় ফরভেলকে নিয়ে গেল।

জাক : ফরভেলকে। মানে জেলে।

মনিব : জেলে; তারপর শুরু হলো লজ্জাস্কর বিচার। আগাথাকে বিয়ে করার কমে কিছুতেই হবে না; তার বাপ মা এ ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়। সকাল বেলা শাভালিয়ে জেলে হাজির হলো। সে সবই জানতো। আগাথা ভেঙে পড়েছে; তার বাপ-মা কোমর বেঁধে নেমেছে; আমাকে ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শাভালিয়েকে যা তা বলেছে; বলেছে যে ওদের অপমান ও ওদের মেয়ের পদস্খলনের জন্য ওই দায়ী; ওদের দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। ও আগাথার সংগে একান্তে দেখা করতে চাইলে অনেক কষ্টে অনুমতি পায়; আগাথা ওর চোখ উপড়ে নিতে চেয়েছিল; ওকে কুৎসিত বিশেষণে অভিষিক্ত করেছে; তার পর শান্ত ভাবে কথা বলে, আগাথা যা বলেছে তার উত্তর ও দিতে পারে নি; আগাথা বলেছে, "বাবা মা তোমার বন্ধুর সংগে আমায় ধরেছে, এখন কি আমি ওদের বলব যে তুমি ভেবে আমি ওঁর সংগে শুয়েছি?" তার উত্তরে শাভালিয়ে বলেছে, "কিন্তু সত্যি করে বলো, তুমি কি ভাবো যে আমার বন্ধু তোমায় বিয়ে করতে পারে?" …সে বলেছে, "না, তুমিই বজ্জাত, তুমিই নীচ, তোমারই সাজা হওয়া উচিৎ।"

আমি বললাম, কিন্তু শাভালিয়ে তুমি সহজেই আমাকে এর থেকে উদ্ধার করতে পারো।

—কি করে?

—কি করে? সত্যি কথাটা বলে দিয়ে।

—আগাথাকে আমি এটা বলার ভয় দেখিয়েছি বটে কিন্তু আমি তা করব না। এটা সত্যি যে এতে আমাদের কাজ হবে; কিন্তু এটাও সত্যি যে এতে আমাদের বদনামের অন্ত থাকবে না। তা ছাড়া তোমারও দোষ আছে।

—আমার দোষ?

—হ্যাঁ তোমার দোষ। আমি যা বলেছিলাম তাতে যদি তুমি রাজি হতে তাহলে আগাথা দু'জন লোকের সঙ্গে ধরা পড়ত, ওর মুখোশ খুলে যেতো। কিন্তু ও কথা ভেবে লাভ নেই, এখন যা ঘটেছে তার থেকে মুক্তি পেতে হবে।

—কিন্তু শাভালিয়ে, একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। তা হলো কাপড় ছাড়বার ঘরে তোমার পোশাকের জায়গায় আমার পোশাক কি করে এলো; অনেক ভেবেও আমি এর কিনারা পাচ্ছি না। এতে আগাথার ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে; আমার মনে হচ্ছে যে ও বুঝতে পেরেছিলো এবং আগাথা ও তার বাপ মার মধ্যে যোগসাজস ছিলো।

—মনে হয় ওরা তোমায় ঢুকতে দেখেছিলো; নিশ্চয়ই তাই, কারণ তুমি ওর ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমার কাছে এসে আমার জামাকাপড়গুলো ফেরৎ দিয়ে তোমারগুলো চেয়ে নিয়ে যায়।—সময়ে সবই প্রকাশ হবে···

আমার সেলে শাভালিয়ে আর আমি যখন একে অপরকে দোষ দিচ্ছি, ক্ষমা চাইছি, আড্ডা মারছি এবং পরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এমন সময় পুলিশ কমিশনার আমার সেলে ঢুকলো; তাকে দেখেই শাভালিয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর সে উঠে চলে গেল। কমিশনার লোকটি ভালো, পুলিশে দু'একজন ভালো লোকও আছে; বাড়িতে ডাইরিটা পড়তে পড়তে তার মনে পড়েছিলো যে আমার নামে একজন ইস্কুলে তার সহপাঠী ছিলো; তার মনে হলো যে আমি তার ইস্কুলের সহপাঠীর আত্মীয় বা এমন কি ছেলেও হতে পারি : এবং তা সত্যি। তাই সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলো। কিন্তু সে প্রথমেই প্রশ্ন করল : ঐ লোকটা যে তাকে দেখেই পালিয়ে গেল সে কে?

—ও মোটেই পালিয়ে যায় নি, ও বেরিয়ে গেছে; ও আমার পরম বন্ধু শাভালিয়ে দ স্যাঁৎ-ওয়্যাঁ।"

—আপনার বন্ধু? আপনার বন্ধুর ভাগ্য তো বেশ ভালো! আপনি কি জানেন যে ওই এসে আমায় খবর দেয়? ওর সঙ্গে ছিলো মেয়েটির বাবা আর তার একজন আত্মীয়।

—ও?

—হ্যাঁ ও নিজে।

—আপনি কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি; ওর নামটা যেন কি বললেন?

—শাভালিয়ে দ স্যাঁৎ-ওয়্যাঁ।

—ও শাভালিয়ে দ স্যাঁৎ-ওয়্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি কি জানেন যে আপনার এই পরম বন্ধুটি কি মাল? একটা জোচ্চোর, অনেক ধরনের জোচ্চুরির জন্য ও বিখ্যাত। পুলিশ এই ধরনের কিছু লোককে ধরে না কারণ বড় চোরদের ধরবার জন্য পুলিশের কাজে লাগে। এই জোচ্চোরগুলো অন্য জোচ্চোরদের ধরিয়ে দেয়।

আমি কমিশনারকে সব কথা খুলে বললাম। উনি শুনে বললেন সে সব কথা তো কোর্টে প্রমাণ করা যাবে না, ফলে আইন এসব কথা শুনবে না। তাও তিনি বললেন যে তিনি বাপ-মাকে ডেকে কড়কাবেন, মেয়েকে চাপ দেবেন আর ম্যাজিস্ট্রেটকে সব ব্যাপারটা জানাবেন এবং যথাসাধ্য আমায় সাহায্য করবার চেষ্টা করবেন কিন্তু ওরা এমনই আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে যে আইনের পক্ষে কিছু করা বেশ শক্ত।

—কি ! কমিশনার সাহেব, আমাকে বিয়ে করতে হবে নাকি ?

—বিয়ে করা ! শক্ত হবে । ওটার ভয় করবেন না ; তবে বেশ মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আর এ ক্ষেত্রে অঙ্কটা বেশ মোটাই হয়··· । কিন্তু জাক, মনে হচ্ছে যে তুই কিছু বলতে চাস ।

জাক : হ্যাঁ ; বলতে চাইছিলাম যে আপনার কপালটা আমার চেয়ে ভালো, আমি টাকাও দিলাম শুলামও না । মনে হচ্ছে যে আপনার গল্পের পরিণতিটা বুঝতে পারছি ; আগাথার পেট হয়েছিলো কি না জানতে পারলেই নিশ্চিত হতে পারব ।

মনিব : আগে থেকেই তুই আবার সব বুঝে ফেলার চেষ্টা করছিস । কয়েকদিন পরেই কমিশনার সাহেব আমায় জানালেন যে আগাথা তাঁর বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে যে সে অন্তঃসত্ত্বা ।

জাক : এই দেখুন আপনি ছেলের বাপ হয়ে গেলেন···

মনিব : যার আমি কোনোও ক্ষতি করি নি ।

জাক : কিন্তু তাকে তৈরীও করেন নি ।

মনিব : ম্যাজিস্ট্রেটের সহানুভূতি কমিশনারের চেষ্টা কিছুতেই কিছু হলো না ; কিন্তু যেহেতু মেয়েটির পাড়ায় বদনাম ছিলো তাই আমায় বিয়ে করতে হলো না । বেশ মোটা জরিমানা দিতে হলো ; প্রসবের খরচা আর বাচ্চাটার লালন-পালন এবং তার শিক্ষার ভার আমাকে নিতে হলো যদিও বাচ্চাটার চেহারা শাভালিয়েরের ছোট সংস্করণ । একটা বেশ মোটাসোটা ছেলেই হলো যদিও কুমারী আগাথা সেটিকে সাত বা আট মাসের মাথায় জন্ম দিলেন । তাকে একজন ভালো ধাত্রীর হাতে দিয়েছি এবং এখনও পর্যন্ত মাসোহারা টানছি ।

জাক : কর্তা আপনার ছেলের এখন কত বয়স হবে ?

মনিব : কিছুদিনের মধ্যেই তার দশ বছর হবে । আমি ওকে গ্রামেই রেখেছি, পাঠশালায় সে এখন পড়তে, লিখতে আর গুণতে শিখেছে । আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয় ; আমি ভেবেছি একটু ঘুরে যাবো । এইবার ঠিক করেছি যে ওকে হাতের কাজ শেখাবো ।

জাক ও তার মনিব পথে আরও একবার সরাইখানায় রাত্রিবাস করল । জাকের প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করবার পক্ষে রাস্তাটা কম ছিলো । তাছাড়া জাকের গলা ব্যথা সারে নি । পরের দিন তারা পৌঁছল···

—কোথায় ? —দিব্যি কেটে বলছি, আমি জানি না । —যেখানে ওরা গিয়েছিলো সেখানে তাদের কি কাজ ছিলো ? —যা কিছু একটা ভেবে নিতে পারেন । জাকের মনিব কি তার কাজের কথা সবাইকে বলেছে ? তা সে যাই হোক, কাজটা শেষ করতে তাদের দিন পনেরোর বেশী লাগে নি । —কাজটা কি সফল হলো ? —সফল বা অসফল আমি তার কিছুই জানি না । দুটো বিপরীত ওষুধে জাকের গলা ব্যথা সেরে গেল ; তা হলো ভালো খাঁট আর বিশ্রাম ।

একদিন সকালে মনিব জাককে বলল, "জাক ঘোড়ায় জিন চড়া আর তোর চামড়ার মদের বোতলটা ভর ; কোথায় যেতে হবে তা তুই জানিস ।" বলা মাত্রই কাজ হয়ে গেল । ঐ

দেখুন ওরা সেই জায়গাটার রাস্তা ধরল যেখানে গত দশ বছর ধরে জাকের মনিবের খরচায় শাভালিয়ে দ স্যাঁং-ওয়্যার ছেলে মানুষ হচ্ছে। যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এলো তার থেকে কিছুদূর গিয়ে জাকের মনিব জাককে বলল : আমার প্রেমের ব্যাপারে তোর কি মত ?

জাক : ঐ ওপরে যে কি সব অদ্ভুত কথা লেখা থাকে তা কে জানে ? এই একটা ছেলে জন্মালো ভগবানই জানে কেমন করে সে হলো। কে বলতে পারে যে ঐ জারজটা পৃথিবীতে কি করতে এসেছে ? কে জানে যে ও একটা সাম্রাজ্যকে তছনছ করতে না তার ভালো করবার জন্য জন্মেছে ?

মনিব : আমি বলছি না। আমি ওকে একটা ভালো কারিগর বা ঘড়ির মিস্ত্রি তৈরী করব। ও বিয়ে করবে ; ওর ছেলেপুলে হবে আর তারা অনাদি কাল ধরে কারিগর বা ঘড়ির মিস্ত্রি হবে।

জাক : হ্যাঁ যদি তা ওপরে লেখা থাকে। কিন্তু কলের কারিগরদের ভেতর থেকেই বা একজন ক্রমওয়েল বেরোবে না কেন? যে লোকটা রাজার মাথাটা কাটিয়েছিলো সে কি বিয়ারের কারখানায় কাজ করত না ? অন্তত আজকাল লোকে তো তাই বলে।

মনিব : বাদ দে। তোর শরীর সেরে গেছে, তুই আমার প্রেমের গল্পটা শুনলি ; সংভাবে তুই এখন নিজের প্রেমের গল্পটা চেপে যেতে পারিস না।

জাক : সবই তার বিরুদ্ধে। প্রথমত, আমাদের রাস্তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ; দ্বিতীয়ত, কোনখানটায় ছিলাম তা ভুলে গেছি ; তৃতীয়ত আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে যে গল্পটার শেষ হওয়া উচিৎ নয় ; গল্পটা অমঙ্গল টেনে আনবে, আর যেই আমি শুরু করব অমনি ভালো বা মন্দ একটা ঘটনা ঘটে গল্পে বাধা পড়বে।

মনিব : যদি সেটা ভালো হয় তো ভালো।

জাক : ঠিক আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে—সেটা খারাপই হবে।

মনিব : খারাপ। তাই সই, তুই বললে বা না বললে সেটাকে কি এড়ানো যাবে ?

জাক : কে জানে ?

মনিব : তুই দু'তিন শতক পরে জন্মেছিস।

জাক : না কর্তা, সবার মতোই আমি ঠিক সময়েই জন্মেছি।

মনিব : তুই বিখ্যাত লক্ষণ-বিচারী হতে পারতিস।

জাক : এই লক্ষণ ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না আর জানতেও চাই না।

মনিব : ভবিষ্যত কথনের বইয়ের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

জাক : তা সত্যি ; কিন্তু এতদিন আগে ওটা লেখা হয়েছে যে তার একটা কথাও আমার মনে নেই। কর্তা, হয়েছে, সমস্ত লক্ষণ-বিচারীর চেয়ে যে ভালো জানে তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, এই চামড়ার মদের বোতলকে।

জাক তার চামড়ার মদের বোতলটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকে প্রশ্ন করল। তার মনিব ঘড়ি আর নস্যির ডিবে বার করল, সময় দেখল, নস্যি নিলো। শেষে জাক বলল, "এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ভবিষ্যত ততটা খারাপ নয়, কোথায় ছিলাম বলুন।"

মনিব : দল্‌সঁর বাড়ি, তোর হাঁটুটা বেশ সেরে এসেছে আর দনিস তার মার হুকুমে তোকে

তোকে সেবা করছে।

জাক : দানিস তার মার হুকুম পালন করছিলো। আমার হাঁটুর ক্ষতটা প্রায় সেরে এসেছিলো ; ঐ ছোঁড়া যে রাতে সবাইকে নাচালো সে রাতে আমি নাচতেও পেরেছিলাম ; কিন্তু তাও মাঝে মাঝেই হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা হতো। দশ্ল ডাক্তার তার অন্যান্য সমকর্মীদের চেয়ে একটু বেশী জানত, তার মনে হলো যে হাঁটুর এই যন্ত্রণার কারণ হলো, গুলিটা বার করার পরেও হাঁটুর ভেতরে বাইরের কোনো জিনিস থেকে গেছে। ফলে একদিন সকালে সে আমার ঘরে এলো, খাটের কাছে একটা টেবিল আনালো ; আর যখন আমার খাটের পর্দা সরানো হলো তখন দেখি যে টেবিলের ওপর নানা রকম কাটবার যন্ত্র সাজানো আছে, খাটের পাশে দানিস বসে কাঁদছে, তার মা বুকের ওপর হাত জড়ো করে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে ; ডাক্তার তার কোট খুলে ডানহাতের হাতা গুটিয়েছে আর হাতে ছুরি।

মনিব : আমার ভয় করছে।

জাক : আমারও ভয় করছিলো। ডাক্তার বলল : বন্ধু তোমার যন্ত্রণা সহ্য করতে ভালো লাগে ?

—মোটেই না।

—তুমি কি চাও যে তার শেষ হয় আর তোমার পা-টা কাটতে না হয় ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে তোমার পাটা বার করো যাতে আমি ভালো করে কাজ করতে পারি। আমি পাটা বাড়ালাম, ডাক্তার দাঁত দিয়ে ছুরির বাঁটটা ধরে, বাঁ বগলের নীচে আমার পাটা বাগিয়ে ধরল তার পর আমার ক্ষতটার ওপর ছুরি চালিয়ে গভীর করে কাটল। আমার মুখের কোনো বিকৃতি হয় নি কিন্তু জান মুখ ফিরিয়ে নিলো আর দানিসের শরীর খারাপ লাগতে লাগল…

এখানে জাক একটু থেমে তার চামড়ার বেতলটায় মন দিলো। দূরত্ব যতই কমে চামড়ার বোতলটায় জাকের মন দেওয়ার সংখ্যা ততই বাড়ে, জ্যামিতিকদের ভাষায় বলা যার দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে। সে এ ব্যাপারে এতই দড়ো ছিলো যে বেরোবার সময় ভরা চামড়ার বোতলটা পৌঁছবার সময়ে ঠিক খালি হয়ে যতো। ঐ চামড়ার বোতলটাকে রাস্তা মাপার যন্ত্র হিসাবে সে কাজে লাগাতে পারত, আর প্রতি বার এই মন দেওয়ার একটা কারণ থাকত। এবারের কারণটা হলো দানিসের স্থৈর্য ফিরে আসা আর কাটবার ফলে যে কষ্টটা সে পেল সেই ব্যাপারে ধাতস্থ হওয়া। দানিস স্থির হলো, সে ধাতস্তু হলো, সে বলতে লাগল।

জাক : : ছুরি দিয়ে ক্ষতটার তলা পর্যন্ত কেটে যেখান থেকে ডাক্তারবাবু চিমটে দিয়ে আমার প্যান্টের এক টুকরো কাপড় বার করলেন, ওটা গুলির সঙ্গে ঐখানে পৌঁছেছিল। ঐটাই ক্ষতটাকে ঠিক মতো সারতে দিচ্ছিল না আর মাঝে মাঝে আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছিল। এই অপারেশনটা হবার পর থেকে আমিও আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলাম; এর জন্য অবশ্যই দানিসের সেবার কথাটা বাদ দিলে চলবে

না ; যন্ত্রটা চলে গেল, জ্বর বন্ধ হলো, ক্ষিদে হতে লাগল, ঘুম হতে লাগল, ফলে গায়ে জোর পেলাম। দনিস অত্যন্ত যত্ন করে আমার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতো। কি সাবধানে আলতো করে আমার কাপড়টা সরাতো ; যাতে আমার একটু না লাগে তার জন্য কত সাবধান হতো ; কি সুন্দর করে ক্ষতটা ধুয়ে দিতো ; আমি খাটে বসে আর সে একটা হাঁটু মাটিতে দিয়ে তার উরুর ওপর আমার পা-টা রেখে এসব করত। মাঝে মাঝে আমি পায়ের আংগুল দিয়ে তার উরুতে মৃদু চাপ দিতাম। তার কাঁধে হাত রেখে কোমল ভাবে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখতাম আর মনে হয় সেও একই মনোভাব নিয়ে ওটা করত। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আমি তার দুটো হাত ধরে তাকে ধন্যবাদ দিতাম, আমার কথা যোগাতো না ; তাকে কি করে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো তার ভাষা খুঁজে পেতাম না ; সে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনত, কোনো উত্তর দিতো না। এমন কোনা ফিরিওয়ালা আসত না যার কাছ থেকে আমি দনিসের জন্য কিছু না কিছু কিনতাম না ; একবার একটা রুমাল, অন্যবার কয়েক গজ ভারতীয় ছিট বা মসলিন, একটা সোনার ক্রুশ, কাপড়ের মোজা, আংটি, পলার মালা এইসব। কেনবার পর আমার অসুবিধা হতো তাকে দেবার আর তার অসুবিধা হতো নেবার। গোড়ায় আমি তাকে জিনিসটা দেখাতাম, ওর যদি পছন্দ হতো তাহলে আমি বলতাম : দনিস তোমার জন্যই এটা আমি কিনেছি। ও যদি নিতে রাজি হতো তাহলে দেবার সময় আমার হাত কাঁপত আর ওর হাত কাঁপত নেবার সময়। এক দিন কি কিনব না ভাবতে পেরে সিল্কের সুন্দর দুটো গার্ডার কিনলাম, জিনিসটা সত্যিই সুন্দর। সকালে ও আসবার আগে আমি আমার খাটের কাছের চেয়ারের হাতলের ওপর ও দুটো রেখে দিলাম। ও দুটো দেখেই দনিস বলে উঠলো : বাঃ সুন্দর গার্ডার!

—আমার প্রেমিকার জন্য।

—তাহলে আপনার প্রেমিকা আছে?

—নিশ্চয়ই, তোমাকে এতদিনে বলি নি?

—না। নিশ্চয়ই খুব ভালো দেখতে?

—খুব ভালো।

—আপনি তাকে ভালোবাসেন?

—মন প্রাণ দিয়ে।

—আর সে?

—আমি জানি না। এই গার্ডারগুলো তারই জন্য, আর একটা অনুগ্রহ যদি সে আমায় করে, তাহলে আমি আনন্দে অধীর হবো ; অবশ্য যদি সে অনুগ্রহটা করে।

—অনুগ্রহটা কি?

—তা হলো একটা গার্ডার আমি নিজের হাতে বেঁধে দেবো··· । দনিস লাল হয়ে গেল, আমার কথাটা বুঝতে পারে নি, সত্যিই ধরে নিলো যে আমার অন্য কেউ আছে, যার জন্য ঐ গার্ডার, ওর মুখ শুকিয়ে গেল, কাজে ভুল হতে লাগল, চোখের সামনে ব্যান্ডেজের

সরঞ্জাম দেখতে না পেয়ে খুঁজতে লাগল ; গরম করা মদটা উল্টে দিলো, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য খাটের কাছে এলো, কাঁপা কাঁপা হাতে পা-টা ধরল, উল্টোপাল্টা ব্যাণ্ডেজ খুলল, ক্ষত পরিষ্কার করবার সময় খেয়াল করল সে সরঞ্জাম আনে নি, সেটা আনতে গেল ; যখন সে আমার ব্যাণ্ডেজটা বাঁধছে তখন আমি দেখলাম যে সে কাঁদছে।

—দানিস, মনে হচ্ছে তুমি কাঁদছ, হয়েছে কি ?

—কিছু না।

—তোমাকে কি কেউ দুঃখ দিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—সেই বদ লোকটা কে ?

—আপনি।

—আমি ?

—হ্যাঁ।

—আমি কি করলাম ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে গার্ডারের দিকে তাকালো।

—অ্যাঁ ! তুমি এর জন্য কাঁদছ ?

—হ্যাঁ।

—দানিস কেঁদো না, ও দুটো তোমার জন্যই কিনেছি।

—আপনি সত্যি বলছেন ?

—খাঁটি সত্য ; এত সত্য যে এই দেখ। গার্ডার দুটো আমি ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু একটা হাতে রেখে দিলাম ; সেই মুহূর্তে ওর জলভরা চোখে একটা মিষ্টি হাসির ঝিলিক দেখা গেল। তার হাত ধরে খাটের কাছে টেনে আনলাম, একটা পা খাটের ওপরে নিয়ে তার হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুললাম ও দুহাত দিয়ে কাপড়টা চেপে ধরল ; তার পায়ে চুমু খেয়ে যে গার্ডারটা আমার হাতে ছিলো সেটা বেঁধে দিলাম ; সবে বেঁধেছি এমন সময়ে ওর মা ঘরে ঢুকল।

মনিব : এই দেখ ঝামেলা।

জাক : হতেও পারে আবার না হতেও পারে। আমাদের অস্বস্তিটা লক্ষ্য না করে সে দানিসের হাতে গার্ডারটা দেখে বলল : "বাঃ সুন্দর গার্ভার, কিন্তু অন্যটা কৈ ?"

—আমার পায়ে। ও বলল যে ও ওর প্রেমিকার জন্য কিনেছে, আমি বুঝলাম আমার জন্য। আর যেহেতু আমি একটা পরে ফেলেছি তাই অন্যটাও আমি নেব ; ঠিক বলছি না ?

—হ্যাঁ মহাশয় দানিস ঠিকই বলেছে একটা গার্ডার কোনো কম্মের নয়, কাজেই নিশ্চয়ই আপনি অন্যটা নিয়ে নেবেন না।

—না কেন ?

—দানিস দিতে চাইবে না।

—ঠিক আছে, অন্যটা তাহলে আপনার সামনে আমি বেঁধে দেব।[২]

---

২ গুরুজনদের সামনে কনের পায়ে গার্ডার বাঁধা হলো বিয়ের রাতের স্বী-আকার। ১৮ শতকে এটা প্রচলিত ছিল, আজও গ্রামে তা হয়।

—না, না, তা হয় না।
—তাহলে দুটোই ও ফেরৎ দিক।
—তাও হয় না।
কিন্তু জাক ও তার মনিব সেই গ্রামটার দোরগোড়ায় ; যেখানে শাভালিয়ে দ স্যাঁৎ-ওয়্যাঁর ছেলেকে ধাত্রীর কাছে তারা দেখতে যাচ্ছিলো। জাক চুপ করল ; তার মনিব বলল, "নামা যাক, গল্পের বিরতি হোক।"
—কেন ?
—কারণ বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে তোর প্রেমের গল্প প্রায় শেষ।
—ঠিক তা নয়।
—হাঁটুতে যখন পৌঁছে গেছিস তখন অতি অল্পই বাকি।
—কর্তা, দনিসের উরুটা অন্যদের চেয়ে লম্বা।
—তাও, নামা যাক।
তারা ঘোড়া থেকে নামছে ; জাক নেমেই তার মনিবের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, মনিব যেই নামবার জন্য রেকাবে পা দিয়েছে অমনি রেকাবের তলার ডান্ডাটা খুলে গেল আর ঘোড়সোয়ার মাটিতে আছাড় খেতো যদি না তার চাকর তাকে ধরে ফেলত।
মনিব : এই দেখ জাক তোর কাজ! একটু হলেই মাটিতে পড়ে আমার হাড়-গোড় ভাঙত, হয়ত বা মরেই যেতাম।
জাক : কি দুঃখ, তা হলো না।
মনিব : কি বললি হতভাগা ? দাঁড়া, দাঁড়া তোকে কথা বলতে শেখাচ্ছি…
চাবুকটা ভালো করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে মনিব জাকের পেছনে তাড়া করল আর জাক হাসিতে ফেটে পড়ে ঘোড়ার চারদিকে ঘুরতে থাকল, তার মনিবও জাকের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করতে করতে তার পেছনে ছুটতে থাকল ; এটা চলতেই থাকল যতক্ষণ না দু' জনেই ঘেমে ক্লান্ত হয়ে ঘোড়ার দুদিকে থামল। জাক হাঁপাতে হাঁপাতে হেসেই চলল আর মনিব হাঁপাতে হাঁপাতে গাল দিয়েই চলল। একটু সুস্থ হবার পর জাক বলল, "এখন থামা যাক, কি বলেন কর্তা ?"
মনিব : থামব কেন রে হতভাগা, বজ্জাত শুয়ার, তুই ব্যাটা পৃথিবীর সবচেয়ে পাজী চাকর আর আমি সবচেয়ে দুর্ভাগ্য মনিব।
জাক : এতে কি প্রমাণ হয় না যে অনেক সময়ে আমরা না ভেবেই কাজ করি ? বুকে হাত দিয়ে বলুন : এই আধঘন্টা ধরে যা বলেছেন আর যা করেছেন তা কি আপনি করতে চেয়েছিলেন ? আপনি কি আমার হাতের পুতুল হন নি, আর যদি চাইতাম তাহলে আরও অনেকক্ষণ ধরে আপনি তাই হতেন।
মনিব ; কি! এটা একটা খেলা ?
জাক : হ্যাঁ খেলা।
মনিব : ঐ ডান্ডাটা খুলে যাবে, তুই তা জানতিস ?
জাক : আমি ওটা তৈরী করে রেখেছিলাম।
মনিব : তাহলে নিজের খেয়াল মেটাবার জন্য তুই আমার অজান্তে ওটা করেছিস ?
জাক : কি সুন্দর করেছি বলুন।

মনিব : আর তোর উদ্ধত উত্তরটাও ভেবে রেখেছিলি ?

জাক : হ্যাঁ।

মনিব : তুই ব্যাটা হাড়পাজী।

জাক : আমার কাপ্তেন আমায় একবার এই রকম বোকা বানিয়ে ছিলেন কিন্তু বলুন, আমি বুদ্ধিমানের মতো ভাবতে পারি।

মনিব : আমি যদি আহত হতাম ?

জাক : ওপরে লেখা আছে যে আমার দূরদৃষ্টির ফলে তা হবে না।

মনিব : বসা যাক, বিশ্রামের প্রয়োজন।

তারা বসল, জাক বলল, "বোকাটা নরকে যাক !"

মনিব : কথাটা মনে হচ্ছে নিজেকেই বললি।

জাক : হ্যাঁ নিজেকেই, এক ফোঁটাও এতে জমা রাখি নি।

মনিব : দুঃখ করিস না, আমি খেয়ে নিতাম, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

জাক : যে বোকাটা দুজনের জন্য জমা রাখে নি সে ব্যাটা নরকে যাক।

ক্লান্তি হরণের জন্য জাকের মনিব জাকের প্রেমের গল্পটা আবার শুরু করবার জন্য অনুরোধ করল জাক রাজি হলো না। মনিব গজগজ করতে লাগল, জাক গজগজ করতে দিলো ; শেষে দুর্ভাগ্যের কথা আর একবার বলে, জাক তার প্রেমের গল্প আবার শুরু করল।

"একটা পরবের দিন বাড়ির কর্তা শিকারে গিয়েছিলেন"…কথাটা বলার পর জাক চুপ করে গেল, তারপর বলল : "আমি পারব না এগোনো অসম্ভব ; মনে হচ্ছে নিয়তির হাত আমার গলা টিপে ধরেছে, কর্তা দয়া করে আমায় চুপ করতে দিন।"

—ঠিক আছে চুপ কর, আর ঐ কুঁড়েটায় গিয়ে জিগ্যেস কর যে ধাত্রীর বাড়িটা কোথায় ? সেটা কাছেই ছিলো ; তারা নিজেদের ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটেই সেখানে পেঁছিল। যেই পেঁছিল, অমনি ধাত্রীর বাড়ির দরজাটা খুলে গেল এবং একটা লোক বেরিয়ে এলো, তাকে দেখেই জাকের মনিব তলোয়ার বার করল, লোকটাও তাই করল। তলোয়ারের ঝনঝনায় ঘোড়া দুটো ভয় পেলো, জাকের ঘোড়াটা লাগাম ছিঁড়ে পালালো আর সেই মুহূর্তেই যার সংগে জাকের মনিব লড়াই করছিলো সে পড়ে মরে গেল । গ্রামের চাষারা ছুটে এলো। জাকের মনিব নিজের ঘোড়ায় চড়ে পগার পার। সবাই মিলে জাককে ধরে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে গ্রামের জজের কাছে নিয়ে গেল, তিনি তাকে জেলে পাঠালেন। যে লোকটা মারা গেল সে হলো শাভালিয়ে দ সঁ্যাৎ-ওয়ঁ্যা, তাকে নিয়তি সেই দিনই আগাথার সংগে তাদের ছেলের ধাত্রীর বাড়ি নিয়ে এসেছিলো। আগাথা তার প্রেমিকের মৃতদেহ নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে ; জাকের মনিব এত দূরে চলে গেছে যে তাকে দেখাও যাচ্ছে না ; জাক জজের বাড়ি থেকে জেলে যেতে যেতে বলছিল, "এটাই হবার ছিলো, ওপরে এটাই লেখা ছিল…"

আমিও থামলাম কারণ এই দুই চরিত্র সম্পর্কে যা কিছু আমি জানি তা আপনাদের বলেছি—আর জাকের প্রেম ?—জাক হাজার বার বলেছে যে ওপয়ে লেখা আছে যে সে তার প্রেমের গল্প শেষ করতে পারবে না, দেখছি যে সে ঠিকই বলেছে। পাঠক, বুঝতে

পারছি আপনাদের এটা পছন্দ হচ্ছে না, বেশ তো, বাকিটা আপনারা বানিয়ে নিন, বা মাদমোয়াজেল আগাথার কাছে গিয়ে যে গ্রামে জাক বন্দী আছে তার নামটা জেনে নিয়ে জাকের সঙ্গে দেখা করে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, তাতে বেশী সাধতে হবে না, একঘেয়েমি কাটাবার জন্য সে সানন্দে গল্পটা বলবে। যে সব ডাইরীগুলোর সাহায্যে আমি গল্পটা শেষ করতে পারি সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু তা করে কি লাভ? যাকে সত্যি বলে মনে করা যায় তাতেই লোকের ঔৎসুক্য। যেহেতু রাবলের মহান রচনা পঁতাগ্রুয়েল এবং কঁপের মাতিওর জীবনী নামক দুটি রচনার পরের অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিবের স্থান সেহেতু এইসব ডাইরীগুলোকে ভালো করে পরীক্ষা না করে মতামত দেওয়াটা উচিৎ হবে না। দিন আষ্টেকের মধ্যেই ডাইরীগুলো আবার পড়ে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ বিচার করে আপনাদের তা জানাব ; কথা দিলাম।

প্রকাশক যোগ করছেন : আট দিন কেটে গেছে। পাণ্ডুলিপিটি ছাড়া যে তিনটি অনুচ্ছেদ আমার হাতে এসেছে এবং যেগুলির মালিক আমি, সেগুলি পড়ে আমার মনে হয় যে প্রথম ও তৃতীয়টি হলো আসল এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে দ্বিতীয়টি প্রক্ষিপ্ত। প্রথমটি দেখা যাক।

একটা পরবের দিন বাড়ির মালিক শিকারে গিয়েছিলেন এবং বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে গির্জায় গিয়েছিলো ; জাক বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল, দনিস তার পাশে বসেছিল। তারা চুপ করেই ছিলো এবং দেখে মনে হচ্ছিল তারা মুখ ভার করে আছে, সেটা সত্যি। দনিস যাতে তাকে খুশী করে তার জন্য সব চেষ্টাই জাক করেছে কিন্তু দনিস অনড়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জাক কাঁদতে কাঁদতে দৃঢ় ও তিক্ত স্বরে দনিসকে বলল, "তার মানে তুমি আমায় ভালোবাসো না…।" দনিস মনে ব্যথা পেয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে জাকের হাত ধরে খাটের কাছে টেনে নিয়ে গেল এবং নিজে খাটে বসে তাকে বলল, "ঠিক আছে! তাহলে আমি তোমায় ভালোবাসি না? বেশ, এখন দনিসকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো…।" এই কথা বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পাঠক, আপনিই বলুন, এমন অবস্থায় আপনি কি করতেন?—কিচ্ছু না।—সে ঠিক তাই করল। সে দনিসের হাত ধরে আবার তাকে চেয়ারে বসালো, তার পায়ে পড়ল, চোখের জল মুছিয়ে দিলো, হাতে চুমু খেলো, সান্ত্বনা দিলো এবং বলল যে সে বিশ্বাস করে যে দনিস তাকে ভালোবাসে, অপেক্ষা করবে বলে কথা দিলো। এতে দনিসের প্রেম গভীরতর হলো।

হয়ত কেউ প্রশ্ন করবে যে মাটিতে বসে জাক চেয়ারে বসা দনিসের চোখে কেমন করে হাত দেবে…অবশ্য চেয়ারটা যদি খুব নীচু হয় তাহলে সম্ভব। পাণ্ডুলিপিতে চেয়ারের কথা নেই ; কিন্তু সেটা ধরে নেওয়া যায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি ট্রিসটাম স্যাণ্ডির জীবনী থেকে টোকা, অবশ্য যদি না অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব আগে লেখা না হয়ে থাকে এবং শ্রী স্টার্ন যদি কুম্ভিলক না হন, শ্রী স্টার্নের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে যদিও তাঁর দেশের অধিকাংশ লেখকেরই এই দোষটি আছে। তাঁরা আমাদের লেখা থেকে মারেন এবং আমাদের সম্পর্কে অনেক

বাজে কথা বলেন দ্বিতীয়টি হলো :

আর এক সকালে দনিস জাকের ঘরে আসে। বাড়িতে তখনও সবাই ঘুমোচ্ছে, দনিস কম্পিত বক্ষে এগোল। জাকের দরজার সামনে দাঁড়ালো, ঠিক করতে পারছে না ঢুকবে কি ঢুকবে না। কম্পিত বক্ষে ঢুকল ; জাকের খাটের পর্দা না সরিয়ে অনেকক্ষণ খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। পর্দাটা একটু ফাঁক করে সে কাঁপতে কাঁপতে জাককে ডাকল ; তার শরীর সম্পর্কে প্রশ্ন করল। জাক বলল যে রাতে মোটেই ঘুম হয় নি, হাঁটুতে যন্ত্রণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। দনিস শুশ্রূষা করতে চাইল, একটা ছোট কাপড়ের টুকরো নিয়ে হাঁটুর নীচে ঘষতে লাগল, গোড়ায় একটা আঙুল দিয়ে তারপর দুটো আঙুল দিয়ে এমনি ভাবে শেষে পুরো হাতের চেটো দিয়ে। তারপর কাটাটার ওপর একই ভাবে হাত বুলাতে লাগল। জাকের কাম বেড়েই চলল, যখন হাঁটুর ওপরে দনিস হাত বুলোচ্ছে তখন জাক আর পারল না সে দনিসের হাতটা ধরে তাতে চুমু খেল।

এরপর যা আছে তাতে কুশ্ভিলকতা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। কুশ্ভিলক যোগ করছে : "জাকের প্রেমের ব্যাপারে যা আমি বলছি তাতে যদি আপনদের ভালো না লাগে তাহলে আপনারা যা ইচ্ছা ভেবে নিন আমি আপত্তি করব না। আপনারা যাই ভাবুন, আমি নিঃসন্দেহ যে আপনারা অন্য কিছু ভাবতে পারবেন না।—ভুল করছেন আমি মোটেই আপনাদের মতো করব না। দনিস এর বেশী এগোয় নি।—কে বলেছে যে সে এর বেশী এগিয়েছিল ? জাক তার হাতটা ধরে চুমু খেল। আপনার মনটাই নোংরা তাই যা বলা হয় নি তা আপনি ধরে নিচ্ছেন।

বেশ! তাহলে জাক শুধু হাতেই চুমু খেলে ?—নিশ্চয়ই জাক তাকে বিয়ে করতে চায় তাই ভবিষ্যত জীবন যাতে বিষময় না হয় তার দিকে নজর রেখে সে মোটেই বাড়াবাড়ি করে নি। —কিন্তু আগের অনুচ্ছেদে আছে যে সে দনিসের সঙ্গে শোবার চেষ্টা করেছে। তার মানে তখনও সে দনিসকে বিয়ে করবার কথা ভাবে নি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে দেখি আমাদের বেচারা অদৃষ্টবাদী জাক, হাতে পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় জেলের অন্ধকার খুপরীতে খড়ের ওপর শুয়ে তার কাপ্তেন ও তাঁর দর্শনের কথা ভাবছে। এই স্যাঁতা, বাজে ও অন্ধকার ঘরে যেখানে জল আর কালো রুটি খেয়ে এবং হাতে পায়ে ইঁদুর ও চামচিকের কামড় খেয়ে সে প্রাণধারণ করছে এমন ঘরে সে যে শীঘ্রই তার বিশ্বাস হারাবে সে ব্যাপারে জাক নিশ্চিত। আমরা জানলাম যে একদিন তার ধ্যান ভঙ্গ হলো ; জেলের ও তার ঘরের দরজা-ধরজা ভাঙা হলো এবং জনা বারো ডাকাতের সঙ্গে জাকও মুক্তি পেল আর সে ম' দ্র্যাঁ ডাকাতের দলে স্থান পেল। ইতিমধ্যে পুলিশ মনিবকে খুঁজে বার করে অন্য এক জেলে বন্দী করেছিলো। আগের পুলিশ কমিশনারের সাহায্যে মুক্তি পেয়ে মনিব মাস দুতিন যাবৎ দগ্লঁর বাড়িতে বসবাস করছিল এমন সময়ে নিয়তি তার চাকরের সঙ্গে মিলন ঘটালো। এর আগে পর্যন্ত মনিব প্রত্যেক বার ঘড়ি দেখবার সময় এবং প্রতি টিপ নস্যি নেবার সময় একবার করে বলত, "বেচারা জাক, তুই কোথায় আছিস, তোর কি হলো!" একদিন ম'দ্র্যাঁর দল দগ্লঁর বাড়িতে হানা দিল ; জাক তার উপকারী ও প্রেমিকার বাড়িটা চিনতে পারল ; এবং সে বাড়িটা রক্ষা করল। তার পর পুনর্মিলনের করুণ দৃশ্য।

—আপনি কর্তা।
—তুই এদের দলে কি করে ভিড়লি?
—আর আপনি এখানে কি করে এলেন?
—দনিস?
—তুমি জাক? তুমি আমায় কত কাঁদিয়েছ।
দল্প* চেঁচাচ্ছে: "তাড়াতাড়ি মদ আর গেলাস নিয়ে এস; ও আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে…"
কয়েক দিন বাদে বাড়ির বুড়ো কেয়ার টেকার মারা গেল; জাক তার জায়গায় বহাল হলো আর দনিসকে বিয়ে করে জেনো আর স্পিনোজার দর্শন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে লাগল। দল্প* তাকে ভালোবাসে, তার মনিবের সে চোখের মণি তার স্ত্রীর কাছে সে দেবতা; ওপরে এমনিই লেখা ছিল।
কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে জাকের মনিব আর দল্প* জাকের স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিল। আমি তার কিছুই জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সন্ধ্যায় জাক নিজেকে বলত, "ওপরে যদি লেখা থাকে যে তুই অসতীর স্বামী হবি, তা হলে যাই করিস, তুই তা হবিই; যদি তার উল্টোটা লেখা থাকে তাহলে ওরা যত চেষ্টাই করুক কিছুই করতে পারবে না, অতএব শান্তিতে ঘুমো …" আর জাক ঘুমিয়ে পড়ত।

জীবনী-পঞ্জী

১৭১৩ 'ল'গ্র'তে দিদরোর জন্ম।

১৭২৩-১৭৩২ 'ল'গ্র'তে জেস্যুইটদের ইস্কুলে লেখাপড়ার সূচনা, পরে পারীতে জেস্যুইট দের দ্বারা পরিচালিত লুই ল্য গ্রঁ ইস্কুলে পড়াশোনা এবং পরে জানসেনিস্ট ইস্কুল 'কলেজ দারকুর'-এ ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি।

১৭৩৪ ভলত্যার-এর 'লেত্র ফিলজফিক'-এর প্রকাশ।

১৭৪১ আঁতোয়ানেৎ শঁপিওঁর সঙ্গে পরিচয় এবং ১৭৪৩ তাঁর সঙ্গে বিবাহ।

১৭৪২ রুশোর সঙ্গে পরিচয় (তখনও রুশো অজ্ঞাত ও তাঁর বয়স তখন ৩০)।

১৭৪৫ বুদ্ধিজীবী জীবনের শুরু হলো শাফাটসৈবেরি ও টেম্পল ষ্টানিয়ন নামক দুই ইংরাজ লেখকের অনুবাদ দিয়ে।

১৭৪৬ শুরু করলেন 'এনসাইক্লোপিডিয়ার' সম্পাদনা।
প্রথম নিজস্ব রচনা 'লে পঁসে ফিলজফিক' প্রকাশিত হলো।

১৭৪৭ 'প্রমেনাদ দ্যু স্কেপতিক' প্রকাশিত হলো।
ভলত্যের-এর জাদিগ প্রকাশিত হলো।

১৭৪৮ মঁতেস্কুর 'লেস্প্রি দে লোয়া' প্রকাশিত হলো।

১৭৪৯ হোলবাক ও গ্রিমের সঙ্গে দিদরোর বন্ধুত্বের শুরু।
প্রকাশিত হলো 'লে লেত্র স্যুর লেস আভগ্ল'। স্যাঁমেদার-এর বিশপ দিদরোর পেছনে লাগলেন; ফলে এই সালের জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত দিদরো ভ্যাঁসেন-এর দুর্গের জেলে বন্দী রইলেন। অক্টোবর মাসে তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করতে যাবার পথে রুশো তাঁর 'প্রথম দিসকুর' 'দিসকুর স্যুর লে সিয়ঁস এ লেস আর'-এর কথা ভাবলেন এবং দিদরো তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

১৭৫০ 'দিসকুর স্যুর লে সিয়ঁস এ লেস আর'-এর জন্য রুশো দিজোঁর আকাদেমীর পুরস্কার পেলেন।

১৭৫১ এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।
'লেত্র স্যুর লে স্যুর এ মুয়ে' প্রকাশিত হলো।

১৭৫২ এনসাইক্লোপিডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো এবং তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো; শেষে মাদাম দ পোঁপাদুর-এর হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা রদ হলো।

১৭৫৩ দিদরোর কন্যা আঁজেলিক-এর জন্ম।

এনসাইক্লোপিডিয়ার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।
'দ লঁ্যাতেরপ্রেতাসিওঁ দ লা পাতুর' প্রকাশিত হলো।

১৭৫৪ এনসাইক্লোপিডিয়ার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো।
'লঁগ্র'তে দিদরো কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলেন।

১৭৫৫ মতেস্কুর মৃত্যু।
মাদমোয়াজেল সোফি ভলঁর সঙ্গে দিদরোর পরিচয় ও তাঁদের সম্পর্কের শুরু এনসাইক্লোপিডিয়ার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

১৭৫৪-১৭৫৭ তিন বছর পদার্থ-বিদ্যার অধ্যয়ন তৎকালিন বিখ্যাত পদার্থবিদ রুয়েল-এর ছাত্র হিসাবে।

১৭৫৬ এনসাইক্লোপিডিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশ।
রুশো 'এরমিতাজ'-এ বসবাস শুরু করলেন।
ভলত্যার 'এসে স্যুর'লে মর্স' প্রকাশ করলেন।

১৭৫৭ রাজা পঞ্চদশ লুইকে হত্যার প্রচেষ্টা।
'ফিলজফ'দের ও এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে রাজার দমন নীতি। দিদরো ও রুশোর ঝগড়া শুরু।
এনসাইক্লোপিডিয়ার সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হলো।
দালঁবের এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক মণ্ডলীতে যোগ দিলেন।
গ্রিমের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক পত্রাবলীর শুরু।

১৭৫৮ 'ল্য প্যার দ ফামি, দিসকুর স্যুর লা পোয়েজি দ্রামাতিক' প্রকাশিত হলো।
রুশোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

১৭৫৯ এনসাইক্লোপিডিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি।
দালঁবের এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদকমণ্ডলী ত্যাগ করলেন।
দিদরোর পিতার মৃত্যু।
ভলত্যার 'কাঁদিদ' প্রকাশ করলেন (পরম শ্রদ্ধেয় কবি শ্রী অরুণ মিত্র বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন ১৯৭০ সালে—প্রকাশক 'সাহিত্য একাদেমী')।

১৭৬০ 'লা রলিজিওস' এর রচনা, কিন্তু প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৭৯৬ সালে।
এনসাইক্লোপিডিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝড়।
ভলতার ফের্নিতে বসবাস শুরু করলেন।

১৭৬১ দ্বিতীয় সালেঁর প্রকাশ।
রুশো প্রকাশ করলেন 'লা ন্যুভেল এলোইস'।

১৭৬২ দ্বিতীয় ক্যাথারীন রাশিয়ার রানী হলেন।
'ল্য নভো দ রামো' রচনা; কিন্তু এটি প্রকাশিত হলো দিদরোর মৃত্যুর

একশ বছর পরে তাঁর কাগজপত্রের মধ্য থেকে পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার হয়।
'পঁসে ফিলজফিক'। এ নতুন অধ্যায় যোগ করলেন, প্রকাশিত হলো ১৭৭০ সালে।

রুশো প্রকাশ করলেন 'এমিল' এবং 'লা কোঁত্রা সোসিয়াল'।

এনসাইক্লোপিডিয়ায় বর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত ছবি, দলিল ইত্যাদির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

১৭৬৩ তৃতীয় সালো প্রকাশিত হলো।

১৭৬৪ রুশো তাঁর 'কঁফোসিওঁ' শুরু করলেন।

১৭৬৫ রাশিয়ার রানী দ্বিতীয় ক্যাথারীণ দিদরোর নিজস্ব লাইব্রেরিটি কিনে নিলেন।

চতুর্থ সালোঁ।—'এসে স্যুর লা পঁ্যাতুর' রচনা (প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৭৯৬ সালে)

এনসাইক্লোপিডিয়ার অষ্টম থেকে সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হলো।

১৭৬৭ পঞ্চম সালোঁ।

১৭৬৯ 'রগ্রে স্যুর মা ভিয়েই রব দ শঁত্র, ল্য রেভ দ দালঁবের' রচনা ও প্রকাশ।

১৭৭০ লঁ-গ্র ও বুরবন-এ পর্যটন—ভোয়াইয়াজ আ বুরবন এ আ লঁগ্র (১৮৩১ প্রকাশিত) মাদাম দ মোর সঙ্গে সম্পর্ক।

'লে দো আমি আ বুরবন, অঁত্রতিয়ঁ্যা দঁ্যা প্যার আভেক সেস অঁফ (১৭৭২ সালে প্রকাশিত)।

১৭৭১ 'এত ইল বোঁ এত ইল মেশঁ? (১৮৩৪ সালে প্রকাশিত)।

১৭৭২ এনসাইক্লোপিডিয়ায় বর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত ছবি ও দলিল ইত্যাদির শেষ দুই খণ্ড প্রকাশিত হলো।

'সসি নেপা অঁ্যা কোঁত'। করেসপোদঁস লিতেরের'-এ ১৭৭৩ সালে প্রকাশিত। 'স্যুর লঁ্যাকঁসেকঁস দ্যু জুজমঁপুব্লিক (১৭৯৮ সালে প্রকাশিত)।

১৭৭৩ 'জাক ল্য ফাতালিস্ত (অদৃষ্টবাদী জাক) প্রকাশিত হয় ১৭৯৬ সালে।

দি হেগ হয়ে রাশিয়ায় যাত্রা করলেন রানী দ্বিতীয় ক্যাথারীণ-এর আমন্ত্রণে। ৮ই অক্টোবর তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গে পৌঁছলেন।

১৭৭৪ রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যু ও ষোড়শ লুই-এর অভিষেক।

৫ই মার্চ সেণ্টপিটার্সবুর্গ থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা।

এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দি হেগে অবস্থান।

'ভোয়াইয়াজ দ ওলঁদ' (১৮১৯ সালে প্রকাশিত)।

'ওবসারভাঁসিওঁ আ কাথারিণ দো'।

অঁত্রতিয়ঁ্যা দ অঁ্যা ফিলসফ আভেক লা মারেশাল'।

১৭৭৬ রাশিয়ার সরকারের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া রচনা।
অষ্টম সালোঁ।
১৭৭৭ আমেরিকার স্বাধীনতা।
১৭৭৮ ভলত্যার-এর মৃত্যু।
রুশোর মৃত্যু।
১৭৮১ সালোঁ দ ১৭৮১।
১৭৮২ 'এলেমঁ দ ফি'সিওলজি'।
১৭৮৩ দালঁবের-এর মৃত্যু।
১৭৮৪ সোফি ভোলঁর মৃত্যু।
দিদরোর মৃত্যু।